সোনার হাতের পরশ

বজলুর রহমান

সোনার হাতের পরশ

বজলুর রহমান

খেয়া প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

সোনার হাতের পরশ

(একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস)

বজলুর রহমান

খে. প্র-৮

প্রকাশনায়

খেয়া প্রকাশনী

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়

আহসান পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা

র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী-২০০৮

কম্পোজ

র‍্যাক্স কম্পিউটার, ঢাকা

মুদ্রণ

নয়ন মণি প্রিন্টার্স

চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দীন

মূল্য

একশত পঁচাশি টাকা মাত্র

Sonar Hater Parash Written by Bazlur Rahman

Published by Kheya Prokashoni, Dhaka

First Print February, 2008

Price Tk. 185.00 ($ 4.00) only

www.pathagar.com

আমি দেশকে ভালবাসি। ভালবাসি দেশের মানুষকে। বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই ভালবাসা সীমাবদ্ধ নয়। সব কিছুকে ছাড়িয়ে শান্তি সমৃদ্ধি আর আলোকিত জীবনের প্রত্যাশী বিবেকমান মানুষের সারিতে থাকতে চাই। অশ্লীলতা, প্রতারণা, হীন স্বার্থ রক্ষা করাকে আমি ঘৃণা করি। যখন দেখি কিছু সংখ্যক শিক্ষিত সুনা-মধন্য মানুষ আদিম যুগের অসভ্যতা থেকে রেবিয়ে আসা মানুষকে পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাণান্তকর চেষ্টায় নিরত থাকতে, তখন মনে বড় ব্যথা পাই। উজ্জ্বলতার গায়ে আঁধারের কাফন পরিয়ে জাতির সর্বনাশ ডেকে এনে তারা কি শান্তি পান– জানিনে। অশান্তির তাড়নায় কি পেয়েছে কি পায়নি এই অস্থিরতার মধ্যে তারা সর্বদা হাবুডুবু খান। তাই ভুলে যান সত্য আদর্শকে। নেশাঘোরের মত অশ্লীলতায় ছেয়ে ফেলতে চান গোটা জাতির মেরুদণ্ডকে। কিন্তু বিবেকবান মানুষের তাড়নায় তাদের প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ না হলেও স্তিমিত হচ্ছে নিশ্চয়। মানবিক জ্ঞানের সীমার মধ্যে মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে সত্যকে আঁকড়ে ধরার যে উদ্যোগ সেই গোড়া থেকেই চলে আসছে তার পরিসমাপ্তি অবশ্যই একদিন ঘটবে। অশ্লীলতাকে এড়িয়ে আদর্শের ছত্রছায়ায় প্রেম ভালবাসার চিরস্থায়ী রূপ জিইয়ে রাখার যে ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু চালানো হয়েছে তা কতটুকু সার্থকতা পেয়েছে সেই বিবেচ্য আমার নয়, সম্মানিত পাঠকবৃন্দের।

– বজলুর রহমান

www.pathagar.com

উৎসর্গ

পরলোকগত
স্নেহময়ী জননী
হাছিনা মোল্লার
মাগফেরাতের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

এক

ফাল্গুনের পড়ন্ত বিকেল। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত। পর্যটন এলাকার বাইরে দক্ষিণের দিকে অনেক দূরে। যেখানে মানুষের পদচারণা নেই এমন একটা নির্জন স্থানে বালু চরে বসে সামনের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আনমনে যেন সমুদ্রের ঢেউ গুনছি। মন আমার দূরে ঢেউয়ের সাথে নাচতে নাচতে বালুচরে এসে আছড়ে পড়ছে আবার চলে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে। কূলে এসে বিলীন হয়ে গেলেও তার কি মৃত্যু আছে! বাতাসের স্পর্শে অবিরাম গতিতে তার জন্ম প্রক্রিয়া চলছেই আদি থেকে, চলবে অনন্তকাল ধরে। শেষ হবে পৃথিবী লয়ের মুহূর্তে।

বিক্ষুব্ধ মনটাকে শান্ত করতে এসেছি শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে এই সমুদ্র সৈকতে। এই সুন্দর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু বিবেক আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো পৃথিবীর সবকিছুকে ভুলে থাকবার এই আকর্ষণীয় ঐন্দ্রজালিকের উদরে। সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত। আমার দৃষ্টি আর ঢেউয়ের দিকে নেই, এবার নীল আকাশের সীমায় যেন স্থির হয়ে আছে। কোন্ স্বপ্নপুরী থেকে বহু রঙা চাদর গায়ে জড়িয়ে মায়াময় সূর্য নীচে নীল জলরাশি আর উপরে নীল আকাশের বুকে অপূর্ব জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের দেহ মনে এক স্বর্গীয় অনুভূতি জাগিয়ে অন্তর্ধান হয়ে যাচ্ছে! একী স্বপ্নপুরী! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! না এতো স্বপ্ন নয়। এযে বাস্তব প্রতিচ্ছবি! মন আমার ডানা মেলে যেন উড়ে চলে যায় দৃষ্টির শেষ সীমায়– যেখান থেকে ফিরিয়ে আনবার সামান্যতম অনুভূতিও আমি হারিয়ে ফেলেছি। আকাশে তৃতীয়ার চাঁদ, সেও একসময় ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হারিয়ে গেল কোন্ অদৃশ্য গহ্বরে। আমার তন্ময়তা তখনও ভাঙেনি। আমার দৃষ্টিতে তখনও যেন অস্তগামী সূর্যের অপরূপ সৌন্দর্য ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি তাই আত্মভোলা হয়ে সেই দিকে চেয়ে আছি।

এই যে শুনছেন?

আমার ধ্যানমগ্ন রূপ তখনও ফুটে রয়েছে। কারও ডাক আমার কানে প্রবেশ করেনি। আমার আশে পাশে কেউ আছে কিনা তা জানি না। আমার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে কণ্ঠটি আবার বেজে উঠলো।

আমার কথা শুনুন।

কে আমাকে কি কথা শুনাবে, আমি কারো কথা শুনবো এমন অনুভূতি আমার

www.pathagar.com

তখনও পয়দা হয়নি। কাঁধ স্পর্শ করে একটি ভীত কণ্ঠ আমার স্বপ্ন ভঙ্গ করলো। দয়া করে আমাকে একটু সাহায্য করুন।

এবার আমি পেছনের দিকে চেয়ে একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। আমার কাঁধে তখনও তার হাত স্পর্শ করে আছে। মনে হলো সে যেন কাঁপছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম– কে তুমি?

আমি একজন বিপদগ্রস্ত নারী।

ছায়ামূর্তির উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমুদ্রের এই নির্জন বেলাভূমিতে বিপদগ্রস্ত নারী!

কি নাম তোমার?

সুরমা।

রাতের অন্ধকারে নির্জন এই বালুচরে তুমি একা কেন?

সব আপনাকে বলবো। আগে আমাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে চলুন। এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে যে কোন মুহূর্তে আমি কঠিন বিপদে পড়তে পারি।

কেন?

আমি পালিয়ে এসেছি।

কোথা থেকে?

সে অনেক কথা। আপনাকে শুনাবার সময় এখন নয়। দয়া করে আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন।

সুরমা কেঁদে ফেললো। আমার দু'খানি হাত ধরে কাতরকণ্ঠে বললো– আমাকে বাঁচান।

আমি কঠিন সঙ্কটে পড়ে গেলাম। কোনদিক থেকে তার বিপদের আশঙ্কা তা আমি জানি না। সামনে সাগরের ঢেউয়ের অবিরাম শব্দ, পিছনে নির্জন বন বেষ্টিত পাহাড়। দক্ষিণে দীর্ঘ সৈকতের বালুচর। উপরে কোলাহলমুখর অগণিত মানুষের পদচারণা। জানি না সুরমা কি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছে। যাদের কাছ থেকে সে পালিয়ে এসেছে তারা নিশ্চয় ওকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওকে নিয়ে সৈকত পেরিয়ে যখন লোকালয়ে প্রবেশ করবো তখন বিপদতো কাউকে ছাড়বে না।

দাদা, আপনার দু'টি পায়ে ধরি আমাকে বাড়ি নিয়ে চলুন।

আমার বাড়ী তো এখানে নয় দিদি! আমি আজই এসেছি এখানে। তোমাকে নিয়ে যখন লোকালয়ে যাব, তখন যাদের ভয় তুমি করছ, তারা তো সামনেই পড়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

আমাকে শহরের দিকে নিয়ে যাবেন না। অন্ধকারে কোথাও নিয়ে যান। আমি আলোর দিকে যাব না। আপনি যদি আমার নিরাপত্তা দিতে না পারেন তাহলে বলুন, আমি সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরি।

তুমি যখন বড় আশা করে আমাকেই বেছে নিয়েছ, তখন আমার দেহে প্রাণ থাকতে তোমাকে বিপদের মধ্যে ফেলবো না। এখনই তোমার বেশ পরিবর্তন করতে হবে, পারবে?

আমার কাছে বাড়তি কোন পোশাক নেই!

কোন চিন্তা নেই, আমার এই ব্যাগে কয়েক সেট পোশাক আছে। তোমাকে অবিকল একটা যুবকের রূপ দিয়ে দেব। তোমার আপত্তি নেই তো?

আপনি যা করতে বলবেন তাই করব, তবু আমি বাঁচতে চাই।

সুরমার পরনে সেলোয়ার কামিজ। তার উপর দিয়েই প্যান্ট শার্ট পরিয়ে দিলাম। সমস্যা বাধলো চুল নিয়ে। তার মাথা ভর্তি ঘন লম্বা চুল। মাথার উপর চুলের ঢিবি করে রুমাল দিয়ে বেঁধে তার উপর আমার মাথার ক্যাপটি লাগিয়ে দিলাম। আমার ব্যাগটি তার কাধে ঝুলিয়ে দিয়ে ওর বাম হাতখানি ধরে দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সৈকত ছেড়ে উপরে উঠলাম। রিকসা চেপে হোটেল সৈকতে যেয়ে একটা রুম ভাড়া নিলাম। বয় আমাদের দুইশো দুই নম্বর রুমটি দেখিয়ে তালা খুলে চাবি দিয়ে চলে গেল। আমরা রুমের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। সুরমাকে বললাম, তুমি কিছুক্ষণ এখানে থাক, আমি বাইরে থেকে খেয়ে তোমার খাবার নিয়ে আসি। সে আমাকে আর বাইরে যেতে দিতে চাইলো না। তাকে অভয় দিয়ে বললাম– দরজার বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাচ্ছি। তুমি জানালার পর্দা সরিয়ে আকাশের তারাদের সঙ্গে মিতালী কর। দেখবে মনটা বেশ হালকা লাগছে।

আমি নীচে চলে গেলাম। নিকটবর্তী একটা হোটেল থেকে খেয়ে সুরমার জন্য প্যাকেট করা খাবার নিয়ে চলে এলাম। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখি সে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তখনও পোশাক পাল্টায়নি। জানালার পর্দাগুলো তখনো স্বচ্ছ কাঁচের ওপর দেয়াল তৈরী করে রেখেছে।

আমি বললাম– বিপদগ্রস্ত মানুষের সহায় একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনি তোমাকে হিফাজত করবেন। তুমি বাড়তি পোশাক খুলে ফেল। বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে খেয়ে নাও।

আমি এশার নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। ধীরে সুস্থে নামাজ শেষ করে দীর্ঘক্ষণ খোদার দরবারে প্রার্থনা করলাম। সুরমার সমস্ত বিপদ থেকে হিফাজতের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম। জায়নামাজ থেকে উঠে দেখলাম সুরমা একদৃষ্টে

www.pathagar.com

আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি বিস্মিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তোমার এখনও খাওয়া হয়নি?

আমি যেন খাওয়ার কথা ভুলে গেছি।

কেন?

আমি ভিন জাতির মেয়ে হলেও অনেককে নামাজ পড়তে দেখেছি। কিন্তু আপনার এমন মন আকৃষ্ট করার মত নামাজ কাউকে পড়তে দেখিনি। আপনি যখন হাত তুলে প্রার্থনা করছিলেন তখন আপনার চেহারায় যেন এক টুকরা আলোক রশ্মি খেলা করছিল। আপনি যদি রাতব্যাপী এমন করে প্রার্থনা করতেন তাহলে আমি এমনিভাবে আপনার চেহারার দিকে চেয়ে সেই আলোর খেলা দেখতাম, তাতে আমার একটুও কষ্ট তো না। আপনি একটা দেবতুল্য মানুষ। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, বিপদের মুহূর্তে আপনার মত একটা মহৎ মানুষকে পেয়েছি।

আমার কোন কৃতিত্ব নেই। এ সেই পরম প্রভুর কুদরতি খেলা। তিনি যখন কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তখন যে কোন একটা অছিলা অবলম্বন করান। কথা বলার সময় পরে করে নেয়া যাবে, এখন তুমি খেয়ে নাও।

সুরমা খাওয়ার দিকে মনযোগ দিল, আমি ব্যাগের মধ্য থেকে নসীম হিজাজীর একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস বের করে পড়তে বসলাম। এক সময় দেয়াল ঘড়িটি জানান দিল রাত বারটা। আমি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি সুরমা আমার পাশে বসে একদৃষ্টে বইয়ের পাতার দিকে চেয়ে আছে। আমি একটু যেন চমকে উঠে বললাম– সেকী! রাত অনেক হয়ে এলো, তুমি এখনও বসে আছ?

আর আপনি?

আমি বই পড়ছি।

আমিও তো অকারণে বসে নেই।

কি করছো তাহলে?

আমিও তো আপনার সাথে পড়ে যাচ্ছি। আপনি মনে হয় বই এর পিছনে অনেক সময় ব্যয় করেন?

অবসর পেলে তা করি বৈকি! তুমি?

আমিও বই পড়তে ভালবাসি।

আমি যেসব বই পড়ি, তোমার কাছে তা ভাল লাগবে না।

কেন?

www.pathagar.com

এতে কোন পূজা-পার্বন, একাদশী, শনিগ্রাস, গৃহ দেবতা নেই।

আজ আমার সেই ভুল ভাঙ্গলো। সেখানে যত রসের সৃষ্টিই থাক না কেন আজ মনে হচ্ছে সব যেন প্রতারণা। কোন সৃজনশীলতা নেই। সত্যের আলো সেখানে নেই।

তুমি ভুল বলছো।

আমি এতোটুকু ভুল বুঝিনি বা বলিনি। সামান্য সময় আপনার সংস্পর্শে এসে যে জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করলাম, বুঝলাম– এটাই একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি এবং সত্য। আমার দুর্ভাগ্য, উনিশ বছরের জীবনে এমন একটা মূল্যবান সময়ের সাথে পরিচিত হতে পারিনি। প্রভু যে আজ আমাকে কঠিন বিপদের সাথে সেই সময়টুকু দান করলেন, এর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবো না।

তোমাদের ধর্মের ছেলে মেয়েরা তো এমন মূল্যবান কথা বলে না?

কেউ বলে না, আমিও এতোদিন বলিনি। কেননা সেই স্বর্গীয় জ্ঞান যেটা আপনার মৌন চেহারায় কাছে পেলাম সেটাই যেন এর উৎস। একটা আকর্ষণীয় যুবকের যা কিছু থাকবার দরকার তা আপনার মাঝে আছে, উপরন্তু মহামূল্যবান ঐশ্বরীক জ্ঞান আপনাকে পরিবেষ্টন করে আছে সারাক্ষণ।

তোমার কথাগুলো ক্রমান্বয়ে অতিরঞ্জিত হয়ে যাচ্ছে। আর কথা বাড়িয়ে অকারণে সময় নষ্ট করে কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ নেই। তুমি এবার বিছানায় শুয়ে পড়। বাকী রাতটুকু ঘুমিয়ে আরাম করে নাও।

ঘুম তো কেবল আমার একার সম্পত্তি নয়, এর অংশীদার আপনিও একজন।

নিজের স্ত্রী ছাড়া কোন যুবতীকে নিয়ে একই ঘরে দরজা বন্ধ করে পাশাপাশি শয়ন করা আমার ধর্মে স্বীকৃতি নেই।

এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেও?

এর চেয়ে কঠিন মুহূর্ত থাকলেও একই নীতি বহাল থাকবে।

এযে বড় আজব ধর্ম! আমি বি এ অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। গোড়া থেকেই আমার সহপাঠি বার আনাই আপনার জাতির ছেলে মেয়ে। ধর্মের এমন মোহনীয় রূপ দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আজই জানলাম ইসলাম একটা মহান ধর্ম।

এতো তাড়াতাড়ি কি করে বুঝলে?

সৈকতে যখন আমার বাড়তি পোশাক পরতে হল তখন আমার বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি শরীর স্পর্শ ছাড়াই সেই কাজ সারলেন। তখন মনে হয়েছিল আমি হিন্দুর মেয়ে বলে আমাকে ঘৃণা করছেন। হোটেলে এসে আপনি দু'টি রুম নিতে

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন, আমার জেদাজেদির জন্যে নিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত দুই সিট বিশিষ্ট কক্ষ নিতে চাইলেন, পেলেন না। তারপরেও বলছেন আমার পাশে আপনি শয়ন করবেন না, বাধাটা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ। ইউরোপ আমেরিকার যুবক যুবতীদের বিষয়ে অনেক কিছু তথ্য বই পুস্তকে পেয়েছি। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পূজা দেখতে যেয়ে অনেক কিছু আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমার দেশের যুবক যুবতীদের খবর তো অনেকটা রাখি। একে অপরের মাঝে বিলীন হয়ে যাওয়ার এই যে পরিবেশ, পরিস্থিতি, এমন আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়ার মন মানসকিতা নিয়ে জীবন গঠন করা যুবকের সান্নিধ্য বড় দুর্লভ। আমি পেয়েছি, আমার পরম সৌভাগ্য। যে জাতির মাঝে, যে সমাজে আমার জন্ম, সেখানে পবিত্রতার ধূয়া তুললেও অপবিত্রতায় ছেয়ে আছে গোটা সমাজের মেরুদণ্ড, সেখানে আমি অতিকষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছি নিজের সতীত্ব। সেটাই আমার জীবনের অহংকার। সেই অহংকার চূর্ণ করতে ষড়যন্ত্রে ফেলে সর্বস্ব লুট হওয়ার আগেই কি করে যেন অক্টোপাসের বজ্রমুষ্টি ছিন্ন করে বেরিয়ে এলাম, সে যেন আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। এমন নির্ভেজাল সত্য অথচ অবিশ্বাস্য ঘটনার মত মনে হওয়া বিষয়টি আপনি এখনও আমার কাছে জানতে চাননি। আমি বুঝতে পারছিনে কেন আপনার জানবার আগ্রহ নেই।

এর একটিই মাত্র কারণ, প্রতিটি নর নারীর নফ্স শয়তান দ্বারা পরিবেষ্টিত, তোমার বিষয়ে এই নির্জন প্রকোষ্ঠে সবকিছুই জেনে ফেলি, আর তাতে যদি তোমার অসহায়ত্বের ভাব গভীরভাবে ফুটে উঠে, তাহলে রক্ত মাংসের এই দেহখানা আদিম বাসনায় মত্ত হয়ে উঠতে পারে, এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তেমন আশঙ্কা দেখা দিলে আমি একটুও ভয় পাইনে।

এতো বড় আত্মবিশ্বাস তোমার কি করে হল?

সেই মুহূর্তে একটা ঐশ্বরীক শক্তি আমাদের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সত্যি সুরমা তুমি অনন্যা। তুমি বাঁচিয়েছ আমাকে।

কি অদ্ভুত কথা আপনার! আমি আপনাকে বাঁচিয়েছি, না আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন?

মনে কর একে অপরকে সাহায্য করেছি, আর বাঁচিয়েছেন আল্লাহ!

সেই পরম প্রভুর সন্ধান আমাকে দিন, এটাই আপনার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ।

আমি দুঃখিত, তোমার অনুরোধ এই মুহূর্তে রাখতে পারছি না।

www.pathagar.com

আপনি আমাকে ঘৃণা করেন?

না।

তবে?

কারও অসহায়ত্বের সুযোগে ধর্মের গণ্ডিতে টেনে আনার শিক্ষা আমাদের নয়। জানিনে তোমার কে কে আছেন। এখন আমার প্রধান দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে তোমার অভিভাবকের কাছে তোমাকে পৌঁছে দেয়া।

যদি বলি আমার কোন অভিভাবক নেই?

তোমার এমন কথার কোন অর্থ নেই। স্বপ্নকে ছাড়িয়ে বাস্তব আজ অবিশ্বাস্য গতিতে উপরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তোমার কাছে কেবল এতোটুকুই জানতে চাই, কোথায় এবং কার কাছে তোমাকে পৌঁছে দেব?

আমি আপনার কাছে কি করে এলাম তাও জানবেন না?

যদি কোন দিন তোমার আপনজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়, তাহলে সেদিন আপত্তি করবো না।

আমার আসল প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। আপনি আমাকে ফেলতে পারলে যেন বেঁচে যান।

তুমি আমার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছিলে, তাই তোমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়াই আমার প্রতি ফরজ হয়ে গেছে।

ফরজ অর্থ বুঝলাম না।

অবশ্য করণীয়! যেটা আমার আল্লাহর নির্দেশ।

আমি তো সেই প্রভুর সন্ধানই আপনার কাছে চাচ্ছিলাম।

যেদিন তুমি একান্ত আপনজনের মাঝে মিশে যাবে সেদিন এই জানাটা তোমার কোন কাজে আসবে না। যদি একান্তই তোমার মন প্রাণ চায় তাহলে খুশীর দিনে এর তালাশ করো, দুঃখের দিনে নয়।

প্রতিশ্রুতি দিন, সেইদিন আমার পাশে আপনি থাকবেন।

এমন ওয়াদা আমি করতে পারবো না, তবে সেই সময় তোমার যদি একান্তই আমার আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান শিক্ষা করবার আগ্রহ জন্মে, আমাকে না পেলেও অনেককে পাবে।

অনেককে পাব তেমন বিশ্বাস আমার নেই। আমার দীর্ঘ শিক্ষা জীবনে এমন মানুষের সন্ধান আপনি ছাড়া আর কাউকে পাইনি।

তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোন ধনী লোকের দুলালী। আরাম আয়েশের মধ্য দিয়েই তোমার জীবন যাত্রা। তোমার জ্ঞানের রাজ্য আলাদা। আমার জ্ঞানের

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র রশ্মিও সেখানে প্রবেশ করবার অধিকার রাখে না। সেখানে এমন মানুষের কোন প্রয়োজন পড়েনি, তাই তুমি অন্তর দৃষ্টি দিয়ে খুঁজে দেখনি বলেই পাওনি। এবার আমি বাধ্য হয়েই তোমাকে আদেশ করছি শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও, তাহলে স্বাভাবিক হতে পারবে।

আপনি?

আমি চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে নেব, এমন অভ্যাস আমার আছে।

এ আমার প্রতি আপনার জুলুম।

তা নয়। তোমার প্রতি কর্তৃত্ব করবার অধিকার তুমি আমাকে দিয়েছ। তাছাড়া আমি ভাইয়ের রূপ নিয়ে বোনের প্রতি স্নেহ ঝরাতে চাই। আমার আদেশ না মানলে আমি মনে করবো তুমি আমাকে ভাই বলে মেনে নিতে পারছো না।

বোনের প্রতি ভাইয়ের অধিকার আমি অস্বীকার করছি না। সত্যি বলছি আপনি আমার ভাই। এই দেখুন আমি শুয়ে পড়েছি। ভাই হয়ে বোনের পাশে শয়ন করা নিশ্চয় অপরাধ কিছু নয়।

সেটা শৈশবে– বয়স বাড়ার সাথে সাথে পৃথক বিছানা।

সুরমা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। আমি স্বল্প আলোর বাল্বটি জ্বালিয়ে রেখে চেয়ারে বসে টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুই

ফজরের আজানের শব্দ আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে অজু করে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম পরম প্রতিপালকের স্মরণে। দুনিয়ার সব কিছুকে ভুলে আমি তন্ময় হয়ে নামাজে নিমগ্ন। সালাম ফিরিয়েই শুনতে পেলাম চাপা গোঙানির শব্দ। পিছনের দিকে চেয়ে দেখলাম সুরমা কাঁপছে থর থর করে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম– কি হয়েছে সুরমা?

কোন উত্তর পেলাম না। র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে তখনও সে শুয়ে আছে। আমি নিকটে যেয়ে আবার ডাক দিলাম। তবু কোন সাড়া নেই। আরও বার কয়েক ডাক দেয়ার পর সে হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে বসলো। ওর মুখে কোন কথা নেই, কেবল আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। তখনও সে কাঁপছে।

কি হয়েছে সুরমা?

www.pathagar.com

সে কি যেন বলতে চাচ্ছিল কিন্তু মুখ ফুটে কথা বের হল না। ঠোঁট দু'টি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

খারাপ স্বপ্ন দেখেছো তুমি?

সে মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ। আমি বললাম– স্বপ্ন স্বপ্নই। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

দাদা, এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলে সবাই ভয় পায়।

তুমি বাথরুম থেকে এসো, সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

ও খাট থেকে নেমে গেল। আমি চেয়ারে যেয়ে বসলাম। এবার চিন্তামণি আমাকে পেয়ে বসলো। এখনও পর্যন্ত জানতে পারিনি সুরমাকে কোথায় পৌঁছে দিতে হবে। কিভাবেই বা তাকে নিয়ে যাব– তাও জানি না। গতরাতে সে তার বিপদের কথা বলতে চেয়েছিল আমি শুনতে চাইনি। অন্ততঃ কিছু জানা উচিৎ ছিল। কেননা কোন দিকে এবং কিসের বিপদ তা না জানতে পারলে কেমন ঝুঁকি নিতে হবে তা বুঝবো কি করে? যেটা ঘটেছে সেটাই হয়তো সে স্বপ্নে দেখেছে। দেখি সে স্বপ্নের কথা বলে কিনা। যদি বলে তাহলে বুঝে নিতে পারবো আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। এক সময় সুরমা আমার পাশের চেয়ারটিতে এসে বসলো। তার দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম। তার চোখ মুখ বসে গেছে। চেহারা যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। গতকাল দেখা ওর সুন্দর চেহারায় কে যেন কালি লেপে দিয়েছে।

রাতের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তুমি এতো বদলে গেলে কেন সুরমা?

আমার চেহারার পরিবর্তন দেখে আপনি ভয় পেয়ে গেছেন। যদি শুনতেন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির কথা, তাহলে আমাকে ফেলে অনেক আগেই কেটে পড়তেন। আমি অনেক আঘাত খেয়েছি। ভয়কে জয় করার চেষ্টা করছি। তবু মনকে শক্ত করতে পারছিনে, কেবলই ভেঙ্গে পড়ছি। মনে হয় এই পৃথিবীর বুকে এতোটুকু নিরাপদ জায়গা আমার জন্যে নেই।

এই বিশাল পৃথিবীর বুকে জায়গা নেই এটা তোমার ভুল ধারণা। বহুরূপের পৃথিবীর একটি রূপই হয়তো দেখে এসেছ, তাই তুমি হতাশ হয়ে পড়েছো। যদি বিধাতা সেই দিন আমাদের সামনে এনে দেন তাহলে এর আরও রূপের পরিচয় তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

আমাদের অর্থ বুঝলাম না।

তোমার পরিবারবর্গ।

আমার গোটা পরিবারই আজ অসহায়।

www.pathagar.com

তুমি অনার্সের ছাত্রী। নিশ্চয় একেবারে ফালতু ঘরের মেয়ে নও। এমন পরিবারের অসহায়তার কি কারণ থাকতে পারে?

সুরমা হঠাৎ করে আমার দু'খানা হাত জড়িয়ে ধরে কাতরকণ্ঠে বললো– কেন জানি না আপনার প্রতি একটা গভীর বিশ্বাস জন্মে গেছে। তাই গত রাতে আমার বিচিত্র জীবনের কথা আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু শুনতে চাননি। এখন অবশ্যই আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে। বলুন, এই অসহায়া নারীর বুকের কান্না শুনে আপনি আমাকে ফেলে যাবেন না তো?

কোন অসহায়কে সহায়ের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়ার স্বভাব আমার নেই। তোমার আমার মত ছেলে মেয়ের অন্তরে একটা উগ্র দানব সারাক্ষণ ওৎ পেতে বসে থাকে, সুযোগ পেলেই একাকার করে ফেলে, তাই রাতের বেলা তোমার কথা শুনতে চাইনি। এই দিনের আলোয় শুনতে আমার কোন আপত্তি নেই।

আমার বাবা কায়েস্থ ব্রাহ্মণ। পূর্ব পুরুষ থেকে প্রাপ্ত ব্যবসা বাণিজ্য করেন। এক ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়েই তার সুখের সংসার চলছিল। ছেলে দীলিপ মেয়ে অনিমা, সুরমা, নরমা। আমরা সবাই পড়াশোনা, গানবাদ্য, পূজাপার্বন নিয়ে খুব শান্তিতেই ছিলাম। দুখের কোন আঁচড় আমাদের কারও শরীরে স্পর্শ করতে পারেনি। দাদা মাস্টার্স পাস করে চাকুরী নিতে চেয়েছিলো, কিন্তু বাবা বললেন– এতো বড় ব্যবসা আমার পরে দেখাশোনা করবে কে? পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসায় আমাদের সমাজে উঁচু স্থান দিয়েছে। তুমি উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছো– এসব বিদ্যাবুদ্ধি এই ব্যবসায় খাটালে আরও প্রভূত উন্নতি করতে পারবে। দাদা বাবার কথামত ব্যবসা জগতে ঢুকে পড়লো। সুশীলা নাম্মী এক সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে বাবা পুত্রবধু করে নিয়ে এলেন। খুব আনন্দের সাথে চলছিল আমাদের জীবনযাত্রা।

দাদার এক বন্ধু বিপিন ছাত্রাবস্থা থেকেই আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করতো। ক্রমান্বয়ে সে আমাদের পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ সদস্যে পরিণত হয়ে গেল। দিদি আর বিপিনের মধ্যে ভালবাসা গড়ে উঠলো। পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের সে সুযোগ এনে দিল। প্রেম ভালবাসা সম্বন্ধে আমার যতটুকু ধারণা আছে তারা যেন তাকেও অতিক্রম করে গেল। আমি দিদিকে বলতাম– তোমরা খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছো। দিদি চোখ রাঙিয়ে আমাকে শাসাতো, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাবি না। তাদের অতিরিক্ত মেলামেশা অশোভন মনে করলেও এর পর আমি আর কথা বলতাম না। তাদের সব সময় এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। আমার

www.pathagar.com

দিদি ছিল সুন্দর মনের মানুষ। বিপিনের পাতা জালে জড়িয়ে পড়ে সে আস্তে আস্তে সব কিছু হারিয়ে ফেললো। আমি একদিন বলেই ফেললাম। তোমাদের এই অশোভন মেলামেশা সুস্থ মানুষের মনে ব্যথা দিচ্ছে। তোমরা বিয়ে করছো না কেন? বিপিন বললো– বিয়ে করলে তো সংসারের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়বো, তার আগে যতটুকু পারা যায় জীবনটাকে বাড়তি উপভোগ করে নিই। আমি দিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম– দিদি, তোমারও এই কথা? দিদি তখন বিপিনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, ভবিষ্যতের চিন্তা তখন মনেই আসেনি।

বিপিন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার নাম করে চলে যেত। কয়েক মাস পর পর এসে সপ্তাহ দুই দিদিকে নিয়ে ফষ্টি নষ্টি করে আবার চলে যেত। বাবা-মা উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলেন। বাবা দাদাকে বললেন– বিপিনের পরিবারিক পরিচয় নিতে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সে আমাদেরই সমান ঘরের ছেলে। বাবা দাদার মারফতে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। বিপিন বললো পড়াশোনা শেষ করে নিই। এক সাথে পড়াশোনা করেছে অথচ দাদার উচ্চ বিদ্যাপীঠের পাঠ শেষ হল কিন্তু বিপিনের কেন হল না? এ প্রশ্ন আমার মনে সব সময় উঁকি দিত। শেষ পর্যন্ত অনেক চাপ সৃষ্টির পর উভয়পক্ষের মতামত অনুযায়ী বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য দিদির। বিয়ের এক বছর পার হয়ে গেল অথচ দিদি শ্বশুর বাড়ীর মুখ দেখতে পেল না। বিপিন আগের মতই আসে। আগে পৃথক বিছানায় থাকতো, এখন এক বিছানায় থাকে। এছাড়া আর কোন পরিবর্তনই দেখা গেল না। আমি একদিন হাসতে হাসতে বললাম– দাদা বাবু! তোমাদের ফালতু ফূর্তির দিন তো শেষ হয়েছে। এখন দিদিকে ঘর সংসার দেখাবে না? আমার প্রশ্ন শুনে সে হেসে ফেললো। সেই চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী বললো– পড়া শেষ করে নিই তারপর নিয়ে যাব।

দাদার বন্ধু তুমি। দু'বছর আগে দাদার পড়া শেষ হয়ে গেছে, তোমার শেষ হচ্ছে না কেন?

শেষ করলে তো হবে!

তোমার এ কেমন আজগুবি কথা?

যেটা সত্য সেটাই বললাম। এতে আজগুবি পেলে কোথায়?

শেষ করছো না কেন?

সময় হলে শেষ করবো।

দাদার শেষ হলো–।

তোমার দাদাতো নেতৃত্ব করেনি, সে পড়াশোনা করেছে, নিয়ম অনুযায়ী পাস করে

www.pathagar.com

বেরিয়ে এসেছে। নেতৃত্ব করতেই আমার সময় কেটে যায়, পড়াশোনা করবার অবসর কোথায়?

তার কথা শুনে আমি হাসবো না কাঁদবো তা ভুলে গেলাম। আমি তার দু'খানি হাত জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। বললাম– দাদাবাবু! তুমি আমার বাবা-মাকে বাঁচতে দাও। গত একটি বছর তোমার পেছনে অর্থ ঢালতে ঢালতে বাবাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। বাবা ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছেন অথচ আমরা দুই বোন এখনও পড়া শোনা করছি। দাদা দিনরাত ব্যবসার মধ্যে ডুবে থাকে আর কোন কিছুর খোঁজ খবর নিতে পারে না। দয়া করে দিদিকে ঘরে নিয়ে যাও, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।

আর এক বছরের বেশী এখানে তোমার দিদিকে রাখছিনে। এর মধ্যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে নেব। একটা চাকরী বাকরীরও দরকার, তাও এই সময়ের মধ্যে খুঁজে নেব। তোমরা যদি আমাকে একেবারেই অবহেলার পাত্র মনে কর, তাহলে তোমার দিদি এখানে থেকে যাক আমি চলে যাই, এক বছর পরে এসে নিয়ে যাব।

তা কি করে সম্ভব! তোমরা যে খেলা খেলতে খেলতে এতো দূর এলে, এখন এই দীর্ঘ সময় একে অপরের বিচ্ছেদ বেদনা কি করে সহ্য করবে?

এতটুকু বুঝবার শক্তি যখন তোমার হয়েছে, তখন কেন আমাকে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ?

এমন অবিবেচকের মত কথা তুমি বলো না দাদাবাবু! তোমাদের ব্যাপারে মা বাবাকে চিন্তার গভীরে ডুবে থাকতে দেখি, তাই অস্থির হয়ে পড়ি। তোমাদের বিয়ে হয়েছে, সংসার পাতবে, হাসি-কাঁন্না, মান-অভিমানে সময় বয়ে যাবে। ছেলে-মেয়ের বাবা হবে। আমরা যাব, তোমরা আসবে। আনন্দের ঢেউ জেগে রবে দুই পরিবারে, এটাই তো জগতের নিয়ম। তোমাদের বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

এখনই তুমি বিষানোর মত কথা বলতে শিখেছো, পরে তো দেখছি আমরা তোমার কাছে কোন পাত্তা পাব না। তোমার বাবা-মাকে আমাদের নিয়ে চিন্তা করতে নিষেধ করে দিও। আমি চেষ্টা করবো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার দিদিকে নিয়ে যেতে।

একদিন পারিবারিক এক অনুষ্ঠানে বাপ-মা, ভাই-বোন, দাদাবাবু সবার উপস্থিতিতে অনেক আলোচনার পর যখন দিদির প্রসঙ্গ উঠলো তখন দাদাবাবু নিজেই এক বছরের সময় চাইলো। কি আর করা! অনিচ্ছা সত্ত্বেও সবাই সেই

www.pathagar.com

দাবী মেনে নিল। এর পরে আর এক আপদ জুটে গেল। দাদাবাবু যখন আসতো তখন তার এক বন্ধুকে সাথে করে আনতো। স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবক রাজিব! মন কেড়ে নেয়ার অনেকগুলি কৌশল তার জানা ছিল। দাদাবাবু রাজিবকে যেন আমার পেছনে লেলিয়ে দিল। তখন আমার এইচ এস সি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভাল ফল পাব। পড়া শোনার প্রতি আমার দারুণ আগ্রহ। মাস্টার্স পর্যন্ত পড়বো। আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি, এমনই সময় কৌশল করে রাজিবকে দিয়ে ফাঁদ পাতলো যাতে আমি এই অবসর সময়ে ঐ ফাঁদে জড়িয়ে পড়ি। বৌদিকে বললাম, দাদাকে বলে ওদের সতর্ক করে দিতে। আমার দাদা ও বাবা ছিলেন সহজ সরল মানুষ। কোন প্রকার প্রতারণাকারীকে চিনতে, বুঝতে পারে না। দাদা একদিন বিপিনকে বললো, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এসে আমার সংসারের বোঝা বাড়ানো তোমার মত শিক্ষিত ছেলের শোভা পায় না। ব্যাস্ ঐ পর্যন্তই।

বিপিন দাদার কথার আমলই দিল না। দিদিকে দিয়েও কিছু করা গেল না। আমি সব সময় নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতাম। বাবা মার উপস্থিতি ছাড়া কোন সময় ওদের সামনে যেতাম না। দিদি তাদের তাসের আড্ডায় নিয়ে যেতে খুব চেষ্টা করতো কিন্তু আমাকে নিতে পারতো না। দিন দিন দাদাবাবুর পেছনে অর্থ দণ্ড আর অন্ন ধ্বংস চলতেই থাকলো। ভাল রেজাল্ট করলাম। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্সে ভর্তি হলাম। ফেউ আমার পেছনে লেগেই থাকলো। দিদির জীবননাট্যের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যা ঘটে চলেছে, তাতে দিদি কোন শিক্ষা না পেলেও আমি অনেক কিছু শিখেছি। তাই নিজেকে সব সময় তাদের থেকে আড়াল করে এসেছি।

দু'বছর পরের কথা। আমি অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। বিপিনের আর্থিক দাবী মেটাতে মেটাতে দাদার ব্যবসা অর্ধেকে নেমে এসেছে। বাবাকে দেশের বাড়ীর অনেক সম্পদ খোয়াতে হয়েছে। রাজীব এতোদিনে আমাদের পরিবারের নিয়মিত সদস্যে পরিণত হয়ে গেছে দাদাবাবুর কল্যাণে। যখন তারা চলে যায় তখন দু'জন একত্রেই বাড়ী ছাড়ে আবার যখন আসে তখন এক সঙ্গেই আসে। যেন মানিক জোড়।

দিদিও যেন অতিষ্ঠ হয়ে পড়লো। জিদ ধরলো, বাবার বাড়ী ছেড়ে তোমার বাড়ী নিয়ে চলো। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর যাওয়ার পরেই জানলাম বিপিনের পরিচয়। সে একটা রাজনৈতিক দলের ছাত্র নেতা। শিক্ষাঙ্গনে তার অবাধ অধিকার। খুব প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে সে চলাফেরা করে। সব সময় তার আশে-

www.pathagar.com

পাশে বেশ কিছু দেহরক্ষী থাকে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তার নাম শুনলে ভয়ে অ্যাৎকে উঠে। সে যে রুমে থাকে সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খুব জিদ ধরে, আমি নানান অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ি। একদিন শত বাহনায়ও জিততে পারলাম না। তার রুমের মধ্যে ঢুকেই আমি চমকে উঠলাম। একী মনুষ্য বাসের জন্যে উপযুক্ত স্থান না অস্ত্রাগার! সেদিন বুঝলাম ছেলে মেয়েরা কেন ওর নাম শুনলে ভয় পায়। এরা কি দেশের এই উচ্চ বিদ্যাপীঠে এসেছে শিক্ষা লাভ করতে না মাস্তানী করতে! ভয়ে আমি চুপসে গেলাম। আমাকে সঙ্কুচিত হতে দেখে সে হো হো করে হেসে উঠলো। বললো– সামান্য কয়েকটা গাছের ডাল দেখেই ভয় পেয়ে গেছিস! আসল জায়গা দেখলে তো হার্টফেল করবি। দাদাবাবুর কথা শুনে আমি বিস্ময়ে একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম। এই কি দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ! তাই মনে হয় কোন এক মনীষী দুঃখ করে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন– একী ডাকাতদের গ্রাম? আমার অনুভূতি এর চেয়েও বেশী। এটা যেন সন্ত্রাসীদের মিনি ক্যান্টনমেন্ট! একটা প্রচণ্ড অট্টহাস্যে আমার চমক ভাঙলো। দেখলাম ইতিমধ্যে রাজীবসহ আরও দু'জন সেখানে এসেছে। সবার মুখে পিলে চমকানো অট্টহাসি। বিপিন অসঙ্কোচে বললো– কেবল বিশ্ববিদ্যালয় নয় গোটা শহর আমাদের হাতের মুঠোয়। একদিন সমগ্র দেশও আমাদের আওতায় এসে যাবে। এরা আমার বন্ধু। আমাদের মধ্যে জাত বেজাত নেই। সবাই পরস্পর বন্ধু! রাজীবের সাথে তোর জোড়া বাঁধবো এ আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা। এমন রাজপুত্তুর আর কোথাও তুই পাবিনে। আমি আর দেরী করতে চাইনে– বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা খুব তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলতে চাই।

মনের মধ্যে হঠাৎ আমার এ জ্ঞান উদয় হল– এদের সাথে তর্ক করে জিততে পারবো, কিন্তু জিদ্ কোন কাজে আসবে না। বললাম– দাদাবাবু! দিদির মত পড়া অসমাপ্ত রেখে আমি বিয়ের পিড়িতে বসতে চাইনে। আমাকে আগে লেখাপড়া শেষ করতে দাও।

তাহলে তুমি কথা দাও, পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে রাজীবকে বিয়ে করবে।

বাসায় যেয়ে দিদি আর তোমার সাথে শেষ কথা বলবো।

তুমি যেমন আমার আপনজন, এইসব বন্ধুরাও তেমন আমার আপনজন। বাসায় যেয়ে বলা আর এখানে বলা একই কথা।

আমাকে ভাবতে সময় দাও?

গত তিন বছর ধরে ভাবলে, এখনও ভাববে?

আমি যা ভেবেছি তা পড়া লেখার ব্যাপারে, বিয়ের ব্যাপারে কোন কিছু আমার মাথায় এখনও প্রবেশ করেনি।

www.pathagar.com

কতদিন সময় চাও?

অনার্স শেষ করা পর্যন্ত।

অতোদীর্ঘ সময় আমি দিতে রাজী নই। এক সপ্তাহের মধ্যেই তোমার শেষ কথা শুনতে চাই।

হলে ফিরে এসে সেদিন দুনিয়ার সব কিছুকে যেন ভুলে গেলাম। ডাকাতের গ্রামে পড়াশোনা করতে এসে সন্ত্রাসীর আস্তানায় আমি যেন বন্দি হয়ে যাচ্ছি! দিদি আর বিপিনকে নিয়ে আগে যা ভাবতাম আজ থেকে সেই ভাবনার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। দিদির ভবিষ্যত নিয়ে ইতিপূর্বে উদ্বিগ্ন থাকতাম, এখন তার চেয়ে আমাকে নিয়ে কঠিন সমস্যায় পড়লাম। ভাবলাম এইভাবে যদি আমি একা একাই এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে থাকি তাহলে আমার পড়াশোনার ব্যাঘাত হবে। শরীর খারাপ হয়ে যাবে। মন মানসিকতায় একটা বিদ্রোহী ভাব এসে যাবে। কোন সমাধানই আমি করতে পারবো না। ভবিষ্যতে হয়তো আরও জটিল আকার ধারণ করবে, তাতে সন্দেহ নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম দু'দিন পরে হল ছেড়ে বাড়ী যাব। আমার ব্যাপারে কোন চিন্তা আমি করছি না। দিদির ভবিষ্যত যে অন্ধকার তা দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। একটা চরিত্রহীন লম্পট সন্ত্রাসীর স্ত্রী হয়ে বাঁচার চেয়ে দিদির মরে যাওয়া ভাল। বেঁচে থেকে একদিন তার নরক যন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু রুমমেট শান্তা বললো– মনে হচ্ছে তুই একটা বিষয় নিয়ে সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিস। কি ব্যাপার বলতো সুরমা?

কোন ব্যাপার স্যাপার নেই।

তবে নেতার রুম থেকে আসার পর তোকে চঞ্চল দেখছি কেন?

নেতা অর্থ?

ন্যাকামী করে লাভ নেই। তোকে ভুলিয়েছে কিনা তাই বল।

মানে?

আগে জানতে পারলে তোকে সেখানে যেতে দিতাম না। তুই যখন ফিরে আসিস তখন বুঝলাম তুই আগুনে পা দিয়েছিস। এখনও সাবধান হয়ে যা, নইলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবি। তুই তো সব সময় পড়াশোনা নিয়ে মশগুল থাকিস, বাইরের খবর তো রাখিসনে। তোকে কি কোন হয়রানি করেছে ওরা?

না, তবে করবে মনে হচ্ছে।

কি সর্বনাশ! তোর মত একটা মেধাবী মেয়েকেও ওরা কুরে কুরে খাবে! ওরা যাকে ধরে তাকে একেবারে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পবিত্র

www.pathagar.com

অঙ্গনকে ওরা কলুষিত করে চলেছে। আমরা ওদের কাছে জিম্মি। একটু সাবধান হয়ে চলিস, এবার মনে হয় কিছু একটা হবে। সরকার কঠোর হচ্ছে। পুলিশ দিয়ে না হলে হয়তো সেনাবাহিনী নামাবে। আমরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী তাই চাই। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের এই নোংরামী আর চলতে দেয়া যায় না। এর প্রতিকার হওয়া উচিৎ।

দুই বন্ধুতে বসে যখন এসব কথা আলোচনা করছি তখন রাত বারটা। হঠাৎ গুলির শব্দ পেলাম। এরপর দু'দিক থেকে একটানা গুলির শব্দ। ছাত্র-ছাত্রীদের চিৎকার, শোর-গোল, আতঙ্কে সবার দিশেহারা। আমরা দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ করে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। কিভাবে রাত কেটে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। বেলা আটটা বেজে গেছে। ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রভোষ্টের ঘরের দিকে যাচ্ছি, দেখলাম চতুর্দিক পুলিশে ছেয়ে রয়েছে। শুনতে পেলাম, গত রাতের ঘটনায় দু'পক্ষে পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। পুলিশ প্রহরায় তাদের হাসপাতালে রাখা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম গুলিবিদ্ধদের মধ্যে বিপিন আর রাজীবও রয়েছে। কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে। আজ বেলা তিনটার মধ্যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। আমরা ফিরে এসে কিছু কাপড়-চোপড়, কয়েকখানা বইখাতা ব্যাগ বোঝাই করে হল ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

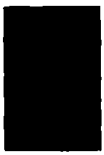

তিন

একবার মনে হল বিপিনকে হাসপাতালে দেখে যাই, পরক্ষণে তার প্রতি ঘৃণায় আমার দেহ মন রি রি করে উঠলো। সেদিকে না যেয়ে টাঙ্গাইলে বাড়ীর পথ ধরলাম।

বাড়ী পৌছলে মা আমাকে দেখেই কেঁদে ফেললো। আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কাঁদছো কেন মা?

কাউকে কিছু না বলেই বিপিন তোর দিদিকে নিয়ে গেছে।

মার কথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম, কতদিন হল নিয়ে গেছে?

এক সপ্তাহ হল।

কোথায় নিয়ে গেছে?

www.pathagar.com

তা কেউ জানে না। গত পরশু তোর দাদা নারায়ণগঞ্জে ওদের বাড়ী গিয়েছিল, সেখানে যায়নি। তাদের পরিবারের সবাই বললো– সে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকে। ছয় সাত মাস হল বাড়ী যায়নি। গতকাল বিকালে দিলীপ তোর কাছে মোবাইল করে তোকে পায়নি, তাতে আমরা আরও ভেঙ্গে পড়েছি। আগামীকাল দিলীপ ঢাকা যেত, তুই এসেছিস ভাল হয়েছে। তোর দিদিদের কোন খোঁজ খবর তুই জানিস?

দিদির কোন খবর আমি জানি না। গতকাল বিকালে বিপিনকে দেখেছিলাম, দিদিকে নিয়ে গেছে যদি জানতাম তাহলে আসবার সময় তাকে নিয়ে আসতাম।

তুই হঠাৎ বাড়ী এলি যে?

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন?

তা বলতে পারবো না।

গোলাগুলির ঘটনা, বিপিনের গুলি খাওয়া, পুলিশ প্রহরায় হাসপাতালে তার চিকিৎসার কথা আমি কেমন করে মায়ের সাথে বলি! দিদিকে না বলে নিয়ে গেছে তাই মা কেঁদে কেটে সারা– আর যদি সত্য ঘটনাটি শুনে তাহলে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। শয়তানটা দিদিকে কোথায় নিয়ে রাখলো! দিদিতো মূর্খ নয়। ঘটনার কথা নিশ্চয় গোপন থাকবে না। খবরের কাগজে পড়ে নিশ্চয় দিদি জানতে পারবে। তারপর দিদি নিজেই কাঁদতে কাঁদতে এসে পড়বে বাবা মায়ের আশ্রয়ে। কেবল দিদিইবা কেন। মা-বাবা, দাদা-বৌদি সবাই তো খবরের কাগজে বিষয়টি পড়ে জানতে পারবে। আজকের কাগজেই তো সব বেরিয়ে গেছে। বিপিনের ব্যাপারটি আমি এই মুহূর্তে বলতে পারবো না, ওরা খবরের কাগজে পড়ে জানুক। রাতে দাদা বাড়ী এসে বৌদির কাছে আমার বাড়ী আসবার কথা শুনে তার ঘরে আমাকে ডেকে নিল। তার হাতে নয়াদিগন্ত। প্রথম পাতায় বড় বড় হেডিং-এ লেখা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি হলে বন্দুক যুদ্ধ। দু'জন ছাত্রনেতাসহ পাঁচজন গুলিবিদ্ধ। তারপর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। বাঁচা গেল তাতে ছাত্রনেতাদের নাম দেয়া নেই। নইলে বাড়ীতে কান্নার রোল পড়ে যেত। দাদা জানতো বিপিন ছাত্রনেতা। তাই আমার কাছে বার বার জিজ্ঞেস করলো– এর মধ্যে সে আছে কিনা? আমি জানি না বলে এড়িয়ে গেলাম।

পাঁচদিন পর আবার খবরের কাগজে বের হল– হাসপাতালে পুলিশ হেফাজতে চিকিৎসারত ছাত্রনেতা বিপিন চন্দ্র আর তার সহযোগী রাজীব আজিজ পলাতক। বাড়ীর সবাই জানলো সত্য ঘটনাটি। মা কান্নাকাটি করলো। সবাই এবার বুঝে নিল দিদি ডাকাতের হাতে পড়ে গেছে। দিদির ভবিষ্যত চিন্তায় সবাই ভেঙ্গে

www.pathagar.com

পড়লো। কোথায় তাকে নিয়ে রেখেছে, এখন সে কি অবস্থায় আছে, তা কেউ জানে না। তাকে খুঁজে বের করবার কোন পথও পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা তখন আমাদের সামনে নেই।

দু'মাস পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিল। আমি বাড়ী ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। মা বাবা আমাকে আর পড়াশোনার দরকার নেই বলে জিদ ধরলেও আমি তাদেরকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে চলে এলাম। দু'দিন পরেই বিপিনের সাথে দেখা। আমি যেন তাকে চিনি না, এমনভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। সে পথ রোধ করে দাঁড়ালো। আমার সাথে বন্ধু শান্তা। দু'জনেই ভয় পেয়ে গেলাম। বিপিন অট্টহাস্য করে উঠলো। সেই হাসির শব্দ আমাদের অন্তরে যেন বিষের মত যন্ত্রণা দিতে লাগলো। সে জিজ্ঞেস করলো– ভয় পেয়েছিস নাকি সুরমা?

ডাকাতের সামনে পড়লে ভয় পায় না এমন মানুষ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমি ডাকাত?

তারও উপরে যদি কিছু থাকে তাহলে তাই।

সন্ত্রাসী?

তা বললে ভুল হবে না।

ভয় পেয়ে কেউ আবার এতো বড় বড় কথা বলতে পারে নাকি?

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, তাই না বলে পারছিনে।

গুলি খেয়েছিলাম শুনেছিস?

খবরের কাগজের কল্যাণে দেশের মানুষ সবাই জেনে গেছে।

সবাই তো আমাকে ঘৃণা করলো?

অবশ্যই।

তবু আমরা জিতে গেছি।

এটা তোমাদের প্রতি প্রভুর দয়া।

আমরা কিন্তু তোমাদের জাতের পতন চাই। পৃথিবীর বুকে এসেছি কাঁদতে কাঁদতে, চলে যাব কাঁদাতে কাঁদাতে, এর মধ্যে যত দিন বাঁচবো ততোদিন রাজত্ব করতে দোষ কি?

দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে রাজত্বের স্বপ্ন দেখা অমানুষের স্বভাব।

তাই যদি বলতে চাস তাহলে শুনে রাখ– দেশের সব বড় পদগুলি অমানুষরা দখল করে বসে আছে।

www.pathagar.com

মিথ্যে বলছো। সব নয়, আংশিক।

তাদের হাতেই সব ক্ষমতা।

তোমাদের মত অপদার্থের কল্যাণে!

আমি নেতৃত্ব করি, তাই আমাকে অনেক ধৈর্য ধরতে হয়, আমার সহযোগী আর দ্বিতীয় কারও কাছে এমন করে কথা বলবিনে, তাহলে হয় গুলির মুখে পড়বি, নতুবা তাদের আদিম ক্ষুধার কাছে পিষ্ট হবি।

এভাবে তোমাদের দয়ার উপর বেঁচে থাকার চেয়ে গুলি খেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

যদি এর বিপরীতটায় পড়ে যাস?

তার আগে আত্মহত্যা করে জীবন শেষ করবো, তবু কুকুরের পালের যৌনতৃপ্তি মিটাতে দেব না।

জানিস তোর মত এমন সুন্দরী চোখের ইশারায় আমাদের শয্যা শায়িনী হয়?

স্বেচ্ছায় নয় অনিচ্ছায়। তবে সেই দিন শেষ হতে চলেছে।

সুরমা সুন্দরীর নেতৃত্বে নাকি?

তোমাদের মত আমাদের হাতে তো কোন অস্ত্রাগার নেই।

তবে?

শুনছি সরকার নাকি কি একটা ভয়ঙ্কর বাহিনী নামাচ্ছে।

আমার কথা শেষ হতেই অনেকগুলো মুখ এক সঙ্গে অট্টহাস্য করে উঠলো। আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম ততোক্ষণে বিপিনের আরও কয়েকজন সহযোগী সেখানে এসে হাসিতে যোগ দিয়েছে। শান্তার দিকে চেয়ে দেখলাম সে ভয়ে কুঁকড়ে যেন মাটির সাথে মিশে যাচ্ছে। বিপিন বললো– দেখেছিস, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পুলিশ ক্যাম্প করে বসে আছে? তারা কি আমাদের টিকিটি স্পর্শ করতে পারছে?

তাইতো সরকার নতুন বাহিনীর চিন্তা ভাবনা করছে।

তোরা সেই আশায় বসে বসে গান গাইতে থাক, এবার আমরা আসি।

বিপিনরা জোরে পা চালিয়ে দিল। আমি বললাম– একটা কথা বলতে চাই।

পরে শুনবো বলে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল। শান্তার দিকে চেয়ে আমি হেসে ফেললাম। সে যেন ডুবে যেতে যেতে ভেসে উঠেছে। আমি হাসি মুখে বললাম– ডাকাতের গ্রামে পড়তে এসেছিস, এতো ভয় কেন তোর?

www.pathagar.com

গ্রামকে ভয় করিনে। নেতারূপী ঐসব ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীদের ভয় করি। তুই কি পাহাড়ী মেয়েরে বাবা! মেয়েদের নিয়ে আলাদা নেতৃত্ব করা তোর পক্ষে মানায়। সম্মানের সাথে টিকে থাকবার স্বার্থে হয়তো তাই করতে হবে।

সেদিন হলে ফিরে বেশ কয়েকজন বন্ধুর সাথে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম– পরস্পর আলোচনা করে পৃথক প্লাটফরম তৈরী করতে চেষ্টা করবো। আমরা আর ঐ সমস্ত নেতা নামধারী সন্ত্রাসীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হব না, এই আমাদের অঙ্গীকার। পরদিন থেকেই আমরা কাজে নেমে পড়লাম। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটা অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে আমাদের যাত্রা শুরু হল। এতোদিন যারা ওদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে প্রতারিত হয়েছে, আমাদের এই প্রস্তাব তাদেরকে প্রভাবিত করলো। এক মাসের মধ্যেই একটা শক্ত অবস্থানে দাঁড়াবার ভিত তৈরী করতে পারলাম। আমাদের প্রতিপক্ষরা প্রথমে আমলই দেয়নি কিন্তু যখন তারা দেখলো আমরা দাঁড়াতে পেরেছি, তখন মরিয়া হয়ে উঠলো আমাদেরকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার জন্য। আমরা ভয় না পেয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

একদিন ক্যাম্পাসে আমরা মিটিং করছিলাম। হঠাৎ করে বিপিন কয়েকজন ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীসহ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে আমাদের উপর হামলা করলো। জোর করে কয়েকটি মেয়েকে তারা ধরে নিয়ে গেল। আমরা তৎক্ষণাত মিছিল সহকারে কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রীদের উদ্ধারের দাবী জানালাম। দু'ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করতে না পারলে বৃহত্তর আন্দোলন করবো, তাও জানিয়ে দিলাম। কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিচ্ছি বলে আমাদের বিদায় করে দিলেন। সেই রাতেই সরকার বিশেষ বাহিনী নামিয়ে দিলেন সন্ত্রাসী ধরার আর অস্ত্র উদ্ধারের জন্যে। পর পরেই আমাদের মেয়েরা ছাড়া পেয়ে হলে চলে এলো। সেই রাতের মধ্যেই হল তল্লাশী চললো। আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলে বিশেষ বাহিনীর অধিনায়কের সাথে যোগাযোগ করলাম। ইতিপূর্বে আমি বিপিনের যে কক্ষটি দেখেছিলাম যেখানে অস্ত্র বোঝাই করা ছিল, তার সন্ধান দিয়ে দিলাম। আমাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা অনেক অস্ত্র উদ্ধার করতে পারলেও ছাত্রনেতা নামধারী সন্ত্রাসীদের কোন খোঁজ পেল না। তারা আগেই সরে পড়েছে। পরদিন আমরা শান্তিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃহত্তর একটা দল নিয়ে ক্যাম্পাসে আনন্দ মিছিল করলাম। পরিবেশ শান্ত হয়ে এলো। মাঝে মাঝে সন্ত্রাসী গ্রুপের পাতি নেতারা ক্যাম্পাসে মিথ্যে আন্দোলন করে গলা ফাটিয়ে যায়।

এই ঘটনার দশ বারোদিন পর একদিন রাত আটটার সময় বিপিন মোবাইলে

www.pathagar.com

আমাকে জানালো– আমি আজই দেশের বাইরে চলে যাচ্ছি। আসতে হয়তো কয়েক মাস দেরী হবে। তোমার দিদি রয়েছে কক্সবাজার। আমাদের দলের এক নেত্রী অনার্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী মেরিনার কাছে তার ঠিকানা আছে। দেশে ফিরলে দেখা হবে। আমার কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই ও মোবাইল বন্ধ করে দিল। মনের ভিতর জেগে উঠলো দিদিকে উদ্ধার করবার এই সুযোগ হাত ছাড়া করা যায় না। পরদিন বেলা দশটার কোচে ঢাকা থেকে কক্সবাজার রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে মেরিনার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গেলাম। এমন একটা অখ্যাত ঠিকানা যা আমাকে হয়রানি দিল। বিকাল পাঁচটা থেকে খোঁজ করতে করতে রাত এগারটার সময় সেই বাসাটি পেলাম। রিকসা থেকে নেমেই আমার শরীরটা যেন কেমন কেঁপে উঠলো। রিকসাওয়ালা ভাড়া নিয়েই দ্রুত চলে গেল। এই বাসা খুঁজতে অনেক রিকসা পাল্টাতে হয়েছে। এই রিকসাওয়ালা আমাকে দেখেই বলেছিল আপনার মত মাইয়া এমন জায়গায় যাইবেন?

আমি তার কথা কিছু না বুঝে বলেছিলাম ওখানে আমার দিদি থাকে। সে আর কোন কথা বলেনি। আমি গেটের কড়া নাড়তেই একটা আধা বয়সী মেয়েলোক এসে খুলে দিল। কোন কথা না বলে আমাকে ইশারা করে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। আমি ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। বিস্ময়ে আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। একটি খাটের উপর চারজন যুবক তাস খেলছে, তার মধ্যে বিপিন আর রাজীবও আছে। আমাকে দেখেই বিপিন অট্টহাস্য করে উঠলো। বললো– কি নেত্রী ! এতো সহজেই ফাঁদে পা দিয়েছ! তুমি আসবে আমি জানি তবে আজকেই এসে পড়বে তা ধারণা ছিল না। দিদিকে দেখবার জন্যে মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাই না?

আমাকে কোন কথা বলতে না দেখে সে বললো– কি হল বোবা হয়ে গেলে নাকি? এতো বড় সাহসী নেত্রী এতো সহজেই নেতিয়ে পড়েছ? যাও, খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর, পরে কথা হবে। মহিলার দিকে চেয়ে বললো– মাসি ওকে নিয়ে যাও, খাইয়ে দাইয়ে আরামের ব্যবস্থা করে দাও।

মহিলা আমাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনেকগুলি ঘরের আঙিনা পেরিয়ে আমাকে একটি ঘর দেখিয়ে বললো, এখানে তোমার থাকবার জায়গা, পাশে বাথরুম আছে। তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও আমি খাবার নিয়ে আসি।

আমি মহিলার হাত ধরে বললাম, আপনি খাবার পরে আনবেন, আগে আমার কথা শুনুন।

ঘরে ঢুকে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে পাশাপাশি বসলাম। বললাম– আমার দিদি কোথায়?

www.pathagar.com

মহিলা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো– কে তোমার দিদি, কি নাম তার?

অনিমা।

এ নামের কোন মেয়েকে আমি চিনি না।

এখানে বিপিন বাবুর স্ত্রী থাকেন না?

তুমি কচি খুকি নাকি! বুঝ না কিছু, ওরা কি বউ নিয়ে বাস করে?

তবে?

এটা যে গণিকাপাড়া, এখানে বউয়ের অভাব আছে নাকি?

মহিলার কথা শেষ হতেই আমার দু'চোখে অন্ধকার নেমে এলো। জ্ঞান বুদ্ধি সব যেন লোপ পেয়ে গেল। আর কোন কথা মুখ দিয়ে বের হল না। মহিলা বললো– খাচার মধ্যে ঢুকে এখন আর ভনিতা করে লাভ নেই, খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর। আজ আর কেউ আসবে না। কাল রাত থেকে ছিড়ে খাবে।

তার কথাগুলো আমার কানে যেন বিষের ফলা হয়ে ঢুকছিল। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে রেখে গেল। আমি স্বেচ্ছায় নরকে প্রবেশ করেছি। বিপিন একটা ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। ছাত্র পরিচয় তার একটা খোলস। সব জেনেশুনেও তার মোবাইল ফোনে বিশ্বাস করা মস্ত বড় বোকামী হয়েছে। দেখলাম আমাকে বাঁচতে হলে এই মহিলার সাথে ভাব জমিয়ে তুলতে হবে। আমি উঠে পোশাক পাল্টিয়ে বাথরুমে গেলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলাম। আধ ঘণ্টা পর দরজা খুলে মহিলা খাবারের পাত্র নিয়ে ঢুকলো। আমাকে বললো, তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। রাতে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। আমি কাল সকালে আসবো। রাত কিভাবে কাটলো তা জানিনে। সকালে মহিলা এসে দরজা খুলে দিয়ে বললো, তোমাকে পাচিলের মধ্যে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছে, তবে কোন প্রকারেই গেটের বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই। বিপিন বাবু তোমার কোন আত্মীয় নাকি?

বোনের স্বামী, আমার দাদা বাবু।

ওরা বিয়ে করে ঐ দিয়ে ঢাল বানাবার জন্যে। দু'দশটা বউ নিয়েও ওদের সুখ মেটে না। এতো পাপের বোঝা ওরা বয়ে বেড়ায় কি করে তা বুঝিনে। তোমাকে দিয়ে আবার কি করে তা ভগবানই জানেন।

আপনি ওদের পাপ করতে সাহায্য করেন কেন?

সাধে কি আর করি! জীবন বাঁচাতে গেলে অনেক কিছুই করতে হয়।

এখান থেকে চলে গেলে তো পারেন।

www.pathagar.com

ও বাবা, সে কথা বলছো! চলে গেলেও পালাবার জায়গা পাব কোথায়? যেখানেই যাব সেখান থেকেই ওরা ধরে নিয়ে আসবে। ওদের কাছে অস্ত্রপাতি রয়েছে। সবাই ওদের ভয় করে। পুলিশও ওদের কিছু বলে না।

আচ্ছা মাসিমা! বিপিন বাবুর বউ কোথায় থাকে বলতে পারেন?

আমি জানিনে- তবে রত্না হয়তো জানে।

রত্না কে?

সে বাবুর রক্ষিতা।

আপনি যদি আমার দিদির খোঁজ এনে দিতে পারেন তাহলে অনেক টাকা পুরস্কার দেব আপনাকে।

চেষ্টা করে দেখবো।

বিপিন বাবু এখন কোথায়?

সেই রত্না ছেমরীর ঘরে নাক ডাকছে।

সেখানে সব সময় পড়ে থাকে নাকি?

যে কয়দিন ওরা এখানে থাকে সে কয়দিন সারারাত তাস খেলবে আর সারাদিন ছেমড়ীর গলা জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবে।

কতদিন এখানে থাকে?

ওর কোন হিসাব নেই। দু'চার দিনও থাকে, আবার দু'সপ্তাহ এমন কি মাস ভর থাকে। আবার মাঝে মাঝে রাতে কোথায় যায়, শেষরাতে আসে। আবার মাসের পর মাস ওদের দেখা নেই।

কি করে ওরা?

চুরি, ডাকাতি ছাড়া আর করবে কি, নইলে এতো গাদা গাদা অস্ত্রপাতি কি ধুয়ে খাবে! তুমি ঘরে যেয়ে বস, আমি খাবার নিয়ে আসি।

কিছুক্ষণ পর মাসি খাবার দিয়ে চলে গেল। আমি খেয়ে ব্যাগের মধ্য থেকে একখানা বই বের করে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়তে শুরু করলাম। ঘণ্টা দুই পরে মাসি একবার এসে দরজা ঠেলে উঁকি দিয়ে দেখে গেল আমি বই পড়ছি। বেলা দু'টার দিকে আমার দুপুরের খাবার নিয়ে এলো। এসে দেখলো আমি তখনও বই পড়ছি। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি পড়ালেখা কর নাকি?

হ্যাঁ, আমি কলেজে পড়ি।

তোমার ভাগ্য ভাল।

কেন মাসি?

www.pathagar.com

পরশুদিন রাতে তোমার বিয়ে!

তাই নাকি মাসি?

হ্যাঁগো হাঁ। বাবুরা কোথায় জানি গেছে, বলেছে আগামীকাল না আসতে পারলে পরশু দিন আসবে। রাতেই রাজীবের সাথে সুরমার বিয়ে দেব।

আপনার কথা শুনে আমার যে খুব আনন্দ হচ্ছে মাসি মা!

কেন?

বাবা মার এক পয়সাও খরচ হবে না অথচ আমার বিয়ে হয়ে যাবে। এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কি হতে পারে। মাসি, এমন শুভ সংবাদ দেয়ার জন্যে আপনাকে কি পুরস্কার দেব তা ভেবে পাচ্ছিনে।

আমার কথা শুনে মাসি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন– আমি মনে করেছিলাম এ বিয়েতে তুমি বেঁকে বসবে। রাজীবকে তুমি চেন?

দাদাবাবুর বন্ধু তো?

ও, তাই।

আপত্তি করবো কেন, ছেলেটি দেখতে শুনতে তো রাজকুমারের মত।

নানা রকম আলাপ আলোচনা করতে করতে বিকাল পাঁচটা বেজে গেল। আমি মাসিকে বললাম– মাসি, আমার কাছে বেশ কিছু টাকা আছে আর গলায় একটা সুন্দর নেক্‌লেস আছে, এসব দেখলে ওরা হয়তো আমাকে নতুন কিছু দেবে না। তুমি এক কাজ কর, এগুলো নিয়ে যাও তো। বিয়েতে অনেক নতুন জিনিস পাব।

মাসি অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বললো– সত্যি তুমি এসব দিয়ে দেবে?

আমি গলা থেকে নেক্‌লেসটা খুলে মাসির হাতে দিলাম। ব্যাগের মধ্যে বেশ কিছু টাকা ছিল তাও বের করে দিয়ে দিলাম। বললাম– এসব আপনাকে একেবারে দিয়ে দিচ্ছি, জায়গা মত রেখে আসুন।

মাসি যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত তাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়লাম। মাসি বললেন– কোথায় আর এসব রাখবো। আমার এক মেয়ে আছে, সেখানে যেতে আসতে রাত হয়ে যাবে যে?

তা যাক, আমি একলা খুব থাকতে পারবো। তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও।

মাসি আনন্দের সাথে বেরিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় খুশির আবেগে গেটে তালা লাগানোর কথাও যেন ভুলে গেল। আমি যে আশায় এতো মূল্যবান নেক্‌লেস আর দু'হাজার টাকা মাসির হাতে তুলে দিয়েছি, আমার সেই আসা সফল হল। মাসির চলে যাওয়ার দশ মিনিট পরেই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। গেট পেরিয়ে

www.pathagar.com

আবার সেটা ঠিক মত লাগিয়ে রেখে মাসিকে যেদিকে যেতে দেখেছি তার বিপরীত দিকে খুব দ্রুত চলতে শুরু করলাম। তারপর কোথা দিয়ে কিভাবে জানি না সৈকতে আপনার কাছে যেয়ে পৌঁছলাম।

তুমি ভুল করেছ।

কেন?

তোমার বোনের স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে অপর একটা অপরিচিত যুবকের খপ্পরে পড়ে গেছো। আমি তো তোমার ক্ষতি করতে পারি।

তেমন যুবক আপনি নন।

কিভাবে বুঝলে?

কাল রাতে স্রষ্টার কাছে আপনার প্রার্থনা আমার অন্তর ছুঁয়ে গেছে। এমন যুবকের সান্নিধ্যে যুগ যুগ ধরে কাটালেও ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই।

তুমি তো এবার আমাকে কঠিন সমস্যায় ফেললে?

একটা অসহায় বোনের সহায় দিতে আপনার কোন সমস্যা থাকতে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি একটা চরিত্রবান ধর্মভীরু যুবক। আপনার দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে মোটেও বেগ পেতে হবে না। কেননা স্রষ্টা স্বয়ং আপনাকে সাহায্য করবেন।

তোমার উন্নত ভবিষ্যত তৈরী করতে হলে আমাকে দু'টি কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সেটা কি?

তোমার দিদিকে উদ্ধার, যদি তিনি বেঁচে থাকেন আর সন্ত্রাসী বাবুদের শায়েস্তা করা।

এ দায়িত্বতো আমি আপনাকে দিইনি।

আমার আদর্শই এই দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে। অসহায় বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার আর অপরাধীকে সাজা দেয়া আমাদের আদর্শের একটা দিক। বেলা বারটা বেজে গেছে। না খাইয়ে তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। তুমি অপেক্ষা কর, আমি বাইরে থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি। যাওয়ার আগে তোমার কাছে জানতে চাই তুমি যদি জীবনের নিরাপত্তা আর তোমার দিদির মুক্তি চাও তাহলে আমাকে অনেক অঘটন ঘটাতে হবে, তাতে তোমার সম্মতি আছে কিনা?

দিদির মুক্তি আর আমাদের পরিবারের নিরাপত্তা আমার একান্ত কাম্য।

www.pathagar.com

চার

আমার এক বন্ধুর ভাই স্পেশাল ব্রাঞ্চের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি আমাকে তার ছোট ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে খুব স্নেহ করেন। ঢাকাতে হেড অফিসে থাকেন। আমি সংক্ষেপে সুরমার বিষয়টা তাকে শুনালাম। তিনি ঘটনা শুনে খুব ক্ষ্যাপে গেলেন। বললেন, ওদের আজ দু'সপ্তাহ ধরে আমরা হন্যে হয়ে খুঁজছি। শয়তানরা ঢাকা ছেড়ে একেবারে কক্সবাজারে যেয়ে আড্ডা মারছে! আমি আজ রাতেই অপারেশন করার ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি ওরা পার্শ্ববর্তী কোন দেশ থেকে অস্ত্র চোরাচালানের সাথেও জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বিশেষ দলের ছাত্রনেতার পরিচয়ে থাকলেও আসলে ওরা অপরাধ জগতের বাসিন্দা। সন্ত্রাসী তালিকায় আগেই আমরা ওদের নাম লিষ্ট করে রেখেছি। যে মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার করতে চাচ্ছ তাকে কোথায় রেখেছে, তা আগে নিশ্চিত হতে হবে। তুমি হোটেলে থাক আমি আগামীকাল তোমার সাথে যোগাযোগ করবো। আজ বিকেলে কক্সবাজারে আমাদের জোনাল অফিসে বড় সাহেবের সাথে দেখা করে তোমার পরিচয় দিয়ে রাখবে, তাহলে একটা বাড়তি সুবিধা হবে। আমি এখনই তাকে তোমার কথা জানিয়ে দিচ্ছি।

আমি বিকেল পাঁচটার সময় স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে দেখা করলে কর্মকর্তা বললেন– আপনার দেয়া তথ্য অনুযায়ী ঢাকা থেকে যে নির্দেশনা পেয়েছি সেটা তৎক্ষণাত যাচাই করে দেখেছি। আমরা নিশ্চিত হয়েছি, ঢাকা থেকে পলাতক সন্ত্রাসীরা নিষিদ্ধ পল্লীতে আস্তানা গেড়েছে। তবে অনিমা বলে যে মেয়েটির কথা আপনি বলেছেন তার কোন সন্ধান আমরা পাইনি।

আমি বললাম– রত্না বলে যে মেয়েটা ঐ পল্লীতে আছে, সে-ই অনিমার সন্ধান রাখে, আমি অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি।

তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই, আমরা রত্নাকে আটক করে তার কাছ থেকেই অনিমার সন্ধান বের করতে পারবো। তবে বিপিন আর রাজীব আজ রাতে পল্লীর আস্তানায় আসবে এটা কি নিশ্চিত?

আমি যে সূত্র থেকে খবর পেয়েছি তাতে ঐ শয়তানরা যে আজ রাতে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কোন সময় আসবে তা বলতে পারবো না।

www.pathagar.com

ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা সেটা দেখবো। আপনি আগামীকাল সকাল ন'টার দিকে একবার অফিসে আসুন।

আমি সুরমাকে নিয়ে যৌথবাহিনীর অফিসে গেলাম। কর্মকর্তা বললেন, সন্ত্রাসীরা গতরাতে আসেনি। মনে হয় তারা এ শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও গেছে। গতকাল টাঙ্গাইলে আততায়ীর গুলিতে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে। আমাদের যৌথ বাহিনীর সদস্যদের একটা মাইক্রোবাসের উপর সন্দেহ হয়। সেটি টাঙ্গাইলের দিক থেকে ঢাকা আসছিল। এই মাত্র সংবাদ পেলাম ছয়জন আরোহীসহ মাইক্রোটি ঢাকা না থেমে চিটাগাংয়ের দিকে ছুটে চলেছে। আমাদের সমস্ত পয়েন্টে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে ঐ গাড়ীটির ব্যাপারে। আমরাও অপেক্ষায় আছি। যদি গাড়ীর ঐ আরোহীরা আমাদের সন্দেহকৃত সন্ত্রাসী হয় তাহলে এখানে এসে পৌঁছলেই আমরা আটক করে ফেলবো। ওদেরকে জীবিতই ধরতে হবে, নইলে গোপন অস্ত্রভাণ্ডার আর আপনাদের বিপদগ্রস্ত মহিলার সন্ধান পাওয়া যাবে না। আপনারা যান, প্রয়োজন হলে হোটেল থেকে আপনাদের নিয়ে আসব।

এখলাস সাহেবের অফিস থেকে বেরিয়ে সুরমাকে নিয়ে বার্মিজ মার্কেটে গেলাম। ওর জন্যে দুই সেট পোশাক, একটি ব্যাগ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলাম। সে অনেক আপত্তি করলো। এতো টাকা তার পেছনে খরচ না করার জন্যে অনুরোধ জানালো। আমি বললাম– তুমি আমার কাছে নিরাপত্তা চেয়েছো, এর পরও একটি কঠিন দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়েছে। অতএব আমাকে তা পালন করতে দাও। ও বললো– শুধু আমার সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আপনি এতো চিন্তা করছেন কিন্তু আপনার জন্যে তো কিছুই করছেন না?

প্রয়োজন মিটানোর জন্যে আমার তো কোন কিছুর ঘাটতি নেই।

আমি খাটের উপর আরাম করে শুয়ে তৃপ্তির সাথে ঘুমাবো আর আপনি চেয়ারে বসে সারারাত ঝিমাবেন তা হয় কি করে?

আমি মাঝে মাঝে ভ্রমণে লম্বা সময় কাটাই, অতএব চেয়ারে বসেই আমার ঘুমানোর অভ্যাস আছে।

তাহলে আজ আপনি খাটে শুয়ে ঘুমাবেন, আমি চেয়ারে বসে রাত কাটাবো।

অসম্ভব!

তা কেন?

তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, অসহায় ভিন্ন জাতি, তোমাকে কষ্ট দেয়া আমার আদর্শের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

আপনার স্বধর্মের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছে, তাছাড়া আমাদের এলাকায় অনেক মুসলমান আছে কিন্তু এমন আদর্শবান মানুষ দেখিনি।

এমন একতরফা অন্তরঙ্গভাবে মিশবার সুযোগ পাওনি– তাই আদর্শবান মানুষ তোমার সামনে পড়েনি।

তা হবে হয়তো। আমাকে কষ্ট দিলে যদি আপনার অন্তরে ব্যথা লাগে তাহলে আপনাকে কষ্ট দিলে আমার অন্তরেও তো ব্যথা লাগতে পারে।

এটাই স্বাভাবিক।

শেষ পর্যন্ত সুরমার পীড়াপীড়িতে হোটেল সৈকত ছেড়ে দিয়ে অন্য হোটেলে দুই সিট বিশিষ্ট কক্ষ নিতে হয়েছে। পরের দিন যৌথ-বাহিনীর কর্মকর্তা এখলাস সাহেব জানালেন, যে মাইক্রো বাসটি আমরা ফলো করছিলাম সেটি চট্টগ্রাম ছেড়ে কক্সবাজারের পথে উধাও হয়ে গেছে। মাইক্রো বাসের যে নাম্বার আমাদের দেয়া হয়েছিল সেই নম্বরের কোন গাড়ী আমরা খুঁজেই পেলাম না। আমাদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে, এটা সন্ত্রাসীদের গাড়ী হতে পারে। হয় তারা নেমপ্লেট বদল করেছে নতুবা গাড়ী ছেড়ে অন্য কোন বাহনে কক্সবাজার প্রবেশ করেছে। আপনার সাথে যে মেয়েটি রয়েছে তাকে নিয়ে বাইরে বেরুনোর আগে আমাকে মোবাইলে জানিয়ে দিবেন, তাহলে কেউ আপনাদের প্রতি দৃষ্টি রাখছে কিনা তা আমরা দেখতে চাই। আমি যদি আপনার হোটেলে প্রয়োজনে আসি তাহলে কথা বলে আসবো। রাতে কেউ যদি এসে দরজা খুলতে বলে, সে যদি পরিচয় দেয়- আমি হোটেলের লোক, তবু দরজা খুলবেন না। আমাকে তখনই কল করবেন।

গত দু'রাত চেয়ারে হেলান দিয়ে কাটিয়েছি, তাই ভাল ঘুম হয়নি। আজ মাগরিবের নামাজ পড়ে বাইরে রেষ্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে এলাম। এশার নামাজ পড়েই সুরমাকে নিয়ে খেয়ে নিলাম। কিছু সময় বই পড়ে রাত দশটা বাজতেই শুয়ে পড়লাম। শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন বেলা ন'টার সময় সুরমাকে নতুন পোশাকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে নিয়ে হোটেল কক্ষে তালা লাগিয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট থেকে নাস্তা করে গেলাম এখলাস সাহেবের সাথে দেখা করতে। তিনি বললেন, আপনারা খোলামেলা চলাফেরা করুন। বিকেলে সৈকতে বেড়ান, সন্ধ্যার পর অভিজাত মার্কেটে কেনাকাটার অজুহাতে সময় কাটান, রাত দশটার পর হোটেলে চলে যান। কয়েকদিন এভাবে বেড়ান হয়তো আমরা কোন ক্লু পেয়ে যাব।

আমার ধারণা সুরমার বড় দিদি অনিমাকে বিপিন এখানে কোন আবাসিক এলাকায় ঘর ভাড়া করে রেখে দিয়েছে। গত দু'দিন তার অনুসন্ধান করবার মত

www.pathagar.com

কোন সুযোগ পাইনি। আজ যখন এখলাস সাহেব আমাদের অভয় দিলেন তখন আর বসে থাকি কেন। একটা রিকসায় দু'জন চেপে বসলাম। কয়েকটি আবাসিক এলাকায় ঘুরলাম। কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেসও করলাম বিপিন বলে কোন বাবু এখানে ভাড়া থাকেন কিনা। ওই নামের কোন লোককে কেউ চিনে না। অনেক ভাড়াটের সাথে পরিচিত হলাম, তারাও কেউ বলতে পারলো না। সুরমা বললো– আপনি বিপিনের নাম বলবেন না। সন্ত্রাসীরা কোনদিন আসল পরিচয় কোথাও দেয় না। এখানে সে হয়তো কোন ছদ্মনামের পরিচয়ে আছে। চারদিন এভাবে কেটে গেল। পঞ্চম দিন বিকালে সমুদ্র সৈকতে বেড়াচ্ছি, পেছন থেকে কে যেন সুরমার নাম ধরে ডাকলো। আমরা কোন সাড়া না দিয়ে সামনের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। এবার পাশ থেকেই সুরমাকে ডাকলো। দেখলাম দু'টি যুবক সুরমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাঁসছে। সুরমা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমার হাত ধরে সামনের দিকে পা বাড়ালো। এবার জোরে হেসে উঠলো একটি যুবক। বললো– সুরমা তুমি আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবে?

যুবকটির কথা শুনে সুরমা ক্রুদ্ধদস্বরে বললো– কে আপনার সুরমা?

অট্টহাস্য করতে করতে যুবকটি বললো– তুমি!

আমি?

হাঁ।

আমার নাম নাজমা।

তোমার সাহেব এই যুবকটি কে?

আমার স্বামী।

তুমি দিলীপের বোন সুরমা না?

তাকে আমি চিনি না।

সুরমা আমার হাত ধরে ঝাকি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। আর এই আকস্মিক পরিবর্তন আমাকে ভাবিয়ে তুললো। যুবক দু'টিই বা কে? তাদের দেখে ওর চেহারায় এতো উগ্রতা প্রকাশ পেল কেন? নিশ্চয় ওরা সুরমাকে চেনে, নইলে নাম ধরে ডাকলো কেন! আর ও কেন মিথ্যে পরিচয় দিল! এমনই কত কিছু মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কত সময় কাটলো আমার খেয়াল নেই। এক সময় সুমরা আমার হাত ধরে ঝাকি দিয়ে ডাকলো ভাইয়া!

কি সুরমা?

আপনি ভয় পেয়ে গেছেন?

না।

তবে?

www.pathagar.com

তোমার এই পরিবর্তন দেখে।

ওদের চোখে ধুলো দিয়ে এলাম। তাই অভিনয় করতে হল।

ওরা কারা?

সেই সন্ত্রাসী, যার ভয়ে আমি আপনার আশ্রয় চেয়েছি।

এখন ভয় পাও না?

না।

কেন?

আপনার মত অন্তরঙ্গ ভাই সাথে থাকতে আমি কাউকে ভয় পাই না।

তোমার সত্য পরিচয় দেয়াই ভাল ছিল।

সত্যি কথা বললে সেতো আমাকে ধরেই নিয়ে যেত।

আমিও তোমার সাথে যেতাম।

আপনার জীবনের উপর হুমকি আসতো– আমি তো কোন প্রতিরোধ করতে পারতাম না।

ওদের পিছু না নিলে তো তোমার দিদিকে উদ্ধার করতে পারবো না।

আমি তখনই মোবাইলে ব্যাপারটি এখলাস সাহেবকে জানিয়ে দিলাম। তিনি বললেন– আমরা তাদের ফলো করছি। তাদের তো ধরবোই, সেই সাথে ওদের অস্ত্রভাণ্ডারও বের করতে চাই। আপনাদের আশে পাশে আমার লোকজন আছে, অতএব ভয়ের কোন কারণ নেই।

আমরা সৈকতের এক নিরিবিলি বালুচরে বসে অস্তায়মান সূর্যের দিকে চেয়ে আছি। প্রকৃতি সেই সময় যে রূপের পরশ সাজায় দ্বিতীয় অন্যকিছুর সাথে তার তুলনা হয় না। কতক্ষণ সেইদিকে চেয়েছিলাম তা জানি না। রাতের অন্ধকার যখন তার কালো শাড়ী মেলে দিয়ে ঢেকে দিল বিশ্ব চরাচরে, তখন চমক ভাঙলো। পাশে উপবিষ্ট তরুণীর দিকে চেয়ে দেখলাম সে তখনও তন্ময় হয়ে পশ্চিমের আকাশ প্রান্তে যেখানে সূর্য অস্ত গেছে, সেইদিকে চেয়ে আছে অথচ তখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কেবল সমুদ্রের ঢেউ অবিরাম গতিতে আছড়ে পড়ছে বালুচরে আর সেই সাথে তার প্রচণ্ড শব্দ আমাদের কর্ণকুহরে আঘাত হানছে। আমরা তখন এই সংঘাতময় পৃথিবীর বুকে নাই, আমাদের সত্তা যেন কোন অজানা লোকে বিচরণ করছে। এমনভাবে নিজেকে হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্ত জীবনে বার বার আসে না। তাই যেন কারও মুখে কোন কথা নেই। চেতনাহীন জড় পদার্থের মত স্থির হয়ে আছে আমাদের নীথর দেহখানি। কেবল

www.pathagar.com

নাড়ীর স্পন্দনই আমাদের জাগতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রেখেছে। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখেছি কিন্তু আজকের এই দেখা সব দেখাকেই যেন হার মানিয়ে দিয়েছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। চতুর্দিকে চেয়ে দেখলাম কেউ আশে পাশে আছে কিনা কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। সুরমাকে নাম ধরে ডাকতে যেয়ে হঠাৎ মনে হল ঐ নামে ওকে ডাকলে হয়তো বিপদে পড়বার সমূহ সম্ভাবনা আছে। ও নিজের বুদ্ধিমত্তায় একটা বিকল্প নাম তো আমাকে শুনিয়ে দিয়েছে। সেই নামেই ডাকনাম– নাজমা?

ও মনে হয় অন্য মনস্ক ছিল। আমার ডাকে চমকে উঠে চেয়ে দেখে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আর চেহারায় বিরক্তি কি খুশির ছাপ তা বুঝতে পারলাম না।

উঠবে না নাজমা?

– মনে হচ্ছে এখানে বসে বসে রাত কাটিয়ে দিই।

আবেগে অনেক কিছুই মনে হয় কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। তাছাড়া তোমাকে নিয়ে বেশী রাত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করা আমি সঙ্গত মনে করছি না। চলো হোটেলে ফিরে যাই।

ও উঠে দাঁড়িয়ে আমার বাম হাতখানি শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে বললো– চলুন যাই। আমরা সামনে কয়েক পা অগ্রসর হতেই প্রচণ্ড একটা অট্টহাসি শুনতে পেলাম। দু'জনই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড পরেই একটা হাই পাওয়ারের টর্চের আলো আমাদের মুখে পড়লো। আবার সেই পিলে চমকানো হাসি। মুহূর্তের মধ্যে বেশ কয়েকজন আমাদের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল। একজন বললো, আমাকে ধোকা দিতে স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়েছ অথচ তোমরা তা নও। তবু তোমার মনের আশা আমি অপূর্ণ রাখবো না। বাসর শয্যা তো পাতাই আছে, সেখানেই আজ তোমাদের মহামিলন হবে। যেটা দু'দিন পরে হত, সেটা আমি আজই সেরে দিই, এসো আমার সাথে।

সুরমা যেন গর্জে উঠলো। সংযত হয়ে কথা বল নইলে মুখ ছিড়ে দেব শয়তান কোথাকার!

তুমি ঠিক বলেছ সুরমা, আমি শয়তান, বন্ধুকে হত্যা করেছি, শালীকে অপহরণ করেছি, এটাতো ভাল মানুষের কাজ নয়, শয়তানেরই কাজ।

সুরমা শিহরে উঠে কেঁদে ফেললো। কান্নাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো– দাদাকে কে মেরেছে?

www.pathagar.com

যেটা বলবার সেটা বলেছি, এখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভাল মানুষের মত আগে আগে চল।

আমি যাব না।

না যেয়ে তুমি বাঁচতে পারবে না।

মরতে প্রস্তুত আছি।

তোমার স্বামী নামের যুবকটি?

তাকে নিয়ে তো তোমার মাথা ব্যথা নয়, তাকে কেন জড়াবে?

তোমার চেয়ে সেই-ই এখন আমার জন্যে বিপদজনক। আমাকে বাঁচতে হলে দুনিয়ার আলো বাতাস তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে হবে। তার আগে তোমাকে বাসর শয্যাটা যাপন করিয়ে নিতে চাই। তুমি স্বেচ্ছায় যেতে চাইলে ভাল নতুবা চিলের মত ছোঁ মেরে তোমাকে নিয়ে যাব। আমার চোখে ধুলো দিয়ে বীর পুরুষের গ'লে মালা দিয়েছ। আমরা তার সম্মানে গায়ে হাত তুলবো না তবে পিস্তলের নল পিঠে ঠেকিয়ে আস্তানায় নিয়ে যাব।

মুখোশধারী ডান হাতে পিস্তল নাচাতে নাচাতে আমার পকেট সার্চ করে মোবাইলটি নিয়ে নিল। বললো আমাদের সাথে যেতে আপত্তি আছে আপনার?

না।

তবে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের সাথে আসুন।

চলুন।

আমি সুরমার হাত ধরে বললাম– চলো নাজমা। দেখি ওরা আমাদের দিয়ে কি করতে চায়।

মুখোশধারী আবার হেসে উঠলো, বললো– ছদ্ম নামটি আপনি দিয়েছেন, না সেই এটা বেছে নিয়েছে?

ঐ নামেই আমি ওকে জানি।

ওর নাম সুরমা, এই নামেই ডাকুন, কৃত্রিম নাম বাদ দিন। এবার আমার পিছে পিছে আসুন।

আলো এড়িয়ে অন্ধকারে টর্চ ফেলে কয়েকটি পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে টিলার উপর দিয়ে অনেক পথ অতিক্রম করে আমাদের এক জায়গায় নিয়ে গেল। দেখে মনে হল শহরতলীর বস্তি। একটি গেটের সামনে যেয়ে সংকেত দিতেই পঞ্চাশোর্ধ এক প্রৌঢ়া এসে ভিতর থেকে খুলে দিল। সুরমাকে দেখে মহিলা খেকিয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

হতভাগী ছুড়ী! আমার মাথা খেয়ে পালিয়ে গেলি, বাঁচতে তো পারলিনে, মধ্যে পড়ে আমাকে মার খাওয়ালি।

মুখোশধারী ধমক দিয়ে বললো– চুপ কর মাসি! গেট বন্ধ করে ওদের নিয়ে দক্ষিণের ঘরে রেখে এসো। ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে রত্নার ঘরে ফুল আছে নিয়ে এসে ওদের খাটের উপর ছড়িয়ে দিয়ে এসো, ওরা আরাম করে রাত কাটাক।

মুখোশধারী তার সঙ্গীদের নিয়ে একটা বড় ঘরে ঢুকে পড়লো। মহিলা আমাদের নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে একটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াতেই হঠাৎ গুলির শব্দ হল। সে ভয়ে ভয়ে আবার ভিতরে ঢুকে পড়লো। এর কয়েক মিনিট পর গুলি বৃষ্টি শুরু হল। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করে ছিটকিনী লাগিয়ে দিলাম। মহিলা তখন ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তার দিকে চেয়ে মনে মনে হাসি পেলো। বাইরে তখনও গুলির শব্দ, চিৎকার আর আতর্নাদ শোনা যাচ্ছে।

সুরমা তুমি ভয় পাচ্ছ?

আজ আমার কোন ভয় নেই।

মহিলা কাঁপতে কাঁপতে বললো– কি পাহাড়ী ছুড়ীরে বাবা! বাইরে গুলি করে মানুষ মেরে সারা করছে আর ছুড়ী বলছে কি ভয় নেই!

তুমি ভয় করো না মাসি! আজ থেকে তুমি মুক্তি পাবে, আর কেউ তোমাকে জোর করে ধরে আনবে না। নিশ্চিন্তে তোমার মেয়ের কাছে যেয়ে বাকী জীবন কাটাতে পারবে।

সত্যি আমি এই নরক থেকে বেরুতে পারবো?

আমার কথা যদি শোন তাহলে বাঁচতে পারবে।

কি কথা?

বিপিন বাবুর স্ত্রী কোথায় থাকে, সেই খোঁজটি কেবল আমাকে দিতে হবে। তাহলে তুমি ছাড়া পাবে।

তাহলে রত্নাকে আচ্ছা করে ধরতে হবে, সে-ই বলে দিতে পারবে।

আমি তাকে চিনি না, তুমি তাকে চিনিয়ে দিও, তারপর কি করে গোপন কথা বের করতে হয়, সেটা দেখবো।

কিছুক্ষণ পরই গুলি চিৎকার গোঙানী সব বন্ধ হয়ে গেল। কে যেন দরজায় বার কয়েক টোকা দিল। বললো– ভিতরে কে আছেন দরজা খুলে দিন। আমি তখনই দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম যৌথ-বাহিনীর একজন জোয়ান সামনে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

আছে, হাতে তার উদ্ধত রাইফেল। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম আলমগীর?

হাঁ।

আসুন, বাইরে আমাদের স্যার আপনার অপেক্ষায় আছেন।

সুরমার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এখলাস সাহেব আমাদের দেখে জিজ্ঞেস করলেন, দেখুন এর মধ্যে আপনাদের সেই চিহ্নিত সন্ত্রাসী আছে কিনা? আমরা চেয়েছিলাম জীবিত ধরতে কিন্তু ওদের গুলি বৃষ্টির পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে ওরা নিহত হয়েছে। আমাদের দু'জন সদস্য আহত হয়েছে। দেখলাম বারান্দার নীচে তিনটি মৃত আর চারটি আহত যুবক পড়ে আছে। আমি সুরমার দিকে চাইতেই সে বললো– বিপিন আর রাজীব দু'জনেই মারা পড়েছে। বাকিদের আমি চিনি না।

এখলাস সাহেবকে বলে প্রৌঢ়াকে সাথে নিয়ে রত্নার খোঁজে গেলাম। সাথে কয়েকজন নিরাপত্তা রক্ষীও গেল। পাড়ার শেষ প্রান্তে একটি ঘরের দরজায় আঘাত করে প্রৌঢ়া রত্নাকে ডাকলো। ভয়ে সে দরজা খুলছিল না। পুলিশের নাম শুনে দরজা খুলে দিল।

তোমার নাম রত্না?

জি।

সত্যি কথা বললে তোমার কোন ভয় নেই, মিথ্যে বললে কঠোর শাস্তি পাবে। তোমার বাবু পটল তুলেছে অতএব তোমাকে আশ্রয় দেয়ার কেউ নেই। সত্যি কথা বললে আশ্রয় পাবে।

বলুন কি জানতে চান?

বিপিন বাবুর স্ত্রী অনিমা দেবী কোথায় থাকে?

তা আমি কেমন করে জানবো?

তুমি জানো না?

না।

সহজে স্বীকার করবে না বুঝছি। বেরিয়ে এসো।

কোথায় যাব?

থানায়।

কেন?

www.pathagar.com

কিছু গোপন তথ্য আমরা তোমার কাছ থেকে পেতে চাই।

আপনি কে?

তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ভাই হিসেবে পেতে পার নতুবা শত্রু। এই আমার পরিচয়।

বোন হিসাবে আমাকে গ্রহণ করবেন আপনি?

এই ঘৃণিত জীবন ত্যাগ করে সুন্দর জীবনে ফিরে এলে আমাকে একজন অন্তরঙ্গ ভাই হিসাবে পাবে।

রত্না দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। হঠাৎ আমার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লো। আর কান্নার বেগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সে কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু মুখ দিয়ে কথা ফুটলো না। আমি তার দু'খানি হাত ধরে তুলে দাঁড় করালাম। জিজ্ঞেস করলাম– তুমি কি করতে চাও?

আমাকে কারও হাতে না দিয়ে আপনার আশ্রয়ে নিন।

তাই নেব। তার আগে আমাদের দু'টি তথ্য দিতে হবে।

কি তথ্য?

অনিমা নামের মেয়েটির, আর সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের সন্ধান চাই।

আমার পাশের ঘরের পশ্চিম পাশের দেয়ালের সাথে একটা গোপন আলমারী আছে, তার মধ্যে বিপিন বাবুদের অস্ত্রশস্ত্র থাকে।

আমি তখনই আমার সঙ্গী জোয়ানকে পাঠালাম স্যারকে এখানে নিয়ে আসতে। অস্ত্রের কথা শুনে স্যার তখনই আরও কয়েকজন জোয়ানকে সাথে নিয়ে এলেন। রত্না তার তোষকের নীচ থেকে চাবি বের করে আমাদের নিয়ে পাশের ঘরে গেল। আমরা ঘরের দেয়ালের দিকে চেয়ে কোন আলমারীর সন্ধান পেলাম না। রত্না দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললাম– কোথায়, আলমারী খুলে দেখাও। সে পশ্চিম পাশের দেয়ালের এক পাশে একটা চাপ দিতেই সাদা রঙ করা একটা স্টিলের পাত সরে গেল, বেরিয়ে পড়লো গোপন আলমারী। রত্না ওটা খুলে দিল। ডালা আলগা করার সাথে সাথে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, গ্রেনেড ও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রে সেটা বোঝাই করা হয়েছে। স্যারকে অনুরোধ করলাম রত্নাকে আমার হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্যে। তিনি বললেন– আপনি ওকে সাথে নিতে পারেন, তবে আমার বিনা অনুমতিতে একা ছেড়ে দেবেন না।

আমি রত্নাকে নিয়ে তার নিজের ঘরে গেলাম। বললাম, এবার অনিমা দেবী

www.pathagar.com

কোথায় আছে বল।

সে আপনার কে?

আমার বোন।

তা হয় কি করে– আপনাকে দেখে মুসলমান বলে মনে হচ্ছে যে!

তোমার নাম তো রত্না দেবী। তোমাকে বোন হিসাবে গ্রহণ করেছি বলেই তো এতো সহজে গোপন অস্ত্রভাণ্ডার দেখিয়ে দিলে।

তা ঠিক।

তাড়াতাড়ি বলে ফেল, এই অপবিত্র জায়গায় আর এক মুহূর্তও থাকতে চাচ্ছি না।

আমিও চাইনি, বাধ্য হয়েই এই নরকে বন্দি ছিলাম।

সুস্থ জীবন চাইলে আজ থেকে এই বন্দি দশা থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি পাবে। আমি একটা নিকৃষ্টা নারী, চার বছর এই গণিকালয়ে ঘৃণিত জীবন কাটিয়েছি বাইরের জগতে আমি তো কোথাও আশ্রয় পাব না।

আমিই তোমাকে আশ্রয় দেব।

আপনার সমাজ তো সেটা মেনে নেবে না।

আমার সমাজ সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নেই। অপবিত্রকে পবিত্র করবার কারখানা আমাদের হাতে।

মনেপ্রাণে আশা জাগানোর মত নতুন কথা শুনলাম।

সুযোগ পেলে আরও অনেক অজানা সত্যের পরশ পাবে। কথা বাড়িয়ে রাত বৃদ্ধি করার অর্থ নেই। এবার তুমি আমাদের নিয়ে চল যেখানে অনিমা দেবী আছে।

সে থাকে অনেক দূরে পায়ে হেটে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

চল, বাইরে থেকে গাড়ী নেব।

এখানে আমার আর আসতে হবে?

আমাকে যদি ভাই হিসাবে পেতে চাও তাহলে সব পুলিশের হাওলা করে এক কাপড়ে চিরদিনের জন্যে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে।

তাহলে আমার গহনাপত্র টাকা পয়সা নিয়ে নিই।

কিছুই নিতে পারবে না।

আমার বোঝা কে বহন করবে?

সেই দায়িত্ব আমার।

রত্না গদীর নীচ থেকে একটি চাবি বের করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আমরা

www.pathagar.com

ওদের এলাকা ছেড়ে যেয়ে একটা প্রাইভেট কার পেয়ে গেলাম। প্রায় আধা ঘণ্টা পর আমাদের গাড়ী একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে নেমে দেখলাম নির্জন জায়গা। ঘন গাছপালা বেষ্টিত পাহাড়ী টিলার উপর বাড়ীটি। ড্রাইভারকে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে বাড়ীর দিকে গেলাম। পাচিল ঘেরা বাড়ী। রত্না গেটের তালা খুলে ভিতরে ঢুকলো। আমরাও তার পিছে পিছে ভিতরে ঢুকে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। একটি তালাবদ্ধ ঘরের দরজা খুলে বললো– এই ঘরে আসুন। রত্না আগেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করলো। তাকে দেখেই একটি নারী কণ্ঠ চিৎকার করে উঠলো– তোকে নিষেধ করেছি আমার কাছে আসবি না। তবু এসেছিস! দূর হ আমার সামনে থেকে। রত্না বললো– আজ এসেছি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

সত্যি যদি তুই উদারতা দেখাতে এসে থাকিস তাহলে আমাকে এই বন্দি-দশা থেকে মুক্ত করে দে, আমি আর এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে পারছিনে।

আমি তোমাকে মুক্তি দিতেই এসেছি, তোমার ভাইকেও সাথে এনেছি। অনিমা খাটের উপর শুয়ে ছিল, লাফ দিয়ে নীচে নেমে বললো– কোথায় আমার ভাই? আমি আর সুরমা সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করলাম। আমাকে দেখে সে থতমত খেয়ে গলার স্বর বাড়িয়ে দিয়ে বললো– মিথ্যে বলে আমার ইজ্জত লুটতে এসেছিস হতচ্ছাড়ী ছুড়ী! বেরিয়ে যা এখান থেকে।

আমি সুরমাকে সামনে এগিয়ে দিলাম। ওকে দেখেই অনিমা শিহরে উঠলো। ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো– তুইও মৃত্যু ফাঁদে পা দিয়েছিস! নরকের উত্তপ্ত অনলে দগ্ধ হওয়া শত গুণ ভাল, তবু এই পিশাচের আস্তানায় এক মুহূর্তও অবস্থান কষ্টদায়ক। কে তোকে এখানে নিয়ে এসেছে।

তোমার পতি দেবতা বিপিন বাবু।

তুই ঐ নর পিশাচের হাতে পড়েছিস?

সব কথা পরে হবে, এখন তুমি চলো আমাদের সাথে।

কোথায়?

যেখানে আমরা থাকি?

তোর সাথে এই যুবকটি কে?

ভাই। স্বর্গের দেবতাও বলতে পার। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা নয়, এখনই বেরুতে হবে। বাইরে আমাদের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি সুরমা?

www.pathagar.com

না, বাস্তব। পরে সব জানতে পারবে। এখান থেকে কোন কিছু তোমাকে নিতে হবে না, যেভাবে আছ ঐভাবেই বেরিয়ে এসো।

অন্ততঃ কিছু কাপড় চোপড় নিই?

বলেছি তো কিছুই নিতে পারবে না। যেটি পরনে আছে ওটিও পরে ফেলে দিতে হবে। যার সাথে সম্পর্ক চির দিনের জন্যে চুকিয়ে ফেলেছি তার কোন চিহ্নই তোমার কাছে রাখতে চাই না।

পাঁচ

সুরমা তার দিদির হাত ধরে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে গাড়ীতে যেয়ে বসলো। আমি রত্নাকে ঘরের দরজায় আর গেটে তালা লাগিয়ে দিতে বললাম। কাজ শেষ করে আমরাও গাড়ীতে চেপে বসলাম। আমরা যখন হোটেলে পৌছলাম তখন রাত দু'টা বেজে গেছে। সেই রাতেই সুরমার চাপে পড়ে অনিমা আর রত্নাকে রাথরুমে সাবান ব্যবহার করে স্নান করতে হল। পরনের পোশাক নিয়েই ওরা এসেছিল, তাই সুরমা তার নতুন দু'সেট সেলোয়ার কামিজ ওদেরকে পরতে দিল।

পরদিন সকাল নটায় আমি ওদেরকে সংগে নিয়ে একটি রেষ্টুরেন্ট থেকে নাস্তা করে নিলাম। এরপর গেলাম এখলাস সাহেবের কাছে। পাহাড়ী টিলার সেই নির্জন বাড়ীটির চাবিগুলো তার হাতে দিলাম। তিনি চাবি পেয়ে এবং বাড়ীর ঠিকানা জেনে তখনই একদল ফোর্সসহ গাড়ী নিয়ে বেরুলেন সেই বাড়ীটির উদ্দেশ্যে। তবে আশংকা সেখানেও হয়তো অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে।

সৈকতের একটি মার্কেট থেকে ওদের পোশাক পরিচ্ছদ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, দু'টি লেডিজ ব্যাগ কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। ওদের বললাম, রাতে ঘুম হয়নি তোমরা ঘুমিয়ে নাও, রাতের কোচে কক্সবাজার ছেড়ে ঢাকা যাব। তারপর তোমাদের মা-বাবার কাছে পৌছে দিয়ে আমি বিদায় নেব।

সুরমা কৃত্রিম অভিমান করে বললো– ভাই আমাদের ফেলতে পারলে যেন বেঁচে যান।

ফেলবো কেন?

ঐ যে বললেন– বিদায় নেব।

www.pathagar.com

সবারই তো কর্মক্ষেত্র রয়েছে, যেতেই হবে একদিন। জায়গা মত আগে পৌঁছে নিই, বিদায়ের কথা পরে হবে। আমি ওদের ঘুমিয়ে নিতে বলেছিলাম কিন্তু সুরমা তার দিদির কাছে জানতে চাইলো, এতো প্রেম ভালবাসা তোমাদের মাঝে গড়ে উঠলো, দু'দিনের অদর্শনে উভয়েই অস্থির হয়ে পড়তে, তবু তোমার এই পরিণতি কেন দিদি? তোমাদের দাম্পত্য জীবন তো খুব সুখের হওয়ার কথা।

সুখে ছিলাম যতদিন বাবার বাড়ীতে বাস করেছি। বিপিন আমাকে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে বাবা-মার কাছে না বলেই নিয়ে এলো ঢাকা। কোন এলাকায় তা আমি বুঝতে পারিনি। দু'কামরা বিশিষ্ট একটা ছোট্ট বাড়ীতে নিয়ে তুললো, বললো– এখানে আমরা সংসার পাতবো। বাড়ীটি ছোট হলেও ছিমছাম আধুনিক প্যাটার্নের। বাথরুম, পাকের ঘর খুব ভাল, আমার পছন্দ হল। প্রথম সপ্তাহ ও যেখানেই থাকুক রাতের বেলা আমার কাছে চলে আসতো। এরপর নিয়মিত আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কোন দিন গভীর রাতে আবার দিনের বেলায়ও আসতো মাঝে মাঝে। আবার কোন সময় সপ্তাহ ধরে দেখা নেই। এর জন্যে অনেক সময় আমাকে না খেয়েও থাকতে হত। বিরতির পরও যেদিন আসতো সেদিন আমি বলতাম, বাবার বাড়ী থেকে এই রাজধানী শহরে নিয়ে এলে না খাইয়ে মারতে? ও হাসতো আর বলতো আর এমনভাবে ফেলে রেখে ডুব মারবো না। পর পর কয়েক দিন আসা যাওয়া করে আবার অদৃশ্য হয়ে যেত। হয়তো দু'সপ্তাহ তিন সপ্তাহ ধরে দেখা নেই। বেঁচে থাকবার তাগিদে যখন যেটা প্রয়োজন হত তখন সেটা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসতাম। খেতাম আর নিঃসঙ্গতা কাটাতে বই নিয়ে পড়তাম। একদিন শেষ রাতে এসে দরজা খুলতে বললো। আমি দরজা খুলতেই তড়িৎ পদক্ষেপে ভিতরে ঢুকলো। ঢুকেই দরজায় ছিটকানী লাগিয়ে দিল। আমি তার দিকে চেয়ে শিহরে উঠলাম। বিপর্যস্ত চেহারা। জিজ্ঞেস করলাম– কি হয়েছে তোমার?

কিছুই হয়নি?

মনে হচ্ছে কোথায় যেন কুস্তি লড়ে এসেছ?

তোমার কথা একেবারে মিথ্যে নয়। বাসায় আসছিলাম, দেখি কয়েকজন মিলে এক ব্যক্তিকে মারধোর করছে। অসহায় লোকটিকে উদ্ধার করতে যেয়ে আমিও মার খেলাম। তবু আমি জিতে গেছি।

তবে তোমার চেহারায় উদ্বেগের চিহ্ন দেখছি কেন?

তাতো অবশ্যই দেখবে। এমন একটা ঝড়ের কবলে পড়লে তোমার অবস্থাও এমনই হত!

www.pathagar.com

তুমি সত্য চেপে যাচ্ছ।

আমাকে তোমার এতো অহেতুক সন্দেহের কারণ কি?

এর জন্যে তুমি দায়ী!

মানে?

এই শহরে আসবার পর থেকে তুমি যেন বদলে গেছ।

আমি যা ছিলাম তাই আছি।

এটা সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয়। তোমার স্বাস্থ্য, চেহারায় বলে দিচ্ছে তুমি যা ছিলে এখন আর তা নও। আমাকে যদি এতোই অসহ্য মনে কর তাহলে বাবা-মার কাছে যেতে দাও। তোমাকে নিয়ে আমি দুঃশ্চিন্তায় হাফিয়ে উঠেছি।

আমার জন্য এতো চিন্তার কারণ?

এ তোমার কেমন প্রশ্ন! দেবতা সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছি, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি তোমার পদ যুগলে। স্ত্রীকে না জানিয়ে স্বামীর মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে নিজের উলঙ্গতা প্রশমনে স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসা, এটা কি কোন সতী নারীর কাম্য? আমার কথা শেষ হতেই ও উচ্চস্বরে হেসে উঠে আমাকে বেষ্টন করে মুখের কাছে মুখ নিতেই আমি ঘৃণায় তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। বললাম– ছি! তুমি একটা অপদার্থ। কোন্ আস্তকুড় ঘেঁটে এসে আমাকে কলুষিত করতে চাচ্ছ?

মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো– আমি অপদার্থ?

তোমাকে এ অপবাদ দিতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছ। তুমি নেশা করতে শিখেছো কতদিন? তোমার মুখে মদের গন্ধ কেন? তুমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছ।

আমার কথা শেষ হতেই ও প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠলো। বললো– তোমার দূরদৃষ্টির জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি আমার সতী স্ত্রী। আমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি এটা যখন বুঝতে পেরেছ, এখন আমাকে উদ্ধার করার তোমার কি কোন দায়িত্ব নেই?

আছে, কিন্তু এই রাজধানী শহরে এসে সেই অধিকার তুমি ছিনিয়ে নিয়েছ। ক্ষোভে দুঃখে আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললাম। অনেক্ষণ ধরে কাঁদলাম। এক সময় ও আমার হাত ধরে একটা ঝাকি দিয়ে ডাকলো– অনিমা? আমি কোন কথা না বলে ওর মুখের দিকে চাইলাম। ও আমার কাঁধে হাত রেখে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললো– আমি তোমার কাছে অনুতপ্ত অনিমা! আমাকে এবারের মত ক্ষমা করে দাও। এরপরে অপরাধ করলে তুমি যে শাস্তি দেবে তা মাথা পেতে গ্রহণ করবো।

www.pathagar.com

স্ত্রী হয়ে স্বামীকে শাস্তি দেয়া শাস্ত্রনীতির বিরুদ্ধ।

যে পথে চলতে তুমি পছন্দ কর না, সেই পথে আমি আর যাব না।

আমার কথা শুনবে?

শুনবো।

তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তুমি চলে এসো। এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও একটা চাকুরীর চেষ্টা কর, সেখানেই আমরা চলে যাই। এখানে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

তুমি আমাকে হাসালে অনিমা! দেশের মানুষ রাজধানী শহরে একটু মাথা গোজার ঠাঁই পেতে পাগলপারা, আর তুমি বলছো– হাঁফিয়ে উঠেছি!

তারা কোন না কোন অবলম্বন নিয়েই থাকতে চায়, তুমি তো তা নও। দাদার বন্ধু তুমি। আজ পাঁচ বছরেরও বেশী হলো দাদা শিক্ষা জীবন শেষ করে ব্যবসায় নেমেছে, আর তুমি আজও হল দখল করে বসে আছ। এটা তো শিক্ষানীতির বরখেলাপ। তোমার এই অবৈধ পন্থা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। তুমি উচ্চ বংশের ছেলে, এমন নীতিহীন কাজ তোমাকে মানায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এলে আমার পায়ের তলে মাটি থাকবে না যে! দাঁড়াবো কোথায়?

তুমি বাবা দাদার কাছ থেকে নানান অজুহাতে অনেক টাকা নিয়েছ। আমাকে নিয়ে বিদেশে যাবে, যোগাযোগ সব শেষ, এখন টাকা পেলেই চলে যাব –এমন কারণ দর্শিয়ে দাদার ব্যবসায় ধ্বস নামিয়ে অতিরিক্ত আদায় করেছ, যার কারণে বাবাকে দেশের বাড়ীর অনেক সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়েছে। বিদেশে তো গেলেই না, তারপর এইসব টাকা পয়সা নিয়ে তুমি কি করছো তাও আমাকে অন্ধকারে রেখেছো। আমি তার পা জড়িয়ে ধরে চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিলাম। বললাম, এভাবে আর আমার দাদাকে জ্বালাতন করে পথে বসিও না। সে আমার হাত ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললো– তোমার আপত্তি থাকলে আমি আর দাদার কাছে জুলুম করবো না। এ পর্যন্ত যত টাকা নিয়েছি সব একদিন তোমার হাতে বুঝিয়ে দেব।

আমি কিছু বুঝে নিতে চাইনে। আমি চাই নিরাপদ একটা শান্তির নীড়। আর তোমার সুস্থ জীবন।

আমার অসুস্থ জীবন কোথায় দেখলে?

তোমার বিধ্বস্ত চেহারাই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

এর কারণ তো প্রথমেই বলেছি।

সেটা তোমার মিথ্যে অজুহাত। একথা বলে অন্যকে প্রভাবিত করা যায় কিন্তু নিজের স্ত্রীকে ধোঁকায় ফেলা যায় না।

www.pathagar.com

তোমাকে আর ধোঁকা দিচ্ছি না। এবার তোমার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। আমাকে এক মাস সময় দাও, নিজের পায়ে দাঁড়াবার পথ তৈরী করে তোমাকে নিয়ে যাব।

কোথায়?

সেটা এখনই নিশ্চিত করে বলতে পারছিনে।

সেদিন সমস্ত বেলা ঘুমিয়ে কাটালো। রাতে খেয়ে আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল, বললো ঢাকার বাইরে যাচ্ছি, সময় মত এসে তোমাকে নিয়ে যাব। দেড় মাস পর একদিন মাঝ রাতে এলো। আমাকে কোন কথা বলতে না দিয়েই বললো– অনেক চেষ্টা করে কক্সবাজার পর্যটন কেন্দ্রে একটা ভাল চাকুরী পেয়েছি। পাহাড়ী টিলার উপর নির্জন পরিবেশে একটি সুন্দর বাড়ীও ঠিক করে ফেলেছি। কাল রাতেই তোমাকে নিয়ে সেখানে চলে যাব।

তোমরা যে বাড়ী থেকে আমাকে বের করে এনেছ, সেখানেই আমাকে নিয়ে গেল। বাড়ীটি পছন্দ হলেও একেবারে নির্জন জায়গা বলে মন খুঁত খুঁত করছিল। বললাম এমন একটা জায়গায় বাড়ী ভাড়া নিয়েছ, যেখানে আমাদের কোন প্রতিবেশী নেই। তোমার অনুপস্থিতিতে কারও সাথে দু'টো কথা বলবো তা হবার জো নেই। বোবার মত বসে বসে সময় কাটাতে হবে।

সে বললো– যেখানে ঘন বসতি সেখানেই অশান্তি। তুমি চেয়েছ শান্তির নীড়, তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পর তবে এটি মিল করতে পেরেছি, এখন আবার অন্য অভিযোগ। নারী জাতির মন পাওয়া বড় কঠিন।

প্রথম সপ্তাহ খুব আনন্দেই কাটলো। বিপিন প্রতিদিন বিকালে আমাকে নিয়ে পর্যটন কেন্দ্রে, সৈকতের বালু চরে, শহরে অনেক রাত অবধি ঘুরে বেড়াতো। একদিন আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম– তোমার চাকুরীর কি হল? ও বললো– মাসের প্রথম তারিখেই জয়েন করবো, আর মাত্র দু'দিন বাকী।

দু'দিন পর ও সকালে খেয়ে বাসা থেকে চলে যেত, আসতো রাত দশটায়। কয়েকদিন পর দিনের বেলা বেরুনো বন্ধ করে সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যেত, বলতো আমার ডিউটি রাতে। এমনিভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যেত আসতো ভোরে। এরপর আরও অনিয়ম শুরু হল। দু'দিন পর তাকে দেখা যেত আবার পাঁচদিন সাতদিন পর আসতো। জিজ্ঞেস করে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যেত না। দিন দিন স্বভাবের পরিবর্তন হতে লাগলো। বাইরের গেটের চাবি ওর কাছে থাকতো। প্রথম সপ্তাহের পর থেকে আমি আর বাইরে বেরুতে পারতাম না। তারপর ও যা কেনাকাটা করে দিয়ে যেত তা ওর অনুপস্থিতিতে দিনগুলো

www.pathagar.com

ভালভাবে চলতো না। কোন কোন দিন না খেয়েও কেবল দু'চোখের পানি ফেলে রাত কাটাতাম। একদিন গভীর রাতে ও দরজা খুলতে বললো। ওর কণ্ঠস্বরে কেমন জড়তা অনুভব করলাম। আমি দরজা খুলে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত একদল যোদ্ধা, বিপিন যেন তাদের সেনাপতি। কালো পোশাক, মুখে মুখোশ, এক ভয়ঙ্কর চেহারায় প্রাণীগুলো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বিপিন ঘরের মধ্যে ঢুকেই দরজা এটে দিল, তার হাতে পিস্তল। আর্তনাদ করে আছাড় খেয়ে মেঝেই পড়ে গেলাম। কতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম তা জানিনে। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলাম বিপিনের বাহু বেষ্টনীর মধ্যে খাটের উপর শুয়ে আছি। আমি অতিকষ্টে তার বাহু মুক্ত হয়ে উঠে বসে বাকী রাতটুকু শেষ করলাম। ওর যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা এগারটা। সেদিন খাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আগের দিন দুপুরে আধপেটা খেয়ে ছিলাম। ও আমার কাছে খেতে চাইলো। বললাম– আমার মাংস ছাড়া খেতে দেয়ার মত আর কিছু ঘরে নেই। কথা শেষ হতেই ও ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আমার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। আমাকে জানোয়ারের মত পেষণ করতে লাগলো। শারীরিক দুর্বলতা তারপর অমানুষিক নির্যাতনে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। কত সময় পর জ্ঞান ফিরে পেলাম জানিনে, যখন চোখ মেলে চাইলাম দেখলাম ঘরখানা ঘন আধারে ডুবে আছে। শ্বাস প্রশ্বাসে একটা তীব্র ঝাঝালো গন্ধ অনুভব করছিলাম। উঠতে চেষ্টা করলাম পারলাম না। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। আমার মুখ দিয়েই গন্ধটা বের হচ্ছিল বুঝতে পারলাম। আমার অচৈতন্যতার সুযোগে ও হয়তো আমার মুখে মদ ঢেলে দিয়েছে। ক্ষোভে দুঃখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলাম, পারলাম না। কাঁন্না আমি ভুলেই গেছি, দু'চোখের জল তো আগেই শুকিয়ে গেছে, সেখানে আগুনের মত উত্তাপ অনুভব করলাম। শিরা উপশিরাগুলোও নিস্তেজ হয়ে গেছে, স্ফীত হওয়ার মত পর্যায় নেই। রাত কখন শেষ হয়েছে বুঝতে পারিনি। বাইরে থেকে দরজার তালা খোলার শব্দ পেয়ে বুঝলাম পশুটি আমাকে বিধ্বস্ত করে রাতে বেরিয়ে গিয়েছিল, এবার হয়তো আসছে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো একটা সুন্দরী তরুণী, হাতে একটি প্যাকেট। আমি গলার স্বর বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম– কে তুমি? সে মায়া ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বললো– এই হতভাগিনী আপনার একজন সেবিকা।

কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?

আপনার স্বামী বিপিন বাবু।

আমি ঐ নরপশুর স্ত্রী হয়ে আর থাকতে চাইনে।

www.pathagar.com

দিদি! এমনভাবে উত্তেজিত হয়ে কথা বলবেন না, একটু ঠাণ্ডা হোন। আপনি সত্য কথাই বলেছেন কিন্তু তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোন রাস্তাই আমি দেখছিনে।

তুমি তার সম্বন্ধে কি জান?

সে অনেক কথা, যদি কোন দিন সুযোগ হয় তাহলে সব বলবো।

এখনই বল।

সেই সময় নেই। আমাকে এখনই চলে যেতে হবে। আপনার জন্যে চাল ডাল মাছ তরকারী নিয়ে এলাম। আপনি ক্ষুধার্ত, খাওয়ার ব্যবস্থা করুন। এবার থেকে আপনার আর খাওয়ার কষ্ট হবে না, আমি সময় মত এসে সব দিয়ে যাব।

তুমি তার কে?

এ পরিচয় সময় হলে পেয়ে যাবেন। আমাকে একান্ত আপনজন মনে করতে পারেন। বুঝতে পারছি আপনার প্রতি অনেক নির্যাতন করা হয়েছে। জীবনের ঝুকি নিয়ে হলেও আপনার ভাল থাকবার চেষ্টা আমি করবো। আমার অনুরোধ আপনি তার প্রতি স্ত্রীসুলভ ব্যবহার করবেন, কোন প্রকার উত্তেজিত হয়ে কিছু বলবেন না, করবেন না। কেননা সে একটা ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী গোষ্ঠির নেতা। বাঁচবার আশা করলে তাকে ভালবেসেই বাঁচতে হবে।

আমি আর বাঁচতে চাইনে, সে আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

আপনি শিক্ষিত মেয়ে, হতাশ হবেন কেন? দুর্দিনের পর সোনালী দিন আপনার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করছে।

তুমি ওর এই ঘৃণিত জীবন পছন্দ কর?

না। হয়তো আপনার অছিলায় এই জাল ছিন্ন করে আমরা দু'জনেই বেরিয়ে যেতে পারবো।

তরুণী বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে রেখে গেল। আমি কষ্টে উঠে বাথরুমে গেলাম। স্নান সেরে দু'টো চাল, ডাল ফুটিয়ে খেয়ে নিলাম। দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেল বিপিনের কোন দেখা নেই। সেই তরুণী প্রায়ই এসে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যুগিয়ে দিয়ে যায়। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম– তুমি বলতে পার বিপিন কোথায় থাকে?

আপনি যদি আমার প্রতি হিংসা না করেন তাহলে বলতে পারি।

করবো না।

আপনার পরিচয় পেলাম, আপনি উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণকন্যা। মায়ের কাছে

www.pathagar.com

শুনেছিলাম উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণরা দেবতার বংশধর। সেই পরিচয় যেদিন পেলাম, সেদিন থেকেই আপনার স্বার্থে নিজের সর্বস্ব তার কাছে বিলিয়ে দিয়েছি। তার সমস্ত কার্যকলাপ আমি প্রত্যক্ষ জানতে চাই। আমি এমনভাবে তাকে আয়ত্তে এনেছি, সে মনে করে আমি তার, সে আমার। একদিন তার দুর্বলতা অবশ্যই পেয়ে যাব, সেদিন আপনাকে উদ্ধার করা হয়তো সহজ হবে।

তার তো কোন দেখা নেই, মনে করলে যেকোন সময় আমরা বেরিয়ে যেতে পারি না?

না। তার কিছু অস্ত্র এবং সন্ত্রাসী বাহিনীর খবর আমি রাখি। এমনভাবে তারা জাল বিস্তার করে রেখেছে, এখান থেকে বেরুলেই হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। বড় ধরনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

ছয়

একদিন রাতে বিপিন এলো। ওকে দেখে রাগে এবং ঘৃণায় আমার শরীর রি রি করে উঠলো। তবু উত্তেজনা দমন করে অতিকষ্টে হাসি মুখে তার সামনে দাঁড়ালাম। সে বললো– আমার সময় বেশী নেই, এখনই চলে যাব। তার আগে তোমার কাছে কিছু কথা বলে যাই। আমি কাঁন্নার বেগ শামলিয়ে নিয়ে বললাম– এতদিন পর এলে রাতটুকু আমার কাছে থাকবে না? সে খুব জোরে হেসে উঠলো, বললো– বৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে সুখের নিদ্রা যাওয়ার দিন আমার শেষ হয়ে গেছে। আমি একটা গোপন বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছি। একদিন সমগ্র দেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। সেই দিন তোমাকে নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবো।

সেই জীবন আমি চাই না। তুমি এখন নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে চলে এসো। রুদ্ধ হয়ে গেছে সেই পথ। এখন পিছনে সামনে মৃত্যুর হাতছানি। পেছনের মৃত্যু কাপুরুষের। অতএব সামনের মৃত্যুই আমাদের কামনা।

আমি কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। কান্না ভেজা গলায় বললাম– শানগ্রাম সাক্ষী রেখে একে অপরকে গ্রহণ করেছি। তুমি সেই দেবতার কথাটি ভুলে যেও না, আমারই হয়ে ফিরে এসো। ও অট্টহাসি করে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। উপহাসের ছলে বললো– দেবতা সাক্ষী! এতো তোমার

www.pathagar.com

বাবার আলমারীর মধ্যে পড়ে আছে। এখানে তাকে টানো কেন? তাকে সাক্ষী করে তোমাকে নিয়ে এসেছি, তাই বলে তার সামনে এমন কোন প্রতিজ্ঞা করিনি যে অন্য কোন মেয়েকে নিয়ে ফূর্তি করতে পারবো না। এবার তোমার দেবতা সাক্ষী স্বামীর বক্তব্য শোন। সুরমাকে লিখে দাও– সে যেন অবশ্যই এখানে চলে আসে।

সে এই নরকালয়ে কি করতে আসবে?

কেবল সুরমা নয়, নরমাও একদিন আসবে। বাবা-মা বা দাদা-বৌদির মাথার বোঝা আর তাদের হতে হবে না। আমার অনেকগুলো বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের মধ্যে দু'জনকে বেছে নেব।

এমন মানবতা অন্য কোথাও দেখিও, আমার বোনদের নিয়ে নয়।

বড় ভগ্নিপতি হিসাবে এটা আমার দায়িত্ব।

তোমাকে এমন দায়িত্ব কে দিয়েছে?

কেউ দেয়নি, আমি নিজেই মাথা পেতে নিয়েছি। এটা আমাকেই দেখতে হবে।

তুমি নিজেই গ্রহণ করে থাকলে ভুল করেছো। তাদের বড় বোন হিসাবে আমি তোমাকে অব্যাহতি দিচ্ছি। তোমাদের মত নরকের কীটের গলে মালা দেয়ার চাইতে আজীবন অবিবাহিত থাকা অনেক উত্তম।

স্বর্গ নরক পাশাপাশি, অতএব দু'টিরই প্রয়োজন আছে। আর শোন, দাদাকে লিখে দাও লাখ তিনেক টাকা যেন আমার জন্যে রেখে দেয়। আমি যে কোন সময় যেয়ে নিয়ে আসবো।

বিকট শব্দে মানুষ যেমন চমকে উঠে, আমিও তেমনি চমকে উঠলাম। পরক্ষণে নিজেকে সামলিয়ে নিলাম। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললাম– কি অমানুষ তুমি! এ পর্যন্ত কত লাখ টাকা বাবা আর দাদার কাছ থেকে নিয়েছো, তার কোন হিসাব তুমি রাখ?

সব হিসাব আমার ঝুলিতে আছে। সে কথা পরে হবে, এখন যা বলছি তা কর।

আমার জীবন গেলেও তোমার কথামত কারও কাছে চিঠি লিখতে পারবো না।

তুমি না লিখলে আমি কাজ উদ্ধার করতে পারবো না –এটাই তুমি ভেবেছো? সুরমাকে নিয়ে এসে রাজীবের সাথে বিয়ে দেব। তারপর নরমার কলেজ শেষ হলে নিয়ে এসে আর এক বন্ধুর গলায় ঝুলিয়ে দেব। এবার আর দেবতা সাক্ষী নয় আমাদের সাক্ষীতেই মালা বদল হবে। তারপর দাদা যদি টাকা না দেয় তাহলে তার ব্যবসার লাল বাতি জ্বেলে তাকে পথে ভাসিয়ে দেব।

www.pathagar.com

বিপিনের কথা শুনে আমার শরীরের সমস্ত লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠলো। আগুন ঝরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললাম– দাদা আর বোনদের প্রতি তোমার হিংস্র হাত প্রসারিত হওয়ার আগেই আমি একান্তভাবে তোমার ধ্বংস কামনা করি।

আমার ধ্বংস কামনা করে তুমিও তো বাঁচতে পারবে না। তোমাকেও আমি জড়িয়ে নিয়েছি। দেখবে তুমি কেমন অগ্নিগর্ভে বাস কর?

কথা শেষ করে সে আমার হাত ধরে বাইরে বারান্দায় নিয়ে গেল। দেখলাম, মুখোশ পরা শয়তানের দলকে। প্রত্যেকের কাঁধে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ঝোলানো। আমি যে ঘরে থাকি তার পাশের ঘরের তালা খুলে আমাকে ভিতরে নিয়ে যেয়ে দরজা টেনে দিল। আলো জ্বালতেই ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদে ভর্তি সম্পূর্ণ কক্ষটি। আমার কি হয়েছিল জানি না। পরদিন সেই তরুণী এসে অনেক ডাকাডাকি করে আমাকে বিছানা থেকে উঠালো। দাদা আর বোনদের কথা চিন্তা করে মানসিক যন্ত্রণায় আমি অস্থির হয়ে পড়তাম। তরুণী আমাকে সান্ত্বনা দিত, আমাকে ধৈর্য ধারণ করার জন্যে অনুরোধ করতো। মাস খানেক পরে আমার সু'দিন আসলো। সুরমার সঙ্গে অলৌকিকভাবে পরিচয় হওয়া দেবতুল্য যুবক ঐ জানোয়ারদের গুহা থেকে কোন্ যাদুমন্ত্রের দ্বারা আমাকে উদ্ধার করলো তা যেন আমার কাছে এখনও স্বপ্ন মনে হচ্ছে।

তোমার সেই সুন্দরী তরুণী কে দিদি?

রত্না। সেই অসহনীয় দুর্যোগের মধ্যে সে-ই একমাত্র আমার ব্যথায় প্রলেপ দিত। কোনদিন এই পরিচয়হীন মেয়েটার অবদান ভুলতে পারবো না। ওর মত এতো অল্প বয়সের মেয়ে কি করে ঐ সন্ত্রাসীর কবলে পড়লো তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। আর এই যুবকের নাম শুনে জানলাম সে আমার জাতির কেউ নয়, তবু আমি মনে করি, ও আমার মায়ের পেটের ভাই।

অনিমা, তুমি আমাকে ভাই বলে গ্রহণ করেছো তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। নির্যাতিতা বোনদের উদ্ধার করতে পেরেছি তাতে আমি গর্বিত। তোমার একটা স্থায়ী বন্ধন চিরদিনের জন্যে ছিন্ন করে তবে সাক্সেসফুল হয়েছি। এতে তোমার উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী করে ফেললাম। আসল সত্য শুনলে তুমি হয়তো আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না দিদি!

সত্যটি কি?

তোমাকে বিধবা করেই ছিনিয়ে আনতে হল।

তার জন্যে তোমার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, বরং খুশীই হয়েছি। ঐ সন্ত্রাসীর কবল থেকে কেবল আমি মুক্তি পাইনি, আমার মত অজস্র মেয়ে মুক্তি

www.pathagar.com

পেয়ে গেল। একটা কীট্ জাতির মগজ কুরে কুরে খাচ্ছিল। তার ধ্বংসের মাঝেই জাতির গৌরব। এটা সুস্থ জ্ঞানী মানুষের একটা মস্ত বড় বিজয়? একজন নেই তাই আমি বিধবা, কিন্তু ঐ একটি মানুষের নির্মমতায় কত শত নারীকে বিধবার বেশ নিতে হয়েছে তার হিসাব তো কেউ রাখে না। এই যে রত্না, ফুলের মত মেয়েটিকে ঘৃণিত জীবনে নামিয়ে দিয়ে জীবনের স্বাদ আহ্লাদ সব ভেঙে চুরমার করে দিল, কি করে সহ্য করা যায়?

অনিমা তুমি খুব জ্ঞানী মেয়ে অথচ তোমার জীবনে অনেক ভোগান্তি হয়ে গেছে –সে কথা মনে করে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি।

এমন কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না ভাই! ইতিপূর্বে যদি আমার এমন জ্ঞান থাকতো তাহলে আমি কি বিপিনের কৃত্রিম ভালবাসায় ভুলে যেতাম! মাত্র ঘন্টাখানেক আপনার সংস্পর্শে থেকে আমার জ্ঞানের দুয়ার খুলে গেছে। অথচ আপনিও সেই পুরুষ ছেলেদের একজন।

সুরমা তার দিদির হাত চেপে ধরে বললো– তুমি ভুল বুঝেছো দিদি। তেমন সহস্র যুবকের সাথে আলমগীর ভাইয়ের তুলনা চলে না। বিধাতার এই এক আশ্চর্য সৃষ্টি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এমন একটা যুবকের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি। তুমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছ এই মিথ্যে তথ্য দিয়ে বিপিন আমাকে এই শহরে নিয়ে এলো, তাও আবার নিষিদ্ধ পল্লীতে। আমার মর্যাদা গুড়িয়ে দিয়ে রাজীবের সাথে বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললো। এই সংবাদটি আনন্দসহকারে আমাকে জানালো তাদের কথিত মাসী। বুঝলাম শয়তানের আখড়ায় পা দিয়েছি। আমি একটুও উত্তেজনা না দেখিয়ে কৌশলের আশ্রয় নিলাম। বললাম– মাসী তুমি আমাকে বিয়ের শুভ সংবাদ দিলে তাই তোমাকে দু'হাজার টাকা পুরস্কার দিচ্ছি, বিয়ের পরে আরো দেব। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আমি হাসিমুখে বললাম– বাবা মা বিয়ে দিলে তাদের অনেক টাকা খরচ করতে হত, এখানে তো কোন অর্থ ব্যয় হচ্ছে না। তুমি গরীব মানুষ, তোমাকে না হয় পাঁচ-সাত হাজার টাকা দিয়ে তোমার সংসারে কিছু সাহায্য করি। ব্যাগের মধ্যে আমার কিছু টাকা ছিল। বের করে দু' হাজার টাকা আর গলা থেকে চেইনটি খুলে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম– তুমি যেখানে খুশী সেখানে রেখে এসো। মাসী বললো– ওরা জানতে পারলে আমার কাছ থেকে এ টাকা ছিনিয়ে নেবে। আমার এক মেয়ে আছে, তার কাছে রেখে আসি। সে যেন আনন্দে নাচতে নাচতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় গেটে তালা দেয়ার কথাও ভুলে গেল। আমিও জানতাম সে

www.pathagar.com

ভুলে করবে। মাসী চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই আমি বেরিয়ে পড়লাম। তখন বিকেল পাঁচটা। আমি মানুষের দৃষ্টির আঁড়াল করার জন্যে এবং কারও সন্দেহের চোখে যেন না পড়তে হয় তেমন স্বাভাবিকভাবে ঘোরা ফেরা করতে করতে ঢেউয়ের শব্দ শুনে ভাবলাম নিকটেই সমুদ্র সৈকত। সন্ধ্যা হয়ে গেল। এবার আলো এড়ানোর জন্যে পাহাড়ী টিলা আর গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে একেবারে সৈকতের বালুচরে যেয়ে পড়লাম। সেখানে কোন লোকজন ছিল না, কেবল ধ্যানমগ্ন একজন মহাপুরুষকে পেলাম। এর আগে মানুষ দেখে চমকে, উঠেছিলাম কিন্তু তাকে দেখে ভয়ভীতি দুঃশ্চিন্তা সব ভুলে গেলাম। নিঃসংকোচিত্তেই তার কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানালাম। তিনি কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করেই উত্তম কৌশল অবলম্বন করে অন্ধকার থেকে আলো ঝলমল সৈকতের কোলাহলমুখর শত শত নারী পুরুষের মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে হোটেলে এলেন। তুমি যে বললে দিদি! তিনি ঐ সমস্ত পুরুষ ছেলেদের একজন। তাই যদি হতেন তাহলে আমার অসহায়ত্বের কথা শুনে নিশ্চয় তার আদিম কামনা জেগে উঠতো, কোথায় তলিয়ে যেতাম আমি?

অনিমা বললো– কিসে বাধা দিয়েছে তাকে?

তিনি বলেছেন, একটা বিশেষ সম্পর্কহীন যুবক যুবতীর মাঝে তার আদর্শই প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

কোন্ সে আদর্শ?

সেটা আমারও জিজ্ঞাসা, আমিও জানতে চাই উত্তম আদর্শের কথা।

তুমি যে বিশেষ সম্পর্কের কথা বললে– সেটা কি?

স্বামী-স্ত্রী।

তেমন সম্পর্ক নিয়েই তো সংসার যাত্রা শুরু করি। এটা যদি এতোই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে আমাকে বিধ্বস্ত করলো কেন?

আলমগীর ভাইয়ের সাথে গত আট নয় দিনে যেসব আলোচনা হয়েছে তাতে বুঝেছি সত্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাসই নারী পুরুষকে সংযত রাখে। আমরা পাষাণ দেবতার পদমূলে হৃদয়ের অর্ঘ ঢেলে দিয়ে মনে করি উত্তম আশ্রয় পেয়েছি। এটা একটা বোকামী। ওরা অদৃশ্য একক শক্তির প্রতি বিশ্বাসী। মনে হয় এটাই চিরন্তন সত্য। আমি ভাইয়ের কাছে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চেয়েছি। তিনি বলেছেন, তোমাদের পারিবারিক পরিবেশে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। আমি সেই সু'দিনের অপেক্ষায় আছি।

www.pathagar.com

আমাদের কথার মধ্যে এখলাস সাহেবের টেলিফোন পেলাম। তিনি বললেন– বিকাল পাঁচটার সময় অফিসে এসে দেখা করবেন। আপনার সঙ্গিণীদের অবশ্যই সাথে নিয়ে আসবেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আমি বললাম– তাদের নিয়ে সময় মত আসবো, তবে আমার একান্ত অনুরোধ আমাদের কাউকে সাক্ষী হিসাবে রাখবেন না। কেননা, আমরা আজ রাত অথবা আগামীকাল সকালে ঢাকা রওনা হচ্ছি। বেলা তখন একটা বেজে গেছে, আমি গোসল সেরে নিলাম। ওদের বললাম– তোমরা গোসল করে প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি ততোক্ষণে জোহরের নামাজ পড়ে নিই। নামাজে দাঁড়ালে আমি দুনিয়ার সব কিছুকে ভুলে যাই। কত সময় কেটে যায় সেই খেয়ালও আমার থাকে না। নামাজ শেষ করে জায়নামাজ থেকে উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম তিনটি বুভুক্ষ নারী অপলকনেত্রে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি দাঁড়িয়ে গেছি তবু তাদের দৃষ্টির পরিবর্তন হচ্ছে না। আমার সত্তার মাঝে তাদের দৃষ্টি যেন বিলীন হয়ে গেছে। বললাম– অনিমা, খেতে যাবে না? সে শান্ত এবং ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– যাব। তার আগে জানতে চাই, আপনি কার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়লেন?

আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে– যিনি আমাকে এবং যাবতীয় সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন।

আচ্ছা ভাই! সৃষ্টিকর্তা কয়জন?

একজন।

তা কি করে হয়?

কেন হবে না?

তাহলে পৃথিবীতে বহু জাতি, বহু ধর্মের ছড়াছড়ি কেন?

এক স্রষ্টা মাত্র একটি ধর্মকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাকীগুলো শয়তান আর তার দোসররা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে বানিয়েছে।

স্রষ্টা কি তা মেনে নিয়েছেন?

না।

তবে সেগুলো ধ্বংস করে দেন না কেন?

স্রষ্টা একের বিপরীতে আর এককে সৃষ্টি করেছেন। আলোর পিছনে রয়েছে অন্ধকার, তেমন সত্যের পিছনে মিথ্যা। নইলে আলো আর সত্যের মর্যাদা নির্ধারণ করা যেতো না।

কোটি কোটি দেবতার বিচিত্র জীবন সবই কি মিথ্যে?

www.pathagar.com

প্রতিটি নর নারীকে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্ঞানের চর্চা করলে বুদ্ধি বাড়িয়ে দেয়া হয়, বিবেক তখন আসল সত্যটি পেয়ে যায়। যে জ্ঞানের সত্য রূপটি দেখতে পেয়েছে তার জন্ম সার্থক হয়েছে। পৃথিবীর বুকে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিতে তার সোনার হাত দু'খানি সর্বদায় প্রসারিত। যে জ্ঞানের মিথ্যে রূপটি নিয়ে চর্চা করলো তার জন্ম নিরর্থক। তার নির্দয় হাত দু'খানি কেবল ধ্বংস করেই তৃপ্তি পায়।

ভাই, আপনি অতি মানব। আপনার পবিত্র মুখ দিয়ে কথা নয় কেবল মধু ঝরছে। কেননা মধুর ভিতরে অনেক রোগের প্রতিষেধক আছে। আপনার মুখ নিঃসৃত অকাট্য যুক্তির মধ্যে প্রাণ আছে। আমার অন্তরের দুয়ার আপনি খুলে দিয়েছেন। আপনি যখন স্রষ্টার আরাধনায় ডুবে ছিলেন, তখন দেখছিলাম একটি স্বর্গীয় জ্যোতি আপনার চেহারায় খেলা করছে। আমরা তিনটি নারীই মিথ্যার কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলাম। অলৌকিকভাবে আপনি কোথা থেকে এসে আমাদের সেই ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করলেন, সত্য তো আপনার ভিতরেই লুকিয়ে আছে। এই সাময়িক মুক্তি আমরা আপনার কাছে পেতে চাইনে। চিরস্থায়ী মুক্তির পথই আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

দেখলাম অনিমা'র দু'চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে পানি ঝরছে, তা নিয়ন্ত্রণ করার কোন চেষ্টাই সে করছে না। সুরমা রুমাল দিয়ে চোখ মুখ ঢেকে রেখেছে, সেও কাঁদছে। রত্নার দিকে চাওয়ার আগেই সে উঠে এসে হঠাৎ করে আমার পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ফেললো। তার কান্নায় বেদনার সুর। আমি তৎক্ষণাত তার হাত ধরে তুলতে চেষ্টা করলাম। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আকড়ে ধরলো। কাঁন্না জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলতে চাচ্ছিল, মুখ ফুটে কথা বের হল না। বললাম– তুমি এমন করে ভেঙ্গে ,পড়ো না রত্না। আমি তোমাকে আশার আলো দেখাবো বোন। তুমি ওঠ, শান্ত হও।

আমি জোর করে তার হাত ধরে টেনে তুললাম। এবার আমাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রু ঝরা কণ্ঠে বললো, আমার সামনে থেকে পৃথিবীর সব আলো নিভে গেছে, আপনি কি করে তা আবার জ্বেলে দেবেন?

পৃথিবীর আলো বাতাস এখনও শেষ হয়ে যায়নি। অতএব নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহই তোমার সুদিন এনে দেবেন।

আমি কলঙ্কিণী, নরকের কীট, প্রভু থেকে অনেক দূরে আমার অবস্থান। কিভাবে তিনি আমার প্রতি মুখ তুলে চাইবেন?

কেউ ভুল করে অনুতপ্ত হয়ে যদি সেই পথ থেকে ফিরে আসে তাহলে

www.pathagar.com

আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তাছাড়া আমার মনে হয় তুমি স্বেচ্ছায় ভুল পথে পা বাড়াওনি।

আপনাকে শুনতে হবে আমার অন্তরের বেদনা ভরা করুণ কাহিনী, যা না বলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিনে।

আমি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে খাটের উপর বসলাম– সময় এখন কত দেখতো!

তিনটা বাজে।

খেতে হবে না?

অনিমা বললো– আপনার সাথে বসে যদি এমনিভাবে দিনের পর দিন কথা বলে কাটাতে পারতাম তাহলে খাওয়ার চাইতে সেটা উত্তম হত।

তোমরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে ছোট তারপর আবার নারী। ক্ষুধায় কষ্ট দেয়া আমার মস্ত বড় অপরাধ।

অপরাধ আপনার নয় আমাদের। নইলে এই কলঙ্কময় জীবনের রূপ উন্মোচন করতে হচ্ছে আপনার মত একজন স্বর্গীয় যুবকের সামনে, যা ক্ষমার অযোগ্য। এই অল্প বয়স্কা মেয়েটা আমার অনেক উপকার করেছে। আমি তাকে নিজের বোন বলে গ্রহণ করেছি। আমি নারী, তার উপকারের বদলা তো দিতে পারবো না। আমার নিজের নয় তার জন্যে আপনার পবিত্র পা দু'খানি অশ্রুতে ধুয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হব না। তার অন্তরে যে ঝড় বইছে তা স্তিমিত করতে তার কথা আমাদের শুনতে হবে।

আমার পরিচয় পেলে কেউ আর আমাকে আশ্রয় দিতে চাইবে না।

আমি বললাম, তোমার এই সন্দেহের কারণ?

দিদিরা উচ্চবংশের এবং শিক্ষিতা, আপনার পরিচয় না জানলেও যতটুকু বুঝেছি আপনি আরও উঁচু স্তরের মানুষ। সেখানে আমার প্রবেশই নিষিদ্ধ।

বংশগরিমার দোহাই দিয়ে কোন মানুষকে ঘৃণা করা আমার আদর্শের পরিপন্থী। পথ চলতে যারা হোঁচট খায় আমরা তাদের টেনে তুলি। বাঁকা পথের পথিককে আমরা সোজা পথ দেখাই। আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তা হলে বলবো, তুমি স্বেচ্ছায় ঘৃণিত পথে পা দাওনি। তোমাকে বাধ্য করা হয়েছে।

যদি আমার কথা বিশ্বাস হয় তাহলে বলবো আপনার ধারণা মিথ্যে নয়।

রংপুর শহরের বস্তি এলাকায় আমাদের বাড়ী। আমার বাবা ছিলেন কর্মকার। অত্যন্ত হত দরিদ্র আমার বাবা। কঠোর পরিশ্রম করেও পেট পুরে দু'টো খাবার জোগাড় করতে পারতেন না। বাবা মায়ের অল্প বয়সের প্রথম সন্তান আমি।

www.pathagar.com

আমার বয়স যখন দু'বছর তখন বাবা মারা গেলেন। মা আমাকে নিয়ে দু'চোখে অন্ধকার দেখলেন। বাবার ভাইয়েরা কেউ আমাদের ভাল নজরে দেখতেন না। কষ্টে সৃষ্টে খেয়ে কোন প্রকারে ছয় মাস কাটানো গেল। তার পর অল্প বয়সী মাকে নানান রকম বদনাম দিয়ে কাকারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মা আর কি করেন, আমাকে নিয়ে তার ভাইয়ের বাড়ীতে যেয়ে উঠলেন। মামাদের টানাটানির সংসার। মাস দুই তাদের সংসারে থেকে মা আর তাদের বোঝা হয়ে থাকতে চাইলেন না। পরের বাড়ী কাজ নিলেন। যা আয় করতেন তাতে মা মেয়েতে কোন রকম চলে যেত। আমি একটু বড় হলে মামার মেয়েদের সাথে মা আমাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। লেখাপড়ায় আমি খুব ভাল ছিলাম। আমি যখন ক্লাশ সেভেনে পড়ি তখনই একদল দুষ্ট ছেলে আমার পেছনে লেগে গেল। তাদের কথা না শুনলে শাসাতো– এসিড মেরে পুড়িয়ে দেব, জোর করে ধরে নিয়ে যাব। এমন ভয়ভীতি মাথায় নিয়েও আমি এস.এস.সি পর্যন্ত পড়তে পারলাম। আমার পড়া বন্ধ করার ইচ্ছা ছিল না। কলেজে পড়তে চেয়েছিলাম কিন্তু পড়া ছাড়তে হল। সেই সময় গ্রামের দু'টি মেয়ে আর কয়েকজন ছেলে ঢাকাতে এক গার্মেন্টসে কাজ করতো। তারা আমার মাকে ধরলো– রত্নাকে আমাদের সাথে দাও। আমরা ওকে গার্মেন্টসের কাজে ঢুকিয়ে দেব। মা রাজী হচ্ছিলেন না। আমি মায়ের কষ্ট সহ্য করতে পারতাম না। তিনি পরের বাড়ী কাজ করে খাওয়া পরা আবার আমার পড়ার খরচ জোগাড় করতেন। তার কঠোর পরিশ্রম আমার অন্তরে খুব পীড়া দিত। আমি কিছু লেখাপড়া শিখেছি, যদি কোন কাজ পেয়ে যাই তাহলে মাকে সাহায্য করতে পারবো। মায়ের ব্যথাভরা মুখ আর দেখতে হবে না।

অনেক অনুনয় বিনয় করে মাকে রাজী করিয়ে আমি তাদের সাথে ঢাকা গেলাম। মাকে ছেড়ে বাইরের দুনিয়ায় এই প্রথম পদার্পণ। প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগছিল। যারা আমাকে নিয়ে এসেছিল তারা আমাকে সাহস দিত, জীবনে উন্নতি করতে হলে ধৈর্য ধরতে হয়। ওরা শহরের বস্তি এলাকায় একটা ঝুপড়ির মধ্যে থাকতো। সেই এলাকায় অনেক ছেলে মেয়ে থাকতো যারা প্রায় সবাই গার্মেন্টসে কাজ করতো। তারা যেখানে কাজ করতো সেখানে আমাকে সাথে নিয়ে যেত। দু'মাস চলে গেল ওরা আমাকে কোন টাকা পয়সা দিত না। বললো কাজ শেখা হলে টাকা পাবে। ওরা যা খেত আমাকে তা খেতে দিল। খাওয়ার দিক থেকে কোনত্রুটি করতো না। তাছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোও ঠিকমত দিত। আমি এমনিতেই দেখতে সুন্দরী ছিলাম। তার পরেও ওরা আমাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে বাইরে নিয়ে যেত। আমি বুঝতে পারতাম না, কেন ওরা আমার প্রতি

www.pathagar.com

এতো সহানুভূতি দেখাচ্ছে। মাস দুই পরেই বুঝতে পারলাম এই বস্তির বাসিন্দারা যত ভাল কাজই করুক এদের অধিকাংশই নোংরামীতেই ডুবে আছে। অনেকের কুদৃষ্টি যে আমার প্রতি বিদ্ধ হতো তা অনুভব করলাম।

অনেকে ঠাট্টা ইয়ার্কি ঢলাঢলি করতো, আমি সব কিছুকে এড়িয়ে চলতে চাইতাম কিন্তু আমার সাথের মেয়ে দু'টি যে এতো বেহায়া তা আগে জানতে পারলে কি ওদের সাথে পথে বের হতাম? বাইরে থেকে অনেক যুবকরা রাতে বস্তিতে আসতো। মেয়েরা তাদের খুব ভয় করতো, তাই তারা যা ইচ্ছা তাই করে চলে যেত। এই যুবকদের মধ্যে যে সর্দার গোছের আমি তার দৃষ্টিতে পড়ে গেলাম। সে কাউকে আমাকে উত্যক্ত করতে দিত না। আমাকে ভাল নজরে দেখতো। মাঝে মাঝে অনেক দামী জিনিসপত্র কিনে দিত, আমি নিতে চাইতাম না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতে বাধ্য হতাম। আমার সঙ্গী মেয়ে দু'টি বলতো তোর কপাল ভাল যে বাবুর সুদৃষ্টিতে পড়েছিস। সে যেমন-তেমন লোক নয়, একজন বড় নেতা। ঢাকা শহরে সর্বত্র তার আধিপত্য। তোর যেমন চেহারা, দেখলে মরা মানুষও ভুলে যায়, ও ভুলবে না কেন। দেখিস হয়তো রাজরাণী হয়ে যাবি। সেদিন যেন আমাদের ভুলে যাসনে। আমি বললাম– ভাড়ানী হয়ে রাজরাণীর স্বপ্ন দেখা পাপ। পেট পুরে দু'টো খাওয়া, শরীর ঢাকবার জন্যে কিছু পোশাক আর মাকে সাহায্য করবার জন্যে যৎ সামান্য অর্থের সংস্থান করতে পারলেই আমি খুশী।

ওরা বাবুর সম্বন্ধে অনেক রঙচড়া কথাবার্তা বলে আমাকে ভুলিয়ে ফেললো। আমিও এই বস্তির জীবন যাত্রায় হাফিয়ে উঠছিলাম, নিজের নিয়ন্ত্রণ আমি ওদের হাতেই সোপর্দ করে দিলাম। একদিন বাবু দামী কাপড় চোপড়, একটা সোনার মূল্যবান চেইন আরও অনেক বিলাসদ্রব্য নিয়ে এলো। আমার সঙ্গী মেয়েরা বললো– বাবু বিরাট বড়লোক। তার বিরাট কারবার, সেখানে অনেক মেয়ে ছেলে কাজ করে, তোকে একটা ভাল কাজ দেবে। নিম্নমানের পোশাক পরিচ্ছদ আর এমন একঘেয়ে জীবন যাত্রা সেখানে অচল। তাই বাবু তোকে তৈরী করেই নিয়ে যাবে। আমরা যাওয়ার জন্যে জিদ ধরেছি কিন্তু আমাদের নেবে না কারণ ভাল কাজের জন্যে সুন্দর চেহারার মানুষ তার প্রয়োজন। আমিও চিন্তা করলাম বস্তির এই অশোভন পরিবেশে থাকলে পরিস্থিতি আমাকে অশ্লীলতার দিকে টেনে নেবে। এর চেয়ে যদি একটা সামাজিক পরিবেশে ঢুকতে পারি তাহলে কলুষতা হতে হয়তো মুক্তি পাব।

ছোট বেলার একটি দৃশ্য তখন চোখের সামনে ভেসে উঠলো। অপরিণত বয়স্কা মায়ের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে কাকারা যখন গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন

www.pathagar.com

তখন তার ব্যথা ভরা কাঁন্নার দৃশ্য আমাকে উতলা করে তুললো। এখানে থাকলে সেই কলঙ্কে কলঙ্কিতা হতে আমাকে বাধ্য করা হবে। নিজের ভাগ্যের রশি ঢিলা করে দিলাম। কয়েকদিন পর এক রাতে আমার সঙ্গী মেয়েরা আমাকে ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে বাবুর গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। আমাকে নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে একটা দামী হোটেলে নিয়ে গেল। সেখানে এমন রাজভোগ খাওয়াল যা জীবনে কোনদিন খাওয়া তো দূরের কথা চোখেও দেখিনি, নামও শুনিনি। খাওয়া শেষ হলে হোটেল থেকে বের হয়ে অনেক কিছু কেনাকাটা করলো। ফুলের দোকান থেকে দু'টি মালা আর অনেকগুলো ফুলও কিনলো। তারপর প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ী চলার পর একটা তিনতলা বাড়ীর সামনে যেয়ে দাঁড়ালো। পাঁচিলে ঘেরা সুন্দর ঝকঝকে বিরাট একটা বাড়ী। হর্ণ বাজাতেই একটা আধা বয়সের মহিলা এসে গেট খুলে দিল। গাড়ী ভিতরে ঢুকে বারান্দায় নিয়ে রাখলো। বাবু সিড়ি বেয়ে একেবারে তিন তলার একটি সুসজ্জিত কক্ষে আমাকে নিয়ে গেল। দামী খাটের উপর পুরু গদি, মূল্যবান বেড সিট পাতা, যেন রাজা বাদশাদের শয়ন ঘর। বাবু হাসতে হাসতে বললো– এটা তোমার নিজস্ব ঘর, পছন্দ হয়েছে তো? আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, রাতারাতি আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ঊর্ধ্বাকাশে যেয়ে থামবে। আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে বার বার আমাকে বসতে বলছিল কিন্তু তার কথা আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম না। মোজাইক করা মেঝেতে আমার পা দু'টি যেন আটকে গেছে। চেতনা যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সাত

গাড়ী থেকে ব্যাগ ব্যাগেজগুলো নিয়ে সেই মহিলাটি ঘরের মধ্যে ঢুকলো। জিনিসপত্রগুলো যেখানে যেটা রাখার দরকার তা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে সে বেরিয়ে গেল। অনুভূতিহীন পদার্থের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলাম কিন্তু বাবুর সাথে তার কিছু সময় হাসাহাসি কথাবার্তা হল,তা শুনবার চেতনাও তখন আমার ছিল না। বাবু সরে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললো– এই বিশাল বাড়ীতে আমি একা থাকি। ঐ মহিলাটি ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে আর আমার জন্য দু'টো রেঁধে দেয় তাই খাই। ও ভাল রাঁধতে পারে না, তবু যা রাঁধে তাই চোখ বুঁজে খেতে হয়।

www.pathagar.com

হঠাৎ করে আমার মুখ যেন সচল হয়ে উঠলো, বললাম– কেন? আপনার বউ রেঁধে দেয় না?

বাবু হো হো করে হেসে উঠে বললো– বউ করতেই তোমাকে নিয়ে এলাম, এবার থেকে সেই রাঁধবে।

এই যে শুনলাম ভাল চাকুরী দেয়ার জন্যেই আপনি আমাকে নিয়ে এসেছেন?

বউ হয়ে স্বামীর ঘরে এসে কেউ বসে বসে খায় না, সংসারের ঘানি টানতে হয় –এটাও তো একটা উত্তম চাকুরী।

আমি ভাড়ানীর মেয়ে, এমন ঘরে পা দেয়া আমার জন্য অপরাধ।

কত ঘুটে কুড়ানীর রাজরাণীর হওয়ার কথা শুনেছি, তা যদি সম্ভব হয় তবে তোমার জন্যে অপরাধ হবে কেন?

সে গল্পের কথা, সত্যি কোন ঘটনা নয়।

তাই হোক। সেই গল্পের অনুকরণে বাস্তব নতুন কাহিনী তৈরী করতে আমাদের তো কোন বাধা নেই।

আছে।

কিসের বাধা?

শুনেছি আপনি বাবুদের ছেলে, আমি অচ্ছুৎদের মেয়ে। আমার ছায়া মাড়ানোও আপনার জন্যে নিষিদ্ধ।

বাবু এবার খুব জোরে অট্টহাসি করে উঠলো। বললো– তুমি এর মধ্যে ধর্ম টেনে এনো না, এগুলো সব সাধুদের মনগড়া শাস্ত্র। আমি তোমাকেই বিয়ে করবো। মালাবদল আজ হয়ে যাক, সময় বুঝে ব্রাহ্মণ ডেকে মন্ত্র একদিন পড়ে নিলে হবে। কথা শেষ করে একটি ফুলের মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে আর একটি আমার হাতে দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল। আমি মন্ত্র মুগ্ধের মত মালাটি হাতে নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিলাম। দু'মাস পূর্বে উত্তরবঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামের দুখিনী মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে যে রত্না বাইরের প্রশস্ত জগতে মুক্ত নিঃশ্বাস নিতে পা বাড়ালো তার মৃত্যু হয়ে গেল। সেই রাতেই আমি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে গেলাম তার মাঝে।

স্বপ্নের মত আমার সময়গুলো কেটে যাচ্ছিল। প্রথম দু'সপ্তাহ ও যেখানে গেছে সেখানেই আমাকে সাথে নিয়েছে। ওর অনেকগুলো বন্ধু-বান্ধব। তারা আমাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা ইয়ার্কি করতো, আমি লজ্জা পেতাম। কিন্তু ও যেন পুলক অনুভব করতো। তবে বাইরের কেউ আমার সাথে অশালীন ব্যবহার করতে সাহস

www.pathagar.com

পায়নি। ইউনিভার্সিটিতে ওর যে একটা নির্দিষ্ট রুম ছিল সেখানেও আমাকে নিয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে এতো খোলামেলা বেড়ানোতে আমি আশ্চর্য হতাম। তার কোন পরিচিতজনেরা কেউ জিজ্ঞেস করেনি ওর সাথে আমার পরিচয় কি? একদিন আমি সব লজ্জা জড়তা ভেঙে ওকে বললাম– পুরোহিত ডেকে আমাদের বাকী কাজটুকু সেরে নিলে হত না? ও হো হো করে হেসে উঠে বললো– কাজ আর বাকী থাকলো কোথায়? তুমি না বলেছিলে আমি ব্রাহ্মনের ছেলে, মিথ্যে বলোনি। সেই রাতেই আমি মন্ত্র পড়ে শেষ করে ফেলেছি।

আমি তো কিছুই জানলাম না। কত বিয়ে দেখেছি তার কিছুই তো পেলাম না। বিয়ে তো মনের ব্যাপার, একে অপরের প্রতি স্বীকৃতি, সে তো আমরা মালা বদল করে পূরণ করে ফেলেছি। এরপরে বাড়তি কিছু ঠাকুরদের পয়সা নেয়ার ফিকির। গত দু'সপ্তাহ যেভাবে সে সারাক্ষণ আমার সঙ্গ দিত সেটা কমতে শুরু করলো। এ কাজ সে কাজের বাহানা করে মাঝে মাঝে আসতো না। এরপর সপ্তাহ দু'সপ্তাহ কেটে যেত ওর দেখা নেই। আমি হাফিয়ে উঠতাম কিন্তু বাইরে যেতে পারতাম না। আমাকে একা কোথাও যাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আমিও জিদ ধরিনি তার নিষেধ না মানতে। আমি পাড়া গায়ের প্রস্ফুটিত তরুণী বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করে একদিন তাকে মোহিত করে ফেললাম। সে এতোই আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো, সে সময় তার চোখে আমি যেন নতুন কিছু। সে মুহূর্তে আমি তার কাছে জানতে চাইলাম। মাঝে মাঝে এতো দীর্ঘ সময় সে কোথায় থাকে?

সে আমাকে সোহাগ করে বুকের সাথে চেপে ধরে বললো– সে কথা শুনলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে নাতো? আমি আমার মোহনীয় দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ রেখে বললাম, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর? তোমাকে ঘৃণাই যদি করবো তাহলে তোমার গলায় মালা দিয়ে বউ হলাম কেন?

সে যেন আরও গলে গেল। বললো– রত্না, সত্যি তুমি অনন্যা, তুমি আমার স্বর্গের দেবী, তোমার কাছে আমি কিছুই লুকোব না। ঠাকুরের মিথ্যে মন্ত্রের পাকে পড়ে আমি এক মহিলার প্রতি দায়বদ্ধ। তাই মাঝে মাঝে তার কাছেই কিছু সময় দিতে হয়।

তার কথা শেষ হতেই আমি প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠলাম। আমার সমস্ত আবেগ অনুভূতি, হৃদয়ের মাঝে জ্বলতে থাকা আনন্দময় আলোকশিখা সব কিছু যেন দপ্ করে নিভে গেল। শিথিল হয়ে গেল আমার বেষ্টনী। আমি নেতিয়ে পড়লাম। সেই সময় সে তার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে আমাকে সোহাগ করছিল। সে বললো– তুমি দুঃখ নিও না রত্না! তার উপরে আমি তোমাকেই

www.pathagar.com

আমার হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়েছি, সেই মহিলার প্রতি আমার আন্তরিক কোন আকর্ষণ নেই। কেবল অর্থ সম্পদের কারণেই তার সাথে সাত পাক দিতে হয়েছে। তোমার কর্তৃত্বেই সে থাকবে। তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী হয়ে থাকবে আর সে দাসী হয়ে তোমার ফায় ফরমান খাটবে। প্রাচীনকালে কত মনি ঋষিদের দেবতা পর্যন্ত পরের বউ নিয়ে টানাটানি করতো, আমি তো তা করিনি।

সেই রাতে আমি খুব কাঁদলাম। সে আমার চোখের জল মুছে দিয়ে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাতে লাগলো। আমার অন্তরে একটা বিদ্রোহীভাব জেগে উঠে আবার নিস্তেজ হয়ে গেল।

পরদিনই মায়ের কাছে চিঠি লিখলাম। উদ্দেশ্য যে, চিঠি পেয়ে কাউকে পাঠিয়ে দিলে তার সাথে এই রাজকালয় ছেড়ে চলে যাব। প্রায় তিন সপ্তাহ পর উত্তর পেলাম এক মামাতো ভাইয়ের লেখা। যে মেয়ে দু'টি আমাকে মায়ের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল তারা মাকে লিখেছিল, তোমার মেয়ে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে এক বাবুর সাথে চলে গেছে। পরে শুনলাম সে পতিতার জীবন বেছে নিয়েছে। লজ্জায় আমরা বাড়ী যেয়ে মুখ দেখাবো কি করে সেই চিন্তাই আছি। মা সেই চিঠি পড়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরই তার মৃত্যু হয়। চিঠি পড়ে আমার বুক ভেঙে কাঁন্না এলো। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। বিকেলে চিঠি পড়েছিলাম, পরদিন সকাল নয়টার সময় বাবু আমাকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে চোখে মুখে জলের ছিটা দিল, আমি চোখ মেলে চাইলাম। সে বললো– চিঠি পড়েই তুমি জ্ঞান হারিয়েছ, বুঝতে পারছি। আমি সারারাত চেষ্টা করেও তোমার চেতনা ফেরাতে পারিনি। যেই মেয়ে দু'টি মিথ্যে কথা লিখে তোমার মায়ের মৃত্যু ঘটিয়েছে, আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি গণিকালয়ে তাদের পাঠিয়ে-এর প্রতিশোধ নেব। এরপরে আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। এতোদিন ওর নাম ধরতাম না। এবার থেকে নাম ধরে ডাকতাম। বিপিন যদি আমার দিকে এক পা অগ্রসর হত আমি তার প্রতি দু'পা বাড়িয়ে দিতাম। একদিন তাকে বললাম– আমি আর দূরে থাকতে চাইনে, সতীনের সাথে মিশতে চাই। হয় তাকে এখানে নিয়ে এসো, নয়তো আমাকে সেখানে নিয়ে চল। সে বললো– অবশ্যই তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। তোমার মুখ দিয়ে এই কথাটি শুনবার অপেক্ষায় ছিলাম। আমাকে বিশাল একটা ছাত্র বাহিনী নেতৃত্ব দিতে হয়, তাই ঝামেলাও অনেক পোহাতে হয়। কয়েকটা দিন ধৈর্য ধর, এখানকার কাজ একটু গুছিয়ে নিই। তারপর সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব।

www.pathagar.com

এতোদিন তোমার ঘরে এলাম অথচ তোমার কি কাজ তাতো জানতে পারলাম না। আমাকে প্রথম প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েছ, দেখিয়েছ তোমার থাকবার কক্ষটি কিন্তু সেখানে কি কর তা বুঝিনি। তুমি বলেছ এখনও পড়াশোনা কর, কোথায় তোমার বই খাতা, কোনদিন দেখলাম না। ক্লাসেই বা যাও কখন, সব সময় তো গাড়ী চড়ে ঘুরে বেড়াও। তোমার চেয়ে অনেক কম বয়সের ছেলে মেয়েরা পড়া শেষ করে বেরিয়ে গেছে। তোমার পড়া শেষ হচ্ছে না কেন?

লেখাপড়া আমার শেষ হয়ে গেছে অনেক আগে। আমার দলের স্বার্থে আমাকে সেখানে থাকতে হয়। যে উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী দেশের সহযোগিতা নিয়ে স্বাধীনতা এনেছিলাম– তা পূরণ হয়নি। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নেতাকে হত্যা করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। আমরা এবার চিরস্থায়ীভাবে ক্ষমতা হাতে পেতে চাই।

যখন স্বাধীনতা এনেছিলে তখন দেশের মানুষ এক মতের ছিল। তোমাদের দুর্নীতি, জনগণের প্রতি অযোগ্য শাসকের নিপীড়ন, দেশের মর্যাদা না বাড়িয়ে দলের স্বার্থ প্রাধান্য দেয়া, অসহনীয় জগদ্দল পাথর দেশের মানুষের মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে তোমরা আনন্দ পেতে, তাই নিজেদের ভিতর থেকেই ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছিল, যা তোমাদের পতন ডেকে এনেছিল। অনেক সাধনার পর আবার ক্ষমতা পেয়েও জনগণের মন জয় করতে পারলে না। দেশের মানুষের সামনে তোমাদের হিংসুটে চেহারা এমন বিকৃতভাবে উন্মোচন করেছ যা দেখে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দূরে সরে গেছে। নিকটে টেনে আনবার কোন কৌশল আর কাজে আসবে না।

আমার কথা শেষ হলে দেখলাম বিপিন বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সে বললো, তুমি মিথ্যে বলেছ কেন?

আমি কোন মিথ্যে কথা বলিনি।

বলেছিলে এস.এস.সি পর্যন্ত পড়েছি। কিন্তু তোমার কথা মাস্টার্স পাস একটা মেয়েকেও হার মানাবে।

বিষাক্ত কাঁটা ভরা পথ যারা মাড়িয়ে চলে, প্রভু তাদের কিছু জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে থাকেন।

আমরা যে মতের উপর বিশ্বাসী তুমি দেখছি তার থেকে অনেক দূরে। আমরা কিন্তু তা সহ্য করতে পারিনে।

তাহলে আমাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেল, তোমাদের পথের কাটা দূর হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আজকের দিনে তোমার মত মেয়েই আমাদের বেশী প্রয়োজন। কেননা তুমি একটা বিপদজনক মেয়ে।

তবে তো আমাকে বউ বানিয়ে ভুল করেছো।

না। আমরা সব সময় বিপদ মাথার উপর নিয়ে জীবন কাটাই। এমন লোকদের কোনদিন স্বাভাবিক মৃত্যু হয় না।

আমি আজ বুঝতে পারছি তোমাদের চলার পথ ভাল নয়। আমার হৃদয়ের দেবতা! এতো সুখের জীবন আমি চাই না। শহরের এই চোখ ঝলসানো বাড়ী ছেড়ে চল আমরা এমন এক জায়গায় যাই, যেখানে আমাদের মাথার উপর কোন বিপদ থাকবে না, যদি সেখানে গাছ তলেও বাস করতে হয়, তবু ভাল।

তুমি এতো হতাশ হয়ো না রত্না! সব বিপদের মোকাবেলা করবার মত শক্তি আমার হাতে আছে। এই শহরে থাকা আমার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হলে, তখন অন্য কোথাও যেয়ে থাকবার মতো ব্যবস্থা সব সময় মজুদ আছে। তারপরেও দেশের মধ্যে থাকতে বাধা থাকলে পার্শ্ববর্তী দেশে সম্মানজনক জীবন কাটাবার মতো পথও আছে।

সেখানে তোমার কে আছে?

কেউ নেই, তেব সেটাও আমাদের একটা দেশ।

তোমার জন্মস্থান কি সেখানে?

না, এই দেশেই আমার জন্ম।

তাহলে সেটা তোমার দেশ হয় কি করে? এই দেশই তো তোমার স্বর্গ। স্বর্গ ছেড়ে যাওয়া মানেই তো নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। জন্মভূমির প্রতি যার নাড়ীর টান নেই সে তো অমানুষ। যারা উদ্দেশ্যহীন নেতৃত্ব করে তারা দেশের শত্রু। আমার সর্বস্ব তোমার কাছে বিলিয়ে দিয়েছি। তুমি মনের মত করে আমাকে ব্যবহার করছো। এও তো তুমি একদিন ভুলে যাবে। আমি যে পথের কাঙাল ছিলাম সেখানেই আমাকে ভেসে বেড়াতে হবে। বিপিন আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো– তুমি এত উতালা হয়েছ কেন রত্না? আমি তোমাকে ভুলে যাব এমন ধারণা তুমি কোথায় পেলে?

তোমার একটি কথায় আমার হৃদয়টি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যার জন্মভূমির প্রতি মায়া নেই, একটা স্থায়ী নীড়ের স্বপ্ন যে দেখে না, কামনা বাসনা মেটাতে অবৈধ কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়ার নেশায় যে মত্ত থাকে, তার জীবন দীর্ঘস্থায়ী নয়। তুমি আমাকে শাঁখা সিঁদুর পরাওনি তাই আমি নিজেকে নিয়ে ভাবিনে কিন্তু যে

www.pathagar.com

মেয়েটিকে দেবতা সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছো, তার দুঃখটা কে দেখবে– এটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

এমন অবাস্তব কল্পনা তুমি করো না রত্না! অনর্থক তার কথা তুমি ভাবছো কেন?

কি নাম তার?

অনিমা।

কয়টা ছেলে মেয়ের মা?

একটিও না।

বয়সে কি আমার চেয়েও ছোট?

না, তোমার চেয়ে অনেক বড়। সে বি.এ পাস মেয়ে।

তবে সন্তান হল না কেন, সে কি চায়নি?

সে চেয়েছে, আমি চাইনি।

কেন?

আমি একটা বৃহৎ সংগঠনের নেতৃত্ব করি। অনেক ঝাক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়, এক জায়গায় অবস্থান করা সব সময় সম্ভব হয় না। তাই অনর্থক বোঝা বাড়াতে চাইনি।

তুমি মা হওয়া থেকে বঞ্চিত করে আমাদের উপর জুলুম করছো। কি করে মেনে নিতে পারি তুমি আমাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালবাস?

কিভাবে শপথ করলে তোমার সন্দেহ দূর হবে।

আমি শপথ চাইনে। আমি চাই তুমি নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল হও।

আমাদের সেই সুযোগ বর্তমানে নেই। নেতৃত্ব ছেড়ে আমি এক পাও পিছিয়ে আসতে পারবো না।

কেন?

গুলি খেয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবো, এটাই কি তুমি চাও?

আমি চমকে উঠে তার দিকে চাইলাম, আমার দু'চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। অনেকক্ষণ নীরবে কেটে গেল। এক সময় আমি বললাম– যে নেতৃত্ব গুলির আজ্ঞাধীন তা তোমাকে ছাড়তেই হবে। প্রকাশ্যে ছাড়তে না পারলে গোপনে ছেড়ে দিয়ে চলো আমরা এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাই।

সময় লাগবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তেমন পরিস্থিতি এলেই আমরা অন্যত্র চলে যাব।

www.pathagar.com

এরপর কতদিন, মাস চলে গেল সেই হিসাব আমার নেই। একটি বিশেষ কারণে সব মেয়েরাই মাসের হিসাব রাখে– আমি তাও ভুলে গেলাম। আমার মনের আনন্দ, ফূর্তি, আবেগ সব মিটে গেল। বেঁছে থেকেও মনে করতাম আমি মরে গেছি- এ আমার প্রেতাত্মা। অনেক দিন পর ও আসতো, কামনার আগুন নিভিয়ে চলে যেত। আমাকে স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করে যখন সুখের হাসি ফিরিয়ে আনতে পারতো না, তখন সে নিজেই একটু হেসে বেরিয়ে যেত। এমনিভাবে মনে হয় বছর পেরিয়ে গেল। একদিন গভীর রাতে গাড়ীর শব্দ শুনে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন লোক একজনকে ধরাধরি করে ভিতরে নিয়ে আসছে। আমি খাটের উপর স্থির হয়ে বসে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দরজায় চিহ্নিত সংকেত পেলাম। দরজা খুলে দেখি সামনে রাজীব দাঁড়িয়ে। সে খুব আস্তে আস্তে বললো– বৌদি, দাদার অবস্থা খুব খারাপ, তাকে ডাক্তার দেখিয়ে নিয়ে এসেছি, সে নীচেই আছে। তাকে উপরে দিয়ে যাব, না সেখানেই থাকবে?

আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললাম– তাকে আমার ঘরে দিয়ে যাও। সে নীচে নেমে গেল। আমিও তার পিছে পিছে গেলাম। দেখলাম তিন জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, অজ্ঞান হয়ে আছে। আমি তার অবস্থা দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। চিৎকার করে কাঁদতে চেয়েছিলাম, পারলাম না। রাজীব আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো– ভয় নেই বৌদি, ডাক্তার ওর তিনটি গুলিই বের করে দিয়েছে। ও তাড়াতাড়িই জ্ঞান ফিরে পাবে।

ওরা চারজনে ধরাধরি করে উপরে আমার শোবার ঘরে খাটের উপর শুইয়ে দিয়ে চলে গেল। বললো– কাল সকালেই আমি ডাক্তার নিয়ে আসবো।

দু'চোখের জল ফেলেই সময় কাটাচ্ছিলাম। শেষ রাতে ওর জ্ঞান ফিরে এলো। জল চাইলো। আমি জল আর রাজীবের নির্দেশ মত ঔষধ খাইয়ে দিলাম। ও চোখ মেলে চেয়ে আবার পাতা বুজিয়ে ফেললো। ডাঃ ইকবালের তত্ত্বাবধানে উন্নত চিকিৎসা চললো। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে মাসাধিককাল কেটে গেল। আমি ওর পায়ের পাতা চোখের জল ফেলে ধুয়ে দিতাম আর বাঁকা পথ ছেড়ে সোজা পথে আসতে অনুরোধ করতাম। ও আমার কথা শুনে কেবল মুচকি হাসতো। তাতে আমার কাঁন্নার বেগ আরও বেড়ে যেত। রাজীব প্রতিদিন দু'বার করে আসতো। আমাকে এড়িয়ে ওর সাথে গোপনে কি সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো। আমাকে কিছুই বুঝতে দিত না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর ও বললো– রত্না! শেষ পর্যন্ত তোমার আশাই পূরণ হল। তোমার আমার যা কিছু আছে সব গুছিয়ে ব্যাগ বোঝাই করে নাও, আজই রাত দশটার পর আমরা এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। এখানে আর

www.pathagar.com

নিরাপদ মনে করছি না, টিকটিকি সন্ধান পেয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। ওদের হামলার আগেই আমরা শহর ছাড়বো। একটা অজানা ভয় ও উত্তেজনার মধ্যেও কিছুটা আনন্দ অনুভব করলাম। আমি রুদ্ধশ্বাসে অল্প সময়ের মধ্যেই সব কিছু গুছিয়ে নিলাম। রাত নয়টার মধ্যেই খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকিয়ে পোশাক পরিচ্ছদ পরে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। রাত সোয়া দশটায় আমরা আমাদের গাড়ী চেপে শহর ছাড়লাম। ড্রাইভ করছিল রাজীব। আমি আর বিপিন পেছনের ছিটে বসা ছিলাম। নিরাপত্তার জন্যে রাজীব আর বিপিন নিজেদের বেশ পরিবর্তন করে মুখে কৃত্রিম দাঁড়ী লাগিয়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরে একেবারে মুসলমান মৌলবী সেজেছিল। ওদের কৃত্রিম পোশাক পরতে আমি যদি না দেখতাম তাহলে কোনক্রমেই ওরা আমাকে বাড়ী থেকে বের করতে পারতো না। আমাকে বোরখা পরতে হয়েছিল। সেদিন মনের মধ্যে এমন একটা আনন্দের ঢেউ জেগেছিল যা ভুলবার নয়। এমন শালীন পোশাক মানুষের চেহারায় একটা খুশীর আমেজ এনে দেয়। মনের কলুষতা দূর করে দেয়। তাই মনে হয় আমাদের মত ঐ পোশাক পরাওয়ালারা নোঙরামীতে ডুবে থাকে না। সেদিন মনে হয়েছিল আহ্! এই পরিচয়েই যদি বাকী জীবনটা কাটাতে পারতাম! দীর্ঘদিন পরে মনের ভেতর আনন্দের শিহরণ জেগে উঠলো। নিজের অধিকার ত্যাগ করে হলেও বিপিনকে দিদির হাতে সোপর্দ করে দিয়ে বলবো– মৃত্যু গহ্বর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি, কোনক্রমেই আর সেখানে ফিরে যেতে দেয়া হবে না। শাড়ীর আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখুন, আমি আপনাদের দাসী বৃত্তি করেই দিন কাটাবো। মনের ভিতর এমন অনেক কথার উদয় হচ্ছিল। আমি তার হাতের আঙ্গুলগুলোতে হাত বুলিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। তার দৃষ্টি আমার দিকে ফিরিয়ে কিছু বলতে যেয়েও কথা ফুটলো না। কয়েক মাস ধরে মুখে যে গাম্ভীর্যতা ছিল তা মিলিয়ে গেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে খুশির ঝিলিক। ও একখানা হাত আমার কাঁধে রেখে বললো– মনে হচ্ছে তুমি খুব খুশী হয়েছ!

অবশ্যই!

তার কারণ?

বড় শহরের হাঙ্গামা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি– তাই।

আমরা তো আর এক শহরে যাচ্ছি।

আমি মনে করি সেটা তোমার নেতৃত্বের স্থান নয়।

তুমি ভুল বুঝেছো। আমার হুকুম মানার মত লোকজন সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী ছড়িয়ে আছে।

www.pathagar.com

ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে এলে ওজন কমে যায়। তারপর একদিন নেতৃত্বও হাত বদল হয়ে যায়।

নেতা যেখানেই যাক না কেন ক্ষমতা তার সাথেই যায়। আমি যে ঘাঁটি ছেড়ে এলাম সেটা চিরদিনের জন্যে নয়, সুযোগ বুঝে আবার সেখানে স্থান করে নিতে পারবো। তোমার মত একটা মেয়েই আমাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই প্ররোচনায় আমাদের এই দুর্দশা। এর প্রতিশোধ নেয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।

কি করে মেয়েটি?

ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

কি নাম তার?

সুরমা।

আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই।

কেন?

তোমার মত একটা বাহাদুর নেতা একটি মেয়ের বুদ্ধি কৌশলের কাছে হেরে গেছ তার পরেও জীবন বাঁচাতে ছদ্মবেশ নিয়ে পালাতে হচ্ছে-এর জন্যে সে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্যা নয় কি?

তার প্রতি আমার একটু দুর্বলতা ছিল, সে সেই সুযোগ ব্যবহার করেছে। তার উপযুক্ত প্রতিফল সে পাবে।

আমি বিপিনের একটি হাত মুঠোর মধ্যে পুরে বিনত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললাম– তোমার উচিৎ তাকে মূল্যবান কিছু পুরস্কার দেয়া।

একটা অপরিচিতার প্রতি তোমার এতো সহানুভূতির কারণ কি?

নারী হয়ে নারীর প্রতি অনুকম্পা দেখাচ্ছি তা নয়, আমি মনে করি তার পথটাই সঠিক, তোমার পথ মিথ্যার আবরণে ঢাকা। সৃষ্টির প্রথম থেকেই সত্য মিথ্যে পাশাপাশি আছে।

ভালকে চিনে নেয়ার জন্যেই মন্দকে পাশে রাখা হয়েছে।

তোমার প্রতিটি কথা আমাকে অবাক করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে তুমি হিন্দুর নও, মুসলমানের মেয়ে।

আমাদের প্রতিবেশী ছিল মুসলিম পরিবার। আমার সহপাঠিণীরা অধিকাংশ ছিল মুসলমানের ছেলে মেয়ে। তাছাড়া তুমি যে ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য করেছো সেটাই আমার অন্তরকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আবার যেন নতুন করে গড়ছে। তাই

www.pathagar.com

আমার কথায় আমি নিজেই বিস্ময়বোধ করছি। তোমার কথাবার্তায় কোন যে পরিবর্তন আসছে না, তাতেও আমি আশ্চর্য হচ্ছি।

বিপিন খুব জোরে অট্টহাসি হেসে বললো– পোশাকেই যদি হৃদয় ভেঙে আবার নতুন করে গড়তে পারতো তাহলে বিদ্যা বিতরণের দেবতার প্রয়োজন হত না। এখনই এই পোশাক ছুড়ে ফেলে দিলে আমরা যা, তাই হয়ে যাচ্ছি।

তবু বলবো এই পোশাকের শক্তি অনেক গুণ বেশী। কেননা যাকে অবলম্বন করে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেলাম, তার মর্যাদা আছে- একথা স্বীকার করতেই হবে।

তুমি দেখছি একটা বিপদজনক মেয়ে, শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাকে ডুবিয়েই ছাড়বে।

এটা তোমার ভুল ধারণা। আমি তোমাকে ডুবাতে নয় ভাসাতে চাই। মালা বদল করেছি খেলার ছলে নয়, একটা চিরস্থায়ী বন্ধন হিসাবে মেনে নিয়েছি। আমরা পরস্পরের জীবনের প্রতি অঙ্গিকারাবদ্ধ।

কিন্তু তোমার চিন্তাধারা আমার মৃত্যুর ফাঁদ তৈরী করছে।

যদিও সেই প্রথা বর্তমান নেই তবু তুমি বিশ্বাস কর, তোমার মৃত্যু হলে আমিও মরণে যাওয়ার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত। তাই দু'টি জীবন যেন অকালে পৃথিবী থেকে হারিয়ে না যায় তার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে চাই তোমার সুস্থ জীবন। বিপিন আর কোন কথা বললো না। আমিও এই সময় তার মৌনতা চাচ্ছিলাম। মনে হল সে যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। আমি মনে মনে বিধাতার কাছে তার বোধোদয়ের জন্যে প্রার্থনা করছিলাম। এক সময় আমাদের গাড়ী ঘন বন বেষ্টিত পাহাড়ী টিলার উপর পাঁচিল ঘেরা একটি নির্জন বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে। একটি প্রৌঢ়া বিপিনের গলার আওয়াজ পেয়ে ভিতর থেকে গেটের দরজা খুলে দিলে গাড়ী ভিতরে যেয়ে ঢুকলো। বিপিন গাড়ী থেকে নেমে একটি রুমের মধ্যে প্রবেশ করলো, আমিও তার পিছু নিলাম। একটি যুবতী খাটের উপর বসে ছিলেন। তিনি বিপিনকে দেখে হেসে ফেললেন কিন্তু আমাকে দেখে তার চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বললো– মেয়েটি কে? বিপিন হাসতে হাসতে বললো– পরিচয় ওর কাছ থেকেই জেনে নিও।

তোমার কাছ থেকেই শুনতে চাই।

বিপিনের কিছু বলবার আগেই আমি তার পা দু'টি জড়িয়ে ধরে বললাম– আমি আপনার দাসী, দিদি!

যুবতী ঝট্ করে পা সরিয়ে নিয়ে ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বললো– আ 'ছি! আমাকে ছুয়ে দিলি! বেরিয়ে যা এখান থেকে।

www.pathagar.com

আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই দিদি!

তাই বুঝি আমার কপাল পোড়াতে এসেছিস?

আমার কপাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তাই আপনার দাসী বৃত্তি করতে এলাম। ওসব ভনিতা বাদ দিয়ে এখান থেকে সরে পড়, আমার কোন দাসীর প্রয়োজন নেই।

আমি কোথায় যাব দিদি, আমাকে পথ দেখিয়ে দিন।

যুবতী আমাকে জোর করে টেনে হেঁচড়ে বাইরে বের করে দিলেন– বললেন জায়গা না পাস তো সাগরে যেয়ে ডুবে মর, কথা শেষ করে তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি তীরবিদ্ধ হরিণীর মত বারান্দায় ছটফট করতে লাগলাম। ভিতরে তখন দু'জনের মধ্যে বাকযুদ্ধ চলছে তা আমিও শুনতে পাচ্ছি। একটি বছর ধরে বিপিনকে অস্থির করে তুলেছি, কত কল্পনার জাল বুনেছি দিদিকে নিয়ে। বিপিনকে তার হাতে তুলে দিয়ে বলতাম– আপনার পথভ্রষ্ট স্বামীকে কৌশলে এখানে নিয়ে এসেছি, আপনি তাকে প্রেমের রশি দিয়ে বেঁধে ফেলুন। সে যেন ছিড়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্যের জন্যে সর্বদাই আমি প্রস্তুত থাকবো। আপনাদের মধুময় দাম্পত্য জীবন দেখতে পেলে আমি মনে করবো সার্থক আমার নারী জন্ম। মুহূর্তের মধ্যে কল্পনার সেই জালটি শত ছিন্ন হয়ে গেল! ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ভাগ্য তরী। একটি কথায় আমার মনের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফিরতে লাগলো। কোথাও স্থান না থাকলে সাগরে ডুবে মর। হাঁ, আমাকে মরতেই হবে। এ জীবন খামাখা টেনে নিয়ে বেড়াবার বিড়ম্বনা থেকে চিরস্থায়ী মুক্তি পাওয়া যাবে। কিছুক্ষণ পরেই বিপিন বেরিয়ে এলো। বললো– দিদির জন্যে পাগল হয়ে যাচ্ছিলে। দেখলে তো সে কেমন চিজ! থাকতে হবে। তুমি ভয় পাবে না।

তুমি কোথায় থাকবে?

আজকে এখানে থাকতে পারি, কাল কোথায় থাকবো তা বলতে পারবো না। পেটের তাগিদে কোন একটা কাজ কর্ম তো দেখে নিতে হবে।

বিপিন ঘরের দরজা খুলে দিল। আমি ঘরে ঢুকেই কিসের যেন দুর্গন্ধ পাচ্ছিলাম। আমি বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। বাইরে এসেই বমি করে ফেললাম। ও তখনই দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। বাইরে ছোট একটা টিনের ঘর ছিল। সেখানে সেই পৌঢ়া মহিলা থাকতো। বিপিন তাকে ডেকে বললো– মাসি, রত্নাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। তোমার কাছে দু'এক দিন থাক। এর মধ্যে কোথাও একটা ঘরের চেষ্টা করে দেখি, পেলে ওকে সেখানে নিয়ে যাব। সেই রাতে মাসির কাছে কৌশলে বিপিনের সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পারলাম তাতে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে

www.pathagar.com

গেলাম। আমার শরীরের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠলো। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করতে লাগলো। কানের মধ্যে ভো ভো শব্দ শুরু হয়ে গেল। অচৈতন্য হয়ে বিছানায় নিশ্চুপ পড়ে থাকলাম। মাসি বললো– এতো ভয় তোমার, তা এই নরকে পা দিয়ে মরতে এলে কেন? আমি প্রৌঢ়ার হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে বললাম– মাসি, আমি ভুল করে এসে পড়েছি, দোহাই আপনার আমাকে বাঁচবার পথ দেখিয়ে দিন।

আমি নিজেই এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না, তোমাকে কি পথ দেখাব। এদের হাতে যারা পড়ে তাদেরকে ওদের হুকুম মতই চলতে হয়, তা না হলে একেবারে শেষ করে দিয়ে কোথায় গুম করে দেবে কেউ তার হদিস পাবে না। তোমার রূপ আছে যদি বিপিনকে ভুলিয়ে রাখতে পার তাহলে বাঁচতে পারবে, নইলে ওর দলে এক পাল হন্যে কুকুর আছে, তারা তোমায় ছিড়ে খাবে।

পুলিশ ওদের কিছু বলে না?

তারা ওদের নাগাল পেলে তবে তো কিছু বলবে! আর যদি বা পেয়ে যায় তবু ওরা তাদের ভুলাবার ক্ষমতা রাখে। জানো না টাকায় কাঠের পুতুল হা করে।

এও তো ঠিক, চোরের দশ দিন সাধুর একদিন?

ওটা তোমার আমার মত আর দশজনের কথা, ওদের কাছে এমন কথার কোন গুরুত্ব নেই।

আট

মাসির কাছে এক সপ্তাহ কেটে গেল। এর মধ্যে আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি দিদির সাথে কথা বলে আমার প্রতি তার মন আকৃষ্ট করার জন্যে। এই কয়দিনে বুঝলাম দিদি বন্ধি জীবন কাটাচ্ছে। তার একাকীত্ব কাটাবার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে সঙ্গ দিতে চাইলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য দিদি আমাকে দেখলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন।

একদিন বিপিন আমাকে নিয়ে গেল একটা বাড়ীতে। তিন কামরা বিশিষ্ট একতলা বাড়ী, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। উত্তর দিকের রুমটিতে আমাকে নিয়ে ঢুকলো। তার সামনে পেছনে দরজা। পেছন দিকে রান্না ঘর, টিউবওয়েল, বাথরুম, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বিপিন সবকিছু দেখিয়ে দিয়ে বললো –এই তোমার সংসার।

www.pathagar.com

এখানেও দেখলাম এ প্রৌঢ়া মহিলা। তাকেও মাসী বলে ডাকে। ও বললো– মাসী, এর নাম রত্না, খুব ভাল মেয়ে, তাকে দেখা শোনার সব দায়িত্ব তোমার। নতুন জায়গায় এসেছে, একটু বুঝিয়ে পড়িয়ে মানিয়ে নিও। আমি ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম নিকটেই অনেকগুলো বাড়ী। মনে মনে খুশী হলাম একটা সামাজিক পরিবেশে আনতে পেরেছি বলে। কয়েকদিন পরেই ভুল ভাঙলো। ওখানে কোন সামাজিক মানুষ বাস করে না। যারা এখানে থাকে তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকে। ঘৃণায় আমার দেহমণ বিষিয়ে উঠলো। বিপিন আমাকে কোথায় নিয়ে এলো! মাসি বললো– তুমি একটুও ভেব না। এ তল্লাটে যারা বাস করে তারা বাবুকে জমের মত ভয় করে। তোমার ধারে কাছেও কেউ আসতে সাহস করবে না।

কয়েক মাস পরে বুঝলাম– বিপিন এক বিরাট সন্ত্রাসী দলের নেতা। শুধু তাই নয় অস্ত্র চোরাচালানীর কাজও করে। ওদের হাতে বিপুল অস্ত্র গোলা-বারুদ রয়েছে। বাইরে থেকে নিয়ে আসে, বড় বড় শহরে সরবরাহ করে। আমার পাশের ঘরের সাথে একটা গোপন কুঠরী আছে। সেটা ওদের অস্ত্র গুদাম। বিপিনের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করে দিলাম। তার চাওয়ার চেয়েও অনেক বেশী করে নিজেকে ওর হাতে সমর্পণ করলাম। তার কাছে আমি এতোই বিশ্বস্ত হয়ে গেলাম যে যখন বাইরে যেত তখন সেই গোপন কুঠরীর চাবি আমার কাছে রেখে যেত। আমার প্রতি তার এতো আকর্ষণ সৃষ্টির কারণ আমি বুঝেছিলাম– বিপিন নরকের অগ্নিগর্ভে বিচরণ করছে। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে কত নারীর সম্ভ্রম ওরা নষ্ট করে, কত পুরুষের বুক ওরা ঝাঝরা করে দেয়, হাহাকার তোলে আকাশে বাতাসে– এর প্রায়শ্চিত্ত আমাকে অবশ্যই একদিন করতে হবে। নরকের মধ্যে বাস করে কোনক্রমেই আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায় না। আমি কোন অপরাধ না করলেও এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীর স্ত্রী পরিচয়ে ভীষণ অপরাধিনী। সমাজের মানুষ আমাকে দেখলে নাক ছিটকাবে, দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে, কোনক্রমেই আমাকে তারা ক্ষমা করতে পারবে না। তাহলে আমি কেন বিপিনকে ক্ষমা করবো! তার ধ্বংসই আমার কামনা। তাই কৌশলে তার গোপন কুঠরীর চাবি হাতিয়ে নিয়েছি।

দিদির ঘরের পাশেরটিতে বারুদের গন্ধ পেয়েছিলাম, সেখানেও নিশ্চয় অস্ত্রভাণ্ডার আছে। এমনই সময় দিদি যদি আমাকে ছোট বোনের মত গ্রহণ করে নিতে পারতেন– তাহলে এই হিংস্র জানোয়ারের গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম! মনে হয় তখন যত কৌশল করেই বেরিয়ে আসতাম, হয়তো বাঁচতে পারতমা না। তাই বিধাতা দিদির সাথে সুসম্পর্ক গড়বার সুযোগ দেননি। পরে দিদির খাবার

www.pathagar.com

দাবার সরবরাহ করতে যেয়ে কিছুটা অন্তরঙ্গ ভাব গড়ে উঠেছিল। বিপিনের সাথে অভিনয় করলেও মানসিক যন্ত্রণায় আমি অস্থির হয়ে পড়তাম। মুক্তির কোন পথ খুঁজে পেতাম না। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সুদিন পেলাম। আলমগীর ভাই দেবতার রূপ ধরে এলেন, সন্ত্রাসী চক্রকে সমূলে ধ্বংস করে আমাদের উদ্ধার করলেন। আমি দিদিকে বলতে চাই, আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে গেছে, মনে করি সেটা স্বপ্ন ছিল। যে সোনার হাত আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়েছে, এই বিধ্বস্ত জীবনটা তার হাতেই সপে দিই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার হাতে জাদু মন্ত্র আছে, তিনি ভোরের সোনালী সূর্যের ন্যায় আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে আবার আলো জ্বেলে দিতে পারবেন।

কথা শেষ করে রত্না আমার হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। আমার চোখেও পানি এসে গেল। চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলাম না। দেখলাম– অনিমা আর সুরমাও কাঁদছে। আমি সবার প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ ঢেলে দিয়ে বললাম, আমার প্রিয় বোনেরা– তোমরা কেঁদো না, আমি যতোদিন তোমাদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারবো ততোদিন আমার কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করবো না।

পৌনে সাতটা বেজে গেল। মাগরিবের নামাজ পড়ে নতুন বোনদের নিয়ে এখলাস সাহেবের অফিসে গেলাম। তিনি আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। বললেন– সন্ত্রাসীদের কাছে চারটি মোবাইল পাওয়া গেছে, এতে আপনাদের আছে কিনা দেখুন। আমারটি পেলাম কিন্তু সুরমারটি তার মধ্যে নেই। সুরমা বললো– ওখানে যে প্রৌঢ় মহিলাটি ছিল তার কাছেই আমারটি পাওয়া যেতে পারে। এখলাস সাহেব বললেন– আমি আপনাদের সাথে সিপাই পাঠিয়ে দিচ্ছি, যেয়ে দেখুন সেটা পান কিনা। সুরমা বললো– মোবাইল না পেলে ক্ষতি নেই, আমি ঐ নরকে আর যেতে চাই না।

আপনাদের সাহায্য না পেলে আমরা এই চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সন্ধান পেতাম না। যে অস্ত্র পাওয়া গেছে তা একটি মিনি ক্যান্টনমেন্ট বললেও ভুল হবে না। যে চারজন আহত অবস্থায় আটক হয়েছে তাদের স্বীকারোক্তিতে জানা গেল সমগ্র দেশব্যাপি ওদের অস্ত্র চোরাচালানের নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রয়েছে। ওদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ঢাকাসহ আরও কয়েকটি শহরে ঝটিকা হামলা করে অনেক অস্ত্র গোলাবারুদ পাওয়া গেছে। এসব উদ্ধার করতে যেয়ে গুলি বিনিময়ে দু'জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে, চারজনকে আটক করা হয়েছে। এরা দেশে অনেক অঘটন

www.pathagar.com

ঘটিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওদের উপরে যে গডফাদার রয়েছে তাদের নাগাল পাওয়া গেল না।

এখলাস সাহেবের অফিস থেকে যখন বেরিয়ে এলাম তখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। দুপুরে খাওয়া হয়নি। একটি ভাল হোটেল থেকে খেয়ে নিলাম। মার্কেট থেকে বোনদের জন্যে অনেক কিছু কিনলাম। ওরা আপত্তি করেছিল কিন্তু আমি বললাম, বোনের প্রতি ভাইয়ের কর্তব্য পালন করতে বাধা দিও না। রত্না বললো– আমার কোন ভাই ছিল না তাই বোনের প্রতি ভাইয়ের কি কর্তব্য তা জানা নেই। অনিমা বললো– আমাদের ভাই আছে, অনেক স্নেহ ভালবাসা তার কাছ থেকে পেয়েছি। অল্প সময়ের মধ্যে নতুন ভাইটি পেছনের সেসব সুখ দুঃখের স্মৃতি ভুলিয়ে দিয়েছে। আমরা যখন আবাসিক হোটেলে ফিরলাম তখন রাত সাড়ে দশটা।

পরদিন সকাল এগারটার গাড়ীতে ঢাকা রওনা হয়ে গেলাম। যাওয়ার আগেই সুরমার মোবাইল ফোনটি পেলাম। সকাল নয়টায় এখলাস সাহেব এক সিপাই মারফত পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঢাকায় পৌঁছে ইউনিভার্সিটিতে সুরমার হলরুমে গেলাম। তার বান্ধবীরা দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে ও সংক্ষেপে ঘটনাগুলো ব্যক্ত করলো। তারা এই লোমহর্ষক কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়ে গেল। এমন সাহসী পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তারা আমাকে বার বার ধন্যবাদ দিল। সুরমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আমাকে আড়ালে নিয়ে একটি মর্মান্তিক খবর শুনিয়ে বললো– ওদেরকে এখন এ বিষয়ে জানানো ঠিক হবে না। আপনি এখনই ওদের নিয়ে বাড়ী চলে যান। আমি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওদেরকে নিয়ে প্রাইভেট কার ভাড়া করে টাঙ্গাইলের পথে বেরিয়ে পড়লাম। এমনভাবে তাড়াহুড়ো করে বেরুনোর কারণে সুরমা জিজ্ঞেস করলো– ভাইয়া, বাড়ীতে কোন খারাপ সংবাদ পেলেন?

না।

তবে এতো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?

অনেক সময় অপচয় হয়ে গেছে আর তো করা চলে না। প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমাদের কাছে মূল্যবান।

ভোর পাঁচটায় একটি দ্বিতল বাড়ীর সামনে আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে আমরা সবাই নেমে পড়লাম। ব্যাগ ব্যাগেজ বের করে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলাম। অনেক্ষণ ডাকাডাকির পর একটি অল্প বয়স্কা বিধবা মহিলা দরজা খুলে

www.pathagar.com

দিল। সুরমা আগে ছিল। সে বিধবাকে দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ফেললো। অনিমা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। আমি সুরমার বান্ধবী লিজার কাছে শুনেছি আততায়ীর গুলিতে দাদা নিহত হয়েছে। এই মহিলাই যে নিহত দাদার বিধবা স্ত্রী তা বুঝে নিলাম। আমি জানি এমন অবস্থায় সান্ত্বনার ভাষা কারও যোগায় না। দৃশ্যটি আমার চোখেও বন্যা নামিয়ে দিল। অনেক কষ্ট করে অশ্রু সংবরণ করে সুরমাকে এক হাত আর বৌদির এক হাত ধরে বললাম– বিধাতার লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না দিদি! চলুন ঘরে যাই। এবার অনিমা আমাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে সে বললো– ভাইয়া, বৌদির এই পরিণতির জন্য আমিই দায়ী। আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলুন। বৌদির এ বেশ দেখার আগে কেন আমার মৃত্যু হল না। বিধবার চোখে কোন পানি নেই। মনে হয় ঝরতে ঝরতে সব শেষ হয়ে গেছে। সেখানে কেবল ব্যথা ভরা দৃষ্টি। বললাম– বৌদি, পেছনে হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি আর কোনদিন ফিরে আসে না, কেবল হৃদয়েই গেঁথে থাকে, তাই শোক তাপ ভুলে বেঁচে থাকা –এতো চিরন্তন সত্য। আমাদের ঘরে নিয়ে চলুন। বৌদি সুরমার হাত ধরে টেনে নিলেন, আমরা পিছু নিলাম।

বৌদি আমাদের যে ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে আর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য আমাকে দেখতে হল। পুত্র শোকে শোকাতুর জনক জননী মৃত্যু শয্যায় শায়িত। অনিমা আর সুরমা বুক ফাটা আর্তনাদ করে মা বাবার পায়ের উপর আছড়ে পড়লো। রত্না তাদের তুলতে গেলে আমি বাধা দিয়ে বললাম– ওদের উঠিও না, কিছুক্ষণ কাঁদতে দাও। বৌদির দু'বছরের ছেলেটি ঘুমিয়ে ছিল। কান্নাকাটির শব্দ শুনে সে উঠে পায় পায় সেখানে এসে দাঁড়ালো। এই মুহূর্তে তাকে দেখলে ওদের কান্নার বেগ আরও বেড়ে যেতে পারে তাই আমি ছেলেটিকে কোলে নিয়ে পাশের ঘরে যেয়ে বসলাম। মাথার মধ্যে প্রবল ঝড় বয়ে চললো। নিজের অশান্ত মনকে শান্ত করতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে বিধাতা আমাকে কোথায় এনে ফেললেন! স্রষ্টার সখের সৃষ্টি মানুষ এতো নিষ্ঠুর হতে পারে তা ভাবতে গেলে লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। কেননা আমিও তো একজন মানুষ! ঘটনা প্রবাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছে, বিপিনই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু কেন! এর উত্তর আমার কাছে নেই। আমি যেন গভীর চিন্তার ডুবে গেছি। আমাকে এই সময় কি করতে হবে সেই অনুভূতি যেন হারিয়ে ফেলেছি। নীচ থেকে উপরে যাওয়ার যে সিঁড়ি, সেই ঘরেই একটি বেঞ্চের উপর আমি বসে ছিলাম। একটি

www.pathagar.com

তরুণী সিড়ি বেয়ে নীচে নামলো। দেখে মনে হল সে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সাথে যুদ্ধ করে এসেছে। আমি তাকে চিনি না, তবু বুঝে নিলাম– সুরমার ছোট বোন নরমা। সে আমার দিকে একবার তাকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। পর মুহূর্তে প্রবলবেগে কান্নার জোয়ার বয়ে গেল। প্রিয়জন হারানো বেদনা প্রশমন করা কষ্টসাধ্য। আমি আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। ছেলেটিকে নিয়ে অনিমার কোলে তুলে দিয়ে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে এলাম। সুরমা আর নরমাকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলাম। ইতিমধ্যে পাশের কয়েকটা বাড়ী থেকে বেশ কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ এসে ওদের সান্ত্বনা দিলেন। আমি এবার বৌদির কাছে বৃদ্ধবৃদ্ধার চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিলাম। যে ডাক্তার তাদেরকে দেখতেন তার ঠিকানা নিয়ে সেখানে গেলাম। ডাক্তার সাহেব বললেন– গতকালকে দেখে বুঝেছিলাম ওদের সময় আর বেশী নেই– একথা কাউকে বলতে পারিনি। আপনি যখন এসেছেন তখন আপনাকে বলছি– চিকিৎসার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাদের সময় শেষ। ডাক্তারের শেষ কথা শুনেও তাকে নিয়ে এলাম। তিনি এসে একটি স্যালাইন পুশ করে দিয়ে গেলেন। পরদিন থেকেই শহরের বড় ডাক্তার নিয়ে উন্নত চিকিৎসা চললো। এক সপ্তাহ পর তারা বিছানা ছেড়ে উঠলেন। পরের সপ্তাহ চলাফেরা করতে পারলেন। বৃদ্ধবৃদ্ধা অনেকবার আমার পরিচয় জানতে চেয়েছেন কিন্তু আমি নিজের পরিচয় চেপে গেছি। বোনদের নিষেধ করে দিয়েছি তারা যেন আমার সত্য পরিচয় না দেয়। কেননা আমি এসে দু'দিনেই বুঝতে পেরেছি অনিমার মা বাবা গোঁড়া ব্রাহ্মণ। আমি ভিন জাতি –একথা জানতে পারলে তারা ক্ষেপে যাবেন, আমার সেবা কোনক্রমেই গ্রহণ করবেন না।

আমি বাইরে মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে আসতাম, তিন বোন ছাড়া আর কেউ জানতো না। প্রথমেই সুরমা জিদ ধরেছিল আপনার মহত্ত্ব সম্পর্কে বাবা মাকে না বলতে পারলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিনে। আমি বললাম– সত্য গোপন থাকে না, একদিন আপন ইচ্ছায় প্রকাশ হয়ে যায়। তেমন সময় আসতে দাও। এতো সাবধনতা সত্ত্বেও বৌদি আর নরমা আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। কথা প্রসঙ্গে তারা বাবা মায়ের সাথে দু'এক কথা আলোচনাও করেছে। আমি সব বুঝতে পারছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম সত্য ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে তাদের মনে রেখাপাত করুক। ইতিমধ্যে আমার সম্বন্ধে তারা যা কিছু শুনেছেন তাতে তাদের মনে ঘৃণাবোধ না জেগে স্নেহের পরশ জাগতে দেখলাম। একদিন রাতে খাওয়া

www.pathagar.com

দাওয়ার পর আন্তরিক পরিবেশে সুরমা তার জীবনে ঘটে যাওয়া ট্রাজেডী সুবিস্তারে বর্ণনা করলো। বিপিন ভালবেসে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত তার প্রতি কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে অনিমা তাও বললো। এমন পৈচাশিক নির্যাতন আর অমানবিক কাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বৃদ্ধা ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি উঠে যেয়ে তার সামনে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে তার পাশে বসালেন। আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন– জাতের দোহাই আর উচ্চ বর্ণের অহঙ্কার আজ আমার চূর্ণ হয়ে গেছে বাবা! তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাইনে। তুমি নিজ থেকে ছেলের রূপ ধরে এসে আমাদের হৃদয় জয় করেছো -এই রূপেই তোমাকে চিরকাল পেতে চাই। কথা শেষ করে তিনি আমাকে একটা চুম্বন দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি ভীষণ লজ্জাবোধ করছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধার বেষ্টন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলাম না। আমি যেন নিস্তেজ হয়ে গেলাম। শক্তিহীন একটা পুতুলের মত বৃদ্ধারবুকের মধ্যে ডুবে থাকলাম। তরুণ বয়সে মা হারিয়েছি। আমিও যেন হারানো মা ফিরে পেয়েছি। কতক্ষণ স্নেহ সুখ উপভোগ করলাম সেই সময়ের দিকে আমার কোন খেয়াল নেই। এ সময় অনিমা উঠে এসে মায়ের হাত ধরে বললো– রাত অনেক হয়ে গেছে, চল শুতে যাই।

সে রাতে আমার আগামী দিনের কর্তব্য কি তা চিন্তা করে বের করলাম। দাদা নিহত হবার পর তার ব্যবসা স্থবির হয়ে আছে। চারজন কর্মচারী আছে কিন্তু তার মালিক নেই -এই অজুহাতে নিজেদের মত চালাতে যেয়েই দেওলিয়া পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা আমার আছে। বৌদি মাত্র এক সন্তানের জননী। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। তার মনোভাব জেনে নিলাম। তিনি এই সংসার ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। দ্বিতীয় বিবাহের কোন ইচ্ছে নেই। বাবার বাড়ীতে বেড়াতে যেতে পারেন তবে চিরদিনের জন্যে নয়। ছেলেটিকে উপযুক্ত মানুষ করে তুলতে পারলেই তিনি সব দুঃখ ভুলে যাবেন। আমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি সুশীলা বৌদির নামেই চালু করে দিলাম। পুরনো কর্মচারীদেরই বহাল রাখলাম। তাদের বললাম, আমার পরামর্শ মত যদি ব্যবসা চালাতে পার তাহলে চাকুরী থাকবে নইলে পথ দেখতে হবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবসার গতি ফিরিয়ে দিলাম। নরমা স্থানীয় কলেজে পড়তো। দাদা নিহত হবার পর থেকে তার আর কলেজে যাওয়া হয়নি। তাকে কলেজে পাঠালাম। সুরমারও অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে আর বসে থেকে জীবন নষ্ট করার কোন অর্থ নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম দু'দিন পরে আমি বাড়ী যাওয়ার সময় সুরমাকে সাথে নিয়ে ঢাকা রেখে যাব। রত্নাকে আমি নিজের বাড়ী নিয়ে যেতে

www.pathagar.com

চাচ্ছিলাম কিন্তু অনিমা তাকে ছাড়তে চাইলো না। সে বললো– রত্নার প্রতি আমি অনেক অবিচার করেছি, এখন আর তাকে দূরে যেতে দিতে চাইনে। অনেক চেষ্টা করে রত্নাকে কলেজে ভর্তি করে দিলাম। নরমার সাথে রত্না প্রতিদিন কলেজে যায়। অনিমা আর বৌদিকে দায়িত্ব দিলাম ব্যবসা দেখা শোনা করার জন্যে। আমি বাড়ী চলে যাব এ সংবাদ শুনে বাবা মা কাঁন্নাকাটি শুরু করে দিলেন। আমি তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম– আপনারা যখন আমাকে ছেলে বলে গ্রহণ করেছেন, তখন দুঃখ করার কোন যুক্তি নেই। আমি আপনাদের ছেলে হয়েই থাকবো। নিজের বাবা মা নেই, সেই অভাব আপনাদের দিয়ে পূরণ হল -এটাতো আমার পরম সৌভাগ্য। আমার কোন সংসার নেই। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। তার অবর্তমানে সেটা আমার হাতেই এসেছে। অনেকগুলো কর্মচারী, তিনজন ম্যানেজার সেই ব্যবসা পরিচালনা করে। ঢাকাতেও আমার ব্যবসায়িক অফিস আছে। আমি বাড়ী যেয়ে একটু খোঁজখবর নিয়ে আবার চলে আসবো। অনিমা জিজ্ঞেস করলো– আপনার সংসারে কেউ নেই?

না।

ভাবী?

আমি একটু হেসে বললাম– আমার সাথে মিলামেশা করে তোমার নিজস্ব ভাবধারা কথাবার্তা হারিয়ে ফেলছো।

এতে কি আপনার আপত্তি আছে?

আমার নয়, তোমাদের প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন বাবা মা- সবারই তো আপত্তি থাকবে।

বাবা মার কোন অভিযোগ নেই, প্রতিবেশীকে ভয় করিনে। আত্মীয় বলতে একমাত্র আলমগীর ভাইকেই বুঝি।

সুরমা বললো– আপার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেলেন কিন্তু?

কাউকে পরিবেষ্টন করেই মানুষ সংসারের আবর্তে ঘুরপাক খায়। সংসার যখন নেই তখন বুঝতে হবে, যার কথা তোমরা জানতে চাচ্ছ সেও নেই।

সমুদ্রের বালুচরে বসে আপনাকে যে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে শুনেছিলাম তার মধ্যে ছিল প্রিয়জন হারানোর বেদনা। সেই থেকে আমার অন্তরে একটা জিজ্ঞাসা চেয়ে বসে আছে, সুযোগ হয়নি তার উত্তর জানবার। আজ যখন কথা প্রসঙ্গে সেটা উঠেই এসেছে তখন ভাইয়ের সম্পর্কে কিছু জানবার আগ্রহ থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না।

www.pathagar.com

একটি সুন্দরী মেয়েকে আমি বিবাহ করেছিলাম, রোমানা তার নাম। আমরা একে অপরকে খুব ভালবাসতাম। দাম্পত্য জীবন ছিল প্রত্যাশার চাইতে অনেক বেশী সুখের। তিন বছর পর আমার জীবনে নেমে এলো অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার। হাসপাতালের অপারেশন রুমে মা ছেলে দু'টোই ঝরে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে নার্সকে দিয়ে আমাকে ভিতরে ডেকে নিল। আমার একটি হাত ধরে যন্ত্রণাকাতর চাহনি মেলে শুধু বললো– আমি চলে যাচ্ছি, আমারই মত একটি মেয়েকে বিয়ে করে আমার অভাব পূরণ করবে। ইতিমধ্যে তার হাত শিথিল হয়ে এলো, তার পর জানিনে কি হয়েছিল। আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। বাড়ী যেয়ে যখন আমার শোবার ঘরে ঢুকি তখন সহ্য করতে পারিনি, রোমানাহীন শূন্য বিছানা দেখে। আজ একটি বছর তার অভাব আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে।

অনিমা আমার কাঁধে হাত রেখে বললো– ভাইয়া! আপনার যেখানে ব্যথা, সেখানেই আমি হাত দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন।

আমি অনিমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম– লক্ষ্মী বোন আমার! কি অপরাধ তোমার। এখানে ক্ষমার প্রশ্ন এলো কেন? ভাইয়ের ব্যথা উপশম করতে বোনের দরদী হাতটি যথেষ্ট।

আমি যদি জানতে পারতাম ভাবী কেমন মেয়ে ছিলেন, তাহলে আমার প্রথম কাজ হত তেমন মেয়ের অনুসন্ধান করা। আচ্ছা ভাইয়া! তার কোন ছবি আপনার কাছে আছে?

সেই ছবি তো আমি কাউকে দেখাতে পারবো না। সে আমার অন্তরের সাথে গেঁথে আছে।

আপনি যাবার বেলা আমাকে সাথে নিন, আমি যাব আপনার বাড়ী।

একদিন আমার বাড়ীতে তোমাদের সবাইকে নেব, সেই সময় এখনো আসেনি।

আগামীকাল বাড়ী রওনা দেব তাই আজ বৌদি আর অনিমাকে নিয়ে গেলাম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। কর্মচারীদের উপদেশ যা দেয়ার দরকার তা দিলাম। তাদের বললাম– বৌদি আর অনিমা সব দেখা শোনা করবে। কোন অসুবিধা দেখা দিলে বৌদিকে বললে তিনি মোবাইলে আমাকে জানাবেন, আমি সমাধান দিয়ে দেব। আমি হয়তো বেশীদিন বাড়ীতে নাও থাকতে পারি, তাড়াতাড়ি চলে আসার চেষ্টার করবো।

সেদিন বিকালে আকস্মিকভাবে পশ্চিম থেকে এলেন মহারাজ সদানন্দ গোসামী। মা তাকে আপন প্রাণ অপেক্ষা ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তিনি যখনই আসতেন মা

www.pathagar.com

নিজের হাতে তার পা দু'খানি ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে মুছে ঘরে নিয়ে যেতেন। তিনি যে ক'দিন এখানে থাকতেন সেই ক'দিন মা খেয়ে না খেয়ে গোসাইর সেবাযত্ন করতেন। তিনি নাকি প্রতিবার আসবার আগে সংবাদ দিয়ে আসেন। এবার কোন খবরাখবর না দিয়েই এসেছেন। এবার এলে মা নিজে এক বদনা পানি এনে দিলেন বটে কিন্তু অন্যান্য বারের মত পা দু'খানি ধুয়ে দিলেন না। এটা তার প্রতি অসম্মান মনে করে তিনি খুব ক্ষেপে গেলেন। দেখলাম তার দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ছিটকে বেরুচ্ছে, এখন বোধ হয় মাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবেন। তিনি অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পা না ধুয়েই ঘরে ঢুকলেন। তিনি প্রতিবার এসে যে ঘরে থাকেন সেই ঘরে আমি থাকি। ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন আমার ব্যাগ ব্যাগেজ জায়নামাজ টুপি টেবিলের উপর রয়েছে। এসব দেখে তিনি যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তার ভাবসাব দেখে সুরমা আর নরমা হেসেই খুন। আমি তাদেরকে ধমক দিয়ে হাসি বন্ধ করে দিলাম। তিনি গর্জন করে উঠে হাঁকলেন– ভবানী মা! ত্রস্তপদে এগিয়ে এলেন, মুখে তার প্রশান্ত হাসি। বললেন কি বাবা?

এসব কি হচ্ছে?

কিছুইতো হচ্ছে না বাবা!

তোমার বাড়ীতে নেড়ে জুটলো কোত্থেকে?

মায়ের কিছু বলার আগেই সুরমা বললো– নেড়ে দেখলেন কোথায় দাদা ঠাকুর?

গোসাই আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন–আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ।

ওতো দিব্যকান্তি মানুষ।

শোন ভবানী! তোমার মেয়েরা নরকের পথ তৈরী করছে। তুমি দেখে না দেখার ভান করছো কেন?

ও আমার ছেলে, বোনদের সাথে যেমন ব্যবহার করতে হয় তার চেয়েও মনে হয় উত্তম মেলামেশা ও করে থাকে।

আমি তোমাদের এসব বাড়াবাড়ি পছন্দ করিনে, এখনই ওকে এই ঘর থেকে গলা ধরে বের করে দেয়া হোক।

আমি তা পারবো না বাবা ঠাকুর! আপনি ওকে ভুল বুঝেছেন। কিছু সময় ওর সাথে মিশে দেখুন সে কেমন ছেলে।

মায়ের কথা শেষ হতেই গোসাই বাবাজী ধমক দিয়ে বললেন– চুপ কর বেটা! দেবতা রুষ্ট হবেন। মা থতমত খেয়ে গেলেন। সুরমা কি বলতে চাচ্ছিল আমি

www.pathagar.com

বাধা দিয়ে বললাম– দাদা ঠাকুর! আপনি শান্ত হোন! আমার জন্যেই যদি আপনার দেবতা রুষ্ট হন তাহলে আমি এখনই এই ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি তখনই আমার ব্যাগ ব্যাগেজ বিছানাপত্র সিড়ির পাশের ছোট্ট রুমটিতে নিয়ে গেলাম। মা বোন বৌদি সবাই আপত্তি করলেও আমি কারও কথায় কান দিলাম না। ওদের বললাম– আগামীকাল সকালে তো চলে যাচ্ছি, এক রাতের জন্যে কেন হাঙ্গামা করে তোমাদেরকে দেবতার রুদ্ররোষে নিক্ষেপ করবো?

সুরমা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো– আপনি এসব বিশ্বাস করেন?

আমি না করলেও কারও বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করা আমার আদর্শের পরিপন্থী।

তবু দাদা ঠাকুর যে আপনার প্রতি একরাশ ঘৃণা ছুড়ে দিলেন?

দেবতা যদি তাদের সেই শিক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি নির্দোষ। আমার আদর্শে কাউকে ঘৃণা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

কোন দেবতা আপনাদের এমন উত্তম আদর্শ দিয়েছেন?

আমি কোন দেবতায় বিশ্বাস করি না। আকাশ পৃথিবী আর এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের প্রিয়নবীর মাধ্যমে এই আদর্শ পাঠিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার, আত্মগর্ব আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় নিমজ্জিত পথহারাদের সত্য পথ দেখানো, বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করা, অসহায় পতিতদের সাহায্য করা আমাদের আদর্শ।

স্রষ্টার প্রেরিত এই উত্তম আদর্শ কি একমাত্র আপনার জাতিই দাবীদার?

না। পৃথিবীর সব মানব জাতির উপর এ আদর্শ পাঠানো হয়েছে।

কেবল আপনারাই পেলেন আমরা পেলাম না কেন?

এরও উত্তর আছে।

বলুন।

সৃষ্টির প্রথম থেকেই সৃষ্টিকর্তা যুগে যুগে সত্যের পয়গামসহ মহাপুরুষদের পাঠিয়েছেন। যারা সেটা গ্রহণ করেছে তারা পেয়েছে, যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তারা পায়নি।

সেই সত্যের পয়গাম কি?

ধর্ম গ্রন্থ।

আমাদেরও তো ধর্ম গ্রন্থ আছে।

এখন নেই?

www.pathagar.com

আমি মনে করি উচ্চ পর্যায়ে একদল ধর্মীয় গোষ্ঠি ব্যক্তি স্বার্থে সত্য বাণীগুলো মুছে মিথ্যের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দিয়েছে।

এটা কি আপনি নিজের মনের থেকে বলছেন, না, এর কোন প্রমাণ আছে?

প্রমাণ তো তোমাদের ধর্ম গ্রন্থ দেব পুরানোই রয়েছে।

আমরা পাইনি কেন?

আমাদের ধর্ম গ্রন্থ প্রত্যেকের পড়বার অধিকার আছে, তোমাদের একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠির বাইরে কারও স্পর্শ করার অধিকার নাই। কি করে খুঁজে পাবে সেই চিরন্তন সত্য? বৈদিগ যুগের বেদে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা আছে, শেষ যুগের শেষ মহাপুরুষ কোথায় এবং কিভাবে আসবেন, কি তার নাম। কি খাবেন, কিভাবে চলাফেরা করবেন, কেমন মানুষ তার সহচর হবেন, কিসের পিঠে তিনি আরোহণ করবেন, কাদের সাথে তার দ্বন্দ্ব সংঘাত হবে, জন্মস্থান ত্যাগ করে কোথায় যাবেন, তারপর একদিন কতজন সঙ্গী সাথী নিয়ে জন্মভূমিতে পদার্পণ করবেন, তিনি যে সত্য বাণী প্রচার করবেন তা কি!

সত্যি এতো সব বেদে লেখা আছে?

আছে। স্বার্থবাদীদের নিষেধ অমান্য করে যারা বেদ পুরান ঘেটেছে, তাদের সিংহভাগই মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করেছে।

যে মন্ত্র পড়ে আপনারা মুসলমান হন তা কি বেদ পুরানে আছে?

আছে। তোমাদের পুরোহিতরা নিজেদের ভণ্ডামী প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে বিকৃত সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে, তাই তোমরা বুঝতে পার না।

আমাদের আজকের অতিথি দাদা ঠাকুর নিশ্চয় এসব ব্যাপারে জানেন?

যদি প্রকৃতই শাস্ত্র সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে অবশ্যই জানবেন। জিজ্ঞাসা করে দেখবো?

আমার অবর্তমানে জানতে চেও, কেননা আমার উপস্থিতি তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

আপনার দেয়া তথ্য তিনি যদি মিথ্যা বলে দাবী করেন তাহলে প্রমাণ পেশ করবে কে?

আমি ঐ বৃদ্ধ লোকটির সাথে তর্ক করতে চাইনে। তিনি যদি সত্যি মানুষের কল্যাণ চেয়ে থাকেন তাহলে সত্যটিই বলবেন, মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না।

এখনই চলুন তার কাছে যাই, দেখি, তিনি এর কি জবাব দেন।

www.pathagar.com

তিনি অনেক দূর থেকে এসেছেন, তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। এখনই তার বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন।

যে ব্যক্তিটি এসেই আপনাকে নেড়ে বলে উপহাস করলো, সেই ব্যক্তিটির জন্যে আপনার এতো সহানুভূতি কেন?

গুরুজনকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, তার সেবায় আত্মনিয়োগ করাও আমার আদর্শের অঙ্গ।

ঠিক আছে, আমি আপনার আদর্শের উপর হস্তক্ষেপ করছি না। কাল সকালে আপনাকে তার মুখোমুখি দাঁড় করাবো।

যেখানে আমরা কথোপকথন করছিলাম সেখানে বাড়ীর সবাই ছিল। সবাই নিস্তব্ধ হয়ে সুরমা আর অমার কথা শুনছিল। পাশের ঘরে গোসাইজী ছিলেন। তিনি নিশ্চয় আমাদের আলোচনা সব শুনেছেন। আমি আর কথা না বাড়িয়ে মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। গত দু'সপ্তাহ বাড়ীতেই নামাজ পড়তাম। আজ গোসাইজীর সম্মানার্থে মসজিদে যেয়ে নামাজ পড়লাম। আমাকে জড়িয়ে গোসাই বাবাজীকে বিরক্ত করার সুযোগ দিতে চাইনি, তাই একেবারে এশার নামাজ পড়ে একটু রাত করেই বাসায় ফিরলাম।

[redacted] নয়

আমার অনুপস্থিতিতে বাড়ীতে মনে হয় প্রবল ঝড় বয়ে গেছে, ঘরে পা দিয়ে অনুভব করলাম। নিস্তব্ধ বাড়ী। আমি কাউকে কিছু না বলেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সুরমা এসে আমাকে ঘুমাতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললো– ও আল্লাহ! আমরা ভাইয়ের জন্যে বসে আছি আর উনি কখন চুপি চুপি এসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সুরমার চিৎকারে আমার ঘুম ছুটে গেল। আমি উঠে বসলাম। বললাম, তোমার মুখের কথায় এতো পরিবর্তন এলো কি করে?

পরিবর্তন আর কিছুই না, দাদার পরিবর্তে ভাই যখন বলেছি তখন ভগবান না বলে আল্লাহ্ বলতে তো দোষ নেই।

দোষের কিছু না, তবে এমন সময় বললে, যে সময় তোমাদের বাড়ীতে যিনি অতিথি হয়ে এসেছেন তিনি এ নাম উচ্চারণ সইতে পারেন না। তার অন্তরে ব্যথা না দেয়াটাই ভাল ছিল।

www.pathagar.com

ব্যথা দিইনি, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নামটি শুনিয়ে দিয়েছি। আপনি এতো দেরী করে আসলেন কেন? প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে গোসাইজীর সাথে তুমুল বিতর্ক হয়ে গেছে, আপনি উপস্থিত থাকলে শেষ সমাধান হয়ে যেত। আমি তাকে বলেছি কাল সকালেই আপনার মুখোমুখি হতে হবে।

তুমি বড় মুখরা হয়ে গেছ দেখছি, তিনি একটি সনাতন ধর্মের ধর্মগুরু। এমন মানুষের সাথে তর্ক করা আদবের খেলাফ। অপরের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা আমার ধর্মে নিষিদ্ধ।

কিন্তু উনি যে আপনার ধর্ম সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া আপনাকে যা তা বলে গালি দিয়েছেন। তার কথা শুনে আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। আমাদের চৌদ্দগোষ্ঠি নরকে ডুবিয়ে দিয়েছেন, আপনাকেই তো উদ্ধার করতে হবে!

মা বাবা তার একান্ত ভক্ত। দেবতা জ্ঞানে তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তার সেবা করেই তাদের আনন্দ, এটা তো অস্বীকার করা যাবে না।

বাবা মার ভুল ভেঙ্গে গেছে। দাদা নিহত হবার পর তারা চিন্তা করতে করতে মৃত্যু শয্যায় পড়েছিলেন। সেই সময় গোসাইজী নাকি এসেছিলেন। এক সপ্তাহ অন্ন ধ্বংস করেছেন কিন্তু মৃত্যু পথযাত্রী শিষ্যের সেবা শশ্রূষার ব্যাপারে কিছুই করেননি। ডাক্তার ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেননি। যাদের ঐ গোসাইজীরা নেড়ে বলে সম্বোধন করেন আপনি সেই জাতের মানুষ হয়ে খাওয়া ঘুম বাদ দিয়ে নিজের হাতে যে সেবা শশ্রূষা করলেন, বড় ডাক্তার দিয়ে যেভাবে উন্নত চিকিৎসা করালেন, এটা আমাদের কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়েছে। এমন সত্যটি ঐ গোসাইজী মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি বলেছেন, মানব সেবা বড় ধর্ম। তোমরা বাবা মায়ের সেবা করার অনেক সুযোগ পাবে। আমি যে কয়দিন আছি ততোদিন আমাকে এই কার্যটি থেকে বঞ্চিত করো না। আমার মা গোঁড়া ব্রাহ্মণের মেয়ে। এসেছেন তেমনই একটা বাড়ী। গোসাই ঠাকুর এনে মা নিজের হাতে তার পা ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে মুছে ঘরে নিয়ে যেতেন। যতদিন তিনি থাকতেন ততোদিন ঐ গোসাইজীর ধ্যান জ্ঞান ছাড়া কিছুই বুঝতেন না। গোসাইজীর প্রতি অমনযোগী হলে আমরা বকুনি খেয়েছি আর পিটুনিও বাদ যায়নি। সেই মা আজ আলমগীরের নামে অজ্ঞান। মনে হয় আপনি একটা পরশ পাথর। মরচে ধরা হৃদয়গুলো খাঁটি সোনা বানিয়ে দিয়েছেন।

কথা বন্ধ কর সুরমা! রাত দুপুর হয়ে গেছে, খেতে হবে না? বউদির কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে চেয়ে দেখি অনিমা, নরমা, রত্না, বৌদি সবাই কখন এসে আমার

www.pathagar.com

চারপাশে বসে নিঃশব্দে আমাদের কথা শুনছে। আমি অবাক হয়ে বললাম– রাত বারটা বাজে তোমরা এখনও খাওনি?

বৌদি বললো– তুমি এই বাড়ী আসার পর থেকে তোমাকে সাথে না নিয়ে খাওয়ার কথা আমরা ভুলে গেছি।

কি সর্বনাশ! এতো রাত পর্যন্ত আপনাদের কষ্ট দেয়া আমার চরম বেয়াদবি। চলুন যাই। অতিথিকে খেতে দিয়েছেন?

তিনি সন্ধ্যার পর পরই খেয়েছেন। এখন নাক ডাকছেন।

পরদিন সকালে মহারাজ সদানন্দ গোসাইকে আর ঘরে পাওয়া গেল না। তিনি যে ঝুলিটি কাঁধে করে এসেছিলেন, সেটিও নেই। সুরমা যেন বেশীই খুশী হয়েছে। সে হাসতে হাসতে মাকে বললো– মা! তোমার বাবা ঠাকুরের কেরামতি ধরা পড়ে গেছে। সকালে আলমগীর ভাইয়ের মুখোমুখি করতে চেয়েছিলাম, সেই ভয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছেন। এই সমস্ত স্বার্থবাজ গোসাইজীরা মিথ্যার লেবাছ পরিয়ে আর কতদিন জাতিকে ধোকা দেবে?

মা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে গোসাইজী কাউকে কিছু না বলেই চলে গেছেন। যে ঘরে তিনি ছিলেন সেখানে যেয়ে দেখেন বিপর্যস্ত বিছানা পড়ে আছে। দেখে মনে হল তার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বিবেকের দংশনে মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তীরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ছটফট করেছেন, বিছানা তার প্রমাণ দিচ্ছে।

সব আনুষ্ঠানিকতা সেরে সকাল দশটায় বিদায় নেব। মা আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে ফেললেন। আমি তার মনের ব্যথা লাঘব করার জন্যে কাঁদার সুযোগ দিলাম। মায়ের দেখাদেখি সবাই কেঁদে ফেললো। এক সময় মা কাঁন্না ভেজা গলায় বললেন– মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছ। আমি থাকবো কি করে বাবা? আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, বাবার হৃদয় মেয়েকে ফাঁকি দিতে পারে না মা! আমি যাচ্ছি আবার সময় মত আসবো। আপনি আমার জন্যে আশির্বাদ করুন। সুরমা বললো– ভাইয়া, আশির্বাদ শব্দটি বাদ দিয়ে দোয়া করতে বলুন। বললাম– মায়ের অন্তর ফুঁড়ে যেটা আসবে সেটাই আমার বড় পাওয়া। সবাইকে শান্ত করতে পারলাম কিন্তু বৌদির ছেলে বিমল আমাকে দু'হাত দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখলো। তাকে কোন প্রকারেই ছাড়ানো গেল না। বৌদি মনে হয় তা সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে সরে পড়লেন। অনেক

www.pathagar.com

কষ্টে বিমলকে ছাঁড়িয়ে অনিমার কোলে তুলে দিলাম। সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বৌদির ঘরে যেয়ে দেখলাম তিনি বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁফিয়ে কাঁদছেন। আমি বললাম, ছি বৌদি! এসব করছেন কি! বিদায় বেলায় আমি আপনার হাসি মুখ দেখতে চেয়েছিলাম। এমনভাবে আমার হৃদয়টাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিলে আমি বাঁচবো কি করে বৌদি? কান্নাজড়িত কণ্ঠে বৌদি বললেন– বিমল কাঁদাকাটি করতো। আপনাকে পেয়ে সব ভুলে গেছে, আপনি চলে গেলে তাকে কি দিয়ে ভুলাবো আমি! যাত্রা বেলায় আমি আপনাকে বাধা দিচ্ছিনে, আমি আপনার মঙ্গল চাই। তবে একটি কথাই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, বিমল আর কারও নয়, আপনার।

রোমানা আর তার নাড়ী ছেড়া ধনকে এক সাথে হারিয়ে আমি পাগল হয়ে যাইনি এটাই বিধাতার দেয়া একটা বড় মোজেজা। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আমাকে অনেক সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছে, আমার অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করতে কোনটাই কাজে আসেনি। তাই কাউকে কিছু না বলে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছিলাম হৃদয়ের ব্যথা উপশম করার জন্য কোন অবলম্বন পাই কিনা। আজ সেখানে কাল বৈশাখির বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা প্রবলবেগে ধাক্কা দিয়ে একেবারে গুড়িয়ে দিল। স্রষ্টা আমাকে নিয়ে কি খেলা খেলছেন তা যদি বুঝতে পারতাম! এই বিশাল পৃথিবী কি আমার জন্য ছোট হয়ে আসছে! মন্ত্রমুগ্ধের মত গাড়ীতে উঠে বসলাম। সেই সময় মুখে কোন ভাষা জোগাতে পারিনি। বিদায় বেলায় হাত নাড়িয়ে বিচ্ছেদের সান্ত্বনাটুকুও জানাতে ভুলে গেলাম।

ঢাকাতে আমার যে অফিস বাড়ী আছে সুরমাকে নিয়ে সেখানে যেয়ে উঠলাম। সেখানে পাঁচজন কর্মচারী, একজন ম্যানেজার, একটি কাজের মেয়ে আর একটি অফিস বয় থাকে। তারা আমাকে দেখে খুব খুশী হল। অনেকদিন আমার কোন খোঁজ না পেয়ে ওরা খুব চিন্তিত ছিল। ম্যানেজার মিজানুর রহমান আমার সমবয়সী, সে সস্ত্রীক সেখানে থাকে। ওরা দু'জনেই আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করে। আমি ম্যানেজারকে নাম ধরে ডাকি, তার স্ত্রীকে ভাবী বলে থাকি। আমি এসেছি শুনে ভাবী আনন্দে ছুটে এলো। এসেই খুশীর আবেগে বললো– ওমা, আমার কি সৌভাগ্য! ভাই যে একেবারে জোড়া বেঁধে এসেছেন! ভাবীর কথা শুনে সুরমা হি হি করে হেসে ফেললো। আমি বললাম– ভাবী! তুমি ভুল বুঝেছো। আপনি আমার কাছে লুকাচ্ছেন কেন ভাই! এ যে রোমানা ভাবীর দ্বিতীয় সংস্করণ! একটুও এদিক ওদিক নয়, একেবারে তেমনটি।

www.pathagar.com

সুরমা হাসতে হাসতে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লো। সে কৌতুক করছে না আনন্দে বিভোর হয়ে গেছে! তা বুঝতে পারলাম না। আমি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম।

ভাই! ভাবী এতো হাসছে কেন?

ভাবী কোথায় দেখছেন, এ যে আমার বোন!

মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে চাইলেই কি আমি ভুলবো! আমি জানি আপনার কোন বোন নেই। একটি মাত্র বিধবা ফুফু আছেন, তাও তিনি নিঃসন্তান। আজ আবার বোন এলো কোত্থেকে?

কুড়িয়ে পেয়েছি।

এমন পরীর মত মেয়ে যদি কুড়িয়ে পাওয়া যেত তাহলে কেউ আর ঘটা করে বিয়ে করতো না। কুড়িয়ে নিয়ে এসে বউ বানাতো।

সুরমা, তুমি কিছু বলে আমাকে রেহাই দাও দেখি!

আপনার এমন মজার ভাবী রয়েছে তা যদি আগে জানতাম তাহলে হয়তো এখানে আসতাম না। এসেই যখন পড়েছি তখন দেখি উনি কত রসিকতা করতে পারেন।

কল্পনার উপর রং ছড়িয়ে কৌতুক করা মেয়েদের একটি স্বভাব। মেয়েদের কৌতুক করতে দেখে ছেলেরা আড়ালে থেকে পুলক অনুভব করে।

সবজান্তা ভাবীরা, তোমরা যখন ছেলেদের মনের পাতা পড়তে পার তখন প্রথম ধাপেই আছাড় খেলে কেন?

আমি আছাড় খাইনি, যা ভেবেছি তা কল্পনা নয়। যদি দু'টি হৃদয় এখনও সংযোজন না হয়ে থাকে তাহলে একদিন যে বাস্তবরূপ নেবে তা আমি নিশ্চিত। রোমানা ভাবীর শূন্যস্থান যাকে দিয়ে পূরণ করা সম্ভব, প্রভু দয়া করে তাকেই সামনে এনে দিয়েছেন।

ভাবী তুমি চুপ কর, আমাকে লজ্জা দিও না। আমাদের অবস্থান আকাশ আর পাতাল সমান ব্যবধান। যে বিষয় আমার কল্পনা করাও পাপ তার পরিসমাপ্তি এখানেই হোক।

ব্যবধানটা কি?

সুরমা উচ্চ বংশে ব্রাহ্মণ কন্যা, আর আদর্শ আমার আদর্শের বিপরীত।

একদিন আমাদের পূর্ব পুরুষও মিথ্যে আদর্শের গহ্বরে পড়ে হাবুডুবু খেতেন। তারা একদিন দয়াল নবীর মহান আদর্শে মুগ্ধ হয়েই আমাদের বাঁচিয়েছেন। যে

www.pathagar.com

আলোর পরশ তারা পেয়েছিলেন তা ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অন্ধকার একটু একটু করে দূর করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। একদিন সেই নূরের আলো অবশ্যই সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করবে। কেননা সব জাতিই আজ সত্য অনুসন্ধান করতে করতে দীন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তাই শয়তানের গোষ্ঠির গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেছে। তারা এই পবিত্র আলো যতই নিভাতে চেষ্টা করছে ততোই তাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসছে একদল জ্ঞানবানরা। এই আলোর মশাল উজ্জ্বলতর করার জন্যে।

ভাবী, আমিও সেই আলোর পরশ পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু আলমগীর ভাই আমাকে দীক্ষা দিলেন না।

কেন ভাই, আপনি সত্যের পয়গাম থেকে তাকে বঞ্চিত করছেন?

উচ্চ শিক্ষার দুয়ারে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্যে সমস্ত দুয়ারই খোলা। বিস্তর পড়াশোনার সুযোগ তার আছে। আমি চাইনা সে আমাদের মুখের কথায় মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে আসুক। আমি চাই নিজ জ্ঞানেই সে সত্যকে অন্বেষণ করুক। সত্য আপন ইচ্ছায় একদিন তার হৃদয়ে আসন করে নেবে।

আপনি প্রভুর কাছে আমার জন্যে এমন দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে সত্য জ্ঞান দান করেন।

কেবল মাত্র তোমার জন্যে নয়– যারা শয়তানের পূজা করে অন্ধকারে তলিয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকেই যেন নূরের আলোয় আলোকিত হয় স্রষ্টার কাছে –এই হচ্ছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

সবার উপরে আমি কি বিশেষ কেউ হতে পারি না?

দেখলাম সুরমার কাতর চাহনি আমার মুখের দিকে বিদ্ধ হয়ে আছে। তার এই হৃদয় গলানো কথাটি আমার মুখে কোন ভাষা জোগালো না। সুরাইয়া ভাবী মুচকি হেসে বললো– কি ভাইয়া। এর উত্তরটা কি আমরা পেতে পারি না? আমার মন তখন চঞ্চল হয়ে ছুটে গেছে কক্সবাজারের সেই সমুদ্র সৈকতে। নির্জন বালুচরে বসে নিজেকে প্রকৃতির গহ্বরে হারিয়ে ফেলছিলাম, সুরমার কাপা হাতের স্পর্শে আমি সম্বিত ফিরে পেয়েছিলাম। তারপর থেকে মাস দু'য়েকের মধ্যে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া বিচিত্র সব কাহিনী যা হৃদয় থেকে মুছে যাবার নয়। এই সময়ের দুর্বল মুহূর্তগুলিই আমাদের পরস্পর কাছে টেনে এনেছে। এই সুযোগ কি আমি ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করেছি! আমি তাদেরকে মাতা পিতার কাছে পৌছে দিয়েই যে চলে আসতে পারতাম। কিন্তু কেন আসতে পারিনি। রোগ শয্যায় শায়িত যন্ত্রণা কাতর বৃদ্ধবৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়েই আমার বিবেক এমনই মুহূর্তে কর্তব্য কি, সেই বিষয়ে আমাকে সচেতন করে দিয়েছিল। ভুলেও আমার কল্পনার

www.pathagar.com

আকাশে রোমানার বিকল্প সে তারার উদয় হতে দেখিনি। আমার আদর্শই আমাকে কর্তব্যে অবহেলা, সেবা শশ্রূষায় ত্রুটি হতে দেয়নি। সুরমাদের পরিবার আমার কর্তব্যের প্রতি মুগ্ধ হয়ে বা আমার রাজপুত্রের মত চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই এগিয়ে এসেছে, না আমার আদর্শই তাদের ভুলিয়েছে. তার পরীক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আমি দু'চোখ বুজে কতক্ষণ সেই পিছনে ফেলে আসা বাস্তব ছবিগুলো দেখছিলাম তা জানি না। ভাইয়া সম্বোধনটি আমার চেতনা ফিরিয়ে দিল। দেখলাম দু'টি নারী একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। একজনের বিস্ময়ে ভরা মুখের চেহারা আর একজনের মুখচ্ছবিতে স্বীকৃতি পেতে করুণ আবেদন। বিস্মিতা নারী বললো– ভুল করেছি ভাইয়া?

কিসের ভুল?

একটি জিজ্ঞাসার জবাব চেয়েই আপনাকে চিন্তার সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি। যদি ভুল করে থাকি তাহলে ক্ষমা পেতে পারি না?

ক্ষমার আদর্শ আমাদের, চাওয়ার আগেই এর প্রয়োগই হচ্ছে মহত্ত্ব।

তাহলে তো আমাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে কোন বাধা নেই।

দু'টি মাস আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যা কলম দিয়ে কাগজে লেখা না হলেও অন্তরের পাতায় নিজের অজান্তেই লেখা হয়ে গেছে। তাই ভাষা দিয়ে এর উত্তর আমি দিতে পারবো না। হৃদয়টা তো আধুনিক যুগের কম্পিউটার। বোতাম টিপলেই তথ্য বের হয়ে আসে। সেখানেই এর উত্তর পেতে চেষ্টা কর। অনেক দায়িত্বের বোঝা আপন ইচ্ছায় আমার কাঁধে চেপে বসেছে। যার সমাধান করা কেবল কষ্টসাধ্য নয়– দুরূহও বটে।

আমার কথা শেষ হতেই বাঁধভাঙা অশ্রুতে সুরমার দু'চোখ যেন ঝাপসা হয়ে এলো। সে কান্না ধরে রাখতে পারলো না, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। ওড়নার আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– যে ফুলের সৌরভ আপনাকে মোহিত করতো তা একদিন অকস্মাৎ অকালে ঝরে যাবে –যা ছিল আপনার কল্পনার বাইরে। আপনার ক্ষতবিক্ষত হৃদয়টি কোন্ সোনার হাতের পরশে পূর্বের সেই উজ্জ্বলতা ফিরে পাবে তা যদি জানতাম! আহ্! আজ যদি বিধাতা আমার হাত দু'খানিকে মায়াময় করে দিতেন আর পারতাম যদি আপনার ক্ষত চিকিৎসা করতে, তাহলে মনে করতাম আমার নারী জন্ম সার্থক হয়েছে।

সুরাইয়া ভাবী আমার দিকে মুখ তুলে চাইলো। ব্যথাভরা সেই মুখ। বললো– ভাইয়া! এর পরেও কি ও স্বীকৃতি পেতে পারে না?

না।

www.pathagar.com

আমার উত্তর শুনে ভাবী চমকে উঠলো। বললো– 'ভেবে দেখি এতটুকু আশ্বাসও তো দেয়া যায়।

ভাবী, তুমি কেবল ওর পক্ষেই সাফাই গাইছো। কিন্তু আমার ভাবনা ওদের গোটা পরিবারকে নিয়ে।

যে মেয়েটি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে তার পরিবার নিশ্চয় অসহায় হতে পারে না ভাই!

কিছুটা পরিচয় তোমাকে দিতে হয় দেখছি। বৃদ্ধ মাতা পিতাকে দেখা শোনা করার জন্যে কোন পুরুষ ছেলে সেই বাড়ীতে নেই। একটি আশ্রিতা তরুণীকে নিয়ে পাঁচটি নারী সকলেই যৌবনের দারপ্রান্তে, তার মধ্যে তিনটিই বিধবা। বুঝে দেখ তাদের অন্তরে কত ব্যথা! আর রোমানা যদি তার হৃদয়ের ধনকে নিয়ে বেঁচে থাকতো তাহলে বেদনায় জর্জরিত এই সোনার প্রতিমাগুলো থেকে যেত আমার দৃষ্টির আড়ালে। আল্লাহ হয়তো আমাকে অছিলা বানিয়েছেন তাদের হেফাজতের জন্য। বৃদ্ধবৃদ্ধা তাদের একমাত্র ছেলের শূন্য আসনে আমাকে বসিয়েছেন। আমি ছেলের রূপ ধরেই তাদের সেবা শশ্রূষা করেছি। মৃত্যুর দুয়ার থেকে আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ভাই হয়ে বোনদের অঙ্গীকার করেছি। সধবাদের নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। আমি নারী না হলেও অল্প বয়স্কা বিধবার হৃদয়ের ক্ষতের যাতনা অনুভব করতে পারি। বিদায় বেলায় যখন সুশীলা বৌদির কাছে গেলাম তখন তার কাঁন্নাভেজা গলায় অন্তরের বেদনাভরা কথাটি আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিয়েছে। ছোট্ট একটি কথা– আলমগীর ভাই! বিমল আপনারই।

বল ভাবী, এই মুহূর্তে আমার করণীয় কি?

সুরাইয়া ভাবী কোন কথা বললো না। তার অবনত দৃষ্টি পাকা মেঝের উপর যেন গেঁথে রয়েছে। আমি বললাম– ভাবী! সামান্যতেই মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললে!

আমি জানি সব নারীই সুখের হিসাবটা কষতে জানে কিন্তু দুঃখের সাগরে যারা হাবুডুবু খায় তাদের উদ্ধারের পথ দেখাতে পারে না। আমি আশাবাদী, সুরমা আর তার ছোট বোন নরমাকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমার্পণ করতে পারবো।

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সুরাইয়া ভাবী বললো– আপনার মস্তবড় ব্যবসা। আপনি অঢেল পয়সার মালিক। আপনার সারির যুবকেরা নিজের আরাম আয়েশ জলাঞ্জলি দিয়ে পরের বোঝা মাথা পেতে নেয় না। উদার হৃদয় আপনার। মন আপনার আকাশের মত উঁচু, পাহাড়ের মত কঠিন। শত আঘাতে ভেঙে চূর্ণ হবার নয়। আসন শূন্য একটি, সেখানে পাঁচটিকে নিয়ে ভাবা যায় না, তবু আপনি ভাবতে পারছেন –এটাই বড় কেরামতি।

www.pathagar.com

এখানে এসে সুরাইয়া ভাবীর কথা শুনে সুরমা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল। পূর্ণিমা চাঁদের মত মন কাড়া সেই হাসি যেন হঠাৎ করে অমবস্যার অন্ধকারে ঢেকে গেছে। পদ্মফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট দু'টি বুজে আছে, মনে হয় সেখান থেকে আর কোন সময় কথা ফুটবে না। সুরাইয়া ভাবী হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরের দিকে। আমি কিছু সময় নিরালয়ে বসে ভাববার অবসর পেলাম।

পরদিন সকালে সুরমা তার হলরুমে চলে গেল। গাড়ীতে উঠার আগে আমার একখানি হাত ধরে বললো– অনেক কিছু বলার ছিল, হল না বলা। শুধু এতোটুকু বলি, অনেকগুলো কোমল প্রাণ চাতকের মত আপনার পথ চেয়ে প্রহর গুনবে। আশা করি নিরাশ হবে না কেউ।

সেদিন বিকেলের ফ্লাইটেই আমি যশোর চলে এলাম। বাড়ীর গেটের সামনে যখন গাড়ী থেকে নামলাম তখন রাত আটটা বেজে গেছে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড বেদনাবোধ জেগে উঠলো। এটা কোন মানুষের বাসযোগ্য বাড়ী বলে ভাবার যায় না। কয়েক মাস পূর্বে যেখানে প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত মেয়ে পুরুষের ব্যস্ত পদধ্বনি হাস্য কলরব শোনা যেত, সেখানে মাত্র একটি আত্মার অন্তর্ধান হওয়াতে সব যেন সেই সাথে মিলিয়ে গিয়েছে। নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ীটি অকস্মাৎ হারিয়ে যাওয়া। কর্তৃর বিয়োগ ব্যথায় নীরবে শোক পালন করছে। এ দৃশ্যটি অসহ্য। না এলেই যেন ভাল হত। আমি যেন হারিয়ে গেলাম কোন্ অদৃশ্য জগতে। কোন্ অচিনপুরীতে প্রিয়তমা তার সদ্যপ্রসুত ছেলেটি গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, আমার বিচ্ছেদ বেদনার মনটি তারই অন্বেষণে ছুটে বেড়াচ্ছে। জানি জীবনাবধি খুঁজে ফিরলেও তার নাগাল পাব না। যে ফুল বোটা থেকে একবার ঝরে যায় তাকে আর কোন প্রযুক্তিতেই সেখানে সংযোজন করা যায় না। এই চিরন্তন সত্যটিও আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারছে না। আমার স্পন্দন যেন থেমে গেছে। আমি নিশ্চয় জড়বস্তুর মত ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। এরই মধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গেল।

কারো করুণ ক্রন্দন ধ্বনি আমার কানে প্রবেশ করলো। সম্বিত ফিরে চেয়ে দেখি দু'পাশে কাজের ছেলে মেয়ে মান্না আর রিমা আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। রিমার কান্নাটি ছিল ব্যথাভরা। আমি আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। মন্ত্রমুগ্ধের মত দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কান্নাভেজা গলায় বললাম, তুমি কেঁদনা রিমা, আমি এসেছি। সে এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো। অতিকষ্টে সে যা উচ্চারণ করলো তা হচ্ছে ভাইয়া! আমি যে এই জীবন আর ধরে রাখতে পারছিনে। ভাবীহীন এই মৃত্যুপুরীতে অবস্থান করা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। জানি আপনার দেহ মন

www.pathagar.com

ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এই বাড়ীটিও আজ শোকে মুহ্যমান, যা মানুষের ধৈর্য শৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দেয়। তাই হয়তো আপনি দীর্ঘদিন সব সংসর্গ ত্যাগ করে গোপনে পালিয়ে ছিলেন স্বাভাবিক মানসিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে। আমি অস্থির হয়ে আপনার অপেক্ষায় দিন গুনছিলাম, দয়া করে আমাকে ছুটি দিন। ভাবীহীন এই এতিম সংসারে বেদনার কাঁন্না আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।

ছুটির দরখাস্ত করে তোমার রোমানা ভাবীর বিদেহী আত্মার প্রতি অসম্মান তুমি করো না রিমা। সে তোমাকে পছন্দ করে এই বাড়ীতে এনেছিল। তোমায় লেখা পড়া শিখিয়েছে। নিজের তদারকিতে তার পছন্দমত সব কিছুতেই তোমাকে পারদর্শী করে তুলেছে। মালিক ভৃত্যের ব্যবধান উঠিয়ে দিয়ে তোমাকে অতি আপন করে গড়ে দিয়েছে। তার সেই উদার হৃদয়ের অসংখ্য স্মৃতি তোমার মনের পাতায় গেঁথে আছে। আমি যদি তোমাকে ছুটি দিয়ে দিই তাহলে তুমি কি পারবে সেই স্মৃতির পাতাগুলো ছিড়ে ফেলতে?

আপনি আমার দুর্বল দিকটাতেই আঘাত হেনেছেন। আমি এমন নিষ্ঠুর হতে পারবো না ভাই! যে স্মৃতি ভুলার নয় তা হৃদয়ের পাতা থেকে মুছে ফেলার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

মৃত্যু চাইলেই এসে ধরা দেয় না। সময় হলে সে আপন ইচ্ছায় এসে আলিঙ্গন করে। রিমা কি বলতে যাচ্ছিল মান্না বাধা দিয়ে বললো– ভাইকে এতোকষ্ট দিচ্ছিস কেন, উপরে নিয়ে চল। আমি ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে আসি। রিমা আমার হাত ধরে পূর্ব অভ্যাস মত উপরে টেনে নিয়ে গেল। আমি বললাম– ফুফু কেমন আছেন? ও বললো– তিনি অসুস্থ। আজ প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে বিছানায় শুয়ে আছেন। আমি এবার দ্রুত উপরে উঠে ফুফুর ঘরে যেয়ে ঢুকলাম। তিনি আমাকে দেখেই বিছানার উপর উঠে বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম– কেমন আছেন ফুফু? তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন, সব হারিয়ে তোর কাছে এলাম। কি সুখেই না দিন যাচ্ছিল। কিন্তু ভাগ্যে সইলো না।

আমার পাঁজর ভেঙ্গে গেছেরে বাবা! আমার ভাল মন্দ আর কি আছে। তোমার মুখে হাসি দেখতে পেলে আমি শান্তিতে মরতে পারবো।

জীবনটা কি এতোই ভারবোধ হয়ে গেছে যে সবাই মৃত্যু কামনা করছে?

বেঁচে থেকে আর কি হবে বাবা!

ফুফু! আপনি এতো অধৈর্য হয়ে পড়লেন কেন? জীবন মৃত্যু কি মানুষের হাতে। জন্মালেই মরতে হবে এতো চিরন্তন সত্য। বিধির বিধানের কোন রদবদল হয় না। আপনি আমার গুরুজন, মায়ের আসন অলঙ্কত করে রেখেছেন। প্রিয়জন

www.pathagar.com

হারানোর শোক এ বাড়ীর প্রতিটি প্রাণী, এমনকি এর কঠিন দেওয়ালগুলোও অনুভব করছে। হাসি কান্নার জগৎ। যে বাড়ীটি সব সময় হাসতো সে এখন কাঁদছে। আপনি কি মনে করেন সে আর কোনদিন হাসবে না?

হাসবে না কেন বাবা! হাসবে। আমি চাই আর একটি লক্ষ্মী মেয়ে বউ হয়ে এই বাড়ীতে আসুক, সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে হোক, আবার হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠুক। বল বাবা! তুমি আমাকে নিরাশ করবে না।

আশার কুহকজালে প্রতিটি মানুষই বন্দী। কারও আশা পূরণ হয়, আবার কাউকে নিরাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে ছাড়ে। রোমানা চলে যায়নি। সে নেপথ্যে থেকে আমার পরীক্ষা নিচ্ছে। আমি যেন এখন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। আপনি দোয়া করুণ, আমি যেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি।

কি এমন কঠিন পরীক্ষা, তাতো বুঝলাম না বাবা?

রোমানার হারানো শোক ভুলতে যেয়েই আমার অলক্ষ্যে আল্লাহ একটা অসহায় পরিবারের দায়িত্বের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। আমি আজ অশিতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধার ছেলে, অনেকগুলো বোনের ভাই, একটি এতিম শিশুর বাবা। গত দু'মাসের অনুপস্থিতি আপনাদেরকে পীড়া দিয়েছে। কিন্তু আমি পেয়েছি অনাবিল শান্তি। একমাত্র আপনি ছাড়া ইহজগতে আমার অতি আপনজন বলতে কেউ ছিল না। একটা অকস্মাৎ দুর্ঘটনা অনেককে আমার আপনজন হিসাবে মিলিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে নিয়েই আমার ভবিষ্যত কর্মপন্থা আবার নতুন করে গড়তে হবে। আমি কর্তব্য সচেতন, তবু তাদের নিয়ে যে সমস্যা, তার কোন সমাধানের পথ আমি এখনও বের করতে পারিনি।

সমস্যাটা কি বাবা?

আমার পাঁচটি বোনের মধ্যে তিনটি বিধবা, তারপর আবার ভিনজাতি। তাদের সামাজিক পদ্ধতির অনেক কিছু আমার জানা নেই। আমার অনেক হিন্দু বন্ধু আছে, তারা এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে কিনা সন্দেহ আছে।

কেন?

আমাদের মধ্যে যেমন বিধবা বিবাহের ব্যাপক প্রচলন আছে, ওদের মধ্যে তেমন গুরুত্ব নেই। তারপরেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে– ওদের অনেক শ্রেণীভাগ আছে। এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ শাদী নেই। এছাড়াও ওদের কৃষ্টির বিচার কড়াকড়ি।

তোমার আয়ত্তের মধ্যে যা কিছু আছে তাই তুমি পালন করে যাও, বাকীটা ওদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দাও।

www.pathagar.com

ভাগ্যের লেখন তো পড়ে নেয়া যায় না, ফুফু! সমস্যা যে সেখানে।

তাতে চিন্তার কিছু নেই, কেননা ভাগ্যের চাকাতো থেমে থাকে না আবার কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীনও নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমি শেষ জীবনে এসে শিখলাম। বৌমা আর তার গর্ভস্থ সন্তানকে নিয়ে আমি কত রঙিন স্বপ্ন দেখতাম। কোথায় মিলিয়ে গেল সেই সুখ স্বপ্ন! তুমি ভেব না বাবাজী! আল্লাহ যদি তোমাকে দিয়ে সেই অসহায় মেয়েগুলোর সহায়ের ব্যবস্থা করতে চান তাহলে তিনিই সেই উত্তম পথটি তোমার সামনে প্রকাশ করে দিবেন।

সব ভাবনা আমি এক সাথে ভাবছিনা ফুফু! সেই শিশু সন্তানকে নিয়েই আমার উদ্বেগের কারণ।

তার মা নাই?

আছে, কিন্তু শিশুর পিতার পরিচয় আমাকেই দিতে হবে। অবুঝ শিশু যখন বুঝতে শিখবে, তখন সে যে পিতৃহীন, এটা যেন না জানতে পারে –এটাই সে আমার কাছে দাবী রেখেছে।

এটাতো অসম্ভব দাবী। এমন অযৌক্তিক দাবী কোন সতী নারী করতে পারে তা আমার জানা নেই। সে দেবে মায়ের পরিচয় আর তুমি দেবে পিতৃ পরিচয় অথচ তোমাদের মাঝে একটি কঠিন দেয়াল আঁড়াল করে রেখেছে। তুমি কি মনে করেছো –এ দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা যাবে?

এমন ভাবনা আমাদের কারও নাই। সে চেয়েছে শিশুটিকে আমি নিজের কাছে রেখে আপন সন্তানের মত লালন পালন করি? সে কেন আমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছে তার একটি মাত্রই কারণ, পিতৃহীন শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা করে সে অস্থির হয়ে পড়ে। তার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী যতদিন বেঁচে আছেন ততোদিন হয়তো কোন অসুবিধা দেখা দেবে না। তারা মারা গেলে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার, সেটাই সে দেখতে পাচ্ছে। তার জীবন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাক তাতে দুঃখ নেই। তার নাড়ী ছেঁড়া ধন, যে একটা উপযুক্ত মানুষের হাতে পড়েছে –এই সান্ত্বনাটুকু নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায়।

তাহলে তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখ তারা আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসে কিনা।

দু'সপ্তাহ না যেতেই টাঙ্গাইল থেকে বৌদির চিঠি পেলাম। লিখেছে 'মুক্তির দূত হয়ে আপনি যখন এ বাড়ীতে আসেন তখন আমার পরিচয়, আমি বিধবা। তাই প্রথমেই আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি আমাকে বৌদি বলবেন না। নাম ধরেই ডাকবেন, তাতে আমি সত্যি খুশী হব। ছেলেটির যে নাম এ পরিবার থেকে

www.pathagar.com

রাখা হয়েছিল তারও পরিবর্তন আমি আন্তরিকভাবে চাই। আপনার হাতে যখন আমি তাকে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেছি তখন তার কি নাম রাখবেন সেটা আপনিই ভাবুন। বাবা বাবা করে ছেলেটি আমাকে অস্থির করে তুলছে। অসহ্য হয়ে পড়েছে ধৈর্য রাখা। অতি সত্বর এসে তাকে আপনার কাছে নিয়ে যান। সুরমাকে যেমন সমুদ্র সৈকত থেকে উদ্ধার করে এনেছেন, তেমন মনে করুন অজ্ঞাত কোন স্থান হতে পরিচয়হীন একটি শিশুকে কুঁড়িয়ে পেয়েছেন। চিঠি পড়ে আমার মনে ভাবান্তর দেখা দিল। আমি দু'মাস সেখানে ছিলাম। এই সময়টায় দিন রাতের অধিকাংশ সময় শিশুটি আমার কাছে থাকতো। আমাকে দেখলে আর কারও কাছে যেতে চাইতো না। তাই হয়তো অবুঝ শিশু আমার কথা ভুলতে পারছে না। যদি আমি দীর্ঘ সময় তাদের থেকে দূরে অবস্থান করি তাহলে নিশ্চয় সে আমার কথা ভুলে যাবে।

আমি আমার ব্যবসায়িক কাজে সময় কাটাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে মোবাইলে অনিমার সাথে তাদের ব্যবসায়ের খোঁজখবর নিই, বাড়ীর সকলে কে কেমন আছেন তা জেনে নিই। সে তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা বলে। আমি অজুহাত দেখাই ব্যবসার কাজে খুব ব্যস্ত। সময় পেলে আসবো। এক মাসের মধ্যে ঢাকায় সুরমার সাথে একদিন মাত্র কথা হয়েছে। তার অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পূর্বের সেই কথাবার্তা আর নেই, বদলে গেছে সে আমাকে উতলা করে তুলতে। এখন সেই পথ থেকে সে নিজেই সরে গেছে। মনে মনে স্বস্তি পেলাম। এর মধ্যে একদিন সময় নিয়ে রংপুর গেলাম। রত্নার দেয়া ঠিকানা অনুযায়ী অনেক অনুসন্ধান করে যে স্কুল থেকে সে এস.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছিল সেখান থেকে ওর সার্টিফিকেট নিয়ে এলাম। নিজের কাজে ঢাকা যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে ডাকে সার্টিফিকেট রত্নার কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

বছর পূর্ণ হয়ে গেল। একদিন অনিমা জানালো– বাবা মা আবার অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। তারা আপনার জন্যে খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। কেবলই বলছে, আলমগীরকে আসতে বল। চিকিৎসা চলছে। ডাক্তার হোসেন সাহেব বললেন– এবার হয়তো তারা নাও ফিরতে পারেন। এটা বোঝা যায় আপনাকে কাছে পাওয়ার জন্যে তারা কেবলই চোখের পানি ফেলছেন। এতোদিন আপনার সময় অপচয় করে এখানে আসবার জন্যে তাগাদা করিনি। এবার আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া করে একটিবার আসুন। একই দিনে ঢাকায় সুরমার কাছ থেকে পেলাম সেই একই অনুরোধ। ওদেরকে এড়িয়ে থাকা আমার আর সম্ভব হল না। বৃদ্ধ মা বাবার ডাকে সাড়া না দিলে তারা যদি মনে ব্যথা পান তাহলে আমাকে

www.pathagar.com

তো কঠিন জওয়াবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। আমি তো ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষা লাভ করিনি। আদর্শভিত্তিক শিক্ষা লাভ করেছি, তাই জাতের বিচার আমার কাছে মূল্যহীন। রিমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম– তোর রোমানা ভাবী যদি বেঁচে থাকতো নিশ্চয় তার কোলে থাকতো সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে, কি বলিস?

হাঁ, তাই।

সেই ছেলের দেখাশোনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কে কাঁধে তুলে নিত?

আমি।

মনে কর তোর ভাবী নেই কিন্তু ছেলেটি বেঁছে আছে, তার লালন পালনের ভার তুই নিতে পারবি না?

পারবো, কিন্তু খোকা যে ভাবীর সাথেই চলে গেছে!

সে যে আবার অন্যরূপ ধরে ফিরে এসেছে।

আমি জানি কেউ মরে গেলে হাজার সাধনার পরেও আর ফিরে আসে না। তবে আপনি যদি একান্তই কারও লালন পালনের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন তাহলে আমি অবশ্যই আপনার বোঝা মাথায় নিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবো। আচ্ছা ভাই! একটি কথা বলবো?

বল, কি বলবে।

কয়েকদিন আগে ঢাকা থেকে একটি মেয়ে টেলিফোন করেছিল। আপনি বাসায় ছিলেন না, তাই আমি ধরলাম। আপনাকে চাইলো– আমি বললাম তিনি বাসায় নেই। জানতে চাইলো কখন আসবেন? বললাম– তা জানি না।

বললো, আপনি তার কে?

আমি তার রক্তের সম্পর্কের কেউ নই, তবু সেটা ভাবাই যায় না।

এযে বড় আজব কথা! পরিচয়টা দিন।

আমাকে আপনি বলবেন না, আমি তার বাসার কাজের মেয়ে।

তেমন তো মনে হয় না?

তিনি দয়া করে আমাকে ভাইয়ের স্নেহ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন।

বাড়ীর কাজের মেয়ের সাথে ভাই বোনের সম্পর্ক থাকে তা আজ নতুন শুনছি। আমার ভাগ্য মন্দ, যদি ভাবীকে না হারাতাম তাহলে একদিন আপনার মুখোমুখি হয়ে অবাক করে দিতাম।

www.pathagar.com

তোমার কথায় আমি আশ্বস্ত হলাম।

কেমন?

এ দেশের সবহারা মেয়েদের যে একটা অবলম্বন আছে এটা জেনে খুব আনন্দ পেলাম।

বুঝলাম না।

অসহায় মেয়েদের কেউ না থাকলেও অন্ততঃ একজন স্নেহপ্রবল ভাই যে তাদের আছে, এটা খুশীর কথা।

আপনার পরিচয়?

আমার পরিচয় দেয়ার মত কিছু নেই, তবে তিনি আমাদের বোনের মর্যাদা দিয়েছেন।

আমাদের?

আমরা পাঁচটি অবলা নারী বোনের দাবী পেশ করার আগেই পেয়ে গেছি, এটা আমাদের কোন্ জন্মের পুণ্যফল তা জানিনে।

কোন্ জন্মের অর্থ? মানুষ মাত্রই একবারই জন্ম হয়।

আমরা এক সময় সেই বিশ্বাসের উপর অটল ছিলাম তাই বলে ফেলেছি।

সেই বিশ্বাস এখন আর নেই?

ভুলে গেছি। ভাইয়ের আদর্শই এখন আমরা উত্তম মনে করছি।

তিনি তা জানেন?

অনেকবার আভাস দিয়েছি কিন্তু তিনি এড়িয়ে গেছেন।

অসহায়ত্বের সুযোগ তিনি গ্রহন করেন না।

তিনি যখন ভাই হয়ে গেলেন তখন অসহায় থাকলাম কোথায়?

জাতিগত ব্যাপার, এতে আপনারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেও অনেক সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। যদি আপনারা জিতে আসতে পারেন তাহলে আশ্রয়হীন হতে হবে না। সর্বোত্তম আশ্রয় আপনাদের জন্যে মওজুদ আছে। ঝুঁকি হলেও এমন সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে দেখুন কি মর্যাদায় আপনারা অভিষিক্ত হন।

আপনাকে তো যেমন তেমন মেয়ে মনে হচ্ছে না। এমন উঁচুমানের কথাবার্তা যার তার মুখ দিয়ে বেরোয় না।

এতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। ভাবী আমাকে হাতে কলমে শিখিয়েছেন, সব পাওনা তার। আচ্ছা আপা, আপনার নামটাই তো জানা হল না?

www.pathagar.com

নাম একটা ছিল, সেই নামে আর পরিচয় দিতে চাই না। নতুন একটা নামের চিন্তা ভাবনা করছি, যদি ভাইয়ের কোন আপত্তি না থাকে তবে সেটাই নিব।

তাকে বলেছেন?

না।

তাহলে তো তার আপত্তি অনাপত্তির কোন প্রশ্নই আসে না।

একদিন সুযোগ মত বলে ফেলবো, হবে তো?

সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকবেন কেন?

এই ধরুন, মানুষের দুর্বল দিকটায় হাত পড়লেই বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করে।

আমাকে বলুন না! আমি আপনার হয়ে উকালতি করবো।

আচ্ছা ঠিক আছে, একদিন তোমার সাথে গোপনে বলবো। আজকের মত রাখি।

তিনি টেলিফোন ছেড়ে দিলেন। নির্দিষ্ট কোন পরিচয় দিলেন না। এই মেয়েটি কে ভাইয়া?

কত মেয়েই তো আমাকে জানে, আমিও অনেককে জানি। নামধাম না বললে বুঝবো কি করে? আবার কোনদিন কল করলে তার সাথে ভাব জমিয়ে সব জেনে নিও।

দু'দিন পরেই টাঙ্গাইলের পথে বাড়ী ছাড়লাম। ঢাকা পৌছে অফিস-বাড়ীতে গেলাম। ব্যবসায়িক ব্যাপারে এখানে কিছু কাজ আছে, সেগুলো সারতে কয়েকদিন হয়তো থাকতে হবে। নীচে অফিসের ম্যানেজার কর্মচারীদের সাথে দেখা করে উপরে গেলাম। এক কর্মচারী আমার বড় ব্যাগটি উপরে দিয়ে গেল। সংবাদ পেয়ে সুরাইয়া ভাবী এলো। কুশল বিনিময়ের পর বললো– আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার কুড়িয়ে পাওয়া বোন সুরমা নামের মেয়েটি প্রায়ই এখানে আসে। কোন কোন দিন রাতের বেলা থেকে আবার সকালে চলে যায়। আপনার ঘরে বসে বসে আমরা দু'জন গল্প করে সময় কাটাই। রাতে আপনার বিছানায় শুতে না চাইলেও আমি জোর করে থাকতে বাধ্য করি। আমি তাকে মাঝে মাঝে বলি আমার একান্ত ইচ্ছা –এই শয্যাটি তোমার চিরস্থায়ী হোক। সে লজ্জা পেলেও আমি খেয়াল করেছি একটা অনাবিল হাসি তার চেহারায় ফুটে উঠে। তখন তাকে খুব মনোরম দেখায়। আমি মেয়ে হয়ে ভুলে যাই, আপনি ভোলেন না কেন?

ভাবী! এ কি একটা প্রশ্ন হল?

প্রশ্ন যদি নাইবা হল, অনুরোধ তো করতে পারি। আপনি কি ভাবেন তা জানিনে তবে সে যে কিছু ভাবে তা বোঝা যায় তার মনের পরিবর্তনে। সে একটি কথা

www.pathagar.com

আমাকে বার বারই বলে, আপনাদের আদর্শ আমার হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে, মনকে করেছে আকৃষ্ট। আমি জানতে চেয়েছি তাহলে এখনও দূরে সরে আছ কেন? সে বলেছে– দূরে কোথায় দেখলেন, আমি যে একেবারে নিকটে এসেছি যার মাঝে কোন ব্যবধানই নেই। যেটা মনের ব্যাপার সেটার কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না। যদি কোন সমস্যা দেখাই দেয় তাহলে পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে একদিন না হয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে আত্মপ্রকাশ করবো। আমি তাকে রোমানা ভাবীর ছবি দেখিয়েছি, তা দেখার পর থেকে সে যেন একেবারেই বদলে গেছে।

আমি দুঃখিত। তুমি তাকে প্রভাবিত করেছো। আমি মনে করি, তোমার আর এক পা-ও অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়।

মণি মানিক্যের আশায় মানুষ সমুদ্রে ডুব ফুঁড়ে হয়রান হয়; পাওয়া না পাওয়া অনিশ্চিতই থেকে যায়। তবু মানুষ ক্ষ্যান্ত হয় না, নেশার ঘোরে ছুটতে থাকে সেই অমূল্য সম্পদ পাওয়ার আশায়। যে রত্ন আপন ইচ্ছায় হাতের মুঠোয় ধরা দেয় তা প্রত্যাখ্যান করা কোন বিবেকবান মানুষের দ্বারা কি সম্ভব?

ভাবী! তোমার অনেক বেশী বলা হয়ে গেল। তুমি তো অনেক কিছু জানো না। পরিস্থিতি আমাদেরকে নির্জন গৃহে অনেক সময় কাটাতে বাধ্য করেছে। সেই মুহূর্তগুলো যুবক যুবতীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করার জন্যে যথেষ্ট। আমি আড়াল করে এসেছি, সে হয়তো দুর্বলতার শিকারে পতিত হয়েছিল।

তাকে দোষারোপ করছেন কেন? আপনার মত আদর্শবান যুবকের সান্নিধ্য পেতে প্রতিটি সুন্দরীকে দুর্বলতায় পেয়ে বসতে পারে –এটা অসম্ভব কিছু নয়।

তাই যদি সত্য হয় তাহলে আর বিয়ে না করাই আমার জন্য উত্তম।

কেন?

আমি যখন একটির বেশী গ্রহন করতে পারবো না, তখন অনেকের বদ্‌দোয়া যে আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে।

এটা তো কোন যুক্তির কথা নয় ভাই! পাশে একজনকে দেখলে কেউ আর কিছু ভাববার সাহস করতে পারবে না। আপনি দেখুন পরীক্ষা করে।

পরীক্ষায় ফেলও তো করতে পারি।

এমন সন্দেহ মনে জাগলে জীবনে তো কোন পরীক্ষাই দেয়া হয় না।

মেয়েদের জীবন হেয়ালিতে পূর্ণ। আমি তোমার কাছে হার মানছি, যদি কোনদিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, সেদিন দিয়েই দেখবো কি ফল হয়।

আমি সেই দিন সামনে নিয়ে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকবো।

www.pathagar.com

দশ

আমার গন্তব্য স্থানে যখন পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে দশটা বাজে। বাড়ীতে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। নিস্তব্ধ বাড়ীটির সামনে একটি হাই পাওয়ারের বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে। আমি গাড়ী থেকে নেমে দরজার সামনে যেয়ে সংকেত দিলাম। কিছু সময় পর দরজা খুলে গেল। যে দরজা খুললো– সে আমাকে দেখেই আনন্দের হাসি হাসতে হাসতে সালাম জানিয়ে বললো– আমার কি সৌভাগ্য! পুণ্যাত্মার স্বর্গীয় চেহারা দেখার নসীব প্রথম আমার হল!

আসুন ভাইজান! ভিতরে আসুন!

খোকা কেমন আছে বৌদি?

ভাল, আপনাকে দেখার জন্যে সে অস্থির। চার মাস আগেই আপনাকে বলেছি, আমি বৌদি নই, আপনার এক অভাগিনী বোন। আজ থেকে আমার নাম ধরে ডাকবেন। যাকে বৌদি বলতেন তার মৃত্যু হয়ে গেছে। মরা লাশ অযথাই টেনে এনে আমাকে কষ্ট দিবেন না। আমাদের কথাবার্তা শুনে অনিমা, রত্না, নরমা ছুটে এসে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে এক প্রকার ছো মেরে উপর তলায় নিয়ে গেল। খোকা ঘুমিয়ে ছিল। তার মুখে একটু হাত বুলিয়ে আবার নীচে নেমে গেলাম বাবা মায়ের সাথে দেখা করতে। তারা শুয়ে ছিলেন। অনিমা মাকে ডেকে বললো– মা! তোমার গুণধর ছেলে পথ ভুলে এসেছে তোমাদের চরণ দর্শন করতে। মা বাবা দু'জনেই উঠে বসলেন। অসুস্থ মা শীর্ণ হাতে আমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। আমি রুমাল দিয়ে তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললাম– আপনি কাঁদবেন না মা! মা আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন– এমন করেই মেয়েকে ভুলে থাকতে হয় বাবা!

আমি ভুলে যাইনি মা! ব্যবসার ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম তাই আসতে দেরী হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি তো সব সময় আপনাদের খোঁজ খবর নিয়েছি।

বুঝতে পারছি আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে, তাই অধীর আগ্রহে তোমার পথ চেয়ে আছি। তোমার সাথে অনেক কিছু বোঝাপড়া বাকি রয়েছে যে বাবা! সারাজীবন কি করলাম সেই ভাবনায় আমরা অস্থির। গতবার মরণাপন্ন অবস্থায় বিছানায় দীর্ঘদিন পড়েছিলাম। গুরুজী এসেছিলেন কিন্তু আমাদের চিকিৎসার

www.pathagar.com

কোন ব্যবস্থা করেনি, তবু তার প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যে দিন তিনি রাতের অন্ধকারে না বলে পালিয়ে চলে গেলেন, সেদিন মহাসংকটে পড়ে গেলাম। মেয়েদের রুচির বিরুদ্ধে অনেক কিছু তাদের করতে বাধ্য করেছি। অনেক সময় তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতো কিন্তু গুরুজীর কোপানলে পড়ার ভয়ে আমি তাদের প্রতি সময় সময় কঠোর ব্যবহার করেছি। এক সময় অনিমা বেপরোয়া হয়ে উঠলো। সে গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেল। তাকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছি। সে ক্ষেপে যেয়ে বলেছে– তুমি যা চেয়েছিলে আমি হয়তো তার থেকে একটু বেশী নেমে গেছি, এ অপরাধ তো আমার নয় মা! তার অবক্ষয়ের জন্যে পরোক্ষ আমিই দায়ী বাবা! অল্প বয়সেই তার কোমল জীবনটা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। যা শুনতে পেলাম তাতে বুঝেছি, তাকে কেন্দ্র করেই ছেলেকে হারাতে হয়েছে। পাপ আমরা করেছি, প্রায়শ্চিত্ত তাদের উপর দিয়েই হয়ে গেল। নরকের কীট কিল-বিল করছে আমাদের কুরে খাওয়ার জন্যে। কি হবে বাবা! আমাদের বাঁচবার কি কোন রাস্তা নেই?

এমনভাবে হতাশ হবেন না মা! পাপ-পুণ্য, সত্য-মিথ্যা, আলো-আধার পাশাপাশি রয়েছে মা!

মেয়েরা সবাই বলছে মুক্তির পথ তুমি দেখাতে পার। তারা নাকি মুক্তির স্বাদ পেয়ে গেছে। তাই তাদের দিনগুলো যেন আনন্দের মধ্য দিয়ে কেটে যাচ্ছে। তাদের হাসি মুখ দেখে আমরা অবাক হয়ে ভাবি, মাত্র দু'মাসের স্বল্প সময় তোমার সান্নিধ্যে এসে এমন কী পরশ পাথর পেয়েছে, যা যন্ত্রণাকাতর এই বাড়ীটি থেকে সব দীর্ঘশ্বাস উৎপাটিত করে দিয়েছে!

সব জিজ্ঞাসার জওয়াব দিয়ে আমাদের পরিত্রাণের পথ দেখাও বাবা! রাত অনেক হয়ে গেছে। এখন যাও, খেয়ে বিশ্রাম কর। অনিমা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। যেয়ে দেখি সুশীলা খাবার সাজিয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

আবার এসব করা কেন?

সুশীলা হাসি মুখে বললো– ভাইজান বলেন কি! এটাতো মেয়েদের একচেটিয়া অধিকার। এখানে পুরুষের কোন হাত নেই। আর কষ্টের কথা বলছেন! এতটুকু রান্নাবান্নার কষ্ট কোথায়! এর চেয়ে সহস্র গুণ কষ্ট করে হলেও আপনার মত মহৎ প্রাণ ভাইয়ের খেদমত করতে পারা বোনদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে? আমি খেতে বসলাম। বোনেরা সবাই আমার চার পাশে বসে গেল। তাদের দিকে চেয়ে মনে হল সেখানে বয়সের ভার নেই, শিশুর সরলতা ছেয়ে আছে তাদের দেহভঙ্গিতে। চঞ্চল প্রজাপতির মত নেচে নেচে যেন আমার দৃষ্টি হারিয়ে

www.pathagar.com

দিচ্ছে।ওদের চেহারায় নেই কোন বেদনা, উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ। শিশুর হাতে রঙিন খেলনা দিলে সে যেমন খুশীতে আটখানা হয়ে যায়, এরাও যেন তেমন আমাকে পেয়ে হৃদয়ের মাঝে জমে থাকা খুশীর আবেগ ধরে রাখতে পারছে না। আমার জীবনে এই প্রথম অনেকগুলো তরুণী যুবতীর হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা পেলাম। অন্তরে আমার প্রবল আলোড়ন জেগে উঠলো। মুখে খাবার তুলতেও যেন ভুলে যাচ্ছিলাম। অনিমা বললো– কেমন লাগছে ভাইয়া?

ভাল।

তাতো মনে হয় না।

এটা তোমার মনের আবেগ।

আপনাকে অন্য মনস্ক দেখছি কেন?

আমি হো হো করে হেসে ফেললাম।

হাসলেন কেন?

তোমাদের অনেক পরিবর্তন দেখছি কিনা, তাই।

তা হবে কেন।

মনে মনে তোমরা অনেকদূর এগিয়েছ, এটা বুঝতে পেয়েই আমি অবাক হচ্ছি।

শৈশব থেকে আমরা যে জীবন ধারায় গড়ে উঠেছি, আপনাকে না জানিয়ে তার বিপরীত দিকে পা বাড়িয়েছি। আপনি একদিন বলেছিলেন আনুষ্ঠানিকতা লোক দেখানো। নিজের মন দিয়েই প্রভুর সান্নিধ্য কামনা করা উত্তম পদ্ধতি। আমরা মন প্রাণ সমর্পণ করেছি সেই পরম প্রভুর কুদরতি হাতের মুঠোয় যিনি আমাদের সত্য পথ চিনে নেবার জন্যে আপনাকে অছিলাস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

আমাকে নিয়ে তোমরা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছো।

এটা বাড়াবাড়ি বললে ভুল হবে ভাইয়া! সৈকতের সেই নির্জন হোটেল কক্ষ থেকে টানা দু'টি মাস এই বাড়ীতে আপনি আমাদের সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটালেন কিন্তু কারও একটি পশম স্পর্শ করলেন না। সে এমন সময় ছিল, আপনার মনতুষ্টির জন্যে সামান্য ইঙ্গিতেই বুকের মধ্যে পিষ্ট হতে সবাই ছিল উদ্‌গ্রীব। যুব মনের কাঙ্খিত ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ কেন আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন –একথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হলে আপনি বলেছিলেন, এটাকে আমরা বলি অশ্লীলতা, আমাদের আদর্শের পরিপন্থী। বিবাহ বহির্ভূত নর নারীর গোপন মিলন তো দূরের কথা, স্পর্শ সুখ অনুভব করাও চরম অপরাধ। এই

www.pathagar.com

অপরাধের কঠিন শাস্তির কথা আমাদের ধর্ম গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেদিন আপনার মুখে এমন ভীতি সৃষ্টি করা বাক্য শুনে আমরা তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। আপনি যেটাকে বলেছেন অশ্লীলতা সেটাকে আমরা দেখেছি তীর্থে, মন্দিরের অভ্যন্তরে। বাবা মার সাথে অনেক তীর্থস্থানে গিয়েছি, সেখানে দেখেছি নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা। আমরা শুনেছি এইসব অশ্লীল কাজ দেখে দেবতারা নাকি আনন্দ পান। শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রবহণ আমাদেরকে রসিয়ে রসিয়ে শোনানো হয়। যৌবনের জোয়ার বয়ে যাওয়া উন্মত্ত নরনারী সুখের তরী বাইতে বাইতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন গঙ্গা স্নান করে পুণ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। সে পেয়ে যায় সতীত্বের খেতাব। দেখাদেখি আমিও অনেক নোংরামী করে ফেলেছি। আমি তো স্বেচ্ছায় নেমে পড়িনি! যাদের প্ররোচনায় ভেসে গেছি, তারা ধর্মের মুখোশ পরা প্রতারক। আজ সেই কথা মনে পড়লে নিজের প্রতি একরাশ ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। দাদার বন্ধু পরিচয়ে বিপিন যখন এলো তখন কলেজে পড়ি। যেদিন সে এই বাড়ীতে পা দিল, কি মন্ত্র জানতো তা জানি না, আমাকে প্রথম দিনেই ভুলিয়ে ফেললো। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই রাতেই আমাকে দলিত করলো। অতিথি নারায়ণ, বিশেষ করে সে ব্রাহ্মণ সন্তান, যাদের পরিচিতি দেবতার অংশ, স্বর্গের সিড়ি তাদের হাতের মুঠোয়, আমি কেন এমন সুযোগ হাত ছাড়া করবো! প্রায় চার বছর ধরে চললো আমাদের বাধাহীন অভিসার। এমনিভাবে আমি বি.এ পাস করলাম। বাবা মা আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে বিয়ের পিড়িতে বসলাম। প্রথম ভুল করেছি, বন্ধনহীন জীবনকে আত্মতৃপ্তির জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের সত্তাকে ক্ষয় করে ফেলে। দ্বিতীয় ভুল করেছি বিয়ের পিড়িতে বসে। আগে ছিল পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। কেউ কারও চোখের অগোচরে সময় কাটানো ছিল অসহনীয়। ও মাঝে মাঝে দু'এক সপ্তাহ পরপর আসতো, তাতে আমাদের মধ্যে চলতো মান অভিমানের কৃত্রিম অভিনয়। তবু আমরা সুখের দরিয়ায় হাবুডুবু খেতাম। ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে আমরা বিচরণ করছি কিনা তা তলিয়ে দেখার সুযোগ পাইনি। পরে জেনেছি ধর্মীয় বিধি অনেক ক্ষেত্রে রাশ টেনে ধরেছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে ভেসে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এই দু'মুখো নীতির কেউ প্রতিবাদ করেনি বরং সবাই এড়িয়ে গেছে। বিয়ের পর অমাবশ্যার অন্ধকার খুব সূক্ষ্মভাবে ডানা মেলছিল, যা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগে গেছে। যখন বুঝতে পেরেছি তখন আমি অক্টোপাসের কবলে বন্দি হয়ে পড়েছি। বিয়ের পর থেকেই বিপিন ভোল পাল্টিয়ে ফেললো। তার অর্থের অসম দাবী মেটাতে মেটাতে বাবা দাদাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, তবু তার

www.pathagar.com

ক্ষুধা মিটাতে পারিনি। দেবতার দূত শেষ পর্যন্ত রূপ বদল করে হয়ে গেল নরকের যম। মানুষের জীবন নিয়ে তার চলতে থাকলো ছিনিমিনি খেলা। কত নারীকে সে পথে বসিয়েছে, কত বাবা মার কোল খালি করে তাদের সন্তানের রক্তে হোলি খেলেছে, অসংখ্য যুবতীকে করেছে বিধবা, কত শত শিশু সন্তানের আর্ত চিৎকারে বাতাস ভারী হয়েছে তার হিসাব অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই নর রাক্ষসই দাদার জীবন নিয়েছে। ধোকা দিয়ে সুরমাকে পথে নামিয়েছিল, একদিন হয়তো এ পরিবারের সবাইকে তার খড়গের নীচে মাথা পেতে দিতে বাধ্য করতো। আল্লাহর অশেষ রহমত না হলে সুরমা পালিয়ে যেয়ে আলমগীর ভাইয়ের হাতে পড়বে কেন! তার কারণেই তো সেই রক্ত পিপাসু নর রাক্ষসের বংশ নিপাত হয়ে গেছে। ভগবানের নাম ভুলে গেছি আমরা। আল্লাহর নামেই আবার নতুন যাত্রা শুরু করেছি। অনেক পাপ করেছি তাকি ক্ষমা পাব না ভাইয়া?

অবশ্যই পাবে।

আমরা কি এই পাপপূর্ণ জীবন নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো ভাইয়া?

মহান আল্লাহ পাপকে ঘৃণা করতে বলেছেন, পাপিকে নয়। যদি কেউ ভুল করে পাপে নিমজ্জিত হয়ে যায়, সে যদি তওবা করে তার কাছে ক্ষমা চায়, তিনি সব মার্জনা করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। অতএব নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

ফজরের নামাজ আদায় করে জায়নামাজে বসে আমার নিত্য সঙ্গী পকেট কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছিলাম। বোনেরা সবাই এসে আমার সামনে বসে গেল। তাদের শালীন বেশভূষা আমাকে মুগ্ধ করলো। সুশীলা বললো– মনের দিক থেকে সব প্রস্তুতিসম্পন্ন করছি এবার আমাদের দীন ইসলাম দীক্ষা দিন।

বাবা মা বেঁচে আছেন, তারা যেন মনে কষ্ট না পান, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আমি মনে করি তাদের অনুমতি নিয়েই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া উচিৎ।

অনিমা বললো– গত কয়েক মাসে এ বাড়ী থেকে হিন্দুয়ানী সব চিহ্ন ক্রমান্বয়ে মুছে ফেলেছি। তারা কোন প্রতিপাদ করেননি। আবার আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।

তোমরা তাদের নাড়ী ছেঁড়া ধন। তাই তারা তোমাদের কার্যকলাপ পিতৃ-মাতৃ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেছেন।

বিশ্বাসগত দিক থেকে একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান নেয়া কেবল মাত্র

www.pathagar.com

স্নেহের দৃষ্টিই সমার্থন যোগাতে পারে না ভাই! মায়ের গুরুদেব এ বাড়ী থেকে নিঃশব্দে চলে যাবেন এ ছিল অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তবু তিনি গেলেন অথচ মাকে অস্থিরতায় পেয়ে বসেনি। সেদিনই আমি বুঝতে পেরেছি আগামীতে কি ঘটতে যাচ্ছে। এ বিষয় নিয়ে মায়ের সাথে অনেকবার কথা বলতে চেয়েছি কিন্তু আমার বিবেক তাকে উত্যক্ত করতে দেয়নি।

আল্লাহ বলেছেন মাতাপিতার খেদমত করতে, তাদের মনে কষ্ট না দিতে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে। তাই প্রতিটি সন্তানের প্রতি মাতাপিতার সেবা করা ফরজ, অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য। তোমরা যদি অন্ধকার থেকে আলোর পার্থক্য বুঝতে পেরে থাক তাহলে সব জড়তা কাটিয়ে সেই সত্য পথটির ঠিকানা তাদের সামনে তুলে ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। যদি তারা তোমাদের সাথে নিয়ে অগ্নিগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে শান্তির উদ্যানে প্রবেশ করতে চান, তাহলে পরম আনন্দের বিষয়। তোমরা ধৈর্য ধর। আমার বিশ্বাস তারা নিজেরাই এই উত্তম প্রস্তাব তোমাদের কাছে পেশ করবেন।

জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে আপনি আমাদের চেয়ে অনেক উপরে। আমরা কোন্ সাহসে আপনার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি; আপনি নিজের মঙ্গলের জন্যে যতটুকু ভাবেন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি আপনার এই হতভাগিনী বোনদের নিয়ে ভাবেন, প্রায় বছর ধরে এই কঠিন পরীক্ষা আপনি দিয়ে এলেন। অথচ বোন হয়ে আমরা আপনার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না।

পরীক্ষা দিয়েছি সত্যি কিন্তু পাস করতে পারিনি। আমার কোন বোন ছিল না, তাই বোনদের প্রতি ভাইয়ের কি দায়িত্ব তা জানতাম না। ভাই হয়ে তোমাদের মর্যাদা আমি দিতে পারিনি, এর জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত! তোমাদের ভাই ছিল, কেমন করে ভাইয়ের মর্যাদা রাখতে হয় তা তোমরা জানো। তাই আমাকে তোমরা আকাশের চাঁদ ধরিয়ে দিচ্ছ।

এমন কথা বলে আমাদের লজ্জা দিবেন না ভাই! আমরা আপনার পায়ের তলার একটা ধুলি কণার সমানও নই।

কুরআন শরীফখানি আমার ডান হাতে মুঠোয় ধরে আমি তখনও জায়নামাজের উপর বসে আছি। বাবা মা উপরে উঠে এলেন। আমাদের সবাইকে এক জায়গায় বসে কথা বলতে দেখে তাদের মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো। বাবা বললেন– এই প্রথম আমরা দেখলাম ছেলে মেয়েরা অন্তরঙ্গভাবে বসে আলাপচারিতায় মেতে আছে। এই পরিবার অমাবশ্যার অন্ধকারে ঢাকা পড়েছিল। আবার যে কোন দিন সেই অন্ধকার দূর করে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হবে তা ছিল আমাদের কল্পনার

www.pathagar.com

বাইরে। আত্মীয় স্বজন, আমাদের স্বজাতি সবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার সম্পদের উপর। আমাদের দিকে কেউ অন্তরদৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলো না। প্রভু কৃপা করলেন তাই আলমগীর সত্যের রূপ ধরে এলো যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ জাগাতে।

বাবা কাঁপছিল। আমি উঠে তার হাত ধরে খাটের উপর বসিয়ে দিলাম। অনিমা মাকে জড়িয়ে ধরে বললো– এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কষ্ট করে সিড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে না আসলেই ভাল হত না?

আমার আর কোন রোগ নেই, সব বালাই দূর হয়ে গেছে মা!

অবাক হয়ে অনিমা বললো–গত দু'সপ্তাহ ধরে রোগ শয্যায় পড়ে কাতরাচ্ছ। তা সব এক রাতেই ভাল হয়ে গেল মা?

আমি আজ শরীর ও মনের দিক থেকে সুস্থবোধ করছি! কোন অদৃশ্য শক্তির মায়ার হাত আমাদের উপর বুলিয়ে দিয়ে মন প্রাণ চঞ্চল করে দিয়েছে, তাই অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করছিলাম কখন রাত শেষ হবে আর আমরা আমাদের এমন অন্তরঙ্গ পরিবেশে দেখতে পাব।

তোমরা খুব খুশী হয়েছো মা?

যাকে কেন্দ্র করে তোমরা আজ পরস্পর নিকটে আসতে পেরেছো। সেই সুরমাও যদি তোমাদের মাঝে থাকতো, আর এমন দুর্লভ সময়টি যদি কোনদিন কালের পাতা থেকে ঝরে না যেত, আহ! কি স্বর্গীয় আনন্দ যে আমরা পেতে থাকতাম!

বাবা খাটের উপর থেকে উঠে এসে আমার পাশে বসলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– আমার একটি অনুরোধ রাখবে বাবা?

আপনি এমনিভাবে কথা বলবেন না বাবা! পুত্রের প্রতি পিতার অনুরোধ নয়, আদেশ নিষেধ। আর ছেলের প্রতি পিতার আদেশ নিষেধ মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

আমার বিবেক ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। গত কয়েক বছর ধরে আমি তার সাথে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আমি বার বার তার কাছে পরাজিত হয়েছি, তবু আমি ক্ষ্যান্ত হইনি। আমাদের ধর্ম শাস্ত্র আমি মনযোগ দিয়ে বার বার অধ্যয়ন করেছি। অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি। গুরুদেবের কাছে এর উত্তর চেয়েছি, তিনি আমার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন তোমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে চোখের জলে মায়ের পবিত্র পদ যুগল ধৌত করতে থাক, জিজ্ঞাসার জওয়াব পেয়ে যাবে। তার কথা মত আমি মন প্রাণ মায়ের চরণতলে সপে দিয়ে চোখের জলে বন্যা বইয়ে দিয়েছি। আমি হয়রান হয়ে গেছি মায়ের হাসিমুখ দেখতে। আমি দেখেছি অন্ধকারে ঢাকা মায়ের চেহারায় উগ্র সংহার রূপ। আমি যতো

www.pathagar.com

সেদিকে এগিয়ে যাই আমার মন ততো চঞ্চল হয়ে উঠে। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে তোমার মা পাষাণ দেবতার পায়ে মাথা কুটে চোখের জলে পূজার বেদী ভিজিয়ে ফেলতো। একদিন খবরের কাগজে দেখলাম– মহাগুরু শিবশক্তি ভগবানজী, প্রায় শতকোটি ভক্তের বিশ্বাসের ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে দীন ইসলাম গ্রহণ করে তার রাজকীয় আসন ত্যাগ করে বাংলাদেশে এসেছেন। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ঢাকা গেলাম। অনেক সাধ্য সাধনার পর তার কাছে যেতে পারলাম। তাকে দেখেই আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। ইতিপূর্বে কোন এক পট উপলক্ষে কাশীতে ভগবানজীকে দেখেছিলাম। সেদিনের গুরুদেব আর আজকের সেই তিনি যেন আকাশ আর পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। আগের চেহারা ছিল গুরুগম্ভীর জমাট বাধা মেঘের স্তূপের মত, আর আজ সেখানে শান্ত শুভ্র হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি। দেখা মাত্রই যেন একটা আলোকরশ্মি তড়িৎ গতিতে অন্তরের গভীরে চেতনা জাগানো পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়। অনেক কথা মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। সব যেন ভুলে গেলাম তার স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত তার অনিন্দ সুন্দর মুখচ্ছবি দেখে। আমার দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন, সেই হাসিতে নেই কোন শব্দ। শান্ত মনোমুগ্ধকর সেই হাসি। রূপার মত দাঁতগুলো রোদ লাগা ইলিশের মত চিক চিক করে উঠলো। তিনি বললেন– ঠাকুর মশাই, কি বলতে চান, বলুন।

অনেক কিছু বলার আশা নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু সব যে ভুলে গেলাম গুরুজী!

আমি আর আপনাদের গুরু নই, আমার বর্তমান পরিচয় আমি ইসলামের একজন নগণ্য খাদেম।

সেটাই ছিল আমার প্রথম জিজ্ঞাসা।

যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যেতে হবে। পৃথিবীতে এসে জন্মসূত্রে কেউ বাকা পথ কেউ সোজা পথ পেয়েছে। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীকে আবাদ করতে পাঠালেন। একান্তে তার আবাদ করার জন্য প্রথম পুরুষকে দিয়ে বানালেন একটি পবিত্র গৃহ, আর সেই সাথে পাঠালেন একটা উত্তম নীতিমালা। আদি মানুষের জন্ম থেকে বিশেষ কারণে তার পিছে পিছে শত্রু হয়ে এলো শয়তান। পৃথিবীতে এসে সে রঙিন জাল ছড়িয়ে দিয়ে এলাকার উপযোগী করে তৈরী করলো বহু মত-পথ। মানব সন্তান অল্পতেই সেই জালে জড়িয়ে তার বশীভূত হতে থাকলো। দয়ার সাগর প্রভু তাদের উদ্ধারের জন্যে যুগে যুগে পাঠালেন অসংখ্য অবতার– সেই সাথে উত্তম আদর্শ। প্রতিটি অবতারই বিধির বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তারা প্রত্যেকে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

এক মহাপুরুষের আগমনের। শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন। আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়ে তিনিও চলে গেলেন আল্লাহর দরবারে। কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে প্রায় দেড় হাজার বছর পেছনে ফেলে এলো মহামানবের শুভাগমন। প্রতিমা পূজারী গোষ্ঠির দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যেই আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছিলেন। শত বাধা বিঘ্ন, অত্যাচার, নির্যাতনের মধ্যেও অবিশ্বাস্য গতিতে তার স্বর্গীয় মুখ থেকে শান্তির বাণী সেই যুগের মানুষের কঠিন হৃদয় ভেদ করে প্রসার লাভ করতে থাকলো। যারা হৃদয়ের আবেগ দিয়ে পবিত্র গৃহে কল্পনার গড়া দেবতার অপবিত্র মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল, তারাই শান্তির বাণী শ্রবণ করে কল্পনার জগত থেকে ফিরে বাস্তবে এসে তা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথমলগ্নেই যারা সেই মহাপুরুষের পবিত্র হস্ত মোবারকে হাত দিয়ে শান্তির বাণী পাঠ করেছিল, তারা উচ্চ মর্যাদাশালী ভাগ্যবান। আগুন যেমন ছাই চাপা থাকে না, সত্যকে তেমন মিথ্যে দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। সেই থেকেই মিথ্যাকে সরিয়ে সত্য প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আমি দেড় হাজার বছর পরে এসে সত্য পেয়েছি। আমি আশাবাদী আগামী দেড় হাজার বছরের মধ্যেই পৃথিবীর সব জাতির বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে এই পরম সত্য কাঁপন ধরিয়ে দেবে। কালেমার ঝাণ্ডা একদিন সমগ্র পৃথিবীর অলিতে গলিতে পত পত করে উড়বে। অশান্তির ছোবলে যন্ত্রণাকাতর মানুষের হৃদয় শান্তির আলোয় ভরে যাবে।

আমি যেমন কারও মুখের কথায় দীন ইসলাম গ্রহণ করিনি, তেমনি আমার কথায় প্রভাবিত হয়ে আপনি নিজের পথ ত্যাগ করুন –তা চাই না। আমি কঠোর সাধনা করে সত্য পেয়েছি, আপনিও সাধনা করুন। কোন একটা অছিলা আপনাকে সত্য পথ দেখিয়ে দেবে।

এগার

ঢাকা থেকে বাড়ী ফিরে তোমাদের মাকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি আমার কথা আমলই দিলেন না। উপহাস করে আমাকে তিরস্কার করলেন। তিনি তখন মহারাজ সদানন্দ গুরুদেবের মন্ত্রে বিভোর হয়ে আছেন। আমার যুক্তিপূর্ণ কথাবার্তা সেখানে প্রবেশ করতে পারলো না। উপরন্তু আমার মাথায় পাপ ঢুকে গেছে এই অজুহাতে খবর দিয়ে প্রায়ই গুরুদেবকে নিয়ে এসে মস্তিষ্ক ধোলাই করে ছেড়েছেন। আমি ভগবানজী অর্থাৎ ইসলামুল হক সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণীর

www.pathagar.com

আশায় দিন গুনছিলাম। তিনি বলেছিলেন– কোন একটা অছিলা আপনাকে সত্যের পথ দেখিয়ে দেবে। আমার দুর্ভাগ্য সেই দিনটি আমি আগে পাইনি তোমাদের মা আগে পেয়েছেন। সত্যের রূপ ধরে তুমি যেদিন এ বাড়ীতে এলে সেদিনই তিনি তোমাকে চিনে ফেললেন। কেউ কাউকে আহ্বান করেনি অথচ সবাই মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে একেবারে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে। এমন অবিশ্বাস্যভাবে দুর্লভ দিনটি সব মানুষের ভাগ্যে আসে না। সেই জ্ঞানী পুরুষ হক সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী অছিলা আজ আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু তিনি আজ ইহজগতে নেই। তার আত্মার প্রতি যুগ যুগ ধরে শান্তি বর্ষিত হোক। এমন একটা খুশীর দিনে সুরমাকে ডেকে পাঠালে ভাল হত না বাবা?

আমি আসবার আগে তার সাথে কথা বলেছিলাম– সে জানালো আর কয়েক দিন পরেই তার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে, এখন পড়াশোনার খুব চাপ। এই মুহূর্তে তার বাড়ী আসা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। আমিও তার সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছি বাবা!

তোমরা ভাই-বোনে যেটা ভাল মনে করবে সেভাবেই চলবে, এতে আমরা শান্তি পাব।

তিনি ডাকলেন– বৌমা?

বলুন,বাবা!

বৃদ্ধের দু'চোখ পানিতে ভরে গেল। কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন– তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি বৌমা! জীবনের শুরুতে তুমি যে আঘাত পেয়েছ, তা সহ্য করার মত শক্তি তোমার আছে কিনা জানি না। তারপরেও তোমার অন্তরে শান্তি দেয়ার মত কোন অবলম্বন আমি খুঁজে পাচ্ছি না। কি হবে বৌমা?

আপনি দুঃখ করবেন না। নিয়তির লিখন তো কেউ খণ্ডাতে পারে না বাবা!

মনকে তো প্রবোধ দেয়া যায় না বৌমা!

আপনি অযথা চিন্তা করবেন না বাবা! আমারই মত অনিমা, রত্নার জীবন। সুখ দুঃখে আমরা পরস্পরের সাথী, এইতো বড় সান্ত্বনা বাবা!

তোমার বাবা মা ভাইবোন আছে, তাদের জগৎ থেকে আমরা আর এক জগতে প্রবেশ করছি, সেখানে তোমাকে তো আহ্বান জানাতে পারি না বৌমা!

বাবা মা ভাইবোন তো এখানেও আছে। আমি আপনাদের ছেড়ে কোথাও যাব না বাবা! আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা আপনাদের অনুভূতির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি।

www.pathagar.com

জন্মদাতা মা বাবার কাছে গোপন না রেখে, তাদের অনুমতি নিয়ে এগিয়ে আশা ভাল ছিল না বৌমা?

আমি জানি দিলিপ আপনাদেরকে কোনদিন বলেনি, আপনারাও তাদের বলেননি, কিসের টানে সবাই এক সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন, বলতে পারেন বাবা!

তুমি খুব জটিল প্রশ্ন করেছো বৌমা! এর উত্তর জোগানোও খুব কঠিন। নিজের অজান্তেই মনের অর্গল যেখানে খুলে যায়, আর সেই বাতায়ন দিয়ে যদি প্রবেশ করে স্বর্গীয় আলোক রশ্মি, তাতে যে অনুভূতি জাগে সেতো বলে বুঝাবার নয় বৌমা!

এতোটুকু শিক্ষা আমি পেয়েছি বাবা! তাই কারও অনুমতির প্রয়োজন মনে করছি না। সৃষ্টির সেরা মহাপুরুষ যেদিন সত্যের আহ্বান জানালেন, সেদিন কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা না করে, ছেলে গ্রহণ করে পিতার শত্রু হয়েছে, পিতা গ্রহণ করে পুত্রের শত্রু হয়েছে। সত্য মিথ্যার লড়াই হয়েছে। মিথ্যা দূর হয়ে গেছে, সত্য বিজয় লাভ করেছে। ইতিহাসের পাতায় এই অলৌকিক ঘটনার বিষয়গুলো সব যে পড়ে শেষ করে ফেলেছি বাবা!

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললেন– আমার বাড়ীতে তো এমন সুযোগ কোনদিন ছিল না। তুমি কোথা থেকে এতসব মূল্যবান জ্ঞান অর্জন করেছো বৌমা?

আপনার বাড়ীতে পড়বার সুযোগ পেয়েছি, তাও কয়েক মাসের মধ্যে।

এসব ইতিহাস আমার বাড়ীতে কে নিয়ে এলো?

কেবল ইতিহাস নয়, আরও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ দিয়ে এই বাড়ীর লাইব্রেরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কোথায় লাইব্রেরী?

পাশের ঘরে।

চলো, আমাকে দেখাও।

সুশীলা বৃদ্ধের হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। আমরাও তাদের পিছে পিছে গেলাম। আমিও জানতাম না, এই বাড়ীতে লাইব্রেরী আছে। আমি বিস্মিত ও স্তম্বিত হয়ে গেলাম। ধর্ম গ্রন্থ, হাদীস গ্রন্থসহ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা অনেক মূল্যবান বই দিয়ে খুব সুন্দর করে দু'টি আলমারী সাজানো। বৃদ্ধ নির্বাক সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। কারও মুখে কোন কথা নেই। নীরব বিস্তব্ধ সময় বয়ে গেল দীর্ঘক্ষণ। আমরা যেন জ্ঞানসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আছি। সেখানে কোন তরঙ্গ নেই, গর্জন নেই, আছে শান্ত শব্দহীন এক প্রবল আকর্ষণীয় চুম্বকশক্তি।

www.pathagar.com

সেখানে কত মনীষী হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলে সুর সৃষ্টি করেছে। মনের আকুতি ঝরিয়ে আলোর পরশ দিয়ে বেঁধেছেন শব্দহীন ভাষাকে। সে কিছু বলে না অথচ তার শেষও হয় না। জগৎ সংসারকে ভুলে যেয়ে যারা এর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা দেখতে পেয়েছে এক উজ্জ্বল আলোক রশ্মি। তার আলোতে পথ চলতে যেয়েই আসল সত্যটি পেয়ে গেছে। এক সময় বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে সুশীলাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন– এই কুলহীন সিন্ধুকে এমনভাবে বেঁধে রাখার শক্তি তোমাদের কে জোগালো বৌমা?

এর প্রেরণাদাতা আলমগীর ভাই, উদ্যোক্তা সুরমা।

সুরমা!

হ্যাঁ, বাবা!

আলমগীর আর সুরমা কি তোমাদের বাধ্য করেছে, না তোমরা স্বেচ্ছায় এই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছো?

কারও বাধ্য বাধকতার মধ্যে নয়, মন আপন ইচ্ছেই আত্মসমর্পণ করেছে।

তোমরা সবাই এই একই পথ বেছে নিয়েছো?

অনিমা উত্তর দিল, কারও দেখাদেখি নয়, আবেগে বশীভূত হয়ে নয়। যা ছিলাম আর সামনে যেটা এসেছে তা নিয়ে অনেক ভেবেছি। মনের গহীনে চেয়ে দেখেছি একদিকে অন্ধকার আর একদিকে আলোর মেলা। কোন এক অদৃশ্য হাত আমাকে সেই আলোর মেলায় টেনে নিয়ে এলো। মনে প্রশান্তি লাভ করলাম। চেয়ে দেখি আমি সেখানে একা নই, সেই আলো ঝলমল মনোরমপুরিতে এক সোনার কুসরীতে বসে আছে আলমগীর ভাই, মা, বাবা আর বোনদের নিয়ে আমি তার চার পাশে বসে আছি। তিনি সমধুর স্বরে প্রভু বাক্য পাঠ করছেন আর আমরা সেই সুরের মূর্ছনায় অভিভূত হয়ে তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তা আবৃত্তি করছি।

এটা কি স্বপ্ন?

যদিও এটা স্বপ্নে দেখেছিলাম, ঘুম ছুটে গেলে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি ঝরিয়ে কেঁদেছিলাম আর বলেছিলাম– প্রভু! এটা যেন নিছক স্বপ্ন না হয়। তিনি বাস্তবিকই আমার আরজি কবুল করেছিলেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজ আমরা পেয়ে যাচ্ছি। একটু ব্যতিক্রম থাকলেও আমি আশাবাদী, একদিন তা অবশ্যই পূরণ হবে।

কি সেই ব্যতিক্রমটা?

www.pathagar.com

সোনার কুরসীতে আলমগীর ভাইয়ের পাশে অনিন্দ সুন্দরী এক হুরকে দেখেছিলাম। তার রূপের ছটায় আমাদের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কে সেই সুন্দরী?

সে যখন আজ আমাদের মাঝে নাই, তখন তার নাম জানতেও চাইবেন না বাবা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস সময়ে তাকে প্রকাশ্যেই আলমগীর ভাইয়ের পাশে দেখতে পাব। আরও একজন বৃদ্ধ কাঙালকে আমাদের মাঝে দেখেছিলাম। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও অবনত মস্তকে আমাদের মাঝে বসেছিলেন।

কে তিনি?

সদানন্দ ঠাকুরজী।

গুরুদেব! সবাই চমকে উঠে অনিমার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

প্রচণ্ড শব্দেও মনে হয় মানুষ এমনভাবে চমকে ওঠে না, অনিমার শান্তকণ্ঠে সবার হৃদয়ে যেন হাতুড়ির আঘাত হানলো। কিছুক্ষণ নিরবতার পর বাবা বললেন– অসম্ভব! মা বললেন– অনিমা, শেষের কথাটি তুমি স্রেফ আবেগের সাথে বাড়িয়ে বলেছো। পৃথিবী যদি এমনিভাবে চলতে থাকে তাহলে কোনদিন তোমার শেষের কথা বাস্তব হয়ে দেখা দেবে না। আর যদি ওলোট পালট হয়ে যায়, তাহলে হতে পারে।

তুমি ভুল বললে মা! পৃথিবীর উল্টে যাওয়া মানেই তো ধ্বংস! সেখানে এই জগতের কোন বাস্তব ছবি দেখা যেতে পারে না। আর এমনভাবে চলতে থাকলে সবই সম্ভব। ইতিহাসে পাওয়া প্রাচীনকালের সব ঘটনাও আমরা পেয়ে যাই। আর্যরা এসে অনার্যদের প্রতি শুরু করলো উৎপীড়ন। যারা আদি বাসিন্দা তাদেরকে দলিত মথিত করে তাদের জমাট বাঁধা রক্তের উপর কল্পিত দেবতার আসন বসিয়ে চোখের জলে তাদের পদযুগল ধৌত করে নিষ্ঠুরতার স্বীকৃতি চাইতে থাকলো। উচ্চ বর্ণের দাবীদার আর্যরা অনার্য পুরুষদের দিয়ে সীমাহীন পরিশ্রম করিয়ে প্রাচুর্যের পাহাড় গড়ে তুলেতে লাগলো। আর তাদের লালসার স্বীকার হতে থাকলো– দলিত মেয়েরা। তারা অজুহাত তুললো– অনার্যরা নিম্ন বর্ণের নিকৃষ্ট কীটতুল্য। তারা আর্যদের পায়ের তলে পিষ্ট হতে সৃষ্ট হয়েছে। যদি তারা বংশ পরম্পরা বেঁচে থাকতে চায় তাহলে তাদের মেয়েদেরকে আমাদের বীজের দ্বারা শংকর করিয়ে সন্তানের জন্ম দিতে হবে। বাঁচার তাগিদে দলিতের অসহায় মেয়েরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের স্বামীদের দৈহিকক্ষুধা ঘুম পাড়িয়ে রেখে উচ্চ বর্ণধারীদের বুকের নীচে পিষ্ঠ হয়ে এসেছে। সেই আদি যুগ থেকে এমনভাবে

www.pathagar.com

তাদের লালসার ভোগের উপকরণ হয়ে আজও দলিতরা নীচ হীন হয়েই বেঁচে আছে। উচ্চ বর্ণের রক্তে তাদের জাত উঠার সিড়ি কোনদিন তৈরী হলো না। এমন অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিকারের জন্যে শ্রী চৈতন্য, বুদ্ধদেব আরও কত মহাপুরুষ এলো এই ভারত ভূমিতে। এতো উদার মতবাদ তারা পেশ করলো নির্যাতিত মানুষের সামনে। ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানুষ তাদের পরিত্রাণের আশায় দলে দলে সেই দিকে ঝুঁকে পড়লো। একদিন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সমগ্র ভারত বর্ষব্যাপি এমনকি এর বাইরেও তাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়লো। প্রতি হিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ্যবাদ ক্ষুধিত সিংহের মত গর্জন করতে লাগলো। তাদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে প্রতারণার খোলস পরে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়লো। উদার মতবাদগুলোকে তারা নিজেদের খেয়ালখুশি মত বিকৃত করে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হলো। এর একটিই মাত্র কারণ, সৎ মানুষের অন্তর দয়ার স্তূপ দিয়ে পরিপূর্ণ তাই অত্যন্ত কোমল। আর অসৎ মানুষের অন্তর নিষ্ঠুরতায় ভরা, তাই পাষাণের মত কঠিন। সৎ মানুষ যেখানে বিশ্বাস আর ক্ষমার দৃষ্টান্ত দিয়ে অন্তর জয় করতে চায়, সেখানে অসৎ মানুষ চোখ রাঙিয়ে বাহুবল দেখিয়ে অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করে প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়।

ব্রাহ্মণ্যবাদের কুটিল চক্রান্ত একদিন শ্রীচৈতন্যের মতবাদকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে অহিংসা পরম ধর্ম –এই মতে বিশ্বাসী বৌদ্ধ ধর্মের গলায় ছুরি চালিয়ে রক্তের নদী বইয়ে আবার তাদের পূজার বেদী ধৌত করলো। বাঁচার তাগিদে বৌদ্ধরা কেউ তাদের মধ্যে বিলিন হয়ে গেল আর কেউ তাদের সাধের জন্মভূমি ছেড়ে বাইরে পালিয়ে গেল। বর্ণবাদের কথিত নিম্নবর্ণ মানুষের প্রতি চললো পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ অত্যাচার। অসংখ্য দেব দেবীর কল্পিত উপাখ্যান তৈরী করে তাদের লীলা খেলার রসাত্মক কাহিনীগুলো ছড়িয়ে যৌন সুড়সুড়ী জাগিয়ে নিম্নবর্ণের মেয়েদের যথেচ্ছা ভোগ করতে লাগলো। দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার যখন চরমে পৌছলো, তখন মানবতার মুক্তির দূত আরবের মরুপ্রান্তরে পাহাড় ঘেরা এক উপত্যকায় ছোট একটি কুটিরে জন্ম নিলেন। অন্ধকার দূর করে আলোকিত করতে, মিথ্যার বিপরীতে সত্য প্রতিষ্ঠায়, অবিচারের পরিবর্তে ন্যায় বিচার চালু করতে, জুলুম শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে শান্তির প্রবাহ বইয়ে দিতে প্রভু তাকে পাঠালেন রহমতস্বরূপ। তার আগমনের আগে প্রতিটি জাতির ধর্ম গ্রন্থই সেই মহাপুরুষের আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করেছে। প্রতিটি জাতিই তাদের মধ্য থেকেই তার আগমন আশা করেছে। প্রতিটি ধর্মের জ্ঞানী গুণিরা অধীর আগ্রহে তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করতে করতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। বহুমুনি ঋষি, পাদরী আর

www.pathagar.com

রাব্বীদের মধ্যে এমন জ্ঞানী ব্যক্তিও এসেছেন যারা দিনক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্ত করে গেছেন। বহু প্রতিক্ষার পর যেদিন তিনি এলেন, স্রষ্টার সৃষ্টির রাজ্যে একটা অভূতপূর্ব আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তেই আকাশের এক উজ্জ্বল সেতারা দেখে মদিনার পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে এক ইহুদী উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো– হে ইহুদী সমাজ, তোমরা সাবধান হয়ে যাও। সেই বহু প্রতিক্ষিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। সেই মুহূর্তে পৃথিবীর শক্তিমান শাসক অগ্নিপূজারী পারস্য সম্রাটের রাজকীয় অগ্নিকুণ্ড দপ করে নিভে গেল। রোম সাম্রাজ্যের গির্জার চূড়া অবনমিত হল। মহাশক্তিধর রাজাদের বুক কেঁপে উঠলো।

সৃষ্টির প্রথম মানব পৃথিবীতে এসে সর্বপ্রথম যে ইবাদতের স্থান বানান তা মক্কায় কাবাগৃহ। প্রভু সেটা তার নিজের ঘর বলে স্বীকৃতি দিলেন। ক্রমান্বয়ে আদি মানবের বংশ বিস্তার হতে থাকলো। সবার জন্যই মক্কা হলো পুণ্য ভূমি, পবিত্র গৃহ কাবা হলো তীর্থস্থান। ইবাদতের নিয়ম যে পদ্ধতিতে প্রভু তার প্রেরিতদের মাধ্যমে শিখিয়েছিলেন, মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে তা ভুলে গেল। পথ ভুলাদের পথ দেখাবার জন্য প্রভু বহু নবী রাসূল পাঠালেন। কেউ সত্য গ্রহণ করলো কেউ প্রত্যাখ্যান করলো। কেউ প্রভুর সাথে অংশিদার বানিয়ে গাছ পাথর সূর্য আগুন হাতেগড়া মূর্তির পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়লো। এমনিভাবে একদিন মক্কার পবিত্র কাবা ঘরে বহু কাল্পনিক দেব দেবীর মূর্তি গড়ে স্থাপন করলো। শুরু হলো খোদার পরিবর্তে কাল্পনিক খোদার স্তব স্তুতি। মানব জাতি যখন অমানবিক কার্যকলাপে সীমা অতিক্রম করে গেল, সেই সময়ই এলেন মানবতার মুক্তির দূত। বহু বাধা বিপত্তি, উৎপীড়ন আর নিপীড়নের পর একদিন সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, মিথ্যা অপসারিত হলো। পৌত্তলিকদের কাল্পনিক দেবতার পতন হল। মানুষের হাতে গড়া মাটির পুতুল সেই মানুষের হাতেই ধুলায় মিশে গেল। অপবিত্রতা দূর করে খোদার গৃহ আবার পবিত্র করা হল। শোষণ, নির্যাতন জুলুমের কবল থেকে মানবতার মুক্তির সংগ্রাম শুরু হল। রহমতের নবীর আগমনের পূর্বে ঐশ্বরিক গ্রন্থগুলো কিছু কিছু ধর্ম যাজকদের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও সঠিক প্রয়োগ ছিল না। প্রতিশ্রুত নবী যখন সেসব জাতির মধ্য থেকে এলেন না, তখন তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন। আগে থেকেই ধর্ম যাজকদের খেয়ালখুশি মত ঐশ্বরিক গ্রন্থগুলোর কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল, এবার প্রভু প্রদত্ত বিধানের মূল বিষয়ের উপর কলম চালিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ বিকৃতি করে ফেললো। যারা রহমতের কাণ্ডারীর শুভাগমনে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানিয়ে গ্রহণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তারাই প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। চলতে থাকলো সত্য মিথ্যার

www.pathagar.com

দ্বন্দ্ব। প্রবল দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যেও পৃথিবীর সব জাতির নিপীড়িত মানুষেরা প্রাণের টানে সত্য ধর্ম গ্রহণ করতে থাকলো। স্বার্থান্ধ ধর্ম যাজকরা নতুন কৌশল নিয়ে মাঠে নামলো। সে সময় যে সমস্ত রাজন্যবর্গ পৃথিবী শাসন করছিলেন, তাদের ক্ষমতা যথেচ্ছ ব্যবহারের সমার্থন জানিয়ে প্রভাবিত করে ফেললো। রাজদণ্ড যম দণ্ড হয়ে নেমে এলো দুর্বলদের মাথার উপরে। শান্তির ধর্ম গ্রহণকারীদের উপর চললো অকথ্য নির্যাতন। আর যেখানে এমন সুযোগ ছিল না সেখানে নওমুসলিমের বন্ধু হয়ে ঢুকে পড়লো তাদের মধ্যে। বিশ্বাসের মূল স্তম্ভের মধ্যে কৌশলে শিরকের সূক্ষ্ম কীট ঢুকিয়ে দিয়ে মজবুত ঈমানের ভিত্তি ধ্বসিয়ে দিতে তৎপর হলো। তবু সত্যের বাণীবাহকরা দীনের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মুখে কালেমা শাহাদাত, বুকে আল-কুরআনের বাণী, কাঁধে ঔষধপত্র আর খাদ্য দ্রব্য বোঝাই ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অসংখ্য আওলিয়া দরবেশ। তারা নিরাশ্রয় আর অসহায় মানুষদের মাঝে এক অভিনব বিপ্লব ঘটিয়ে চললেন। রোগযন্ত্রণায় কাতর মানুষের চিকিৎসা সেবা, অভুক্তদের দু'মুঠো খাওয়ার ব্যবস্থা আশাহত মানুষের অন্তরে আশা জাগিয়ে দিল। ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্যাতনের ভয় উপেক্ষা করে তারা দলে দলে দীন ইসলামের ঝাণ্ডাতলে সমবেত হতে লাগলো। ব্রাহ্মণ্যবাদের শাসকরা নিম্নবর্ণের মানুষদের মজবুত আশ্রয় ভাল নজরে দেখলো না। তারা এসব নওমুসলিম আর দলিতদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিল। সিন্ধুর রাজা দাহির নির্যাতনের মাত্রা এতই বাড়িয়ে দিয়েছিল, অসহায় মানুষদের আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠতো। মুসলমান ধর্ম প্রচারকদের সর্বস্ব রাজশক্তিতে লুট করতো, তাদের হত্যা করে ফেলতো। মুসলমানবাহী বা অন্য কোন বাণিজ্য জাহাজ তার রাজ্যের চৌহদ্দি দিয়ে যেতে পারতো না। যদি ভুলক্রমে এসে পড়তো, তাদের সবকিছু লুট করে পুরুষদের হত্যা করতো, নারীদের জীবিত রেখে যথেচ্ছ ব্যবহার করতো। এর প্রতিকার চেয়ে মুসলিম শাসকদের কাছে বহু আবেদন নিবেদন যেত। সদ্য বিবাহিত সতের বছর বয়স্ক মুহম্মদ বিন কাসিম এসব নির্যাতিতা নারীর ক্রন্দন ধ্বনি দূর থেকে যেন শুনতে পেলেন। ফুলশয্যার কোমল বিছানায় নব বিবাহিতা স্ত্রী মিলনে স্বর্গ সুখ উপেক্ষা করে এর প্রতিকারে বেরিয়ে পড়লেন। তার জ্যোতির্ময় মুখ থেকে শরীর শিহরে উঠা বক্তৃতা শুনে তখনই দশ সহস্র জোয়ান তার সঙ্গ নিল। তারা কোন দেশ দখলের নেশায় মত্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েনি, নির্যাতিত মানবতার মুক্তির পথ দেখাতেই তাদের যাত্রা শুরু হল।

এই যাত্রায় তাদের কার্যকলাপ, মানুষের প্রতি ব্যবহার, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ,

www.pathagar.com

মুখে শান্তির বাণী শুনে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে শোষিত মানুষের দল হন্যে হয়ে কালেমা পাঠ করে তার দলভুক্ত হয়েছে। বাধাহীন দুর্বার গতিতে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। পথিমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকগণ স্বেচ্ছায় তার সঙ্গে মিশে গেল। বৃহৎ রাজাগণ– সন্ধি করে তার সাথে মিত্রতা করলো। সিন্ধুর সীমান্তে পৌঁছে মুহম্মদ দাহিরের কাছে দূত পাঠিয়ে মিত্রতার আহ্বান জানালেন। ক্ষমতার গর্বে মত্ত ব্রাহ্মণ রাজা দাহির উদ্ধত অহংকারের সাথে অপমান করে দূতদের রাজ দরবার থেকে বের করে দিয়ে বললো– সাহস থাকলে শক্তি পরীক্ষায় এগিয়ে আসতে বলো, তোমাদের দুধের শিশুকে। রাজার ছেলে এবং প্রধান সেনাপতি যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করেও বিফল মনোরথ হয়ে চুপ থেকে গেল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হলো। বেশীর ভাগ আমাত্তবর্গ, বিপুল সংখ্যক সৈন্য অহংকারী রাজার পক্ষ ত্যাগ করলো। যুদ্ধে রাজা নিহত হলো। রাজার ছেলে, সেনাপতি এবং অগণিত মানুষ দীন ইসলামের ঝাণ্ডাতলে সমাবেত হন। অন্যায়ভাবে বন্দি করে রাখা বিপুল সংখ্যক কয়েদিকে মুক্তি দেয়া হল। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সব ব্যবস্থাই করা হলো। সূর্য পূজারী বর্বর তাতার জাতি ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়ে যেন মহাপ্রলয় সৃষ্টি করে চললো। অগণিত মানুষ হত্যা করে রক্তের নদী বইয়ে দিল। নরমুণ্ড সাজিয়ে পিরামিড তৈরী করে তার উপর উপবেশন করে চেঙ্গিস, হালাকু খানেরা অট্টহাসি করতো। তাদেরই বংশধরেরা একদিন ইসলামের সুমহান বাণী গ্রহণ করে পৃথিবীতে অনেক অবদান রেখে গেছে। অন্ধকারে ঢাকা আফ্রিকার জঙ্গলপূর্ণ দেশে নূরের রৌশনিতে পরিপূর্ণ করে অসভ্যদের সভ্যতার তকমা পরিয়েছে। অজ্ঞানতার আড়ালে ঢাকা ইউরোপে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে পৃথিবীময় আলোকিত করেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের কুটিল থাবা বিস্তারকারী হিংসুটে নরপতি পৃথ্বিরাজের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের কাঁন্নার আওয়াজ দূর থেকে শুনতে পেলেন আওলিয়াকুল শিরোমণি খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ)। তিনি একদল নিবেদিতপ্রাণ শিষ্য নিয়ে আসলেন। আস্তানা গাড়লেন আজমীরের উপকণ্ঠে বিশাল জলাভূমি আনার সাগরের তীরে। তিনি এক শিষ্যকে পাঠালেন জলাশয় থেকে পানি আনার জন্য। রাজার সৈন্যরা লোটা হাতে ফকিরকে পানির দিকে যেতে দেখে রেগে আগুন হয়ে গেল। নিম্নবর্ণের মানুষেরও যেখানে পানি নেয়ার অধিকার নেই সেখানে নেড়ে ফকির পানি নেবে! ব্রাহ্মণ রাজার রাজ্যে এসেছিস কোন্ সাহসে! দূর হয়ে যা এ দেশ থেকে, এক ফোটা পানি পাবি না।

শিষ্য ফিরে গেলেন দরবেশের কাছে। বললেন– পানি তো দিলেনই না উপরন্তু এই মুহূর্তে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছে রাজার সৈনিকরা। পীর সাহেব

www.pathagar.com

সবকথা শুনে স্মিতহাস্যে শান্ত কণ্ঠে বললেন– তুমি এবার যেয়ে কোনদিকে না চেয়ে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে লোটা পানির মধ্যে ডুবিয়ে এক লোটা পানি নিয়ে এসো। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তায়াম্মুম করে উচ্চস্বরে মাগরিবের আজান দিয়ে জামায়াতে নামাজ পড়ে শিষ্য চলে গেলেন আনার সাগরের দিকে। তিনি বিস্‌মিল্লাহ্ পাঠ করে এক লোটা পানিও নিয়ে ফিরে এলেন। পরদিন সকালে সবাই দেখলো সাগরে এক ফোটা পানি নেই। পানির অভাবে মানুষ দিশেহারা হয়ে রাজ দরবারে ছুটে যান। শুনে রাজা তো অগ্নিশর্মা। কিন্তু রাজার মা ফকিরের সাথে দ্বন্দ্ব যেতে নিষেধ করলেন। কৌশলে ফকিরকে বশীভূত করে পানির ব্যবস্থা করতে বললেন।

প্রজারা রাজার অসহায়ত্বের ভাব দেখে পীর সাহেবের কাছে যেয়ে ক্ষমা চাইলো। পানির ব্যবস্থা করে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য অনুনয় বিনয় করলো। অগত্যা পীর সাহেব শিষ্যকে বললেন– লোটার পানি সাগরে ঢেলে দিয়ে আসতে। লোটার পানি সাগরে ঢালতেই সেই বিরাট জলাশয় আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। এই অলৌকিক মোজেজা দেখে প্রজারা দলে দলে পীর সাহেবের কাছে দীক্ষা নিল। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধ করলো। শেষ পর্যন্ত রাজা নিহত হলেন। সেখানে ইসলামের আলো জ্বলে উঠলো। আজও সব ধর্মের মানুষ ভক্তিভরে পীর সাহেবের মাজারে হৃদয়ের ভালবাসা ঢেলে দেয়। পূর্ববঙ্গে তখনও ইসলামের আলো জ্বলেনি। ব্রাহ্মণ রাজন্যবর্গেরা নীচ জাতের আদম সন্তানদের মানুষ বলে স্বীকৃতি দিত না। পশ্চিম থেকে উচ্চ বর্ণের কুলীনরা এসে এ দেশে রাজত্ব করতো। কোন নীচ জাতের পুরুষদের বিয়ে করে বৌ নিয়ে রাত যাপন করার অধিকার ছিল না। ঐ সমস্ত উচ্চবর্ণের মানুষের যৌন লালসা মিটাতে গৃহবধুদের তাদের শয্যা সঙ্গীনি করতে বাধ্য করা হত। সুন্দরী মেয়েদের বিবস্ত্র হয়ে রাজার পাশে থাকতে হত। আপত্তি করলে এক আঘাতে তার ঘাড় থেকে মস্তক আলাদা করে সেই রক্তে দেবতার পদযুগল ধৌত করা হত। পশ্চিম থেকে ন্যাংটা সাধু বাবাজীরা আসতো এসব রাজ দরবারে। রাজা তাদের খুব সমাদর করতো। রাজার হুকুমে সৈন্যরা রাজ্য ঘুরে সুন্দরী মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে বিবস্ত্র করে ঐ সব সাধুদের হাতে সোপর্দ করতো। যে রাজার হুকুম অমান্য করতো তার কাঁধ থেকে মাথা নামিয়ে ফেলা হত। পরিবারের পর পরিবার এমন করে ধ্বংস হয়ে যেত। যারা বেঁচে থাকতো তাদের আর্তচিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠতো।

রাজা পরশুরাম ছিল এদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচারী রাজা। শাহ মাখদূম (রহ). এসে জঙ্গলের হিংস্র পশুর সহযোগিতায় রাজার মৃত্যু ঘটালে নির্যাতিতরা

www.pathagar.com

পরিত্রাণ পেয়ে যায়। এ দেশে জ্বলে উঠে ইসলামের আলো। আমাদেরই ভিতর থেকে কোটি কোটি মানুষ শান্তির বাণী গ্রহণ করে হৃদয়কে আলোকিত করলো, আমরা কেন আজও সেই গেড়ার পড়ে আছি বাবা?

আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত অনিমার মুখের দিকে চেয়ে তার ঐতিহাসিক যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো শুনছিলাম। হঠাৎ করে তার প্রশ্ন শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি কি উত্তর দেন তা শুনার জন্য। বাবা অনিমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– অনি! দীর্ঘক্ষণ ধরে যা বললে সেসব তো ইতিহাসের কথা। তুমি কিভাবে এসব জানলে?

কেবল আমি একা জানি না! আমরা সব বোনেরাই জানি। খুব ধৈর্যসহকারে আমরা এসব ইতিহাস পড়েছি। সেইসব প্রামাণ্য বইগুলো আমাদের লাইব্রেরীতেও মজুত আছে। আমার প্রশ্ন তুমি এড়িয়ে গেলে যে বাবা?

এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন তোমার নয় মা! এই উত্তম জাতির মধ্যে জন্ম নিয়েও এমন অনেক মানুষ আছে যারা এর মহাত্ম্য বুঝতে পারেনি, তাই কুচক্রীদের প্রলোভনে পড়ে গাদ্দারী করেছে। এতে জাতির অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষ যদি আগে থেকেই এই শান্তির ধর্ম গ্রহণ করতো, তাহলে এমনও তো কেউ হতে পারতো যে জাতির সাথে গাদ্দারী করতো! সেই দুর্নামের বোঝা বংশ পরম্পরায় বয়ে আনতে হতো। শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই হয়তো আমাদের গ্রাস করতো।

আজ মুক্ত মনে জেনে বুঝে যে মহান ধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছি, সে তো আমাদের প্রতি প্রভুর দয়া। তিনি করুণা করেছেন বলেই তো আমাদের অন্তর চক্ষু খুলে গেছে!

যে অনুভূতি আজ আমাদের জেগেছে সেটার মর্যাদা অনেক। প্রভুর কাছে এর উত্তম পুরস্কার প্রত্যাশা করতে পারি না আমরা?

বাবা আমার দিকে চেয়েই প্রশ্নটি করলেন। আমি বললাম– অবশ্যই আল্লাহ আপনাদের উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

তাহলে আর অপেক্ষা করা কেন? যে মন্ত্র গ্রহণ করলে অন্ধ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হেনে মহামুক্তির ভিত তৈরী করে দেয়, তাই আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করিয়ে দাও বাবাজী!

বাবার আহ্বানে আমি তখনই আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে গেলাম। এমন একটি দুর্লভ মুহূর্ত আমার জীবনে যিনি এনে দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায়ই আমার প্রথম কর্তব্য বলে মনে করলাম। অন্তরের আকুতি ঝরিয়ে আল্লাহকে শত

www.pathagar.com

কোটি শুকরিয়া জানিয়ে যখন মাথা তুললাম– দেখলাম আমার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই সিজদায় অবনত। দু'চোখের পানি শ্রাবণের ঝরা বাদলের মত ঝরে মুখমণ্ডল আর সিজদার স্থান সিক্ত করে ফেলেছে। আমি আর ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে কালেমা শাহাদত পাঠ করিয়ে তাদের অশান্ত মনকে শান্ত করিয়ে দিলাম। মহান নবীর নামে দরুদ পাঠ করে আল্লাহর দরবারে হাত উঠালাম– এই পরিবারের সকলের জন্য পাপমুক্তি, ইহ-পরকালের অফুরন্ত শান্তির আর্জি জানাতে।

সকলেই আমার সাথে হাত উঠিয়ে দোয়ায় শরীক হলো। সুগন্ধময় একটা স্বর্গীয় হাওয়া যেন আমাদের ঘিরে ফেললো। শুভ্র শান্ত আলোকমালা পরিবেষ্টিত এক শান্তির রাজ্যে আমরা পদার্পণ করলাম। জড়জগতের কোন চেতনাই তখন আমাদের মাঝে নেই।

গোটা পরিবার একযোগে সত্য ধর্ম গ্রহণ অতীব বিস্ময়ের ব্যাপার। চতুর্দিকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। এদের ব্যাপারে অফিশিয়াল এবং অন্যান্য আইনগত দিক সারতে প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল। সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সেরে বাড়ীতে খুব বড় আকারের একটা দোয়ার অনুষ্ঠান করা হল। দোয়া শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়ন করা হল। আনন্দসহকারে অনুষ্ঠানটি শেষ হলে সবাই বিদায় নিলেন। রাত তখন এগারটা। উপরের বড় রুমটিতে আমরা সবাই একত্রে এশার নামাজ পড়ে গোল হয়ে বসে সাংসারিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। আমার কোলের মধ্যে শান্ত শিষ্ট এক আদম সন্তান চুপ করে বসে আছে। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে সোহাগ করছিলাম। সেদিকে চেয়ে সবাই পুলক অনুভব করছিল। সবারই মুখে ছিল তৃপ্তির হাসি। ছেলেটির নাম আমাকেই নির্বাচন করতে হয়েছে। শরীফ হাসান নামটি সবারই খুব পছন্দ হয়েছে। বাবা বললেন– খোদার হাজার শোকর, পিতৃহীন শরীফ আর এতিম রইলো না। উপযুক্ত অভিভাবক সে পেয়ে গেছে।

আমি বাবাকে বললাম– আপনি দোয়া করুন, আমি যেন তার উত্তম ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারি।

দোয়া অবশ্যই করবো। আমার ঈমান গ্রহণে আল্লাহ যদি খুশী হয়ে থাকেন, তাহলে তার সবটুকু পাওনা তিনি যেন তোমাকে দেন।

নিজেকে কাঙাল করে এতো বড় ত্যাগ স্বীকার আমার জন্য খুব পীড়াদায়ক বাবা! কেননা– খোদার ভাণ্ডার কোন দিন শূন্য হয় না। তিনি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককেই অঢেল পুরস্কার দিতে পারেন। আমি চাই প্রত্যেকের ঈমানের পূর্ণতা আর শান্তিপূর্ণ জীবন।

www.pathagar.com

খোদা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আর কত দিনইবা বাঁচবো। আল্লাহর ডাকে সাড়া তো দিতেই হবে বাবা! ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক মস্তবড় বোঝা তোমার কাঁধে চেপে বসেছে, তা বহন করতে তুমি হয়তো হাফিয়ে উঠবে, তাই যাওয়ার আগে আমি একটা ফয়সালা করে যেতে চাই। আমার স্থাবর অস্থাবর সব সম্পদ তোমার নামে লিখে দিতে চাই।

আমি চমকে উঠে বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললাম– এতো বড় অবিচার আপনি করবেন না বাবা!

অবিচার কেন হবে? তুমি আমার একমাত্র ছেলে, সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী।

এতো বড় গুরুতর শাস্তি আমাকে দিবেন না বাবা! আপনার যা কিছু আছে সব কিছুর উত্তরাধিকার আমার তিন বোনেরা।

আর কেউ নয়?

না।

বৌমা, শাহানা আর শরীফ? রত্নার পরিবর্তিত নাম শাহানা।

খোদা দয়া করে আমাকে অনেক সম্পদের মালিক করেছেন, তার থেকে আমি ওদেরকে কিছু দেব। ওদের জন্য আপনি ভাববেন না বাবা?

দেখলাম রত্না আর সুশীলার মুখ খুশীতে ভরে উঠেছে। অনিমা অর্থাৎ শাহনাজ সুলতানার মুখ হঠাৎ করে যেন অবমাশ্যার অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সে বললো– ভাইয়ের স্নেহ ভালবাসা থেকে তাহলে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছি?

আমি শাহনাজের মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম– তুমি ভুল বুঝেছো বোন। সম্পদ বণ্টনে কম বেশী হতে পারে কিন্তু ভাইয়ের স্নেহ ভালবাসা বোনদের প্রতি সমানভাবে বর্ষিত হয়।

আপনি এখনই যে ভাগ করে ফেললেন ভাইয়া?

ইসলাম সম্পর্কে তুমি আগে থেকে এতো গভীরভাবে পড়াশোনা করেছো, যা যে কোন শিক্ষিত মানুষকে চমকে দেয়ার মত। ইসলামী শরীয়াতের এ বিষয়টি অবশ্যই তোমার নজরে এসেছে– পিতার মাতার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে তাদের ঔরষজাত সন্তানেরা।

এ বিষয়টা পড়াশোনা করে জেনেছি। শুধু তাই নয়, এটাও জেনেছি বাবা মা যদি স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু দিয়ে যান সেটাও শরীয়তসম্মত।

বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– শাহনাজ যা বলেছে এটা কি সত্য?

www.pathagar.com

সত্য। তারপরেও কথা আছে। সন্তানের হক নষ্ট করে কাউকে কিছু দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

শাহনাজ বললো– বাবা ইচ্ছা করলে তার অর্থ সম্পদের সিংহভাগ দান সদকাও তো করতে পারেন?

আর ঔরষজাত সন্তানের যেন কোন ক্ষতি না হয় সেই দিকে খেয়াল রেখে সৎ কাজে ব্যয় করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে আমি তার সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি।

সেটা কি?

আমার বোনদের ভবিষ্যত সম্পর্কিত বিষয়ই হচ্ছে মুখ্য। তিনটা বোন পড়াশোনা করছে, তাদের পড়াশোনার যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে খেয়াল রেখে সার্বিকভাবে সাহায্য করা। শরীফকে উত্তমরূপে গড়ে তোলা, শাহনাজ আর শরীফা বানুকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে সমর্পণ করা আমার উপর এখন ফরজ হয়ে গেছে বাবা!

বাবার কিছু বলার আগেই শাহনাজ কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললো– ভাইজান আমাদের আর সহ্য করতে পারছেন না, তাড়াতাড়ি সামনে থেকে বিদায় করতে পারলে যেন বেঁচে যান।

সুশীলার পরিবর্তিত নাম শরীফা বানু, দেখলাম সে কাঁদছে। আমি দু'বোনকে দু'পাশে বসিয়ে তাদের কাঁধে হাত রেখে বললাম– ভাইয়ের প্রতি বোনদের কেবলই অভিমান আর অশ্রু বর্ষণ! অবুঝ হয়ো না বোনেরা আমার! আল্লাহর বিধান অমান্য করার কোন অজুহাত চলে না। সত্যের আদর্শ বাস্তবায়ন করা থেকে আমরা তো কেউ সরে যেতে পারি না! তোমরা শিক্ষিতা মেয়ে। সৃষ্টির কল্যাণের জন্য তোমাদেরও কিছু করার দায়িত্ব আছে। আমি তোমাদের অকালেই ঝরে যেতে দিতে চাই না। সমাজের বুকে প্রস্ফুটিত করতে চাই। তোমরা কি চাও নিজেদের প্রতিভাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যেতে?

আমাদের পরিচয় সমাজ কিভাবে গ্রহণ করবে তা জানিনা। পরিচয়ে একটা দুর্বলতা যে রয়ে গেছে ভাইয়া?

কিসের দুর্বলতা! তোমরা যে সম্পদ অর্জন করেছো তা অত্যন্ত সবল। আজকের বিশ্ব সেই সম্পদ আহরণে দেশ কাল জাত উপেক্ষা করে যেখানে যা পাচ্ছে তাই উদরস্থ করছে।

www.pathagar.com

[redacted] বার

চার দিন পর আমরা একটা মাইক্রোবাস চেপে বাবার গ্রামের বাড়ী গেলাম। দত্তরা খুব বড় বংশ। গ্রামের প্রায় অর্ধেক স্থান জুড়ে তারা বাস করছেন। বাবার নিজের ভাই নেই, অনেকগুলো চাচাতো ভাই আছেন। তাদের মধ্যেও অনেক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে আছে। বাবার দু'টি বোন, ছোটটি স্বামী সন্তান নিয়ে দূরের একটি গ্রামে বাস করছে। বড়টি বিধবা, আশি বছরের বৃদ্ধা। আট বছর বয়সে তার বিবাহ হয়েছিল। বিয়ের পর কয়েকদিন মাত্র শ্বশুর বাড়ী ছিলেন। নাবালিকার অজুহাতে শ্বশুর শাশুড়ী বৌকে ছেলের কাছ থেকে দূরে রাখতে চাইলেন। তাদের ছেলে কলকাতার একটি কলেজে পড়তো, সে সেখানে চলে গেল। তিনি স্বামীর মুখ আর কোনদিন দেখেননি। এক বছর পর কলেজ হোষ্টেলেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তার স্বামী মারা যান। সেই থেকেই বাপের বাড়ী আশিটি বসন্ত পার করলেন। সেই সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না। অনেক আগে থেকেই আন্দোলন চলছিল, কেবল শহর এলাকায় কেউ কেউ সাহস করে দু'একটি বিধবাদের বিয়ে দিয়ে সমাজের গোড়ামী ভাঙার চেষ্টা করছিল। বাবার গ্রামের বাড়ীতেই সেই বিধবা থাকতেন। তিনি বয়সে বাবার চেয়ে অনেক বড়। পুরানো আমলের চুন সুরকীর গাথুনী পাচিল ঘেরা বিরাট বাড়ী। আমাদের গাড়ী যখন সেই বাড়ীর সামনে যেয়ে দাঁড়ালো তখন বেলা দু'টো বাজে। আমি আর বাবা পায়জামা পাঞ্জাবী টুপি পরিহিত, মা আর বোনেরা বোরখাবৃতা! আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! এতো বড় বাড়ী, ভিতরে চাপা কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে অথচ কেউ আমাদের সামনে এলো না। বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার জন্য বাবা পাচিলের দরজার দিকে এগিয়ে চললেন। আমরা সবাই তার পিছু নিলাম। দরজার কাছাকাছি যেতেই ভিতর থেকে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। আমরা সবাই যেন চমকে উঠলাম। মানসম্মান প্রতিপত্তির দিক দিয়ে দত্ত পরিবারে সুরেন দত্ত অর্থাৎ বাবা সবার সেরা, এতোদিন তার কথায় দত্ত পরিবার উঠাবসা করতো। আর আজ নিজের বাড়ীর দরজা তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল! চমকে উঠার বিষয় বটে– বাবাকে কোন রাগ বা উত্তেজিত হতে দেখলাম না। তিনি শান্ত কণ্ঠে তার দিদিকে ডাকলেন। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি অনুনয় বিনয়ের পর দরজা খোলার শব্দ পেলাম। দরজার পাল্লা

www.pathagar.com

সামান্য আলগা করে সেখানে এক বৃদ্ধা মুখ বাড়িয়ে বললেন– তোমরা কেডা পা? বাবা হাসি মুখে বললেন– আমি দিদি!

কে তুমি!

তোমার ভাই সুরেন দত্ত।

মিথ্যে পরিচয় দিয়ে আমাকে ভোলাতে এসেছিস নচ্ছার কোথাকার!

আমি তোমায় ভোলাতে আসিনি দিদি!

তবে এখানে কেন?

আমার বাড়ী আমি আসবো না তো কে আসবে দিদি?

এটা যবনের বাড়ী নয়, দত্ত বাড়ী।

দত্ত বাড়ীর ছেলে হিসাবে এ বাড়ী আমার।

তবে এমন করে যবনের ভোল ধরেছিস কেন?

এটা নকল কিছু নয়, এই হচ্ছে আসল রূপ দিদি!

দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।

যাব। তার আগে ভাই হয়ে বোনের মুক্তির পথ দেখাতে চাই?

কিসের মুক্তি?

জ্বলন্ত আগুনের দহন থেকে।

ভয় দেখিয়ে আমার মন কেড়ে নিতে পারবিনে।

আমি কারও মন কাড়তে আসিনি দিদি! দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এসেছি। মিথ্যের খোলস পাল্টিয়ে সত্যের পোশাক পরাতে, আর যতদিন বেঁচে থাকবে ততোদিন যেন সম্মানের সাথে দিন যাপন করতে পার তার ব্যবস্থা করতে।

আমি তো ভালই আছি, আমার কোন সমস্যাই নেই।

আমি দিয়েছি বলেই তুমি ভাল আছ, না দিলে পথে ভেসে বেড়াতে। তোমার ধর্ম তোমাকে পৈতৃক সম্পদের কোন অংশ দেয় না, আমার ধর্ম দুই বোনকে এক ভাইয়ের সমান করে সম্পদ বণ্টন করেছে। আমি তোমাকে তাই দিতে এসেছি দিদি!

আমি তোর কোন সম্পদ চাই না।

তাহলে এখন তোমাকে আমার বাড়ী ছাড়তে হয় দিদি!

আমি তোর বাড়ী থাকি না, দত্তদের বাড়ী থাকি।

অবুঝ হয়ো না দিদি! ব্রাহ্মণ্যবাদের মনগড়া যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে নিজের

www.pathagar.com

জীবনটা তিলে তিলে ক্ষয় করলে, কি পেয়েছ তুমি! অপ্রাপ্ত বয়সে বিধবা হয়ে কার মন জোগাতে সংযম পালনের নামে বৈধব্য বেশ নিয়ে জীবন কাটালে দিদি! যে ধর্ম তোমাকে আর স্বামী-সংসার, ছেলে-মেয়ের মুখ দেখার অধিকার দিল না অথচ দেবতারা পর নারী নিয়ে লীলা খেলা করলো, সেখানে তুমি কোন আশায় কিসের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছ দিদি!

চুপকর তুই। আমি তোর অন্তবাক্য শুনতে চাই না।

শুনতে না চাইলে আমি তোমাকে শুনাতে বাধ্য করবো না। আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছি, তাদের ঘরে নিয়ে যাব, তুমি একটু সরে দাঁড়াও।

ছেলে! অনেকদিন আগে শুনেছিলাম সে খুন হয়ে গেছে, অপর ছেলে কোথায় থেকে হলো?

এটাও আমার একটা ছেলে।

ছেলে নিয়েই তুই থাক কিন্তু এখানে নয়।

আমি এখানে বাস করতে আসিনি। যে বাড়ী ঘরে জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটালাম, সেটা আগে ছিল অপবিত্র আজ পবিত্র করতে চাই।

দূর হ' তুই আমার সামনে থেকে।

বৃদ্ধার পাশে আড়ালে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল। ইঙ্গিত পেয়েই সে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। বাবার চেহারা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি থর থর করে কেঁপে উঠলেন। তার শরীর শিথিল হয়ে এলো। তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। আমি বুঝতে পেরে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তাকে সাহায্য করার সুযোগ পেলাম না, তার আগেই তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। বোনেরা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। আমি ড্রাইভারকে ডেকে দু'জন ধরাধরি করে বাবাকে গাড়ীর পিছনের ছিটে শুইয়ে দিলাম। বাবার শরীরে হাত দিয়েই আমি বুঝে গেছি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার ইহজগতের সফর শেষ হয়ে গেছে। আমি যদি ভেঙ্গে পড়ি তাহলে মা বোনদের সান্ত্বনা দেবে কে! মন শক্ত করে ফেললাম। অতিকষ্টে চোখের পানি সংবরণ করে মাকে ধরে গাড়ীতে উঠালাম। বোনদের গাড়ীতে উঠতে বললাম। ইতিমধ্যে বোনদের কাঁন্নার আওয়াজ শুনে অনেক নারী পুরুষ আমাদের চার পাশে জমা হয়ে এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখছে। আমি মনস্থ করলাম বাবার মৃত্যু সংবাদটি তার বোনকে জানিয়ে যাব। তিনি যদি শেষবারের মত ভাইকে দেখতে চান দেখে যাবেন। আমি একজন বয়জ্যেষ্ঠের নিকটে যেয়ে কানের কাছে মুখ দিয়ে এই দুঃখজনক সংবাদটি তার

www.pathagar.com

বোনকে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। বোনেরা তখনও জানে না তাদের বাবার পরিণতির কথা। আমি চাচ্ছিলাম তারা বুঝার আগে গাড়ী নিয়ে স্থান ত্যাগ করতে। সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধার সংহারিণী মূর্তি মুহূর্তে গলে পানি হয়ে গেল। প্রৌঢ়ের হাত ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধা গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধার পাষাণ হৃদয় যে মুহূর্তের মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহে উতাল হয়ে জাতবাদের কথা ভুলে যাবে তা আমার ধারণা ছিল না। আমি গাড়ীর দরজা খুলে দিলাম, বৃদ্ধা হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাবার মৃত্যুদেহের উপর। আমি যেটা গোপন করতে চেয়েছিলাম সেটা প্রকাশ হয়ে গেল। বোনদের এতোক্ষণ যে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম তা আর টিকলো না। কাঁন্নায় ভেঙ্গে পড়লো সবাই। এই মুহূর্তে সান্ত্বনার বাণী কোন কাজে আসবে না, তাই বাধা না দিয়ে কাঁদতে দিলাম। কিছু সময় বাদে আমি মা আর বোনদের বললাম– এমন করে কাঁদলে বাবার আত্মা কষ্ট পাবেন। আমাদের এখন উচিৎ তার আত্মার শান্তির জন্য খোদার কাছে দোয়া করা।

ইসলামী আদর্শে মৃত্যুই শেষ নয়। এরপরে চিরস্থায়ী জীবন আছে সে জীবনের কল্যাণ কামনা করা প্রতিটি মুসলিম নর নারীর প্রতি অবশ্য কর্তব্য। মা শান্ত হলেন, বোনেরাও একসময় নিরব হয়ে গেল। এবার সমস্যা বাঁধলো বৃদ্ধাকে নিয়ে। তাকে সান্ত্বনা দেয়া গেল না। কিছুক্ষণ আগেই যে মহিলা রক্তের সম্পর্কের ভাইকে এক প্রকার গলা ধাক্কা দিয়ে তার নিজ বাড়ী থেকে বের করে দিলেন, তিনিই যে এতো অল্প সময়ের মধ্যে ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে হা হুতাশ করবেন তা ছিল কল্পনার বাইরে। দত্ত পরিবারের মধ্যে যারা প্রৌঢ় ব্যক্তি এবং জ্ঞানী গুণী আছেন তাদের ডাকলাম। অনেক ইতস্তত করে কয়েকজন নিকটে এলেন। আমি বললাম– বাবা এই পরিবারেরই একজন সম্মানী ব্যক্তি। তিনি স্বপরিবারে ইসলাম কবুল করেছেন। আপনাদের কাছে এটাই তার বড় অপরাধ। আর মুসলমানরা বলবেন– তিনি উত্তম কাজই করেছেন। প্রতিটি মানুষই চায় মুক্তি আর শান্তি। যে পথে এই কাঙ্খিত সত্যের আলোকরশ্মি দেখতে পাবে, সেই পথেই মানুষ ছুটবে। বিবেক তাড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যদি সবার একই প্রকার হতো তাহলে সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, আলো অন্ধকার কি পাশাপাশি থাকতো! আপনাদের বিশ্বাসের উপর আপনারা থাকুন। অপরের বিশ্বাসের উপর কেন ঘৃণা করবেন? আল্লাহর বিধান তো কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কে জানে নিজ বাড়ীর দরজার সামনে বাবার প্রাণত্যাগ এই পরিবারের পারলৌকিক মুক্তি বয়ে আনবে না? তিনি এসেছিলেন তার বাড়ী আর সম্পত্তির একটা ফয়সালা করতে।

www.pathagar.com

যে বাড়ীতে তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন সেই বাড়ীতে তার পবিত্রপদ যুগল সঞ্চালন করে ধন্য করতে চেয়েছেন। আপনাদের কাছে আমার একান্ত দাবী, তার পৃথিবীর বুক থেকে অনন্ত জগতের পথে যাত্রার পূর্বে যে আবেদনটি তার বোনের কাছে রেখেছিলেন সেটা বাস্তবায়ন করার সুযোগ দিন।

একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন– তিনি কি বলেছিলেন?

যে বাড়ী ঘরে তিনি বাস করতেন সেখানে তার ছেলে মেয়ে নিয়ে কিছু সময় অবস্থান করতে।

বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করে সে যে অপরাধ করেছে ভগবান তার শাস্তি দিয়েছেন। এখন তুমি কি বলতে চাও?

অপরাধ তিনি করেননি, মিথ্যাকে ছেড়ে সত্যকে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাকে চিরস্থায়ী শান্তির রাজ্যে বাস করার তাওফীক দিয়েছেন।

তুমি কে?

আমি তার ছেলে।

মিথ্যা কথা! তার কোন ছেলে বর্তমান নেই।

আমার মা, বোনেরা আছে, তারা কি বলে শুনুন।

তাদের কাছে কি শুনবো! পথ থেকে একটা কুড়িয়ে নিয়ে এসে যদি বলে এটা আমাদের ছেলে, আমরা কি তাই মেনে নেব?

আপনাদের মানতে বাধ্য করছি না, কেবল তার আবেদনটি মঞ্জুর করতে বলছি। তার আত্মা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও যেন শান্তি পায়, এটা আমরা সর্বান্ত করণে কামনা করি। আপনারা তার বোনকে বলে রাজী করলে আমরা কেবল বাবাকে কিছু সময়ের জন্য তার ঘরবাড়ীতে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাব। আমার কথা শেষ হতেই বৃদ্ধা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন– তোমরা তাকে তার বাড়ী ঘরে নিয়ে যাও, আমি আর বাধা দেব না রে বাবা!

বৃদ্ধার কথায় ধমক দিয়ে এক প্রৌঢ় ব্যক্তি বললেন– তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে দিদি! এসব ক্লেচ্ছ যবনের দল ঢুকবে দত্তদের বাড়ীর মধ্যে?

বাড়ীর মধ্যে ঢুকার জন্য তার কাকুতি মিনতির কথা আমি ভুলতে পারছিনে রে বাবা! তার আত্মা যদি শান্তি পায় তা যাক, নয়তো সেই কথা মনে করে আমি যে পাগল হয়ে যাবরে বাবা! বৃদ্ধা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

আমরা যেতে দেব না।

www.pathagar.com

আমি অবাক হয়ে বললাম– বাড়ীর মালিক তার নিজের বাড়ীতে যেতে পারবে না?

এটা তার বাড়ী আর নেই, দত্তদের বাড়ী।

আপনার কথাই মানলুম। তার বোনের তো অধিকার আছে, সেই তো অনুমতি দিচ্ছে!

তারও কোন অধিকার নেই।

কেন?

আমাদের আইনে মেয়েরা পৈতৃক সম্পদের মালিক হতে পারে না।

বাবা যে উইল করে গেছেন তাতে তার গ্রামের সম্পদের অর্ধেক মালিকানা দু'বোনকে দিয়ে গেছেন।

বাকী অর্ধেক?

ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে।

দেখি সেই উইলখানা।

আমি ব্যাগের মধ্য থেকে উইলখানা বের করে প্রৌঢ়ের হাতে দিলাম। তিনি পড়ে প্রচণ্ড রাগে যেন ফেটে পড়লেন। উইলটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মাটিতে ফেলে দিলেন।

আমি উত্তেজিত না হয়ে শান্তকণ্ঠে বললাম– উইলের দলিল ছিঁড়ে আপনি আইন রদ করতে পারবেন?

সে আমরা দেখে নেব।

মনে করেছেন দলিল ছিড়ে সব কিছু মুছে ফেলেছেন কিন্তু সেটা হচ্ছে উইলের ফটোকপি। মূল দলিল শহরের বাসায় রয়ে গেছে। সরকারী অফিসে তার প্রমাণ পত্র রয়েছে, এগুলো কি করে নিশ্চিহ্ন করবেন?

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আর কোন কথা না বলে সেখান থেকে সরে গেলেন।

ইতিমধ্যে সেখানে অনেক মানুষ জমা হয়ে গেছে। আমি সেই দিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনাদের মধ্যে যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি থাকেন তাহলে দয়া করে আমার কাছে আসুন। কয়েকজন তরুণ আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। পরিচয় নিয়ে জানলাম তারা হাইস্কুলের ছাত্র। স্কুল থেকে বাড়ী যেতে এখানে মানুষের ভিড় দেখে এসেছে। আমি তাদের সহযোগিতায় বাবাকে গাড়ী থেকে বের করে বাড়ীর ভিতরে যে ঘরে তিনি ইতিপূর্বে থাকতেন সেই ঘরের খাটের উপর রেখে দিলাম। শহর থেকে আসার সময় বাবার কাছে শুনেছিলাম তাদের গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় কলিম চৌধুরী বলে একজন ধার্মিক ব্যক্তি আছেন, তিনি তার স্কুল থেকে

www.pathagar.com

কলেজ জীবন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তরুণদের বললাম– তোমরা যদি চৌধুরী সাহেবকে একটু সংবাদ দিয়ে নিয়ে আসতে পারতে তাহলে খুব উপকার হত। ওদের মধ্যে একজন বললো– তিনি আমার বড় চাচা হন, আমি এখনই তাকে ডেকে নিয়ে আসছি। ছেলেটির নাম শহীদ। সে তখনই সাইকেল চেপে চলে গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই চৌধুরী সাহেব তার ভাইপোর সাথে এলেন। তিনি ইতিপূর্বে জানতেন না যে তার বন্ধু দত্ত মহাশয় সপরিবারে মুসলমান হয়েছেন। আমার কাছে শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। মা আর বোনদের সাথে তার অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে। তিনি যখন শহরে যেতেন তখন বন্ধুর বাসায় আসতেন। তিনি মা আর তার মেয়েদের সান্ত্বনা দিলেন। আমি বললাম– বাবার এমন কোন জমি আছে যেখানে মাদ্রাসা অথবা মসজিদ করা যায়? তিনি বললেন–আমাদের পাড়ায় তার দুই বিঘার একটা প্লট আছে, সেখানে মাদ্রাসা করা যায়। বললাম– আল্লাহর রহমত আমাদের সবার উপর নাজিল হোক। আমি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ পেয়ে যাচ্ছি। বাবাকে সেই জমির একপাশে কবরস্থ করতে চাই। সেখানেই একটা মাদ্রাসা তৈরী করার সব ব্যবস্থা আমি করবো। অবশ্য আপনাকেই এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে। চৌধুরী সাহেব বললেন– এমন মহৎ কাজে সহযোগিতার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। বন্ধুকে এখনই আমার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হোক। গোছল দিয়ে কাফন পরিয়ে সেখানেই কবর দেয়া হবে। বাবার মরদেহ গাড়ীতে উঠিয়ে নেয়া হল। মা, বোনেরা এবং চৌধুরী সাহেবকেও গাড়ীতে উঠতে বললাম। কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধাও গাড়ীর কাছে এসে জিদ ধরলো –আমিও যাব, আমাকে নিয়ে চল। আমি বললাম– আপনি যেতে চাইলে বাবাকে কবরস্থ করে শহরে ফিরে যাওয়ার সময় আপনাকে নিয়ে যাব।

আমি এখন যাব, আমার ভাইকে নিয়ে তোমরা কি করবে –তাই দেখতে চাই।

বৃদ্ধা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। অগত্যা তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা চৌধুরী সাহেবের বাড়ী পৌছে গেলাম। তিনি তখনই তার ভাইপোকে দিয়ে পাড়ার লোকজন ডাকালেন। দেখতে দেখতে অনেক মানুষের সমাগম হল। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে লোকজনসহ সেই প্রস্তাবিত জমিতে গেলেন। জায়গাটি দেখে আমি খুব খুশী হলাম। রাস্তার ধারে জমিটি। তার পাশে পর পর বেশ কয়েকটা প্লট। তারপর চৌধুরী সাহেবদের বাড়ী। বাড়ীর সামনেই মসজিদ। বাবা কবরে শুয়ে থেকে মসজিদের আজান শুনতে পাবেন এর চেয়ে উত্তম স্থান আর হতে পারে না। চৌধুরী সাহেব কবর খননের কাজে লাগিয়ে

www.pathagar.com

দিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়ী গেলেন। শহীদকে কাফনের কাপড় এবং অন্যান্য যা দরকার তা কিনতে পাঠালাম। সেসব কিছু নিয়ে এলে আমি আর চৌধুরী সাহেব বাবাকে গোছল করালাম। কাফনের কাপড় পরিয়ে মসজিদের সামনে জানাযা দেয়া হল। কবর দেয়া যখন শেষ হয়ে গেল তখন রাত আটটা বেজে গেছে। আমরা শহরে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু চৌধুরী সাহেব যেতে দেননি।

সকালে ফজরের নামাজ পড়ে চৌধুরী সাহেবকে বললাম– আমরা আজ শহরে চলে যাই। আগামীকাল এসে বাবার জন্য বড় আকারের একটা দোয়ার অনুষ্ঠান করতে চাই। আমরা শহর থেকে ডেকোরেটর এবং যত প্রকার মালামাল লাগে সব কিনে নিয়ে আসবো। আপনি গরীব মিসকীন, মসজিদের মুসল্লীদের এবং গ্রামের সব মানুষকে দাওয়াত দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। সবকিছুর যোগান আমি দিয়ে দেব, তদারকির দায়িত্ব আপনাকে দিচ্ছি। দুঃখিত আমি আপনাকে অনেক পরিশ্রমের পথে নামাতে চাচ্ছি।

চৌধুরী সাহেব হাসি মুখে বললেন– এটা কোন দুঃখের বিষয় নয় বাবা! আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জন্য কিছু করার সুযোগ পাচ্ছি, এতে নিজেকে অত্যন্ত ধন্য মনে করছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সুষ্ঠভাবে দোয়ার অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হওয়ার সব চেষ্টাই করবো।

মসজিদ থেকে বাসায় আসতেই শাহনাজকে সামনেই পেয়ে গেলাম। সে মনে হয় আমার অপেক্ষায় ছিল। আমি তার সাথে বাবার নামে দোয়ার অনুষ্ঠানের কথা বলার আগেই সে আমার হাত ধরে বললো– আমাদের ঘরে একটু আসতে হবে। দেখলাম তার চেহারায় মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে রয়েছে। আমি বললাম– তা কি করে হয়! মেয়ে মহলে যাওয়া আমার পক্ষে কি করে সম্ভব!

সবাই আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।

কেন, ব্যাপার কি?

রাতে পিষি আমার কাছেই শুয়ে ছিলেন। তিনি নিজেও ঘুমাননি, আমাকেও ঘুমাতে দেননি। বাবাকে গোছল দিয়ে সুন্দর করে সাদা কাপড়ের কাফন পরানো, জানাযা দেয়া, কবরস্থ করা– সব তিনি দেখেছেন। এই সব দেখে তার মন মানসিকতায় এর প্রভাব পড়েছে। তা নিয়ে তিনি সমস্ত রাত আমার সাথে আলোচনা করেছেন। তিনি বললেন, আমাদের সমাজে মৃত্যুর সময় এলে তুলসি তলে তাকে রেখে দিতে হয়। এর মধ্যে রোদ বৃষ্টি ঝড় বাদল সবকিছু তার উপর দিয়ে বয়ে যায়, কারও একটু দয়াও হয় না। তার মৃত্যু কষ্টের উপর এই অসহনীয়

www.pathagar.com

কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ধর্মে নিষিদ্ধ। উপরন্তু একবার তুলসি তলে নামালে তার মৃত্যু যদি দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর না হয় তবু তাকে আর ঘরে উঠানো হয় না। তারপর মরে গেলে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। তার কথা মন থেকে মুছে ফেলার সব ব্যবস্থা আমরা করি। এতো আদর, এতো ভালবাসা, এতো প্রেমপ্রীতি সবই কি ঠুনকো! আমি কোন দিন এই সব নির্দয় অমানবিতার কথা চিন্তা করার সুযোগ পাইনি। কালকে যা দেখলাম তা সত্যি আমার কাছে ছিল অভাবনীয়। মা যেমন ছেলে মেয়েকে স্নান করিয়ে ভাল কাপড় পরিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তার চেয়েও যেন কত যত্নের সাথে সুরেনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হল। মৃত্যুর পরেও যে প্রিয় অপ্রিয়জনের কাছে এমন উত্তম ভালবাসা পাওয়া যায় তা আমি কোনদিন জানতাম না। কলিম চৌধুরী বাবার জন্মেও তোদের রক্তের সম্পর্কের কেউ নয়। তারপরেও সে-ই যেন আজ পরম আপনজন। হৃদয়ের মধ্যে এমন শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়ার পথ তোদের কে দেখালো? আমি বললাম– মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন, আলমগীর ভাইয়ের অছিলায় আমরা সত্য পথ পেয়ে গেছি। তিনি জানতে চাইলেন কিভাবে আপনার সাথে আমাদের পরিচয় হয়। আমি সংক্ষেপে সেই গোড়া থেকে সদানন্দ গোসাই পর্যন্ত সব ঘটনা তাকে শুনিয়েছি। দত্ত পরিবার, গোসাইকে দেবতার জ্ঞানে ভক্তি করে। মাকে না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে তার পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি পিষির মনে দাগ কেটে যায়। আমাদের ফজরের নামাজ পড়তে দেখে আরো প্রভাবিত হয়ে যান। তিনি বললেন, তোর ভাইকে ডেকে নিয়ে আয়, আমি এখনই তার কাছে দীক্ষা নেব। সংবাদটি শুনে মা, আমরা –এ বাড়ীর সবাই খুব খুশী হয়েছি। তাকে গোছল করিয়ে ভাল কাপড় পরিয়ে অজু বানিয়ে বসিয়ে রেখেছি। আপনি আর চাচা আসুন, এই আনন্দে আমরা সবাই মিলে শরীক হই। খোদার শুকরিয়া আদায় করে চাচা আর আমি শাহনাজের সাথে ভিতরে ঢুকলাম। যেয়ে দেখি আন্তরিক পরিবেশে শালীনতার সাথে ঘর ভর্তি মহিলারা বসে আছেন আমাদের প্রতীক্ষায়। হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে শুভ কর্মটি সুসম্পন্ন করা হল।

এরপর নাস্তা করে শহরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, সুহাশিনী দত্ত ওরফে মোমেনা বেগম বললেন– শহরে নয় আগে আমাদের বাড়ী যেতে হবে। পুরনো ধ্যান ধারণার চিহ্নগুলো মুছে ফেলে ঘর বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে বাস করার মত গড়ে নিতে হবে। আমি বললাম– সেটা পরে করলেও চলবে। আগামীকালই বাবার নামে একটা দোয়ার অনুষ্ঠান করতে মনস্থ করেছি, হাতে সময় কম, তাই এখনই শহরে যেতে হবে।

www.pathagar.com

বৃদ্ধা মোমেনা বেগম বললেন– সেই অনুষ্ঠানটি আমাদের নিজ বাড়ীতেই করা হবে। সেখানে করতে গেলে অনেক হাঙ্গামার আশাঙ্কা করছি যে ফুফু!

কেন?

আপনার ভাইয়েরা বাধার সৃষ্টি করতে পারেন।

আমরা তো তাদের কোন ক্ষতি করতে যাচ্ছিনে। আমাদের কাজে বাধা দেবে কেন? তাছাড়া আমাদের বাড়ী এক পাশে আলাদা পাচিল ঘেরা। তার মধ্যে ওরা আসবে কেন?

আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত কিন্তু আমি চাচ্ছি এখনই দত্ত পরিবারের অনুভূতিতে আঘাত লাগে তেমন কিছু না করতে।

এটা আঘাতের কোন কিছু নয়। এটা হচ্ছে মনের ব্যাপার। এ দেশে শত শত বছর ধরে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি ঘর বেঁধে বাস করছে। যার ধর্ম সে পালন করে, তাতে কেউ কারও উপর হস্তক্ষেপ করতে আসেনি। আমরা এক বংশের হলেও আলাদা পরিবার। পরিবারের সকলেই যখন এক মতাদর্শে প্রবেশ করলাম তখন তাদের থেকে আমরা স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছি। আমাদের মতাদর্শের নিয়ম কানুন আমরা মেনে চলবো, তাতে অপরের বাধা পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কলিম চাচা বললেন– আপা যা বলেছেন তা ফেলার মত কথা নয়, আমি তার কথা সমর্থন করি।

তাহলে তো দোয়া অনুষ্ঠানের দিন পিছিয়ে দিতে হয়।

তাতে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই হবে বেশী, কেননা তাড়াহুড়ো করার চেয়ে সময় নিয়ে কাজ করলে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা যায়।

বেলা দশটার সময় বাবার বাড়ীতে গেলাম। মায়ের পাতানো সংসার, যা ফুফু অনেক বছর ধরে দেখাশোনা করে আসছেন। সংসারের অনেক কিছু আজ মা আর ফুফুর কাছে বেমানান বলে মনে হল। তারা সেই সব জড়বস্তুগুলো আবর্জনা যেভাবে স্তূপ করে রাখে তেমনভাবে একটি পতিত জায়গায় জমা করলেন। মায়ের কথামত তাদেরকে বাড়ীতে রেখে আমি গাড়ী নিয়ে নিকটবর্তী বাজারে গেলাম। হাড়ি পাতিল, বিছানাপত্র, চাল ডাল তরি-তরকারী এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় যা কিছু দরকার তা সব কিনে নিয়ে এলাম। সেদিন সবাই মিলে ঘর বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নতুন বিছানাপত্র, হাড়ি পাতিল অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী সাজিয়ে, গুছিয়ে আদর্শভিত্তিক সংসার পাতা হল। পরদিন সকালে মা ফুফু আর শাহনাজকে রেখে আর সবাই শহরের বাড়ীতে যাত্রা করলাম। যাওয়ার সময় কলিম চাচার সাথে দেখা করে সপ্তাহের শেষদিনে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিলাম। শহরে পৌঁছে বাবার

www.pathagar.com

মৃত্যু সংবাদ সুরমাকে জানালাম, সে কেঁদে ফেললো। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম– কেঁদো না লক্ষ্মীটি, বাবাকে মর্যাদার সাথে দাফন করা হয়েছে। আগামী ছয় তারিখে বাবার জন্য বড় আকারের একটা দোয়ার অনুষ্ঠান করছি। তুমি চার তারিখে অবশ্যই শহরের বাসায় চলে এসো।

[redacted] তের

সামনে অল্প কয়দিন মাত্র সময়। আমাকে ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে– শহরে বাবার বন্ধুদের দাওয়াত করা, আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরও বাদ দেয়া হলো না। যোগাযোগ, কেনাকাটা করতে এই ক'দিন যে কিভাবে কেটে গেল তা বুঝতেই পারলাম না। মালামাল সব একটি ট্রাকে বোঝাই করলাম। একটি মাইক্রোবাস নিয়ে দু'খানা গাড়ী এক সাথে পাঁচ তারিখে বেলা এগারটার সময় ছেড়ে দিলাম। ডেকোরেটর সাথেই নিয়েছিলাম। তারা দু'বিঘা জমির মাঝখানে অনেক এরিয়া নিয়ে সামিয়ানা টাঙিয়ে ফেললো। এক পাশে প্যান্ডেল করলো রান্না-বান্নার জন্য। চৌধুরী চাচাকে বলে গিয়েছিলাম চারটা গরু আর চারটা ছাগল কেনার জন্য। তিনি পছন্দমত তা কিনেছেন। তাছাড়া এতোবড় বিশাল অনুষ্ঠান পরিচালনা করা, উপস্থিত অতিথিবৃন্দের খাদ্য পরিবেশন করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করা– তার দায়িত্ববোধ দেখে আমি খুশী হয়েছি। শহর থেকে আমি একজন নামকরা মাওলানা নিয়ে এসেছি, স্থানীয় আলেমদেরও দাওয়াত করা হয়েছে। বেলা এগারটা থেকে মাহফিল শুরু হল। জোহরের নামাজ বাদ মিলাদ শেষে দীর্ঘ দোয়া করলেন মাওলানা সাহেব। তারপর উপস্থিত নিমন্ত্রিত আমন্ত্রিত অতিথিদের খেতে দেয়া হল। চৌধুরী সাহেব এসব বিষয়ে খুবই দক্ষ ব্যক্তি। পরিচালনায় কোন ত্রুটি হয়নি। মানুষ পেট ভরে খেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল।

নরমা ওরফে নূরুন্নাহার নূরী, শাহানার সামনের মাসে কলেজে প্রথম বছরের ফাইনাল পরীক্ষা। তাদের পড়ার অনেক ক্ষতি হয়েছে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। সুরমারও ঢাকা ফিরে যেতে হবে। সে অনার্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী, পড়াশোনার খুব চাপ। তিনদিন পর আমরা শহরে ফিরে যাব। মা বললেন– তোমাদের বাবা এই বাড়ীতে জন্ম নিয়েছিলেন, মধ্য যৌবন পর্যন্ত এখানে কাটিয়েছেন, আবার এই বাড়ীতে এসেই চিরদিনের জন্য দুনিয়া ছাড়লেন। তোমরা সবাই সাবালক হয়ে গেছ। যার যেই নিজের মত চলতে শিখেছো, আমি দূরে থাকলে তোমাদের কোন অসুবিধা না হওয়ারই কথা। আমার একান্ত ইচ্ছা– শেষ জীবনটা এই বাড়ীতেই বাস করে যাই। বাবার মৃত্যুর মুহূর্তটির কথা মা

www.pathagar.com

হয়তো ভুলতে পারছেন না, তাই মনকে প্রবোধ দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমি তার মনে কষ্ট দিতে চাইলাম না। চৌধুরী চাচাকে বলে গ্রামের দু'টি গরীব ছেলে মেয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হল। মেয়েটি গৃহস্থালি কাজ রান্না-বান্না করবে আর ছেলেটি সংসারে যখন যা প্রয়োজন হয় তা বাজার থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসবে। মা আর ফুফুকে রেখে আমরা শহরে ফিরে গেলাম।

নীচের বড় ঘরটিতে পাঁচ ভাইবোন বসে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় মগ্ন ছিলাম। শরীফ আমার কোলে বসে ছিল। মুখে তার মিষ্টি হাসি সবার অন্তর কেড়ে নিচ্ছিল। হৃদয়ে জাগা প্রবল অনুভূতি, নিয়তি প্রদত্ত বিস্ময়কর অন্তর বিগলিত আলোড়ন জমাতে প্রতিটি নারীই শরীফের কোমল স্পর্শ পেতে আগ্রহী ছিল। একে একে সবাই তাকে কোলে নেয়ার জন্য বার বার হাত বাড়াচ্ছিল। ছোট্ট শিশুটি তার ক্ষুদ্র হাত দু'খানি দিয়ে তাদের স্নেহমাখা হাতগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছিল। হাসি দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে, এটা দেব, ওটা দেব– এমনি মনকাড়া প্রলোভন দেখিয়েও কেউ তার মন ভুলাতে পারলো না। কৃত্রিম অভিমানে মুখের হাসি লুকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েও যখন শরীফকে কেউ কাছে টানতে পারলো না, তখন শরীফা বললো– আচ্ছা যাদুকরের খপ্পরে পড়ে গেছি আমরা। আচ্ছা ভাইয়া! এমন আর একটা যাদুর খেলা দেখিয়ে আমাদের মাঝে চমক সৃষ্টি করে দেয়া যায় না?

প্রশ্নটি আমাকেই করা হয়েছে কিন্তু আমি এর জওয়াব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তবু কথা বলতে হলো। বললাম– যাদুবিদ্যা শেখা তো দূরের কথা, জীবনে কোনদিন ঐ বিদ্যাধারীদের সামনেও যাইনি। অতএব চমক লাগার মত কোন কৌশল আমার জানা নেই।

কৌশল নয় একটা বাস্তব ছবি।

আমি তো ক্যামেরা ম্যান নই।

তারও উপরে আপনি। আমরা কেবল মাত্র একটা স্বীকৃতি চাই।

কিসের?

যোগ্যতমা এক সুন্দরীকে আপনার পাশে বসিয়ে ভাবী হিসাবে পেতে চাই– এতোটুকু স্বীকৃতি।

প্রিয় বোনেরা, আমাদের যাত্রা কেবল শুরু। সামনের পথ মসৃণ নয়। দুর্গম সেই পথ। কিভাবে পাড়ি দিয়ে সমতলভূমিতে পৌঁছবো সেটাই এখন আমাদের কাছে বড় সাধনা।

আমরা সত্য পথের পথিক। আমরা আশাবাদী, আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে বেগ পেতে হবে না। কেননা, কোন হতাশা আমাদের মাঝে নেই।

www.pathagar.com

বোনদের মাঝে এমন মনোবল থাকলে ভাইয়ের অন্তরে আনন্দের জোয়ারে ভাটা পড়বে না কোনদিন।

ভাইজান!

কি, বল।

সেই আনন্দের জোয়ারে আমরাও কি ভাসতে পারি না?

কোন ভাই কি চায় বোনদের হৃদয়ে দুঃখ ভরপুর হয়ে থাক?

তাহলে আমাদের দাবীর সপক্ষে কোন উত্তর পেলাম না কেন?

তোমরা মনে ব্যথা পেলে আমিও আহত হব। দাবীর কথা যখন বললে, তখন আমার উত্তরের কী প্রয়োজন?

আমরা আশ্বস্ত হলাম। হৃদয়ের টান যেখানে গভীর সেখানে আর আপনি সম্বোধন নয়– আজ থেকে তুমি– কি বল ভাই?

আমার আপত্তি নাই, স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক সবাই পেতে চায়।

আমাদের এই আলাপচারিতার মধ্যে বাইরে থেকে কে যেন ডাক দিল। শাহনাজ বাইরে যেয়ে দরজা খুলে দেখে পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একখানা রেজিষ্ট্রি চিঠি। কুপনে সই করে চিঠিখানা নিয়ে সে আমাদের কাছে ফিরে এলো। আমার হাতে দিয়ে সে বললো– ভাই! তুমি পড়, আমরা শুনি। হাতে নিয়ে দেখলাম পশ্চিম থেকে মায়ের কাছে লিখেছেন– সদানন্দ গোসাই, দত্ত বংশের প্রবীণ নবীন সবাই যার ভক্ত। যাকে তারা দেবতা জ্ঞানে পরম ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। যিনি কাউকে না বলে শহরের বাসা থেকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে চলে গেলেন, তিনি কি মনে করে দীর্ঘদিন পর তার শিষ্যের কাছে চিঠি লিখলেন, তা জানার জন্য সবাই খুব আগ্রহী। তবু মায়ের চিঠি বিধায় আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু বোনদের প্রবল আগ্রহ চিঠিখানি খুলতে আমাকে বাধ্য করলো।

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহময়ী বাণী! কত যুগ থেকে বংশ পরম্পরায় আমরা নওবংশের সেবা ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়ে আসছি জানি না। কিন্তু আমি যে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর ধরে তোমাদের, বিশেষ করে তোমার প্রাণঢালা সেবার মাঝে আকণ্ঠ ডুবে ছিলাম তা অস্বীকার করি কি করে? আমি যে নেশায় বিভোর ছিলাম তাই তোমাদের পান করিয়েছি। তোমরা দুই জগতের কল্যাণের আশায় নিঃসঙ্কোচিত্তে তা পান করেছো। আজ তুমি বলতে পার, তোমরা কি পেতে চেয়েছো আর আমি কি দিতে চেয়েছি? জানি, তুমি তো পারবেই না, আমিও বলতে পারবো না। এমন করে না জানা, না বলা মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ে মিথ্যা আশার কুহকে পড়ে কি পেয়েছি আমরা! কি

www.pathagar.com

দিয়েছি তোমাদের? আমার লেখা পড়ে আজ তোমার মনে হবে পাগলের প্রলাপের মত আমি বকে চলেছি। সত্যি বলছি এ আমার প্রলাপ নয়, আমি আজ দিব্যজ্ঞান লাভ করেছি। কৃত্রিম আশার ছলনায় পড়ে চেতনা হারিয়ে রঙিন স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। সেই অবচেতন মনে একটা কঠিন আঘাত খেয়ে সনাতন ধ্যান ধারণায় নিমজ্জিত আমার বিবেক আমাকে অস্থির করে তুললো। আমার ঘুমন্ত আত্মাকে কে জাগিয়ে দিল বলতে পার বাণী? যাকে তোমরা নিজেদের ছেলের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছো, সেই আলমগীর আর তোমার মেয়েদের কোন প্রশ্নের উত্তর আমি সেদিন দিতে পারিনি। আমি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। ভগবানের কাছে তাদের ধ্বংস চেয়েছিলাম। রাতে যখন বিছানায় শুয়েছিলাম তখন সেই অস্থিরতার কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। মনে করলাম শয্যা যেন আমাকে বিষাক্ত পতঙ্গের মত দংশন করছে। যন্ত্রণায় আমি এপাশ ওপাশ করি। শুতে পারি না, উঠে বসি। বসতে পারি না, খাট থেকে নেমে পায়চারী করে বেড়াই। শরীরের ভার যেন বইতে পারিনে, আবার শুয়ে পড়ি। এমনি করে আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারি! অসহ্যের তাড়নায় তোমার বাড়ী ছেড়ে চোরের মত পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের গ্রামের বাড়ীতে গেলাম। দত্তরা আমাকে খুব আদর করে গ্রহণ করলো। তাদের আন্তরিক আপ্যায়ন আমার পীড়িত মনকে প্রবোধ দিতে পারলো না। বরং উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিল। তাদের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে পরের দিন সকালেই অনির্দিষ্ট গন্তব্যের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

তুমি তো জানো আমার অসংখ্য ভক্ত এই উপমহাদেশ ব্যাপী ছড়িয়ে আছে। কত ভক্তের বাড়ী গেলাম, কোথাও শান্তি পেলাম না। পশ্চিমে ফিরে গেলাম। নিজের বাড়ী স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির মায়াও আমাকে আটকে রাখতে পারলো না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছে মনের অস্থিরতা দূর করার পরামর্শ চাইলাম। হৃদয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বড়ে যাচ্ছে তার গতি রোধ করার মত কোন কৌশল কেউ দিতে পারলো না। গেলাম মহাগুরুজির কাছে। তিনি তার কাছে কিছুদিন অবস্থান করতে বললেন। গুরুর সান্নিধ্য তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় আমার মাথানত করাতে পারলো না। মনকে আরও বীতশ্রদ্ধ করে তুললো। গুরু তার সমস্ত অস্ত্রই আমার প্রতি প্রয়োগ করলেন কিন্তু সফল হতে পারলেন না। শেষে বললেন– সমস্ত তীর্থ স্থান ঘুরে শেষে বৃন্দাবন যেয়ে যোগ সাধনা কর। ভগবান তোমার হৃদয়ের কুগ্রহ ভস্ম করে স্বর্গীয় দীপ্তিতে পরিপূর্ণ করে দেবেন। আমি গুরুর কথা মত শান্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। ইতিপূর্বে সমস্ত তীর্থ স্থানগুলো আমার কাছে মনে হতো স্বর্গীয় কানন। এবার যেন মনে হল নরকের অগ্নিপিণ্ড। আমি যেখানেই যাই সেখানেই দেখি

www.pathagar.com

আগুনের লেলিহান শিখা আমাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। কোলাহলময় এই পৃথিবী আমাকে যেন উপহাস করছে। শেষ পর্যন্ত লোকালয় ছেড়ে গভীর অরণ্যে নির্জন পরিবেশে ভগবানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করলাম। অচেনা অজানা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। মৃদুমন্দ হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ার ঝির ঝির শব্দ আর মাঝে মাঝে ঝি ঝি'র একটানা ডাক আমাকে আরও উতলা করে তুললো। কোথাও স্থির ধ্যানে মগ্ন হতে পারলাম না। একদল ভয়ঙ্কর সরীসৃপ আমাকে যেন বন থেকে বনান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে চললো। অনাহারে অনিদ্রায় কতদিন ছুটলাম তার কোন হিসাব নেই। শরীর দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়লো। যখন মরণাপণ্ন অবস্থায় পৌঁছলাম তখন কিভাবে অতিকষ্টে আবার লোকালয়ে ফিরে এলাম। একদিন অসংখ্য ভক্ত উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এসে আমাকে খাওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করতো আর আজ জীবন বাঁচার জন্য একমুঠো খাবারের জন্য মানুষের কাছে হাত পাতার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। পথের ধারে একটি গাছতলায় মৃতবৎ পড়ে আছি, ভগবানের নাম উচ্চারণ করার শক্তিও এখন নেই। পথিকরা যাওয়া আসা করছে। আমাকে নিঃসাড় পড়ে থাকতে দেখে কাছে এসে নানা রকম মন্তব্য করে আবার চলে যাচ্ছে। আমারই বয়সের এক বৃদ্ধ মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে ফিরছিল। আমাকে দেখে কি দয়া হল জানি না, কয়েকজন লোক ডেকে নিয়ে এসে আমাকে ধরাধরি করে তার বাড়ী নিয়ে গেলেন। ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসে স্যালাইন দিলেন, উত্তম সেবা শুশ্রূষা করলেন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধপত্র, তরল খাদ্যদ্রব্য খাওয়ালেন। এক সপ্তাহ পর আমি নিজেকে একটু সুস্থবোধ করলাম। কথাবার্তা বলতে, চলাফেরা করতে পারলাম। ডাক্তার মহাশয় হিন্দু, আপ্যায়নকারী মুসলমান, আমার চিকিৎসার পুরো বিল তিনি ডাক্তারকে দিয়ে দিলেন। ডাক্তার স্বজাতি মনে করে একটি পয়সাও ছাড় দিলেন না। সেদিন আমি খুব কেঁদেছিলাম।

ইতিপূর্বে বহুবার চোখের জলে পাষাণ দেবতার পদযুগল ধৌত করেছি কিন্তু ভগবান আমাকে কি দিয়েছেন? হৃদয়ে অন্ধ বিশ্বাস জমিয়ে মজিয়ে রেখেছেন। আজ রক্ত মাংসের ডাক্তার রূপি প্রতিমার সামনে কেঁদে কেটে তার অন্তর গলিয়ে টাকার ছাড় করাতে পারলাম না। আর আমরা যাদের নেড়ে বলি, বৃদ্ধ তাদেরই একজন। তার অবস্থা স্বচ্ছল নয় তবু আমার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করলেন, তা আমার অন্তরে একটা গভীর দাগ কেটে দিল। অস্থিরতা ভুলে গেলাম, মনে প্রশান্তির অনুভব করলাম। আমি বিদায় চাইলে তিনি বললেন– আপনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি, এই অবস্থায় আমি আপনাকে কিভাবে ছাড়তে পারি? আরও

www.pathagar.com

কিছুদিন থেকে একেবারে বিপদমুক্ত হয়ে তবে যাওয়ার কথা বলবেন। আমাকে আরও এক সপ্তাহ থাকতে হল। আমি তখন পুরোপুরি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছি। চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বৃদ্ধকে জানাতে তিনি বললেন, আমি গরীব মানুষ, আপনার প্রতি আমার যে কর্তব্য তা পুরোপুরি পালন করতে পারিনি বলে দুঃখিত। অযথা আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আর আটকে রাখবো না। আগামীকালই আপনাকে বিদায় দেব।

সেদিন বিকালে বৃদ্ধের বাড়ী আর এক আত্মীয় এলেন। তার কাছে একখানা বই দেখলাম বেদ ও পুরানে আল্লাহ ও মুহম্মদ। বইখানা পড়ার জন্য আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। লোকটি আমার আগ্রহ দেখে বইটি পড়তে দিলেন। হাতে পেয়ে আমি যেন গো-গ্রাসে তার অক্ষরগুলো গিলে চললাম। ইতিপূর্বে বহুবার বেদ, পুরান, রামায়ণ মহাভারত পড়েছি কিন্তু এমনভাবে অন্তর ছুঁয়ে যায়নি। কোন জিজ্ঞাসা জাগেনি মনে। এই বইয়ের মধ্যে বেদ ও পুরানের অনেক উদ্ধৃতি দেয়া আছে, সেগুলোর প্রতি গভীরভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। অনেক জিজ্ঞাসা আমার অন্তরে জেগে উঠলো। আর জওয়াব পাওয়ার প্রবল আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসলো। অনন্ত পিপাসা নিয়ে আমি পরদিন বৃদ্ধের বাড়ী ত্যাগ করলাম। যাওয়ার সময় তার হাত দু'খানি জড়িয়ে ধরে বললাম– দাদা! আমার জন্য আপনি যে ত্যাগ স্বীকার করলেন তার তুলনা নেই। আমি চির ঋণী হয়ে থাকবো আপনার কাছে। প্রভু যদি আমাকে সুদিন ফিরিয়ে দেন তাহলে অন্ততঃ আপনার আর্থিক ঋণটা পরিশোধ করে যাব। আমার কথা শেষ হতেই বৃদ্ধ দাঁতে জিভ কেটে বললেন– এমন কথা বলে আমাকে লজ্জা দিবেন না। বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করা আর পীড়িত ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা আমাদের ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ। পথের পাশে আপনাকে পড়ে থাকতে দেখা মাত্রই আমার প্রতি ফরজ হয়ে যায় আপনার প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার। আমি কেবল সেই অবশ্য কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে আবার ঋণের প্রশ্ন আসবে কেন?

বাণী! বৃদ্ধের কথা শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। সে মুহূর্তে মনে পড়ে গেল তোমার কথা! আমি তোমাদের বাড়ী যেয়ে দেখি তুমি আর তোমার স্বামী অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। পুরুষ মানুষ বলতে বাড়ীতে কেউ নেই। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা করা, শুধু মাত্র দু'টি মেয়ের পক্ষে কি সম্ভব ছিল! এমন বিপদের মাঝেও তোমাদের কোন কাজে আসতে পারিনি, সেই কথা মনে পড়ে গেল। লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে এলো।

বাড়ী ফিরে এলাম। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডক্টর

www.pathagar.com

বেদ প্রকাশ উপধ্যায়ের লিখিত সেই বইখানা কিনলাম। অনেক অনুসন্ধান করে প্রাচীন মন্দিরের খোঁজ নিয়ে তার মধ্যে পুরানো বেদ ও পুরান খুঁজতে লাগলাম। গত ছয় মাস গেল পথে প্রান্তরে। শেষ ধর্ম গ্রন্থ আর প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করে সময় কাটাতে লাগলাম। পড়াশোনায় যত মনোনিবেশ করি ততোই স্পৃহা বাড়তে থাকে। সেই সাথে অনেক জিজ্ঞাসার জওয়াবও পেতে থাকি। বেদ প্রকাশ বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ যিনি আমাকে মানসিক ক্ষুধা নিবারণের উপকরণ দেখিয়ে দিয়েছেন। বৈদিগ বেদ ও পুরানে শেষ অবতারের নাম-ধাম, আবির্ভাবের সময়, বংশের পরিচয়, সঙ্গী-সাথীদের বিবরণ, ধর্ম প্রচারে প্রবল বাধা, স্বজাতির, অত্যাচার, খর্জুর বিথীতে পরিপূর্ণ দূর দেশে গমন, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে আশাতিরিক্ত সম্মান প্রাপ্তি, সে দেশের মানুষের বাপ-দাদার পৌত্তলিক ধর্ম ছেড়ে দলে দলে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, বিভিন্ন দেশ জয় এবং বিনা রক্তপাতে নিজের জন্মভূমির কর্তৃত্ব গ্রহণ, সমস্ত বিবরণ সঠিকভাবে বর্ণনা করা আছে। এমন জ্বলন্ত প্রমাণগুলো ছাইচাপা দিয়ে ঢেকে রেখে ফু দিয়ে দিয়ে চোখের ক্ষতি করে আসল সত্যটি বের করার ব্যর্থ চেষ্টা শত সহস্র বছর ধরে চলে আসছে। ছাইয়ের গুড়োয় চোখের মণি ঢেকে দিয়েছে, তাই নিজের হাতে প্রমাণপত্র থেকেও সনাতন ধর্মগুরুরা সেই মহাপুরুষের আগমন, পরলোকগমন কিছুই দেখতে পেলেন না। কেউ কেউ আঁচ করতে পেরেও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি স্বার্থে অর্থের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানব সমাজকে ভুলিয়ে রেখেছে।

বন্ধুদের সাথে এসব জলজ্যান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আমার যুক্তি তর্কগুলো কেউ বুঝতে চেষ্টা করলো, কেউ করলো না। আমাকে উপহাস করে নরকের কীট বলে তিরস্কার করলো। কিন্তু আমার হৃদয়ের মাঝে সত্যের যে মশাল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে তা ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে সমস্ত হৃদয়াকাশ আলোকিত করে ফেলেছে, কারো ধিক্কার, তিরস্কার, প্রলোভন সেই আলো নিভাতে পারলো না। আমার স্ত্রীর কাছে চিরন্তন সত্যের বাণী তুলে ধরলাম। তিনি মনযোগ দিয়ে সব শুনে বুঝতে চেষ্টা করলেন। আমার দুর্ভাগ্য তিনি গ্রহণ করার আগেই হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইহধাম ত্যাগ করলেন। ছেলে মেয়েদের রাজী করাতে পারলাম না। তারা সব বড় বড় পদ নিয়ে দুনিয়াদারীতে মশগুল হয়ে রয়েছে, শান্তির বাণী তাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করানো গেল না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম আমি তোমাদের বাড়ী যাব। সারা জীবন মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছিলাম, এবার সত্যের আলো দিয়ে সেই মিথ্যার অন্ধকার দূর করতে চাই। এক শুভদিন দেখে দিল্লির এক নামজাদা আলেমের

www.pathagar.com

হাতে হাত দিয়ে পবিত্র কালেমা পাঠ করে ইসলাম কবুল করেছি। জানি না তোমাদের মন-মানসিকতা কোন পর্যায়ে আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পরশ পাথর তোমাদের মাঝে দেখে এসেছিলাম, এতোদিনে সে তোমাদের খাঁটি সোনা বানিয়ে দিয়েছে। যদি আমার ধারণা সত্য হয় তাহলে তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিও। আমি এবার এসে বাকী জীবনটা সত্য ধর্ম প্রচার করে কাটিয়ে দেব। আমি আর তোমাদের গুরুদেব নই, শুভাকাঙ্ক্ষী।

আমার বাম পাশে সুরমা বসে ছিল। চিঠি পড়া শেষ হলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম– ছি! সুরমা তুমি একি ছেলেমি শুরু করে দিয়েছো? সে একটা মনমাতানো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললো– ছেলেমি করবো কেন ভাইয়া! পরশ পাথরের স্পর্শ নিয়ে সোনা হতে চাচ্ছি। তার কথায় একটা হাসির ঝড় বয়ে গেল। সবাই যেন হাসিতে ফেটে পড়লো। সুরমা বললো, এখানে হাসি এলো কি করে? আমরা কত সৌভাগ্যবতী, গুরুদেবের আগেই পরশ পাথরের ছোঁয়া পেয়ে গেছি। এই সাড়া জাগানো অনুভূতি সৃষ্টির সব কৃতিত্ব আলমগীর ভাইয়ের। আমাদের উচিৎ তাকে পুরস্কৃত করা।

শাহনাজ বললো– পুরস্কার অবশ্যই তাকে দেব।

সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। একমাত্র সুরমা সুন্দরীকে ভাইয়ের গলে ঝুলিয়ে দিতে পারলে উত্তম পুরস্কার দেয়া হবে বলে আমি মনে করি।

শরীফা, শাহানা, নূরী একযোগে বললো– আমরা আপার প্রস্তাব সমর্থন করি। বোনদের কথায় যদিও সুরমা একটু লজ্জা পেয়ে গেল, কিন্তু গর্বে তার বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠলো, হৃদয়ে বয়ে চললো আনন্দের জোয়ার। সে কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো– ইস্! সবাই ওকালতি শুরু করে দিয়েছে। ভাইয়ের গলায় ঝুলে পড়তে আমার বয়ে গেছে!

শাহনাজ বললো– সত্যি করে বলতো– এটা কি তোর মনের কথা?

জানি না, বলে সুরমা খুশীর আবেগে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

চিঠিখানি মায়ের কাছে পৌছার ব্যবস্থা করলাম। নূরী আর শাহনাজকে কলেজে পাঠিয়ে দিলাম। সামনের মাসে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা। যতটুকু জেনেছি তাতে বুঝেছি ওরা অত্যন্ত মেধাবী মেয়ে। শাহানা গরীবের মেয়ে। অর্থাভাবে সে পড়তে পারেনি। কুগ্রহে পড়ে মায়ের কোল ছেড়ে ঢাকায় আসতে হয়েছিল। তার স্বপ্ন ছিল যতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি সে অর্জন করেছে, তা সদ্ব্যবহার করে আর্থিক সঙ্কটটা দূর করবে। দুখিনী মায়ের মলিন মুখে সে হাসি ফোটাবে। যে মেয়েরা তাকে সামনে সোনালী দিনের ছবি দেখিয়ে ঢাকাতে নিয়ে এসেছিল, তারাই করলো চরম

www.pathagar.com

বিশ্বাসঘাতকতা। উচ্চ নজরানা হাতিয়ে নিয়ে তাকে সন্ত্রাসীর হাতে সোপর্দ করেছিল। সন্ত্রাসী তাকে মিথ্যে ছলনা দিয়ে স্ত্রীর ভূমিকায় নামিয়ে তার নারীসত্তা অবাধে ভোগ করেছে। তার অপরাধমূলক কাজের পরিচিতি ঢাকার জন্য নিরাপত্তার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। এই সরলমনা মেয়েটি নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছে মানব পশুর লালসা মিটাতে। মেয়ের শোকে তার মাকে অকালে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। আপনজন বলতে কেউ না থাকলেও আজ যেন তার সবই আছে। বিশ্বনিয়ন্তার কুদরতি হাতের এই খেয়ালি পরিচর্যা বড় বিস্ময়। সমস্ত জ্ঞানের রাজ্য পরিভ্রমণ করেও সৃষ্টির প্রতি তার অপরিসীম মমত্ববোধের রহস্য উন্মোচন করা যায় না। এই গূঢ় রহস্যঘেরা ছায়াছবি যখন আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠে তখন আমার মস্তক আপন ইচ্ছায় অবনত হয় প্রভুর স্মরণে।

চৌদ্দ

ঢাকা থেকে ম্যানেজার জানালো ব্যবসায়িক কাজে আমাকে বিশেষ প্রয়োজন। পরদিন সকালেই প্রস্তুতি নিয়ে বেরুবো কিন্তু বাধ সাধলো শরীফ। সে এবার আর আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইলো না। শেষ পর্যন্ত যখন তাকে এড়াতে পারলাম না তখন আর কি করা! তিন বছরের শিশুকে তো মায়ের কোন খালি করে নিয়ে যাওয়া যায় না। অগত্যা একটি প্রাইভেট কার নিয়ে শরীফা, শাহনাজ আর সুরমাকে সংগে নিলাম। আমাদের গাড়ী যখন ঢাকাতে পৌঁছালো তখন সুরমা জিদ্ ধরলো– আমাকে হলে পৌঁছে দিয়ে তারপর তুমি আপাদের নিয়ে বাসায় যেও।

শাহনাজ বললো– আজকে তোর ক্লাশ হচ্ছে না, যাওয়ার এতো তাড়া কেন? ভাইয়ের বাসায় যাচ্ছি, সবাই মিলে আজ আনন্দ করে কাটাবো তা নয়, আগে হলে পৌঁছে দাও! এটা তো যুক্তির কথা নয়। রোগে যে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে সেটা যেন আমরা না বুঝি তাই এই কৌশল। আমাদের বোকা বানিয়ে তোর কোন লাভ নেই, কেননা আমরা যে তোর পক্ষেই ওকালতি করছি!

সুরমার কৃত্রিম অভিমান! আপার কেবলই ইয়ার্কি।

ইয়ার্কি নয়, আমি মধ্যস্থতা করছি। ভাইয়ের চিঠিপড়া তো আমরা সবাই শুনছিলাম, তাই বলে কী, আমরা কেউ তাকে জড়িয়ে ধরে সোনা হতে চেয়েছিলাম! আমরা জানি তোরা পরস্পরের জন্য। আমরা কেবল স্নেহের পরশ

www.pathagar.com

পেতে চেয়েছি, তাই পেয়েছি, আরও পেতে থাকবো এমন আশাও রাখি। প্রেমের ধর্ম হাসানো, কাঁদানো আর অভিমান করানো। অভিমান থেকে তোদের যাত্রা শুরু, তারপর যেন হাসির জোয়ারে অবগাহন করতে পারিস, কাঁন্নার নদীতে যেন না ডুবতে হয়– আমাদের সেই প্রয়াস নস্যাৎ করে দিস্‌নে। তুই যেমন সবার চেয়ে সুন্দরী তেমন জ্ঞান বুদ্ধিতেও সেরা। যাকে যেখানে মানায় তাকে সেখানে মানাবার প্রচেষ্টা করাই তো নৈতিকতার কাজ।

সুরমা শাহনাজের মুখ চেপে ধরে বললো– আপা! দোহাই তোমার, এটা পল্টন ময়দান নয়। দয়া করে তোমার বক্তৃতা থামাও। সব ধারণা যদি সত্য হবে, তা হলে মিথ্যার জন্ম হত না। প্রবাদ বাক্যটি জানো তো দিদি! আমি ভাবি এক, বিধি ভাবে তার বিপরীত!

ঐ প্রবাদ বাক্যটির দিকে খেয়াল রেখে বুদ্ধিমানেরা পথ চলে। খোদার সাথে যে প্রেম করে তিনিও তাকে ভালবাসেন। সৃষ্টির প্রতি যার অহরহ প্রেম বিতরণ, তাকেও তিনি ভালবাসেন। অশ্লীলতাকে এড়িয়ে শালীনতার মধ্যে মানব মানবীর যে প্রেম– সেটাও তিনি অমর করে রাখেন। তোমাদের মাঝে যে অঙ্কুর গজিয়েছে তা একদিন বিকশিত হবে, এতে আমি একশত ভাগ আশাবাদী। কেননা তোমাদের সাক্ষাৎ দৈব ঘটিত।

দু'টি হৃদয়ের মত পথ যদি এক না হয়, তাহলে কেবল কল্পনার হাওয়ায় ভেসে গন্তব্যে পৌছানো যায় না। পাথরে মাথা ঘষে সান্ত্বনা পাওয়া যায় না, ব্যথায় জর্জরিত হতে হয়।

সুরমার এই আবেগপূর্ণ কথা কয়টি আমার হৃদয়ে দাগ কেটে গেল। আমি চমকে উঠলাম। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। দু'চোখে তার শ্রাবণের ধারা। শহরের ভিতর দিয়ে গাড়ী চলছে। তার ভিতরে দীর্ঘক্ষণ ধরে যে আলাপচারিতা চলছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে কোলাহলময় জগৎ কিন্তু ভিতরে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। সুরমা সত্যি সুন্দরী মেয়ে। তার পোটল চেরা নীল চোখ দু'টি থেকে মুক্তার দানার মত অশ্রু দু'গণ্ড বেয়ে ঝরার দৃশ্য যে কোন হৃদয়হীনকেও উতলা করে তুলতে সক্ষম। এ দৃশ্য অভাবনীয়। আমার হৃদয়ে প্রশান্তি নেমে এলো। যা এতোদিন ভাবিনি তাই যেন মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেল। সবারই চোখ ভিজে এলো। সব কথা ফুরিয়ে গেছে, কারও মুখে রা নেই। অন্তরের গোপন কুঠরি থেকে অব্যক্ত গোপন ভাষা হৃদয়ে প্রয়োগ করে চলেছে যার পরশ নেশাখোরের মত চঞ্চল করে তোলে না, দেয় না দুনিয়াকে ভুলিয়ে। পবিত্র

www.pathagar.com

প্রেমের আলোকরশ্মি জ্বেলে দেয় সেখানে। সেখানে পরম প্রশান্তির মধ্যে একে অপরের হয়ে থাকে। জড় জগতের কোন অশ্লীলতাই সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। আমার অজ্ঞাতসারে সুরমা যদি তার হৃদয় নিঙরানো ভালোবাসা দিয়ে আমাকে প্রেমিকের আসনে বসিয়ে ধ্যানে মগ্ন থাকে, তাহলে তার মূল্য আদায় করবে কে! তার এই পবিত্র সাধনার মূল্য আদায় না করে আমি কি পাষাণের মত নিষ্ঠুর হতে পারি! তার দিক থেকে অনেকবার ইঙ্গিত পেয়েছি, আমি কোন সাড়া দেইনি। না শোনার ভান করে বার বার এড়িয়ে গেছি। সে আহত হয়েছে তবু উতলা হয়নি। ওরা সবাই আমার কাছ থেকে একটা স্বীকৃতি চেয়েছে। বোনদের দাবী আছে, ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু করার ইচ্ছা প্রকাশ করা। সুরমা আমাকে পাষাণের সাথে তুলনা করেছে, আমি তো পাষাণ নই! আমি বুঝি এটা তার অভিমান ভরা আকুতি। এ সত্যটি বুঝেও আমি অসহায়। আমি তাদের সবাইকে বোনের দৃষ্টিতে দেখেছি, আমার স্নেহ সবার প্রতি সমানভাবে বর্ষিত হচ্ছে। পরম প্রভু সবার একমাত্র সহায়। তিনিই তো ঘটনাক্রমে আমাকে তাদের অভিভাবক বানিয়েছেন। আমার সত্তা বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করে নিয়েছে। এর মধ্যে আমি কাউকে তো আলাদা করে ভেবে দেখিনি! আমার ধৈর্য, আমার সংযম আমাকে তা কোনদিন ভাবতে দেয়নি।

আমার সামনে ভেসে আসে সৈকতের সেই দৃশ্য। সুন্দরী প্রতিযোগিতায় যে তরুণী নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে, সেই সুরমাকে এমন একটা নির্জন স্থানে পেয়েও আমি সংযম হারাইনি। তারপর সেই হোটেলের নির্জন কক্ষ যেখানে একে অপরের মাঝে হারিয়ে যেতে কোন বাধা ছিল না, সেখানেও কামনা বাসনা আমাকে বশীভূত করতে পারেনি। সৈকতের অন্ধকারে আমি তার চেহারা দেখতে পাইনি। হোটেল কক্ষে এসে সে যখন আমার দেয়া পোশাক পরিবর্তিত করে সামনে এলো তখন আমি প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠেছিলাম। যার বিরহে আমি গৃহ ছেড়ে পরিচিত মুখ পেছনে ফেলে নির্জনতায় এসে আশ্রয় নিলাম, সেই হৃদয়ের রাণীর প্রতিচ্ছবিকে সামনে দেখে আমার চেতনা হারিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি কেবল চমকে উঠে দৃষ্টি অবনত করে নিজেকে সংযত করে নিলাম। পরস্পরের চেহারায় একে অপরকে ভুলিয়ে দেয়ার মত আকর্ষণ ছিল। যেটা পাওয়ার জন্য মানব মানবীকে কঠিন সাধনা করতে হয়। তারপরেও কেউ পায় কেউ পায় না। আমরা না চাইতেই সেদিন আল্লাহ আমাদের এমন স্থানে পাইয়ে দিলেন, যেটা যাদের হৃদয়ে যৌবনের প্রবাহ অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে– তাদের জন্য স্বর্গীয় কানন। এমন স্থানে এমন মুহূর্ত কামনা করা কল্পনা ছাড়া

www.pathagar.com

বাস্তব হয়ে কোনদিন কারও জীবনে এসেছে– এমন নজীর পাওয়া যায় না। যদি দৈবৎ কারও জীবনে এসে থাকে তা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহে। মানব মানবীর চিরন্তন যে কামনা তা অকস্মাৎ সামনে পেয়ে গেলে ধৈর্যধারণ করা বড় কষ্টের। এমন রোমাঞ্চকর মুহূর্ত আমরা কিভাবে এড়িয়ে এসেছি তা অতীব বিস্ময়কর। যেখানে এক পক্ষ বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করলো, নিজেকে উজাড় করে দিতে তার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করলো, সেখানে আর এক পক্ষ কিভাবে নিজেকে সংযত রাখতে পারে! আল্লাহ অন্তরে যে আলো জ্বেলে দিয়েছেন তার রৌশনিতে দেখলাম আমার আদর্শের ইঙ্গিত। আমি তখনই তাকে বলেছিলাম আমার আদর্শই তোমার আমার মাঝে না দেখা এক কঠিন প্রাচীর গড়ে দিয়েছে– যা ভেঙ্গে ফেলার শক্তি কারও নেই। সে বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল– এমন নির্দয় আদর্শের কথা তো কোনদিন শুনিনি, যে যৌবনের ক্ষুধাকে অস্বীকার করে! আমি বলেছিলাম, তোমরা যে জাতির মেয়ে সেই জাতির দেবতারা যথেচ্ছ লীলা খেলা করে তোমাদের শিখেয়েছে কামনার আগুন কিভাবে নিভাতে হয়।

কামনা বাসনা তো সব নর নারীর অন্তরে জেগে থাকে! আপনাদের আদর্শ কি এটাও অস্বীকার করে?

না।

তাহলে এক বিছানায় থাকতে আপনার এতো প্রবল আপত্তি কেন?

ঐ যে বলেছি নর-নারীর মাঝে একটা অদৃশ্য দেয়াল আছে, সেটা অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি আদর্শবানেরই আপত্তি থাকবে।

ওটা কি করে অপসারণ করতে হয়?

একমাত্র বিবাহই সেই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেয়।

বিবাহ যদি আমাদের সব বাধা দূর করে দেয়, তাহলে আমরা সেটাও তো করতে পারি।

অসম্ভব!

কেন?

দু'টি ভিন্ন আদর্শের অনুসারী আমরা। নিজ আদর্শ বহির্ভূত কোন নারীকে কাছে পেতে আমরা লালায়িত নই।

কি আশ্চর্য আপনার আদর্শ! সেই স্কুল জীবন থেকে কত তরুণ, পরবর্তীতে অসংখ্য যুবক আমাকে পেতে তাদের সব কৌশল প্রয়োগ করেছে। আমার কাছে প্রেরিত তাদের গাদা গাদা প্রেমপত্র যদি আমি পড়তে থাকতাম তাহলে স্কুলের

www.pathagar.com

বই পড়ার সময়ই পেতাম না। আজও সেই ধারা বহাল রয়েছে। পড়াশোনার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাকে সেই দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেয়নি। আমি নিঃসঙ্কোচে সব প্রত্যাখ্যান করে এসেছি। আজ আমি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছি আর আপনি আদর্শের দোহাই দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন! বড় বিচিত্র আপনার জীবনাদর্শ! এমন উত্তম আদর্শ গ্রহণ করার কোন ব্যবস্থা কি নেই?

আছে।

আমার উন্নত শির এখনই আপনার পদমূলে নত করে দিতে চাই, আমাকে দীক্ষা দিন।

আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

কিসের অপরাধে আপনি ক্ষমা চাচ্ছেন?

অপরাধ নয়, পরিবেশ, পরিস্থিতি দীক্ষা দেয়ার অনুকূলে নয়।

বুঝতে পারলাম না!

তুমি বিপদগ্রস্ত নারী, আমার কাছে সাহায্য চেয়েছ, আমি সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছি। আমার দায়িত্ব তোমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়া। তুমি শিক্ষিতা মেয়ে, মনে করলে আমার আদর্শ সম্বন্ধে ব্যাপক পড়াশোনা করে জেনে নিতে পার। সেই ভয় ভীতিহীন সময়ে যদি তোমার মন প্রাণ আকৃষ্ট হয়– তাহলে দীক্ষা নিতে পার।

আপনি কথা দিন– ভগবান যদি তেমন দিন আমার জীবনে এনে দেন তাহলে আপনিই আমাকে দীক্ষা দিয়ে চিরদিনের জন্য গ্রহণ করে নিবেন?

তেমন প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারবো না। আমাদের উভয়ের বয়স, চেহারা, স্বাস্থ্য মন আকৃষ্ট করার মত। পাওয়ার নেশায় আমি তোমাকে প্রভাবিত করে স্বধর্মে টেনে এনেছি, এই ইতিহাস মুছে ফেলা যাবে না। আমার কথাটি স্মরণ না করে যদি তুমি কোন দিন মনে কর, ইসলাম উত্তম আদর্শ দান করেছে, তাহলে সেদিন তোমার যে কোনদিকে চাইলে আমার চেয়েও যোগ্য ব্যক্তিকে দেখতে পাবে।

আপনার আপত্তির কারণ আমি এবার বুঝেছি। আমার নিজের স্থানে ফিরে যেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত বইয়ের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কিত কিছু বই অন্তর্ভুক্ত করে নেব। আপনি এমন কতগুলো বইয়ের নাম লিখে দিন যার মধ্যে মূল বিধানগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমরা মনে করি পৃথিবীটা পরীক্ষার স্থান। তুমি পরীক্ষা দেবে আর আমি প্রশ্নের উত্তর দেব –এ কেমন কথা!

অহেতুক আমি আর আপনাকে বিরক্ত করছি না। আমি মনে প্রাণে সাধনা করে

www.pathagar.com

যাব, যদি কোনদিন সিদ্ধি লাভ করি তাহলে আপনার কাছে আশ্রয় চাইলে প্রত্যাখ্যান করবেন না তো?

এমন অঙ্গীকারও আমি করতে পারবো না। আল্লাহর দয়া হলে...।

ঠিক আছে আমি প্রভুর কাছ থেকেই চেয়ে নেব।

আমাদের বাসার সামনে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। আগে থেকেই সংবাদ দিয়ে এসেছি তাই হর্ণ দিতেই গেট খুলে দিল দারোয়ান। ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠছি সামনে পড়ে গেল সুরাইয়া ভাবী। যাকে আমি সব সময় এড়িয়ে চলতে চাই– তাকেই প্রথমে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলাম। সে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। আমার সাথে অপরিচিত দুই যুবতীকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরমার দিকে চাইলো। আমি বুঝতে পেরে বুঝালাম ওরা আমার বোন।

বলেন কি! আজ ছয় বছর ধরে এই বাসায় আছি, কোনদিন তো জানলাম না আপনার অনেকগুলো বোন আছে?

এই-ই তো শেষ নয়, আরও আছে।

তারা কোথায়?

কলেজে পড়ছে।

সুরাইয়া ভাবী সুরমার হাত ধরে ঝাকি দিয়ে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বললো– আপনাকে জড়িয়েই আলমগীর সাহেব মনে হয় এতো বোনের ভাই হতে পেরেছেন?

মনকে নাড়া দেয়ার মত মুখে হাসি ফুটিয়ে সুরমা বললো– আপনার অনুমান সত্য।

তাহলে আসল কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে না কেন?

আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

আসুন বুঝিয়ে দিচ্ছি।

সবাইকে সুরাইয়া ভাবী আমার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। সুরমার হাত ধরে দেওয়ালে টাঙানো রোমানার বাঁধানো ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললো– এই আসনে বসতে এতো দেরী হচ্ছে কেন?

ছবির দিকে চেয়ে শাহনাজ আর শরীফা চমকে উঠলো। বিস্মিত যুবতীদ্বয় একযোগে জিজ্ঞেস করলো ছবিটি কার?

আলমগীর ভাইয়ের বউ রোমানা আখতার।

সত্যি?

মিথ্যে বলছিনে।

www.pathagar.com

আশ্চর্য সাদৃশ্য। কে বলবে দু'টি আলাদা সত্তা! আমি দেখেই ভেবেছিলাম ওটা সুরমার ছবি।

প্রথম দিন আমিও সুরমাকে দেখে আপনাদের মত চমকে উঠেছিলাম। সে দিন থেকেই আমি মনে প্রাণে এই শূন্য স্থানে তাকেই চেয়ে আসছি। আমরাও তাই চাই। প্রতিটি বিবেকবান মানুষ তাই চাইবে।

তবে এতো বিলম্ব কেন?

আমাদেরও ঐ একই প্রশ্ন।

সবাই যদি প্রশ্ন করি তাহলে সমাধান করবে কে?

আমরা সকলেই যখন প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী তখন শুভ কাজের বিলম্ব না করে শীঘ্রই তো সমাধান করতে পারি। কি বলিস সুরমা?

লজ্জা অবনতা সুরমা জানিনা বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পাশের রুমে চলে গেল।

সুরাইয়া ভাবী ডাকলো– আলমগীর ভাই?

বল।

মেয়ে হয়ে মেয়েদের মন বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয় না। সুরমা লজ্জায় পালিয়ে গেলেও তার সম্মতি পাওয়া গেছে, এবার আপনি কি বলতে চান?

আমার উত্তরটি অনেকবার দিয়েছি। তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছো তাই আমার কথাটি কেউ বুঝতে চাচ্ছ না। তোমাদের প্রতি আমার অনুরোধ, তোমরা অবুঝ হয়ো না। আমাদের মহান আল্লাহ সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি চাইলেই আমরা পরস্পর নিকটে আসতে পারি। যদিও আমরা মনে করি আমাদের মাঝে কোন বাধা নেই, তবু কেন অন্তরাল ছিন্ন হচ্ছে না। একটা অদৃশ্য হাতের সূক্ষ্ম স্পর্শ আমার অন্তর ছুয়ে আছে –যা তোমাদের কাউকে বুঝাতে পারছি না।

আমার কথাটি শেষ হতেই ঘরের মধ্যে সবাই একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠলো। দরজার বাইরে থেকে চাপা কাঁন্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সবার চেহারা হতাশার কালো ছায়ায় ঢেকে গেল। কথা নাই কারও মুখে। নিঃশব্দ পরিবেশ, কেবল মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের করুণ আওয়াজ মন-প্রাণে শিহরণ জাগিয়ে দিচ্ছে। আমার অন্তরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি ওদেরকে কি বুঝাতে চেয়েছি তা নিজেই অনুধাবন করতে পারছি না। এতোগুলো কোমল প্রাণ আঘাতের পর আঘাত খেয়ে যন্ত্রণা কাতর হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে ফেলেছিল। দুনিয়ার মুক্ত আলো বাতাসে বেঁচে থাকার তীব্র কামনায় প্রহর গুনছিল। দৈবযোগে আমিই তাদের সামনে এসে গেলাম। জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া মানব মানবী সেই

www.pathagar.com

অকূল সাগর বক্ষে মৃত্যুর হাতছানি দেখেও সামনে যদি কোন ভাসমান পদার্থ দেখতে পায়, তাহলে বাঁচবার প্রচণ্ড আশা নিয়ে সেটা আঁকড়ে ধরে। ওরাও তেমনভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরে মুক্তির পথ পেতে চেয়েছে। স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আমি তাদের মন আকৃষ্ট করতে পেরেছি। এই আলোর ভুবনে তারাও সহযাত্রী হয়ে মিশে গেল। এই আলোময় জগতে প্রবেশকরে তারা ভুলে গেল পেছনের সব তিক্ততা। হাসি আনন্দ তার হৃদয়ভরা আশা নিয়ে অধীর আগ্রহে তারা অপেক্ষা করছে সোনালী সূর্য কবে এসে তাদের হৃদয়ে আলো বিকিরণ করবে। এমনই মুহূর্তে আমি নিষ্ঠুর তাদের সেই আকাশচুম্বি আশা আকাঙ্ক্ষার দুর্গে আঘাত হেনে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি। এই মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা কি করে ফিরিয়ে নেব আমি! সান্ত্বনার ভাষা তো এই মুখে জোগাবে না! অনেক সময় বয়ে গেল।

সুরাইয়া ভাবী মনে হয় কয়েকবারই ডেকেছিল কিন্তু সেই ডাক আমার ভাবুক মনে প্রবেশ করেনি। এক সময় আমার হাত ধরে ঝাকি দিয়ে ডাকলো– আলমগীর ভাই! আমি চমকে উঠে তার মুখের দিকে চাইলাম। দেখলাম আহত সেই মুখমণ্ডল। আমার মুখে কোন কথা ফুটলো না। ভাবী বললো– দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর একি শোনালেন আজ? আপনার মুখেও বিষাদের কালো ছায়া দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় আপনি একটা গোপন অন্তর বেদনায় দগ্ধ হচ্ছেন। আর কাউকে এর মধ্যে টেনে নিয়ে অংশীদার করতে চাচ্ছেন না। আপনার এতো ভালবাসার মানুষ থাকতে একা কেন দহন জ্বালা সহ্য করে যাচ্ছেন? আজ সামান্য ইঙ্গিতেই এতোগুলো প্রাণীর কোমল হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলেছেন। বলুন ভাই, সেই অদৃশ্য হস্ত অপসারণ করতে আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

ভাবীর প্রশ্নের কি উত্তর দেব তাই মনে মনে খুঁজছি অথচ পাচ্ছিনে।। আমাকে নীরব থাকতে দেখে শাহনাজ আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে হৃদয় গলানো স্বর নিক্ষেপ করলো– ভাইজান!

কি বোন? আমি মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

আপনার এই অভাগিনী বোনেরা কি কোন সাহায্য করতে পারে না?

শাহনাজের কণ্ঠে করুণ মিনতি।

আমরা তো পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করেই যাচ্ছি।

আজ বুঝলাম আপনার হৃদয়ের গভীরে পীড়াদায়ক ক্ষত আপনাকে অহরহ যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনি এতো হুঁশিয়ার, দীর্ঘ দিনেও কাউকে বুঝতে দেননি।

www.pathagar.com

আজকে মনের ভুলে যখন ইঙ্গিত দিয়েছেন তখন বোন হিসাবে আমাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আপনার ক্ষত চিকিৎসা করার।

আমার প্রিয় বোনেরা! তোমাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা আমার হৃদয়ের ক্ষত শুকাতে সাহায্য করছে। আলাদা কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই।

আপনাকে নিয়ে আমাদের যে উচ্চাশা আছে তার কি হবে?

বিধাতা আমার প্রতি যে কঠিন দায়িত্ব পালন করার পরোক্ষ আদেশ দিয়েছেন সেটা আগে সমাধা করে নিই।

একথাটি আপনি বহুবার আমাদের শুনিয়েছেন। এছাড়া আর তো কোন অজুহাত নেই?

এটা তো কোন অজুহাত নয় বোন!

ঠিক আছে, আপনার অঙ্কিত নকশানুযায়ী কাজ করে যান, আমরা আর বিরক্ত করবো না। নিরাশার অন্ধকারে থেকেই আমরা কেবল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মনকে প্রবোধ দিতে থাকবো।

অভিমান করো না স্নেহের বোন আমার! প্রভু তোমাদের আশা অবশ্যই একদিন পূরণ করবেন।

কত কাল পরে?

আমার স্নেহপূর্ণ ভালবাসা, তোমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতি যত গাঢ় হয়ে আসবে, সময় ততো কমে আসবে।

এতোদিন আমাদের প্রতি আপনার আদর সোহাগ, আপনার প্রতি আমাদের ভালবাসায় কি কোন কৃত্রিমতা ছিল?

প্রথম দিন থেকেই এর মধ্যে কোন ভেজাল ছিল না, আজও নেই। বরং দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে ঘনীভূত হচ্ছে। তোমরা অন্তরে কোন ব্যথা নিও না বোনেরা। কথার ছলে আমার মুখ দিয়ে যে বাক্যটি বেরিয়ে গেছে সেটা ভুলে যাও। তোমাদের মুখে হাসি দেখলে আমি এতো খুশী হই, মহামূল্যবান হীরক খণ্ড কুড়িয়ে পেলেও তার শত ভাগের এক ভাগও দিতে পারে না।

কথা শেষ করে আমি শাহনাজ আর শরীফাকে দু'হাতে বেষ্টন করে স্নেন বর্ষণ করলাম। তাদের মুখে হাসি ফিরে এলো। সুরাইয়া ভাবী বললো– আমাদের তো হাসালেন ভাই! কিন্তু যাকে নিয়ে আমাদের এই দীর্ঘ সময় মান অভিমান চললো– তার মুখে তো হাসি ফুটানো গেল না। সে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

www.pathagar.com

আমি শিহরে উঠে জিজ্ঞেস করলাম– কে, সুরমা?

হ্যাঁ, ভাই!

সে চলে গেছে?

আমি তাকে পাশের ঘরে বসিয়ে যতো সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছি, সে ততো কেঁদেছে। বলেছে– আমার কি হবে আপা? আমার আর পেছনে ফেরার পথ নেই। তাকে ধরে রাখতে পারিনি। কাঁন্নার বেগ যে ধরে রাখতে পারছিল না। ওড়না দিয়ে মুখ চেপে ধরে ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে নীচে নেমে গেল। আমিও পিছে পিছে গেলাম, তাকে ফেরাতে না পেরে ড্রাইভারকে বললাম ওকে রেখে আসতে। সে গাড়ীতে উঠতেই চাচ্ছিল না, আমি জোর করে উঠিয়ে দিয়েছি।

কতক্ষণ আগে?

সে তো অনেক সময় আগে, এতোক্ষণ মনে হয় আমাদের গাড়ী ফিরে এসেছে।

আমাকে বলোনি কেন ভাবী?

তখন আপনারা তিন ভাই বোনে –কেউ তো এই জগতে ছিলেন না।

এই মায়াময় জগতে ভুল বোঝাবুঝির কারণে মান অভিমানের পালা চলতে থাকে। কেউ সমাধান পেয়ে যায় কেউ না পেয়ে আত্মহুতি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুরমা তো ভুল বুঝার মত মেয়ে নয় ভাবী! সে মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মেয়ে, তাকে নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।

আমি তার চেহারার দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেছি। তারপরেও তার শেষ কথাটি আমার অন্তরে দাগ কেটে দিয়েছে। সে বলেছে– আমার চিন্তা চেতনা যাকে নিয়ে আলোড়িত –সে যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আমার বেঁচে থাকাই বৃথা। ভাবীর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম! আমার হাসি দেখে ভাবীর চেহারা যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। বললো– আশ্চর্য মানুষ আপনি, আমার মুখ দিয়ে সুরমা আপার কথাটি শুনে হাসতে পারলেন অথচ আমি নারী হয়ে নারীর কথায় ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেছি। আমার অনুরোধ, বিষয়টি তুচ্ছ মনে করে উড়িয়ে দেবেন না ভাই! আপনি তার কাছে যেয়ে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে আসুন, নইলে শয়তানের প্ররোচনায় অঘটন ঘটতে সময় নেয় না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিযোগিতায় শয়তান তার কাছে হার মানবে, অতএব দুর্ঘটনার কোন আশংকায় নেই।

ব্যবসায়িক কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে। সপ্তাহ পার হয়ে গেল। সুরাইয়া ভাবীর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আমি ইচ্ছা করেই সুরমার সাথে দেখা করতে

www.pathagar.com

যাইনি। অপেক্ষা করছি, দেখি সে আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে কিনা। মাসের অর্ধেক দিন পার হয়ে গেলেও সেই অভিমানীর দিক থেকে কোন সাড়া পেলাম না। সুরাইয়া ভাবী আমাকে না জানিয়ে প্রায় প্রতিদিন তাকে কল করেছে কিন্তু কোন দিন কথা বলতে পারেনি। অপরপক্ষের মোবাইল ফোন সঙ্কেত দেয়নি, সব সময় বন্ধ করে রাখা হয়। আজ ভাবী সেই কথাটি বলে ফেললো। গত রাতে নাকি তাকে পেয়েছিল। সে বলেছে মাফ করুন আপা! দয়া করে আমাকে বিরক্ত করবেন না। নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পড়াশোনার মধ্যে ডুবে আছি, আপনাদের সাথে কথা বলার মত মানসিক অবস্থা আমার নেই। সুন্দর জীবন কে না চায় আপা! সেই স্বপ্নিল দিনের প্রতীক্ষায় থাকবো।

সুরাইয়া ভাবীর কথা শুনে আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম। বললাম– দুঃশ্চিন্তা দূর হয়েছে ভাবী?

মানসিক দিক থেকে আহত ভাবী বললো– আপনারা পুরুষ জাতি, অন্তর আপনাদের পাষাণ, তাই সবটাতে হাসতে পারেন। হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা আর চোখের সমুদয় পানি নিঙড়ে দিয়েও আপনাদের পদযুগল সিক্ত করা যায় না। ইন্দ্রিয় আপনাদের শক্ত আবরণে ঢাকা, আমাদের অন্তরের কাঁন্না সেখানে পৌঁছে না।

দু'চোখে বন্যা আর অন্তরের কাঁন্না কেবল মেয়েদের মৌরসী সম্পত্তি –এটা বিধি প্রদত্ত। কেননা কাঁদলে তাদের সৌন্দর্য ফুটে উঠে, আরও মনোরম দেখায় ইতিহাসে তাই নারীর প্রেম অক্ষয় হয়ে আছে। অল্পতেই তোমরা ভেঙ্গে পড়তে চাও তাই আমাদেরকে নিষ্ঠুর, পাষাণ বলে চোখের পানিতে বুক ভাসাও। সহজেই যেটা পাওয়া যায় –সেটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে না। অমর করে রাখতে গেলে ত্যাগের বিনিময়ে যে পেতে হয় ভাবী!

আর কতকাল আমাদের নিয়ে তোমরা উপহাস করবে?

উপহাস নয় ভাবী এটাই বাস্তবতা। মেয়েদের চোখের পানি পুরুষের করুণার হাত দিয়ে যখন মুছে দেয়, তখন বলতো ভাবী ঐ মেয়েটিকে জগতের সমুদয় ধনভাণ্ডার দিলেও সেই সময় তার কাছে কোনটা মূল্যবান বলে মনে হয়?

ঐ করুণার হাতখানি পেতে হলে মেয়েদের যে মূল্য দিতে হয় –তার হিসাব তো আপনারা রাখেন না।

এটা তো হিসাবের বিষয় নয়– মনের ব্যাপার। যদিও মূল্য দেয়াটা বড় কষ্টের, তবু খালি হাতে তাকে ফিরতে হয় না। বিনিময়ে হয় সে সাধনার ধনকে পেয়ে যাবে, নয়তো ইতিহাসের পাতায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাহিনী রেখে যাবে।

www.pathagar.com

পনের

সেদিন অফিসে ম্যানেজার মিজানুরের সাথে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা শেষে যখন চা খাচ্ছিলাম, তখন সে বললো– যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি একটা বিষয়ে আলাপ করতে চাই।

তোমার প্রতি বিশ্বস্ততা আছে বলেই ম্যানেজারের দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছি। প্রয়োজন হলে তুমি যে কোন কথা বলতে পার, তাতে আবার মনে করার কি আছে।

আমি যেটা বলতে চাই, সেটা ব্যবসা সংক্রান্ত নয়, ঘরোয়া ব্যাপার। তাই অনুমতি চাচ্ছি।

নিঃসঙ্কোচে বলে ফেল।

আপনার যে বোন দু'টি এখানে আছে, তাদের কি বিয়ে হয়েছে?

বিয়ে হয়েছিল। এখন তারা বিধবা।

দু'জনই!

ওদের সাথে আরও একজন আছে, তিনজন।

কয়টা বোন আপনার?

পাঁচটি। দু'টির এখনও বিবাহ হয়নি।

অবাক করলেন আপনি। পাঁচটির মধ্যে তিনটির বিবাহ হয়েছে অথচ তারা বিধবা! এটা যে বড় দুঃখের বিষয়!

তা বলতে পার।

এখানে যে দু'জন আছে তাদের মধ্যে একজনকে যদি আমাদের দিতেন তাহলে বউ বানিয়ে নিয়ে যেতাম।

বুঝতে পারলাম না।

আমার একশ্যালক হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে। ছয় মাস পূর্বে তার স্ত্রী মারা গেছে। আমরা একটা শিক্ষিতা সুন্দরীর সন্ধান করছি। শুনলাম আপনার বোনেরা বি.এ পাস। যদি উভয়পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে বিয়েটা হতো তাহলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই শিক্ষকতা করতে পারতো।

আমার বোনদের একটা চমকপ্রদ ইতিহাস আছে, সেটা আগে তোমাদের শুনতে হবে, তারপর মতামতের প্রশ্ন।

www.pathagar.com

আমার স্ত্রী সুরাইয়া তাদের কাছে সব শুনেছে। তাদের কথাবার্তা চালচলন ইবাদত বন্দেগী দেখে সে এতোই মুগ্ধ হয়েছে, আপনার কাছে প্রস্তাব পেশ করার জন্য আমাকে নাজেহাল করে ছাড়ছে। সে নাকি আপনার সাথে কয়েকবার বলতে যেয়ে লজ্জায় আর প্রস্তাব তুলতে পারেনি।

তাদের ফেলে আসা জীবন আর বর্তমান জীবন সম্পর্কে তোমার শ্বশুরকুলের সবাইকে আগে জানাও। বিশেষ করে তোমার শ্যালককে সব বিষয় খোলাখুলি জানাও। সব জেনে শুনে যদি এগিয়ে আসে তাহলে তাদের নিয়ে এসে আমার যে বোনটির কথা তোমরা বলছো তাকে দেখাও। একথা বিশেষ করে জেনে রাখ, তারা নিঃস্ব অভিভাবকহীন নয়। আমি মনে করি তারা আমার রক্তের সম্পর্কের বোন।

আমাদের কোন কিছু জানতে বাকি নেই। সুরাইয়া সবকিছুই তার বাবা মা ভাই বোনকে বলেছে। শাহনাজকেই আমাদের পছন্দ। তার ছবি সে তাদের দেখিয়েছে। আমার শ্যালক ছবি দেখেই ভুলে গেছে। এবার আপনি অনুমতি দিলেই তাকে ডেকে নিয়ে এসে দেখাতে পারি।

তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কি বলতে চায়?

তারা বলেছেন, ছেলের পছন্দ হলে আমাদের আপত্তি নেই। তবে মেয়েটি পরহেজগার হলে ভাল হয়। আপনার বোনদের যেমন ধর্মভীরু হিসাবে দেখছি– এর উপরে আর কেউ উঠতে পারে না। সুরাইয়া যে সে মেয়ে নয়। সবকিছু খুঁটে খুঁটে দেখে তবে নির্বাচন করেছে।

আমার বোনদের সাথে কি এ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে?

সুরাইয়া তার ভাইয়ের বিবরণ দিয়ে শাহনাজের মতামত জানতে চেয়েছে, সে বলেছে ভাইয়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে সবকিছুই নির্ভর করে।

আমার দায়িত্ব বোনদের ভাল ছেলের হাতে সমর্পণ করা। তোমরা দেখাশোনা করতে পার।

আমাদের সম্বন্ধে আপনাকেও তো জানতে হবে।

ইতিপূর্বে তোমার শ্যালককে তো আমি দেখেছি। আমি চাই সচ্চরিত্রবান কর্মঠ পাত্র, মনে হয় ছেলেটি তার থেকে ব্যতিক্রম হবে না।

ঢাকার কাজ শেষ হলে শরীফ, তার মা ফুফিকে নিয়ে যশোর চলে এলাম, ফুফু আমাদের পেয়ে খুব খুশী হলেন। কয়েক দিনের মধ্যে বোনদের সাথে ফুফুর খুব অন্তরঙ্গ ভাব গড়ে উঠলো। সুরাইয়া ভাবীর বাবার বাড়ী মাগুরাতে। তার ভাই

www.pathagar.com

আবদুল হাই স্থানীয় একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে। আমরা ঢাকা থেকে যশোর আসার সময় সুরাইয়া ভাবী আর তার স্বামীকে সংগে নিয়ে এসেছিলাম। শাহনাজকে তখনও তার বিবাহ সম্পর্কে কিছু জানাইনি। আমাদের কথা ছিল ফিরার পথে ভাবীর বাবার বাড়ী হয়ে যাব। আমার উদ্দেশ্য– ছেলে মেয়ে দু'টো এক জায়গায় করবো। তারা পরস্পর নিজেদের সম্পর্কে জেনে নেবে। উভয়ের মতামত হলে বিবাহের কথা পাকাপাকি করবো। আসার আগেই ভাবী তার ভাইকে জানিয়ে দিয়েছিল– আমাদের মালিক ঢাকা থেকে বাড়ী যাওয়ার পথে তোমাদের বাড়ী হয়ে যেতে পারেন।

হাই আর তার পরিবারের সবাই আমাদের অপেক্ষায় ছিল। আমরা পৌঁছলে ওরা আন্তরিকতা সহকারে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। আমরা সেদিন বেলা একটা থেকে পরদিন অপরাহ্ন তিনটা পর্যন্ত তাদের বাড়ী অবস্থান করলাম। এই দীর্ঘ সময় পরস্পরে মিলামেশার অনেক সুযোগ পাওয়া গেল। বিশেষ করে সুরাইয়া ভাবীর কৌশলে শাহনাজ আর হাই পরস্পর অন্তরঙ্গভাবে মিশার সুযোগ পেল। আমার ধারণা ছিল যদি বিয়ের কথাবার্তা আগে থেকেই উল্লেখ করা হয়– তাহলে ওরা লজ্জা পেয়ে যাবে। সামনাসামনি খোলামেলা কথা বার্তা বলতে লজ্জাবোধ করবে। তাই ভাবীকে আগেই বলেছিলাম, দেখা সাক্ষাতের আগে যেন বিয়ে সম্বন্ধে কোন ধারণা কোন পক্ষকে না দেয়া হয়। আমরা প্রস্তুতি নিয়ে যখন যশোর রওনা দেব, তার পূর্ব মুহূর্তে ভাবীর বাবা মঈনুদ্দীন সাহেব বললেন– বাবা, তোমার বোনটি আমার ছেলের সাথে বেশ মানাতো। এমন মেয়ে আমার বাড়ী এলে সব আলো হয়ে যাবে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে শুভ কাজটি তাড়াতাড়ি সেরে দিলে কেমন হয়?

আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু ছেলে মেয়ে উভয়ে বয়স্ক এবং শিক্ষিত, তাদের কাছে শুনতে হবে তারা কি বলতে চায়।

সুরাইয়া ভাবী হাসিমুখে বললো– আলমগীর ভাই। আপনি মনে করেছেন আমি এখনও চুপ করে বসে আছি! একেবারে শেষ মুহূর্তে আমি পৃথকভাবে যখন তাদের মতামত জানতে চেয়েছি, তখন তার উত্তরে পেয়েছি একরাশ লজ্জা আর মৌনতা। এটাই তো আপনজনের কাছে পাত্রপাত্রীর সম্মতি। এখন কেবল একটি শুভ দিনের অপেক্ষা।

আমার বোন বিধবা হলেও আমি মনে করি এই হবে তার প্রথম বিবাহ। সমাজে আমার যে অবস্থান, সেদিকে খেয়াল রেখেই আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। তোমরা কি বলতে চাও?

www.pathagar.com

আমার বাবা মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। সমাজের উচ্চস্তরে আপনার অবস্থান। আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর সব কিছুই নির্ভর করে।

এমন স্তর কেউ সৃষ্টি করতে পারে না ভাবী! এটা একান্ত বিধি প্রদত্ত। তবু আমি কারও মর্যাদাকে খাটো করে দেখি না। তোমার বাবার মান সম্মানের দিকে খেয়াল রেখেই আমার কর্তব্য পালন করতে হবে।

কিছু সময় যাত্রা বিরতি করে একত্রে বসে একটি শুভদিন ধার্য করা হল। সামনে তিন সপ্তাহ সময় আছে।

আমার যশোরের বাড়ীটি যেন কারও বিরহ বেদনায় ঝিমিয়ে ছিল। আমাদের আগমনে সে যেন হেসে উঠলো। শরীফ বাড়ীময় লাফালাফি করে ছুটে বেড়ায়। তার পদচারণায় সবাই চঞ্চল হয়ে পড়ে। সে একবার উপরে আবার নীচে উঠানামা করে আর হাসিতে যেন প্রাণ কেড়ে নেয়। শরীফা বললো– এতো বড় বিশাল বাড়ী, প্রাণহীন জড় পদার্থের মত দাঁড়িয়ে থাকবে– এ তুমি সহ্য কর কিভাবে ভাই?

অসহ্য বেদনা জাগায় মনে। তাই তো তোমাদের নিয়ে এলাম। তোমরা এই বাড়ীর বন্ধু হয়ে যাও, দেখবে সে আনন্দে হাসি ছড়াবে, বেদনা যাবে মুছে।

শাহনাজ কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বললো– এই বাড়ীর সাথে বন্ধুত্ব করার সুযোগ তুমি দিচ্ছ কই?

এই তো দিলাম। এরপর আমার সবটাতেই তোমাদের অংশীদার করার ব্যবস্থা করবো। কেউ কাউকে পর ভাবার অবকাশই দেব না।

তাহলে বাড়ী পৌছার আগেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে বিদায় করার ব্যবস্থা করে এলে যে?

শাহনাজের কথায় আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। আমার হাসিতে তার চেহারায় রাগ যেন আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বললো– তোমার মনে এতো হিংসা কেন ভাইয়া?

আমি হাসি মুখে শাহনাজকে দু'হাতে বেষ্টন করে তার কপালে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বললাম– অভিমানী বোন আমার! ভাই বোনের প্রতি হিংসা করতে জানে না, ভালবাসতে জানে। তোমার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দূর করতে চাইনি, ভালবাসার দুয়ার খুলে দিয়েছি মাত্র। তার ভিতরেই হাসি কাঁন্নার জগৎ। আল্লাহ যেটা কেবলমাত্র মানব-মানবীর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আমি বিধির বিধান মোতাবেক সেখানে পৌছার ব্যবস্থা করছি মাত্র। এটা বিচ্ছেদ নয়, বেদনা নয় –সম্পর্ককে আরও মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করানোর পন্থা।

www.pathagar.com

ঢাকায় সুরমার সাথে ফোনে শাহনাজের বিয়ের কথা বললাম। শুনে সে যেমন আনন্দ প্রকাশ করলো, তেমন বিস্মিত হলো। বললো, বাড়ী না পৌঁছতে আপার বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল! আজব মানুষ তো তুমি! কি বলে ধন্যবাদ জানাবো তা ভেবে পাচ্ছিনে।

না বলে অভিমান করে চলে এলে। আজ আবার ধন্যবাদের ভাষা খুঁজতে ব্যস্ত কেন?

ভাই বোনে বসে হাস্য রসিকতার মধ্যেই মান অভিমানের পালা চলছিল। সব কিছু আমাকে নিয়েই, তাই লজ্জা ঢাকতে ঘরের বাইরে এলাম। এরপরেই তুমি যে সুর নিক্ষেপ করলে তা আমার হৃদয়কে এফোড় ওফোড় করে দিল। তার বিষাক্ত যন্ত্রণা কাউকে সংক্রামিত করুক তা আমি চাইনি, তাই দূরে সরে এসেছিলাম। আজকের এই খুশীর খবরের মধ্যে সেই বিষয়টি তো আসার কথা নয়! আমাকে ক্ষ্যাপাতেই তুমি মনে হয় আনন্দ পাও।

হয়তো তাই।

তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। হাসি কাঁন্নার জগৎ। কেউ হাসবে কেউ কাঁদবে– এই চিরন্তন সত্যটি আমি বুঝে গেছি। কাঁদতে আমি আর ভয় পাই না। সমুদ্র সৈকতে আমার অজান্তেই অন্তর থেকে যে সম্বোধনটি বেরিয়ে এসেছিল সেটা শুনে তুমি অবাক হয়েছিলে, সেই বিপদের মাঝেও আমি কিন্তু আনন্দে বিভোর ছিলাম। তুমি হেসে আমাকে কাঁদালেও মধুর সম্পর্কের সেই সম্বোধনটি আমার হৃদয় থেকে কোনদিন মুছে যাবে না। তুমি প্রত্যাখ্যান করলেও আমি দুঃখ করবো না। হৃদয়ে যাকে পেয়েছি, বাইরে তাকে নাইবা পেলাম। তবে আমার বিশ্বাস–

সুরমা কথা শেষ করলো না। আমি বললাম– তোমার শেষ কথাটি চেপে গেলে কেন, বলে ফেল আমি শুনে রাখি।

বলবো না।

বাস্তবে দেখাতে চাও?

জানি না।

ঠিক আছে, যেদিন জানতে পারবে সেদিন আমাকে বলো। এখন আসল কথায় আসি। সামনের মাসের বার তারিখে বিয়ে, তুমি দু'চার দিন আগে এসো।

বড় বোনের বিয়ে, শত অসুবিধা থাকলেও অবশ্যই আসবো। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের হয়তো এড়াতে পারবো না, কি করবো তাদের?

বোনের বন্ধুরা আসবে সেটা তো খুশীর বিষয়। কয়েক দিনের মধ্যেই আমি বিয়ের কার্ড পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমার বন্ধুদের দিও। আজকের মত রাখি।

কয়েকদিন খুব ব্যস্ত সময় কাটিয়ে মোটামুটি কাজগুলো সম্পন্ন করলাম। সামনে

www.pathagar.com

মাত্র আর দশ দিন বাকী। আমি টাঙ্গাইল চলে গেলাম। শাহনাজের বিয়ের কথা শুনে মা, ফুফু খুব খুশী হলেন। মাকে বললাম আপনারা প্রস্তুতি নিন। আমি আপনাদের নিতে এসেছি। মাকে বলে বাবার জ্ঞাতি ভাইদের বিয়ের কার্ড দিতে গেলাম। কেউ আগ্রহ করে হাতে নিল, কেউ ঘৃণাভরে খারাপ মন্তব্য করলো। আমি কোন দুঃখ না নিয়ে দিয়ে এলাম। এসে দেখি মায়ের কাছে একটি যুবক বসে কথা বলছে। আমাকে দেখে মা বললেন– ছেলেটি আমার ভাগিনা। ছোট ননদের ছেলে। নাম রমেশ। প্রায় এসে আমাদের খোঁজ খবর নিয়ে যায়। তার সাথে কুশল বিনিময় হল। আমি বললাম– আপনাদের বাড়ী বিয়ের কার্ড দিতে অবশ্যই যেতে হয়। আমার হাতে সময় নেই, যদি আপনি কিছু মনে না করেন তাহলে আপনার কাছে দিতে পারি। রমেশ হাসতে হাসতে বললো– বোনের বিয়ে হচ্ছে সেই ব্যাপারে আমারও তো দায়িত্ব আছে– সেটা আমাকে পালন করতে দিন। আর আমাকে আপনি না বলে তুমি বলবেন, বয়স মনে হয় সমান কিন্তু জ্ঞানে গুণে আপনি আমার চেয়ে অনেক উপরে।

আপনি শ্রদ্ধার পাত্র, তুমি স্নেহের পাত্র। অতএব আমরা পরস্পর স্নেহের সম্বোধনটাই গ্রহণ করতে পারি।

আমার আপত্তি নাই। এবার বল, এই বিয়ের ব্যাপারে আমি কতটুকু সাহায্য করতে পারি?

তোমার মা, বাবা এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে বিয়েতে অংশগ্রহণ করা আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের কার্ড পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তোমাকে দিতে চাই।

এটা কোন শক্ত কাজ নয়। তবু আমার কাছে মনে হচ্ছে কাজটি অত্যন্ত কঠিন। এটা পালন করতে আমি অপারগ। এর চেয়ে মস্ত বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দাও, বয়ে নিয়ে যাব।

বিষয়টি জাতিগত বলেই কি তুমি অক্ষমতা প্রকাশ করছো?

তোমার অনুমান সত্য। মামা মামি স্বপরিবারে ইসলাম কবুল করলে আমাদের মধ্যে একটা প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সবাই একমত হয়ে যায়, কোন আত্মীয় স্বজন তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখবে না। শেষ পর্যন্ত মাসিও সেদিকে চলে গেলেন। বাবা-মা আরও ক্ষেপে গেলেন। বাড়ীর সবার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী দিলেন– কেউ যেন ঐদিকে পা না মাড়ায়। আমার পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবাই মায়ের শাসন মেনে নিল কিন্তু আমার অন্তরে যেন একটা নীরব প্রতিবাদ জেগে উঠলো। ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে না পারলেও মনে মনে দগ্ধ হচ্ছিলাম। জন্ম থেকে মামা মামির আদর স্নেহ, মাসির মাতৃসুলভ মিষ্টি আচরণ, ভাই বোনের

www.pathagar.com

মাঝে গভীর ভালবাসার কথা ভুলে থাকা– অমানসিকতার পরিচয় বলে মনে করলাম। মনের সাথে প্রবল দ্বন্দ্ব হল। আমি জিতে গেলাম, মা বাবার কঠোর নিষেধাজ্ঞা সেখানে ঠাঁই পেল না। আমার স্ত্রীর হৃদয় ছিল করুণায় ভরা। সে বললো, বিশ্বাসগত দিক থেকে তারা আমাদের বিপরীত মেরুতে চলে গেছে, তাই বলে মায়া মমতা, স্নেহ ভালবাসা সর্বোপরি পরম আত্মীয়তার মৃত্যু হবে কেন? হিন্দু মুসলমান শান্তিপূর্ণ উপায়ে আবহমান কাল থেকে পাশাপাশি বাস করছি, পরস্পরে কত ধর্ম আত্মীয়তাও আমরা করে থাকি, কেউ তো দূষণীয় মনে করিনি! তারা তাদের বিশ্বাস নিয়ে আছে, আমরা আমাদের বিশ্বাস নিয়ে আছি। কেউ কারও প্রতি অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িয়ে পড়িনি।

বাংলার এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চিত্র বিশ্বকে মুগ্ধ করেছে। ইতিহাস সৃষ্টি করা এই সম্পর্কে চিড় ধরাতে কুচক্রীরা মিথ্যা অজুহাতে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাধিয়ে রক্তপাত ঘটিয়েছে। কিন্তু চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি, আবার পরস্পর বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা কেন মামা-মামি, ভাই-বোনদের ত্যাগ করবো?

আমার স্ত্রী আরতী শিক্ষিতা মেয়ে। তার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো মনে হলো, সে আমার মনের পাতা পড়ে পড়ে ব্যক্ত করছে। সেদিনই বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে আমরা মামার বাড়ী চলে এলাম। দুর্ভাগ্য আমাদের, শেষ পর্যন্ত যখন এলাম তখন দু'সপ্তাহ আগে মামার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে কেন আসলাম না! সেদিন মা বাবার বাধাটাই আমাদের পথ রোধ করেছিল। আমাদের কাছে পেয়ে মাসি খুব খুশী হলেন। তাদের সংবাদ নিয়ে জানলাম এই পরিণত বয়সেও তারা সুখে শান্তিতে আছেন। এক সময় মামি বললেন, দুপুর গড়িয়ে গেছে খেতে তো হবে। আমি চাল ডাল দিচ্ছি– তোমরা রান্না করে নাও, আমরা ততোক্ষণে জোহরের নামাজ পড়ে নিই।

আরতী অবাক হয়ে বললো– আলাদা রান্না করে খাব কেন মামি?

আমার হাতের রান্না খেলে তোমার শাশুড়ী যে ক্ষেপে যাবে মা! হয়তো আর বাড়ীতেই উঠতে দেবে না।

এতোদিন খেয়ে এলাম দোষ হল না, আজ কেন হবে?

আমরা মুসলমান হয়েছি এটা তাদের অসহ্য, তাই।

আমাদের প্রতিবেশী অনেক মুসলমান পরিবার আছে, তাদের সাথে বাস করতে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর জাত যায় না, আজ কেন যাবে?

তারা জন্ম সূত্রে মুসলমান, আমরা যে নওমুসলিম?

ইতিহাসে পড়েছি এ দেশে একদিন কোন মুসলমানের অস্তিত্বই ছিল না, সবাই

www.pathagar.com

ছিল অন্য জাতি। তাদের মধ্যে থেকেই তো মুসলমানের বংশ বিস্তার। সেদিন প্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্য থেকেই নতুন জাতি গড়ে উঠলো মামি?

তুমি কেবল ইতিহাস পড়নি, বুঝতে চেষ্টা করেছ। তাই তোমার ভিন্ন মত। পরেশের মা বাবা ঠাকমা এখনও বেঁচে রয়েছে, তারা তো তোমার এই মত সমর্থন করবে না মা! আমি চাইনা আমাকে কেন্দ্র করে তোমাদের পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হোক। তোমার মামার জ্ঞাতিরা কেউ আমাদের ভাল নজরে দেখেন না। তোমার মায়ের সাথে আমি সরাসরি কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে আমার সাথে কথা বলা তো দূরের কথা, মুখ দেখতেও চায়নি। তারপর তোমরা আমার হাতে খেয়ে গেলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় কিনা আমি সেই আশংকা করছি।

আপনি আপত্তি করলেও আমরা আপনার হাতের অমৃত না খেয়ে যাব না।

আরতীর জেদের কাছে মামি পরাস্ত হলেন। সেদিনই আমরা একত্রে খাওয়া দাওয়া সারলাম। রাতে আমরা সবাই বসে পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম। দীলিপ দাদা নিহত হওয়া, অনিমার বৈধব্য জীবন, সুরমা, নরমার পড়াশোনার বিষয় নিয়েই কথা হচ্ছিল। মামির সব কথার উপর তোমার কথাটিই প্রাধান্য পেয়েছিল। সেদিন তারা মনে করেছে তুমি স্বর্গের দেবতা। মানুষের রূপ ধরে এসে সুরমা, অনিমাকে কৌশলে উদ্ধার করলে, মৃত্যুর দুয়ার থেকে মামা মামিকে ফিরিয়ে নিয়ে এলে। প্রিয়জন হারানোর বেদনা ভুলিয়ে তুমি নিজেই প্রিয় হয়ে তাদের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন পেয়ে গেলে। এমন অবিশ্বাস্য কাহিনীগুলো মামি অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্ণনা করছিলেন আর আমরা তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। শেষ পর্যায়ে যখন গুরুদেবের কথা উঠলো তখন মামি একখানা চিঠি বের করে আমার হাতে দিলেন। চিঠি পড়ে আমরা দু'জনেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না। এক সময় আরতী বললো– মামী! গুরুদেব যাকে পরশ পাথর বলেছেন তার সাথে কি আমরা দেখা করতে পারি না?

কেন পারবে না মা! সে আমার ছেলে, গোটা পরিবারের সে–ই একমাত্র অভিভাবক, আরতী আর আমি তোমার সাথে দেখা করার জন্য প্রবল আগ্রহী ছিলাম। আমি বললাম– দত্ত বংশের সবাই তো গুরুদেবের শিষ্য, তাদেরকে এই চিঠি দেখিয়েছেন মামি?

এমনি তারা আমাদের ভাল নজরে দেখতে পারেন না, তারপর চিঠি দিয়ে অহেতুক শত্রুতা বাড়াতে যাব কেন বাবা!

শত্রু না হয়ে মিত্র তো হয়ে যেতে পারে মামি!

আমি ভেবেছি এরা মনে করবে ষড়যন্ত্র করে আমরা গুরুদেবের নাম করে কারও

www.pathagar.com

কাছ থেকে লিখিয়ে নিয়েছি। কেউ বিশ্বাস করবে না। তাদের সন্দেহের মধ্যে না ফেলে অপেক্ষায় আছি, গুরুদেব নিশ্চয় একদিন এসে যাবেন।

আমার বাবা মা আত্মীয়-স্বজন সবাই গুরুদেবের ভক্ত। আমি যাওয়ার সময় চিঠিখানি নিয়ে যাব।

নিয়ে যেয়ে কি করবে?

বাড়ীর সবাইকে পড়তে দেব।

কোন কাজ হবে না বাবা! উল্টো তারা তোমাদের দোষারোপ করবে। আমার জানামতে দুনিয়া উল্টে গেলেও তোমার মা আর ঠাকমা বিশ্বাসই করবে না বাবা!

গুরুদেবের হাতের লেখার সাথে আমাদের পরিবারের সবাই পরিচিত, তারপরেও যদি কেউ বিশ্বাস না করে তাতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি অবশ্যই আছে। আমি আশংকা করছি তোমার প্রতি বিশেষ করে বৌমার উপর অত্যাচার বাড়বে বাবা!

মামির নিষেধ সত্ত্বেও আমি চিঠিখানি নিয়ে বাড়ী গেলাম। একদিন অন্তরঙ্গ পরিবেশে বাড়ীর সবাই বসে বোনের বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে আমি চিঠিখানি বের করে মায়ের হাতে দিলাম। তিনি চিঠি পড়ে উগ্র মূর্তি ধারণ করলেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন– এ চিঠি কোথায় পেলে?

গুরুদেব মামির কাছে দিয়েছেন, সেখান থেকেই নিয়ে এসেছি।

কী বললে! মুখ ছিড়ে দেব তোমাদের। এতো বড় স্পর্ধা। নিষেধ করেছি সেদিকে না যেতে, তবু গেছ কেন?

এতোকাল গেলাম দোষ হল না– এখন হবে কেন?

বেয়াদব! দোষ কেন, তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে? তোমার সাথে বৌমা সেখানে গিয়েছিল?

মায়ের কঠোর মনোভাব দেখে আমি আর কথা বললাম না। মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে থাকলাম।

কথা বলছো না কেন, বোবা হয়ে গেছ নাকি! দূর হও আমার সামনে থেকে। নরকে তোকে কে টেনে নিয়ে গেল, বৌমা নিশ্চয়! তাকে ব্রাকে চাকরী নিতে নিষেধ করেছিলাম। আমার কথা অমান্য করে সেখানে ঢুকেই সে উচ্ছন্নে গেছে– এবার বুঝতে পারছি। ঐ বউই তোমার মাথা খেয়েছে, নইলে তুমি এমন ছিলে না! ভুল করে যেয়ে থাকিস ভাল কথা, এবার প্রায়শ্চিত্ত করে ফেল, নইলে আমি তোদের বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবো।

www.pathagar.com

মায়ের কথা শুনে চমকে উঠলাম কিন্তু আরতীর কোন প্রতিক্রিয়া নেই। বৌমার উপর অত্যাচার বাড়বে, মামির এই কথাটি মনে পড়তেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আরতী কোন রকম ভয় সঙ্কোচবোধ না করেই বললো– পাপ করলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় জানি, কিন্তু আমরা তো কোন পাপের কাজ করিনি মা?

মা ক্ষিপ্ত হয়ে তিরস্কার করলেন– যতোবড় মুখ নয় ততো বড় কথা! তিনি তার চুল ধরে টেনে হিচড়ে সেখান থেকে উঠিয়ে দিলেন। সে রাতটি আমাদের সামনে যেন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে এলো। খাটের উপর শুয়ে আছি, তা যেন অনুভব করতে পারছি না। দেখতে পাচ্ছি কালী মূর্তির মত ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে মা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি ভয়ে থর থর করে কাঁপছি আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি। আরতী আমাকে ঢাক্কা দিয়ে বললো– তুমি অমন করছো কেন? আমার কোন সাড়া না পেয়ে জোরে একটা ঝাকি দিয়ে বললো– কথা বলছো না কেন? কথা বলতে যেয়ে মুখ ফুটে বের করতে পারছিলাম না। অতিকষ্টে বললাম– তোমার প্রতি মায়ের দুর্ব্যবহার আমাকে বোবা বানিয়ে দিয়েছে– কথা বলি কি করে?

এটা দুর্ব্যবহার নয়, সন্তানের প্রতি মায়ের শাসন।

এমন কঠোর শাসন আমি মেনে নিতে পারিনে। আমরা তো কোন অন্যায় করিনি।

মায়ের নিষেধ অমান্য করেছি, এটা আমাদের বড় অপরাধ।

নীতিহীন নিষেধ অমান্য করা অপরাধ নয়, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

আরতী ব্রাকের আঞ্চলিক অফিসের বড় পদে চাকুরী করে, আমি সরকার অনুমোদিত পল্লী চিকিৎসক। বাড়ীর বাইরে যথেষ্ট সম্মানের সাথে আমাদের সময় বয়ে যায়। মায়ের সংসারের সিংহ ভাগ ব্যয় আমরা বহন করি। এরপরেও মাঝে মাঝে অযাচিত খবরদারী আমাকে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দিত। আরতীর হাসিমুখ কোমল হাতের মায়াময় স্পর্শ অন্তর গলানো সম্ভাষণ আমাকে সব ভুলিয়ে ফেলতো। আমি চিকিৎসক। কত নারী পুরুষের বাহির থেকে অন্তরের বেদনার সাথে পরিচিত কিন্তু আরতীর মত এমন দহন জ্বালা অম্লান বদনে সয়ে যাওয়ার মত কোন নারীকে আজ পর্যন্ত পাইনি। শিক্ষায় শিক্ষিত। ধর্মকে মানি কিন্তু ধর্মান্ধতাকে মানি না। আমাদের পরিবার বিশেষ করে মা হলেন গুরুদেবের অন্ধভক্ত। পূজাপার্বনে পান থেকে চুন খসার উপায় ছিল না। তবু আমাদের মন সময় সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। আমরা বুঝতাম– ধর্মের নামে অনেক অনিয়ম এর মধ্যে চালু করা হয়েছে। তাই অনেক বিষয় আমরা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। মা ধমক দিতেন। আরতী হাসিমুখে বলতো– এসব তো মনের ব্যাপার। ভিতরে অন্ধকার রেখে বাইরে জাকজমক কেবল মাত্র লোক দেখানো

www.pathagar.com

ছাড়া তো কিছুই নয় মা! কথাশুনে মা ক্ষেপে যেয়ে তার চৌদ্দ গোষ্ঠি উদ্ধার করে তবে ক্ষ্যান্ত হতেন।

আমার অনেক বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দিয়েছে– আর কেন জড়িয়ে থাকা, কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে সরে পড়। আরতী সব হজম করে দৃঢ়পদ থেকেছে। শেষ পর্যন্ত আমিও চোখ কান বন্ধ করে তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলাম। আজকের এই আকস্মিক ঘটনাটি আমার মন থেকে গুরুজনের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা মুছে দিল। আমার পৌরুষ গর্জে উঠলো। এমন সতী লক্ষ্মীর প্রতি যে গুরুজন অনর্থক অত্যাচার চালিয়ে যাবে তা আমি আর মেনে নেব না। আমি আরতীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে ডাকলাম– আরতী!

কি, বল।

আমার ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, এই বাড়ীতে আর নয়, কালই চলো আমরা শহরে যেয়ে বাড়ী ভাড়া নিই।

কেন?

এমন অন্যায় গঞ্জনা আর ক'দিন সহ্য করবে?

আমি জানি মায়ের মধ্যে অনেক গোঁড়ামী আছে, খেয়াল করেছি, বাবাও অনেক সময় তার কোন কোন বিষয় অপছন্দ করেন। আমি চেষ্টা করবো তার ভুল ভাঙ্গতে।

গত তিন বছর ধরে তো চেষ্টা করেই যাচ্ছ।

যে জ্ঞান অর্জন করেছি সেটা তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, যতোদিন ধৈর্য রাখতে পারি ততোদিন প্রয়োগ করে যাই। তুমি একটুও ভেবনা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অবশ্যই একদিন আমরা জিতে যাব।

আরতীর এই দৃঢ়চেতা মনোভাব আমাকে দমিয়ে দিল। এর দু'দিন পরের ঘটনা। রাত তখন আটটা। নিজস্ব ডিসপেন্সারীতে বসে আছি, কয়েকজন রুগী আর বন্ধুদের সাথে গল্প করছি। বাড়ী থেকে দুঃসংবাদ এলো। তখনই ছুটে বাড়ী চলে গেলাম। আরতীর তখন শেষ অবস্থা। সে আমার হাতখানি আঁকড়ে ধরে অতিকষ্টে বললো– আমি চলে যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি তার কারণ জানতে চেয়ো না। কারও প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে যেতে পারলাম না, কেবল এই দুঃখটাই আমার রয়ে গেল। মামিদের খোঁজখবর রেখ আর তোমার জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেব। কথা শেষ করে সে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো। আমার হাত ধরে ছিল, শিথিল হয়ে এলো। চিরদিনের জন্য চলে গেল

www.pathagar.com

অজানা জগতে। তখন সে ছিল পাঁচ মাসের অন্তসত্তা। মায়ের দিকে চেয়ে আমার মুখ দিয়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে গেল– তুমি এ কি করলে রাক্ষসী! তারপর আমার কি হয়েছিল জানি না।

পরেশের মুখ দিয়ে এমন লোমহর্ষক কাহিনী শুনে শিহরে উঠলাম। বেদনায় আমার চেহারা লাল হয়ে গেল। বললাম– মায়ের সংহারিণী রূপ ফুটিয়ে তুলে তার মূর্তির পূজা যে জাতি করে, তাদের অন্তরে নির্দয়তা স্থান করে নেয়। নইলে এতো আদরের ধনকে পুড়িয়ে ছাই করে উড়াতে পারতো না।

তুমি যা বললে, এটা মিথ্যের দোহাই দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আরতীর নিষেধ সত্ত্বেও আমি তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করেছি। আমার অজ্ঞাতেই মাকে রাক্ষসী বলেছিলাম– সেটা মিথ্যে নয়। মা নিজের হাতেই তাকে বিষ খাইয়েছেন।

অনেকক্ষণ বিস্তব্ধতায় কেটে গেল। কেবল এই সময়টুকুতে সবার অন্তর ফুঁড়ে বেরুচ্ছিল দীর্ঘ নিঃশ্বাস। এক সময় আমি নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ডাকলাম– পরেশ।

কি, দাদা?

এখন তুমি কি করছো?

কোন কিছুতেই মন বসে না। তবু কর্তব্যবোধ আমাকে ছাড়ে না। রুগী নিয়ে কিছু সময় কাটাই, অস্থির হয়ে পড়লে মামির কাছে চলে আসি।

এমনভাবে আর কতদিন চলবে?

তাতো জানিনে দাদা!

যেটা পেছনে চলে গেছে সেটা আর কোনদিন সামনে আসবে না। জীবনকে তো অস্বীকার করা যাবে না ভাই! সেটা তো কাজে লাগাতে হবে।

তোমার সাথে সাক্ষাতের আশায় আরতী গভীর আগ্রহে পথ চেয়ে থাকতো। তোমার দেখা পেলাম কিন্তু আমি একা, সে নেই। আহ! আজ সে যদি বেঁচে থাকতো!

আরবতীর রূপ ধরে আরও একজন তোমার পাশে একদিন আসবে, সেদিন আমার সামনে এসে মনে করো, আমরা এসেছি। হতাশ হয়ো না ভাই! আশা জাগাও মনে, একদিন সোনালী সূর্য তোমার হৃদয়ে উঁকি দেবে।

কলিম চৌধুরীর পরিবারবর্গ এবং গ্রামের অধিকাংশ মানুষের দাওয়াত পত্র দিয়ে সেদিন সন্ধ্যার পর মা, ফুফু আর পরেশকে নিয়ে শহরে চলে এলাম। নূরী আর শাহানা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের পেয়ে তারা যেমন

www.pathagar.com

খুশী হলো, তেমনি বিস্মিত হলো। নূরী বললো– ভাই! পরেশদাকে কোথা থেকে জোটালেন?

জোটাতে হয়নি, ও নিজে থেকে শরীক হয়েছে।

কি মজা! আপার বিয়েতে খুব আনন্দ হবে, তাই না ভাইয়া?

বাড়ীর বড় মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, আনন্দের জোয়ার অবশ্যই বয়ে যাবে। তাছাড়া ভাই বোন সবাই যখন এক জায়গায় মিলিত হতে পারছি, তখন মনের অর্গল খুলে বড় আপার বিয়ের মঞ্চ সাজাবো।

ষোল

বন্ধুদের বিয়ের অনুষ্ঠানে বহুবার গিয়েছি কিন্তু নিজের বোনের বিবাহের অনুষ্ঠান এই প্রথম করছি। আমন্ত্রিত অতিথিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত অবশ্যই হতে হবে কি বলিস নূরী?

আমিও তাই মনে করি। আচ্ছা ভাই! আমরা নাচতে গাইতে পারবো তো?

পারবে, তবে অনুষ্ঠান স্থলে নয়, মেয়ে মহলে।

তাই হোক। দেখে নিও উপস্থিত মেয়েদের আমি খুশীতে মাতিয়ে রাখবো।

রাতের খাবার পালা শেষ করে একটু বিশ্রাম নিলাম। মা আর ফুফুর শরীরের দিকে খেয়াল রেখে রাত সাড়ে তিনটায় সবাইকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে গাড়ি ছাড়লাম। সকালে ঢাকার বাসায় পৌঁছে সুরাইয়া ভাবী প্রদত্ত নাস্তা সেরে মা আর ফুফুকে বিশ্রাম করতে বলে নূরী, শাহানা আর পরেশকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের বিয়ের কার্ড দিয়ে বায়তুল মোকাররম মার্কেটে গেলাম। বিয়ের বাজার এখান থেকেই করব। কাপড় চোপড় গহনাপত্র অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী যা যা বিয়েতে প্রয়োজন হয় দু'বোনের পছন্দ মত কিনলাম। পরেশ অবাক হয়ে এসব প্রত্যক্ষ করছিল। এক সময় সে বললো– নরমা, দাদা তোদের স্নেহ করতো জানি কিন্তু এমনভাবে ছেলেমিপনায় তাকে আত্মসমর্পণ করতে দেখিনি।

তুমি ভুল বুঝেছো দাদা, আমি নরমা নই নূরী। আগের সম্পর্ক ছিল বংশ পরম্পরা। আজকের সম্পর্ক বিধি প্রদত্ত তাই এতো মধুর। এতো মজবুত এই সম্পর্ক যা আমাদের হাজারো ছেলেমিতে টলবে না।

www.pathagar.com

পরেশ নূরীর কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। আমিও তার জিজ্ঞাসিত জওয়াবে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কেনাকাটা যখন শেষ পর্যায়ে তখন নূরী পরেশকে লক্ষ্য করে বললো– দাদা! আর মাত্র দু'সেট পোশাক কিনতে বাকি আছে, ভাইয়ারটা আমি আর শাহানা পছন্দ করে কিনতে পারবে। তোমারটা তো নিজে দেখে নিতে হবে।

আমার জন্য আবার নতুন পোশাক কেন?

বোনের বিয়েতে যাচ্ছ তা নতুন পোশাক পরবে না, তা কেমন করে মেনে নেয়া যায়?

তোমার প্রশ্নের উত্তর তো আমার কাছে নেই নূরী!

তাহলে কেমন পোশাক তোমার পছন্দ দেখিয়ে দাও, আমরা নিয়ে নিচ্ছি।

নতুনের সাজে যদি আমাকে সাজাতেই হয় তাহলে তোমরাই পছন্দ করে দাও।

দেখ, তখন যেন মন খুত খুত করে না।

তা করবে কেন! আমি যে তোদেরই একজন–।

সত্যি!

নূরীর চেহারায়

খুশীর ঝিলিক যেন ঢেউ খেলে যায়।

হ্যাঁ।

এটা তোমার অন্তরের কথা, না দয়া এড়াবার অজুহাত?

তোর বৌদি বেঁচে থাকতেই আমরা আকৃষ্ট হয়েছিলাম। এটা আমাদের পরিবারে ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। সে মৃত্যুকে হাসি মুখে গ্রহণ করলো। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটুও টলেনি। আমরা উভয়ে হৃদয়ের পাতা পড়ে নিয়েছিলাম, সেখানে কোন গড়মিল ছিল না। তাই সে যাওয়ার আগে চেয়েছিল আমার মুক্তি আর নিরাপত্তা।

এটা কেবল তার নয়, আমারও চাওয়া।

প্রভুর শত কোটি শুকরিয়া, তিনি এই আনন্দের দিনে নতুন পরিচয়ে তোমাকে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন। আর দেরী করা কেন, বাসায় পৌঁছেই আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেব, কি বল ভাই?

আমি বললাম– যশোর পৌঁছে যখন আমরা সব ভাই বোন একত্রে মিলিত হতে পারবো তখনই–।

www.pathagar.com

নূরী আমার কথা শেষ করতে দিল না। তা হবে না ভাইজান! আমরা এখান থেকেই সেরে নেব। যশোর যেয়ে আপাদের অবাক করে দেব।

তাই দিও। এখন আর অযথা সময় নষ্ট করো না, আর কি নিবে তা নিয়ে নাও।

মালামাল গাড়ী বোঝাই করে যখন বাসায় পৌঁছলাম তখন সোয়া একটা বেজে গেছে। গোছল করে পবিত্র হয়ে জায়নামাজে দাঁড়াবো– নূরী এসে বললো– ভাইজান! তুমি একা নামাজ পড়বে কেন? এই দেখ, নতুন ভাইকে সাজিয়ে এনেছি। এবার আনুষ্ঠানিকতা সেরে এক সাথে নামাজ পড়। আমি হাসি মুখে বসে পড়লাম। নূরী বিজ্ঞের মত বললো– আর পরেশ নয়, শমশের। তার নাম নির্বাচনে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মা বললো– আমি জানতাম ওরা একদিন আমাদের হবে কিন্তু দুর্ভাগ্য, যে ছিল বেশী আগ্রহী সেই সোনার প্রতিমা বৌটিকে আমরা আগেই হারালাম।

আমি বললাম– আপনি দুঃখ নিবেন না মা! আবার আপনার পছন্দ মত বউ এনে দেব।

ফুফু বললেন– আবার কোথা থেকে আনবে– আমাদের ঘরেই তো অনেক আছে। সেটা পরে ভেবে নেয়া যাবে, এখন আসল কাজ সেরে নিই।

শমশেরের ডান হাতখানি মুঠোর মধ্যে পুরে কালেমা শাহাদত পড়িয়ে দিলাম। দোয়া দরুদ পাঠ করে উপস্থিত সবাই হাত তুলে দোয়া করলাম। এরপর দু'ভাই এক সাথে নামাজ পড়ে খেয়ে নিলাম। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম নিয়ে আছরের নামাজ পড়ে আমরা সবাই যশোরের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত পৌনে দশটায় আমরা যশোরের বাড়ী পৌছে গেলাম। আগেই শাহনাজদের সংবাদ দিয়েছিলাম আমরা আসছি। ওরা জানতে চেয়েছিল কে কে আসছে। নূরীর নিষেধ ছিল কারও নাম না করতে। তাই আমি বলেছিলাম, এখনই যদি বলে দেব তাহলে মনের কৌতুহল নিবারণ হয়ে গেলে সব মজা ফুরিয়ে যাবে যে! অপেক্ষার পালা একটু পরেই তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। গাড়ীর হর্ণ শুনে ওরা নীচে নেমে এলো। আমরা একে একে সবাই গাড়ী থেকে নেমে এলাম। একটা প্রবল আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। নূরী শমমেরকে নামতে দেয়নি, তাকে চুপ করে বসে থাকতে বলে ও নেমে এসেছিল। সে অত্যধিক চঞ্চল ও মুখরা মেয়ে, চালাকিতে, কৌতুকে সবাইকে হার মানায়। এক পর্যায়ে শাহনাজ মাকে আর শরীফা ফুফুর হাত ধরে উপরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন পা বাড়িয়েছে, তখন নূরী খিল খিল করে হেসে উঠে বললো– তোমরা চলে যাচ্ছ, তা আসল কাজটি কে করবে আপা?

www.pathagar.com

শাহনাজ মুচকি হেসে পিছে ফিরে বললো– চিরকাল তুই এমন চেপে কথা বলিস, খুলে বল দেখি কি কাজ বাকী থাকলো?

নূরী হাসির বেগ বাড়িয়ে দিয়ে বললো– বর নামাবে কে?

শাহনাজ এবার লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করলো। শরীফা আনন্দের আবেগে ছুটে গাড়ীর কাছে এসে বললো– ওমা আমার হবে কি? একেবারে সাথে করে নিয়ে এসেছিস!

আনলামই তো!

কই বর?

নূরী হাসিতে ফেটে পড়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে বললো– এই দেখ সুন্দরী, তোমার বর ঘাপটি মেরে বসে আছে।

গাড়ীর ভিতরে আলো নিভানো ছিল তাই শরীফা বুঝতে পারেনি কে বসে আছে। সে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে বের করতে করতে বললো– এসো দুলামিয়া– না বুঝে দেরী করে ফেলেছি বলে যেন গোস্বা করো না।

নূরী এবার হাসিতে যেন গড়িয়ে পড়লো শরীফার গায়ের উপর। বললো– দূর হতভাগী! দুলামিয়া বলছিস কাকে! ওযে তোর বর!

শরীফা ততোক্ষণে শমশেরকে টেনে বের করে ফেলেছে। নূরীর দুষ্টামী ভরা কথা শুনে তার মুখের দিকে চেয়ে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। কয়েক পা পিছিয়ে এসে ফুফুর হাত জড়িয়ে ধরলো। এবার শাহনাজের লজ্জা দূর হয়ে গেল। সে হাসি মুখে এগিয়ে এসে বললো– নূরীটা যেন কি! ওর সবটাতেই দুষ্টামী। এ যে পরেশ দা দেখছি!

নূরী ধমকের সুরে বললো– চোখের মাথা খেয়েছ আপা? কোথায় তোমার পরেশদা! এর নাম শমশের আলী, আমাদের ভাবী দুলাভাই।

শাহনাজ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললো– আর হেয়ালি করিসনে, আসল কথা বলে ফেল।

এতো বিদ্যা শিখে এখনও আসল কথা বুঝতে পারলে না আপা?

আমি গোড়া থেকে মনে করেছি নূরী তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী কৌতুক করছে। এই চঞ্চলা মেয়েটি মনে মনে যে মহাপরিকল্পনা করে চলেছে তা সহজভাবে প্রকাশ না করে হাসি ঠাট্টার মধ্যেই উসকে দিল, এমন দূরদৃষ্টির জন্য মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ডাকলাম– নূরী!

এই যে ভাইজান! সে একেবারে আমার গা ঘেষে দাঁড়ালো।

www.pathagar.com

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম– নীচে আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে, তোমার কৌতুক বন্ধ কর, চলো উপরে যাই।

নূরীর কিছু বলার আগেই ফুফু বললেন– আমরা নূরীর কথাগুলো কৌতুক বলেই উড়িয়ে দিতে পারি না। ঘরের বউ ঘরেই থাক, এতে দোষের কি আছে?

ফুফুর কথা শুনে আমি মনে করলাম– নিজের অজ্ঞাতেই যে আসল বোঝা মাথার উপর চেপে বসেছিল তা যেন প্রভুর দয়ায় আপনাতেই নেমে যেয়ে আমার মুক্তির পথ বের করে দিচ্ছে।

সকালে নাস্তা করে সবাই বৈঠকখানায় বসে শাহনাজের বিয়েতে কে কি ভূমিকা নেবে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। ফুফু বললেন– আমার কথাটি আগে বলি, তোমরা মনযোগ দিয়ে শুনে তারপর কিভাবে এগুবে তা সিদ্ধান্ত নিও।

গতরাতে আমি ঘুমাতে পারিনি কেবল নূরীর ছেলেমিপনার কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েছে। সে কৌতুক করেছে না নিজের মনের কথাটি কৌশলে ব্যক্ত করতে চেয়েছে তা সেই জানে। তবে আমি কিন্তু ভেবে চিন্তে যেটা পেয়েছি সেটাই বলছি– এটা তার ছেলেমিপনা নয়– বিজ্ঞোচিত সমাধানের পথ। এমন সোনার প্রতিমা বউটি ঘরে নিয়ে এসে আবার পরের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে পুনরায় একটা পরের মেয়ে তো আপন করে নিতে হবে, তার চেয়ে যেটা আছে সেটাই চিরস্থায়ী করে রাখতে দোষ কি?

আমি বললাম– এটা দোষের কিছু নয়, বরং প্রস্তাবটি উত্তম। তবে উভয়ের মতামতের প্রয়োজন আছে যে ফুফু।

কথাটি শেষ করে শরীফার মুখের দিয়ে চাইলাম। দেখলাম তার হাসিমাখা মুখখানি লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। শমশের আমার দিকে চেয়ে আছে, তার চেহারায় উজ্জ্বল আভা দেখতে পেলাম। কারও কিছু বলার আগেই নূরী বললো– আমি সকলের ছোট বোন হলেও এই পরিবারের প্রতিটি লোকের কল্যাণ চিন্তা করার জ্ঞান অবশ্যই রাখি। আমার আশংকা ছিল ফুফুর মত প্রস্তাবাকারে পেশ করলে তিরস্কৃত হতে হয় কিনা, তাই কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছি। জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে সুন্দর ভবিষ্যৎ কে না চায়! আমার বিশ্বাস আল্লাহ আপন ইচ্ছায় এমন উত্তম সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, কেন আমরা সেটা এড়িয়ে থাকবো? আর মতামত? চেয়ে দেখ ওদের মুখের দিকে। ওদের অন্তর বলছে– নূরীর হাসি কৌকুত যেন অদৃশ্যে মিলিয়ে না যায়, বাস্তব হয়ে আমাদের হৃদয়ের আকাশে প্রভাত সূর্যের মত উদয় হয়।

শরীফা নূরীর গালে মৃদু টোকা দিয়ে, দুষ্টু কোথাকার! বলে আসন ছেড়ে দ্রুত ঘর

www.pathagar.com

ছেড়ে বেরিয়ে গেল। নূরী এবার হাততালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠে বললো– দেখলে ভাই! আমাদের নতুন ভাবী কেমন করে আমার পুরস্কারটা দিয়ে গেল?

তার কথা শুনে আমরা উপস্থিত সবাই হেসে উঠলাম। কেবল শমশের লজ্জায় মাথা নত করে রইলো।

আমি বললাম– প্রিয় বোনেরা! আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ মঙ্গলজনক, তাই প্রভু তার করুণায় হাত আমাদের প্রতি প্রসারিত করে দিয়েছেন। প্রাণ খুলে দোয়া চাই সেই পরম প্রতিপালকের দরবারে। তিনি আরও কল্যাণময় ভবিষ্যৎ সামনে এনে দিন। আমার সাথে সবাই হাত তুললো। দোয়া শেষ করে বললাম– তোমরা আনন্দ কর আমি ততোক্ষণে বাড়তি কাজটি সেরে আসি। কথা শেষ করে শমশেরের হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। দরজার বাইরে আসতেই শরীফা আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার দু'চোখের পানিতে আমার বুক ভিজতে লাগলো। কেঁদে তার মনকে হালকা করে নেয়ার সুযোগ দিলাম। আমিও নীরবে তার বেষ্টনীর মধ্যে কিছু সময় কাটালাম। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সোহাগ করলাম। এক সময় দু'হাতে তার মুখমণ্ডল তুলে ধরে কপালে একটা চুম্বন দিয়ে বললাম– স্নেহের বোন আমার! এই আনন্দের মুহূর্তে মনে কোন কষ্ট রেখ না। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। তোমাকে দূরে সরিয়ে দিলে ব্যথা পাবে, তাই তিনি দয়া করে কাছেই রেখে দিলেন।

মাথা তুলে কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে শরীফা বললো– শরীফের কি হবে ভাই?

পরিচয়ের প্রথমলগ্নেই তার দায়িত্ব তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছো, তার ভবিষ্যত আমি সেদিনই রচনা করে ফেলেছি। তার কথা তুমি ভাববে তেমন অবকাশ আমি তো রাখিনি বোন! মাত্র কয়েক দিনেই তুমি কি দেখছো না, রিমার মায়া ভরা অন্তর কিভাবে শরীফকে বেঁধে ফেলেছে?

প্রত্যক্ষ করছি তাই!

তাতে তুমি কি খুশী নও?

আমি পুলক অনুভব করি।

তাহলে অযথাই মনে কষ্ট ডেকে আনবে কেন বোন! যাও, নূরীর আনন্দ মিছিলে শরীক হও। শরীফার হাত ধরে নূরীর পাশে বসিয়ে দিয়ে আমরা নীচে নেমে গেলাম। ড্রাইভার প্রস্তুত হয়েই ছিল। প্রথমেই ডেকোরেটরের মালিকের সাথে দেখা করলাম। তার সাথে আগেই যোগাযোগ করা ছিল, এবার আরও কিছু বাড়তি ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিতে হল। আরও কিছু বিয়ের কার্ড বিতরণ করে

www.pathagar.com

যখন বাসায় ফিরলাম তখন বেলা দু'টা বেজে গেছে। সিড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে উঠতে অনেকগুলো মুখের হাসির মধ্যে আরও একটা অতি পরিচিত হাসির শব্দ শুনে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। মনে হল উপরে না উঠে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিষ্টি মধুর হাসিটা উপভোগ করি। মনের ইচ্ছাটা সেখানেই চেপে রাখতে হল কেননা শমশের আমার পিছনে রয়েছে, সে কি ভাববে! বৈঠকখানার দরজায় যেয়ে দাঁড়াতেই নূরী ছুটে এসে পথ রোধ করলো। মুখে তার দুষ্টমী ভরা হাসি। বললো– এই রঙ্গালয়ে প্রবেশ করতে হলে টিকিট নিতে হবে ভাইজান!

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম– তোমার টিকিটের মূল্য কত?

আমার টিকেট কড়ি দিয়ে কেনা যায় না, হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে কিনতে হয়।

সে তো উজাড় করে দিয়েছি যে বোন!

কাকে দিয়েছো, যার প্রাপ্য সে তো কিছুই পায়নি।

যদি বিশেষ কেউ না পেয়ে থাকে তাহলে কেবলমাত্র দিতে পারি আমার শূন্য হৃদয়খানি।

শূন্য প্রান্তর খা খা করে, সেখানে শুধু হাহাকার। আলেয়ার পিছে ছুটতে ছুটতে কেবলই হয়রান হয়ে হা হুতাশ করতে হয়। নিষ্প্রাণ হৃদয়ে পাওয়া যায় না কিছু। ভালবাসায় ভরা জীবন্ত হৃদয় যদি দিতে পার তুমি তাহলে এসো, যে তা পাওয়ার কাঙাল তার হাতে সোপর্দ করে দিই।

নূরীর পিছনে অনেকগুলো মুখের চাপা হাসি আর ঢলাঢলি আমাকে উতলা করে তুললো। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নূরী আমার হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো– আর অপেক্ষার তর সইছে না, শাহজাদী তোমার বিরহে সখীগণের সাথে হাসি কৌতুক করতেও ভুলে গেছে। সে আমাকে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে সুরমার পাশে খালি সোফায় বসিয়ে দিল। হাসিতে ফেটে পড়ে বললো– এবার যত পার প্রেম ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ কর –এই সোনার পাত্রখানি, আমরা নেচে গেয়ে কেবলই আনন্দোৎসব করি।

সুরমা ধমক দিল– এই নূরী! মুখ ছিড়ে দেব কিন্তু! না আসতেই ইয়ার্কি শুরু করেছিস!

এটা যদি হয় ইয়ার্কি, তাহলে তোমার অন্তরের পাতাটি পড়ে দেখ, সেখানে কি লেখা আছে!

তুই কি সব জান্তা?

আমি সবার ছোট বোন, অতি আদরের ধন। মন আমার প্রজাপতির মত চষে ফেরে হৃদয়ে হৃদয়ে। গোপন ভাণ্ডার থেকে নিয়ে আসে চাওয়া পাওয়ার ফিরিস্তি।

www.pathagar.com

– যা পেয়েছিস তা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে বেড়া, এখানে আর অনর্থক বাজনা বাজাসনে।

আমি চারিদিকে চেয়ে দেখি সুরমার বাম পাশে তার বন্ধু শান্তা, রুমা, আর ডেইজী মিটি মিটি হাসছে। আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম– ছি! নূরী, তুমি বড় মুখরা হয়ে গেছ! তোমার পাচালি বন্ধ কর। এতগুলো নতুন মেহমান আমার বাড়ীতে এসেছে, তাদের স্বাগতম না জানিয়ে বিরক্তি ধরিয়ে দিচ্ছ কেন?

তুমি কি বললে ভাইজান! আপার বন্ধুরা আবার মেহমান হয় কি করে? তারা তো আমাদেরই কাফেলার সহযাত্রী। আমার হাজার দুষ্টামীতে তারা বিরক্তবোধ করবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখ।

কথা বলার অনেক সময় আছে। অনেকদূর থেকে এসেছে, আগে খাওয়ার ব্যবস্থা করে বিশ্রামের সুযোগ দাও।

আলমগীরের বোন অতোটা অমনযোগী নয়। পেটের নৈবেদ্য কখন জোগান দেয়া হয়ে গেছে!

ধন্যবাদ তোমাকে। এবার বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

সব ব্যবস্থা পাকা, এখন আমার সাথে এলেই হয়–।

আমি সুরমার বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললাম– প্রিয় বন্ধুরা আমার! তোমাদের সাথে কথা বলতে না পেরে অত্যন্ত দুঃখিত। এবার তোমাদের কুশল সংবাদ দাও।

শান্তা বললো– এর মধ্যে আবার দুঃখ এলো কোত্থেকে! আসল সত্যটি ছোট বোনের মুখ দিয়ে কৌতুকারে প্রকাশ আমাদের অন্তরে খুব আনন্দ দিচ্ছিল। এমন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটালেও বিরক্তর পরিবর্তে স্বাচ্ছন্দবোধ করতাম। আমাদের মনে কেবলই প্রশ্ন জাগছে– এতো কাছে তবু কেন মনে হচ্ছে দূরে–

শান্তার কথা শেষ করতে না দিয়ে সুরমা কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো– এই শান্তা! তোর গাজীর পাঠ বন্ধ কর! এবার চল বিশ্রাম নিই।

ডেইজী বললো– দেখলেন ভাইয়া! আসল জায়গায় হাত পড়েছে –তাই সুরমার হৃদয়ে ঝড় উঠেছে, আপনার একটুখানি ইঙ্গিত পেলে ঝড় থেমে যাবে, নইলে প্রলয় শুরু হয়ে গেলে আমাদেরও উড়িয়ে নেবে যে!

সুরমা এবার ভীষণ ক্ষেপে গেল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ডেইজীর দিকে চেয়ে বললো– ইঙ্গিতটা কী?

চাতকের প্রতীক্ষা মাত্র একফোটা জল –তাই পেলে সব ঠাণ্ডা।

www.pathagar.com

আকাশের দিকে মুখ তুলে কেবল ফটিক জল করতেই থাক, পাবি না কিছু।

নিরাশ কেন হব?

সেখানে কোন জল নেই, জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে, গলবে না কোনদিন।

হতাশ হয়ো না বন্ধু! বিজ্ঞানের অবদানে পাথর গলে পানি হয়ে যাচ্ছে। রক্ত মাংসে গড়া পিণ্ডটি তুমি কেন গলাতে পারবে না?

আমি হতাশ হইনি বন্ধু! রুদ্ধ দুয়ারে কেবল করাঘাত করতেই থাকবো, দেখবো অর্গল খুলে সেখানে প্রবেশ করতে পারি কিনা।

এবার তো মনের কথাটি বলে ফেলেছিস, এতোক্ষণ ভনিতা করলি কেন?

আমার পাশের উপবিষ্ট পরশ পাথরটি কঠিন না কোমল তাই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলাম।

কি পেলি?

তোরা তো দেখতেই পাচ্ছিস আমি কি পেলাম?

রুমা এতোক্ষণ কোন কথা বলেনি, এবার সে হাসি মুখে উঠে এসে সুরমার কাঁধে হাত রেখে বললো– বিশ্ববিদ্যালয়ের তারুণ্যের ঝড়ে কম্পন সৃষ্টি করা নেত্রীর ছেলেমিপনা দেখে হাসি পাচ্ছে। আলমগীরকে আমরা বলছি ভাই, আর উনি আমাদের সম্বোধন করছেন বন্ধু বলে। পাওনা তো ষোলআনা আদায় হয়ে গেল, আবার অভিমান করে ভারসাম্য হারাতে যাব কোন দুঃখে! এসো বন্ধু এবার নেচে গেয়ে বেড়াই।

ওরা সবাই বাইরে চলে গেল। আমি সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে ভাবনার আকাশে বিচরণ করছি। জানি বোনেরা আমাকে ভালবাসে। সেই ভালবাসার একটা সীমানা আছে। কিন্তু সুরমার ভালবাসা সব সীমানা ছাড়িয়ে গভীর থেকে গভীরে চলে যাচ্ছে। এর নিয়ন্ত্রণ আর হয়তো কোনদিন সম্ভব হবে না। তার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা অবশ্যই আছে, সেটা স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমার অর্থ বিত্ত চেহারা স্বাস্থ্য যে কোন সুন্দরী মেয়েদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য যথেষ্ট। রোমানার মৃত্যুর পর কত লোভনীয় প্রস্তাব এসেছে, কেন আমার মন প্রাণ সেদিকে আকৃষ্ট হলো না –সেটা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। সমুদ্র সৈকতে আমার প্যান্ট শার্ট পরিয়ে যখন সুরমার হাত ধরে কোন হোটেলের উদ্দেশ্যে আসছিলাম তখন অন্ধকার থেকে আলোয় এসে ওর মুখের দিকে চেয়ে আমি প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠেছিলাম। রোমানার প্রেতাত্মা কি তার বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর আমার অন্তরে প্রশান্তি দান করতে আশ্রয়ের ছল করে এসেছে! আমার

www.pathagar.com

চমকানোতে তার হাতে ঝাকি লেগেছিল, তাই সেও আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। কিসের ছায়া সেখানে সে দেখেছিল তা সেই জানে। সেই মুহূর্তে আমার অন্তরে গেঁথে থাকা রোমানার ছবির সাথে সে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকেই আমি তার কথা আলাদা করে চিন্তা করতে পারিনি। আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। শাহানা এসে আমার পাশে বসে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বললো– ভাইয়া! কি ভাবছো তুমি?

আমি মুচকি হেসে তার দিকে চেয়ে বললাম– কিছুই তো ভাবছিনে বোন!

বোনের সাথে ভাইয়ের লুকোচুরি! তবে তুমি এমন অন্যমনস্ক হয়েছিলে কেন? কয়েকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে গলা জড়িয়ে ধরলাম, তারপর তুমি চোখ মেললে যে?

ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাই মনে হয় ঘুম পাচ্ছিল।

তোমার কথায় আমি আশ্বস্ত হতে পারলাম না ভাইয়া?

তাহলে তুমিই বল আমি কি ভাবছি?

আমরা যখনই সুরমা আপা আর তোমাকে জড়িয়ে কথা বলি, তখনই তুমি অন্য মনস্ক হয়ে যাও। কেন বলতো?

আমি নিজেই তা বুঝতে পারিনে যে বোন?

সে তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তার জীবন যৌবন তোমার পদতলে সোপর্দ করেছে, পিছনে ফিরে আসার সব রাস্তা তার বন্ধ হয়ে গেছে। সত্যি করে তুমি বলতো ভাই! তুমি কি চাও না সে তোমার সুখ দুঃখের সাথী হয়ে থাক?

শাহানা বোন আমার! তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন করেছো আমাকে। কেমন উত্তর পেলে তুমি খুশী হবে –তা যদি আমি জানতাম!

তোমার অন্তরে যেটা বলতে চায় সেটাই বল, আমি খুশী হব। বোনদের আচরণে নিজেকে যদি অসহায়বোধ কর তাহলে আমাকে বল, আমি তোমার হয়ে পরিস্থিতি কঠিন হলেও মোকাবেলা করে যাব।

আমি তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারছি না আবার প্রশয় দিতে কেন যে সঙ্কোচবোধ করছি তা বুঝতে পারছি না বোন! কিসের অন্তরাল সেটা যদি বের করতে পারতাম!

আমিও তাই নিয়ে ভাবি। সমাধান অবশ্যই বের করে ফেলবো। চিন্তার কোন কারণ নেই ভাইজান! এবার আসুন খাওয়ার টেবিলে যাই, ওরা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। তাই আমি আপনার খোঁজে এসেছি।

www.pathagar.com

নূরী কখন ঘরে ঢুকেছে জানি না। কথা শেষ করে সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল খাওয়ার ঘরে।

মাগরিবের নামাজ পড়ে সব ভাই বোনে মিলে শহরের অভিজাত বিপণী কেন্দ্র জেস্ টাওয়ারে গেলাম। ঢাকা থেকে শাহনাজের বিয়ের বাজার করা হয়েছিল। শমশের আর শরীফার বিয়ের ব্যাপারে বাড়তি কেনা কাটার জন্য আসতে হল। নূরী বললো– ঢাকা থেকে শাহানা আর আমার পছন্দমত সবকিছু কেনা হয়েছিল। আজ কিন্তু আমরা নই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নেত্রীদের রুচিবোধ যাচাই করা হবে কি বলিস শাহানা?

তোমার মতকে আমি সমর্থন করলাম। তবে কথা হচ্ছে কি, সেদিন আমাদের সাথে বর-কনে ছিল না, তাই মাপ-জোপের জন্য মাথা ঘামাতে হয়েছে। আজ আমরা বর-কনে দু'টোই সাথে এনেছি। অতএব সুরমা আপাদের বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে হবে না।

সুরমা কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো– বুদ্ধির ঢেকি কোথাকার! এই জ্ঞান নিয়েই কলেজ ডিঙাবে? বুদ্ধির পরীক্ষা তো আগেই দিয়ে ফেলেছি– তা বুঝি বুঝতে পারিস নি? না বুঝতে পারলে ভেবে মর, আমরা ততোক্ষণে কেনা কাটা সেরে নিই।

বিয়ের আর মাত্র দু'দিন বাকী আছে। সুরাইয়া ভাবীর ভাই আবদুল হাই আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আনন্দ সহকারে বিয়ে করতে আসবে। বিয়ে করে বউ নিয়ে আনন্দ করতে করতে বাড়ী যাবে। বর-কনে যে একটা আলাদা অনুভূতি সেটা তারা পাবে। কিন্তু বাড়ীতে বর-কনে সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে সেখানেই রেখে দিলে বাড়তি আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। ভাই হয়ে সেটা কেমন করে মেনে নিতে পারি! তাই অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত বের করে ফেললাম। বেনাপোলে আমার দ্বিতল একটা বাড়ী আছে। নীচে অফিস, উপরে দু'টি পার্ট। একপাশে ভাড়া দেওয়া আছে। সেখানে এক ব্যাংক কর্মকর্তা থাকেন, আর এক পাশে নিজের জন্য রাখা আছে। শমশের যদি সেখান থেকে বর যাত্রীসহ বিয়ে করতে আসে তাহলে কেমন হয়! মনে মনে এ পরিকল্পনা করে বোনদের কাছে প্রস্তাব পেশ করলাম। প্রস্তাবটি তারা লুফে নিল। আর দেরী নয়, শরীফাকে বাসায় রেখে আর সবাইকে নিয়ে বেনাপোলের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে একটি কাজের মেয়েসহ সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করা আছে। কেননা, ব্যবসা উপলক্ষ্যে আমাকে মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতে হয় তাই কোন ফাঁক ফোকর রাখা হয়নি। কাজের মেয়ে নীলা, শমশেরকে দেখিয়ে বললাম– আজ থেকে এই হচ্ছে তোমার মনিব। দু'দিন পরে বিয়ে করে বউ নিয়ে একেবারে থেকে যাবে কেমন হবে নীলা।

www.pathagar.com

খুব ভাল হবে।

দেখলাম খুশীতে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রায়ই তাকে একা থাকতে হয়। নিঃসঙ্গ জীবন তার বহু কষ্টে কাটে এমন অভিযোগ সে মাঝে মাঝে আমার কাছে করে। নতুন মানুষ এলেও সঙ্গ যখন সে পেয়ে যাচ্ছে তখন তার আনন্দ হবারই কথা।

এখানে আমার কনিষ্ঠ বন্ধু, বেশ কিছু এজেন্সি মালিক ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের দাওয়াত করলাম। তারা বরের সাথে বিয়েতে যাবে। কমপক্ষে একশজন বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে যাবে। যানবাহন অন্যান্য ব্যবস্থার দায়িত্ব আমার অফিস ম্যানেজার আজিজকে দিলাম। শমশেরের সাথে নূরী আর শাহানাকে রেখে আমরা রাত দশটার মধ্যে যশোর ফিরে এলাম।

নির্দিষ্ট দিনে খুব জাকজমকের সাথে দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেল। তারা যে জীবনাদর্শ গ্রহণ করেছে তার সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছে বিস্তর। তবু তাদের মন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। কেননা, পূর্বে তারা যে আদর্শে বিশ্বাসী ছিল, তার মধ্যেই যৌবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো শুরু হয়েছিল। কয়েক বছরের দাম্পত্য জীবন ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। শাহনাজ একটা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পরিবারের বউ হয়ে যাচ্ছে, তাদের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা– এটা ছিল তার আশংকা। সুরাইয়া ভাবী তাকে বেষ্টন করে বললো– প্রতিটি জাতির মেয়েদের জীবন যাত্রা ভিন্ন প্রকৃতির হলেও তাদের নারী প্রকৃতি এক। এখানে নতুনত্ব কিছু নেই। অতএব কেন তুমি নিজের অন্তরে অনর্থক ভীতি সৃষ্টি করে রাখবে? তোমার রূপ যৌবন দেখেই আমরা ভুলিনি, তুমি নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম পালন করে থাক, তা দেখেই আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যে সংসারে যাচ্ছ তার কর্তী হচ্ছে আমার মা। দেখ, তিনি তোমাকে লুফে নেবেন।

শাহনাজ আমার গলা জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলো। এক সময় আমি তার হাত ধরে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে বললাম– যাও বোন! আল্লাহ তোমাদের হেফাজত করবেন। ওদের গাড়ী ছেড়ে দিল। এবার শরীফাকে নিয়েই সমস্যায় পড়লাম। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে কত সান্ত্বনার বাণী শুনালাম, তবু তার কাঁন্না থামাতে পারলাম না। আমি জানি তার অন্তরে একটা দুর্বলতা আছে। প্রথমতঃ তার তিন বছরের ছেলে শরীফকে ছেড়ে যাওয়ার মনোকষ্ট। দ্বিতীয়তঃ যার সঙ্গে তার বিয়ে হল, সে কেবল অল্প দিন হল নতুন আদর্শে দীক্ষা নিয়েছে। ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। সে মুখ ফুটে বলতে না পারলেও তার মনোকষ্টের কারণ আমি

www.pathagar.com

অবশ্যই বুঝতে পারছি। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে সোহাগ করে বললাম, প্রিয় বোন আমার! পরিচয়ের প্রথম পর্যায়েই তুমি শরীফের দায়িত্ব আমার কাঁধে তুলে দিয়েছো, সে কথা কেন ভুলে যাচ্ছ? তোমার আঁচলের নীচে রেখে তার জীবন যেভাবে গড়তে পারতো, তুমি কি আশংকা কর আমার কাছে তার চেয়ে কম গুরুত্ব পাবে?

শরীফা কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে বললো– না, ভাইজান!

তাহলে খোদার হাতে তাকে সোপর্দ করে নিশ্চিন্ত থাক।

শরীফের প্রতি দুর্বলতা থাকলেও তোমার প্রতি আমার দৃঢ় আস্থা আছে। আল্লাহকে স্মরণ করে তোমার দিকে চেয়ে আমি হয়তো তাকে ভুলে থাকতে পারবো কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার মনকে পীড়া দিচ্ছে যে ভাই!

কি সেটা?

তোমার স্নেহের পরশ পেয়ে আমার মন প্রাণ পুলকিত। তোমার জ্ঞানের স্পর্শ পূর্ব জীবনের সব স্মৃতি মুছে দিয়ে আমার হৃদয় আলোকিত করে দিয়েছে। ও যে সম্পূর্ণ নতুন! কোন অভিজ্ঞতাই সে এখনও অর্জন করতে পারেনি, কি করে মানিয়ে নেব আমি?

স্নেহের বোন আমার! তুমি কি বলতে চাও– তোমার এই অনুভূতির কথা আমি চিন্তা করিনি?

তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার দুঃসাহস আমার নেই ভাইজান!

একটি সূর্যই পৃথিবীতে আলোকিত করতে পারে, যা কোটি কোটি নক্ষত্র পারে না। তুমি জেনে বুঝে তোমার প্রশান্ত অন্তরে যে আলোর মশাল জ্বালিয়েছ তা তো নিভে যাওয়ার নয় বোন! সে আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে চতুর্দিকে বিকিরণ করবে। একথা তুমি কেন মনে করছো না, একটি ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে সেই মশাল দিয়ে আলোকিত করে তার অন্তরের প্রশস্ততা বাড়াতে তোমার পক্ষে কত সহজ? তুমি তো জানো– ধৈর্যশীল ঈমানদারদের মহান আল্লাহ কত ভালবাসেন?

শরীফা আমার পায়ের ধুলা নিয়ে বললো– দোয়া করুন ভাইজান! আপনার জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে যতোটুকু শিখলাম তা যেন পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারি।

আমি তার কপালে একটা স্নেহ চুম্বন এঁকে দিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলাম। নূরী আর শাহানা তার সাথেই গাড়ীতে চেপে বসলো।

www.pathagar.com

সতের

আমি অবশ্য তাদের শরীফার সাথে যাওয়ার কথা বলিনি। আমি চেয়েছিলাম দুই ফুফুকে দু'বোনের সাথে পাঠিয়ে দিতে, কিন্তু নূরী আর শাহানা ফুফু দু'জনকেই শাহনাজের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে ওরা শরীফার পিছু নিল। ওদের সিদ্ধান্তে আমিও খুশী হয়েছি। পরের দিন সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজ পড়ে সুরমা আর তার বন্ধুদের নিয়ে বৈঠকখানায় বসে গল্প গুজব হাসি ঠাট্টায় আনন্দে সময় কাটাচ্ছিলাম। বন্ধুদের রহস্যময় কথাগুলো কখনও সুরমাকে, কখনও আমাকে লজ্জায় ফেলছিল। কেননা, আমাদের দু'জনকে নিয়েই তারা তামাশা করছিল। বন্ধুদের নিক্ষিপ্ত কথার সুর হৃদয়ের গভীরে যেয়ে আঘাত হানলেও তাতে কোন যন্ত্রণা ছিল না। সুরমা মাঝে মাঝে ক্ষেপে যেয়ে বন্ধুদের শাসাচ্ছিল। আমি কিন্তু পুলক অনুভব করছিলাম। আমাকে চুপচাপ বসে মিটিমিটি হাসতে দেখে সুরমার রাগ যেন সপ্তমে উঠে গেল। সে মুখে গাম্ভীর্যতা এনে দু'চোখ পাকিয়ে আমার দিকে চেয়ে কি বলতে যাচ্ছিল -এমন সময় তার পাশে টিপয়ের উপর রাখা টেলিফোন বেজে উঠলো। সে কথা না বলে রিসিভার উঠিয়ে নিয়ে বললো– হ্যালো!

অপর প্রান্ত থেকে নূরীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো– কে, মিসেস আলমগীর? দূর হতচ্ছুড়ি, পোড়ামুখো কোথাকার!

এমন মধুর সম্বোধনটা করলাম আর তুমি রাগ করছো আপা?

ফাজলামো করতে জায়গা পাচ্ছিস না বুঝি?

তোমার কথার ধরন দেখে মনে হচ্ছে– এখনই বোধ হয় বন্ধুরা একচোট নিয়েছে, তাই না আপা?

দূরে আছিস তাই মজা করতে পারছিস, কাছে থাকলে মুখ ছিঁড়ে দিতাম। দোহাই তোমার আপা! ঐ কাজটি করতে চেও না। মুখ ছিঁড়ে দিলে বিপদে পড়বে তোমরা।

কিসের বিপদ?

আমার বর জোটাতে পারবে না যে!

সুরমা এবার হেসে ফেললো। সেই সাথে আমরাও–।

হাসলে যে আপা?

www.pathagar.com

তোর কথার যে ছিরি, তাতে মরা মানুষেরও হাসি পাবে।

হাসাতে যখন পেরেছি তখন আর কাঁদাতে চাই না। এবার আসল কথা বলি। আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যে বন্ধুদের নিয়ে তুমি আর আলমগীর ভাই চলে এসো।

সদল বলে তোদের তো কাল চলে আসার কথা। আমাদের আবার টানা হচ্ছে কেন?

তোমাদের অবশ্যই আসতে হবে। বিষয়টা স্পর্শকাতর। এলেই সব জানতে পারবে।

যদি না আসি?

না এলে আমি ভীষণ অপমানিত হব যে আপা!

এমন কী সমস্যা যে বলতে পারছিস নে?

বললাম তো, এলেই জানতে পারবে। এটা বলার কিছু নয়, চোখে দেখার বিষয়। আসছো তো আপা?

তোর ভাইয়ের সাথে কথা বলে দেখ।

তোমার ভাই নয়?

সেই পরিচয় তুই একটু আগেই উঠিয়ে দিলি যে!

তুমি মেনে নিয়েছো তো?

ধরে বেঁধে মারলে বাধ্য হয়ে সহ্য করতে হয়।

সেই ধরা বাঁধায় কোন যন্ত্রণা নেই, পুলক আছে তাই না আপা?

আবার মুখ লম্বা করছিস! তোর সাথে আর কথা নয়। সুরমা রিসিভার আমার হাতে দিয়ে বললো– তোমার আদরের গুণধর ছোট বোনের সাথে কথা বল।

পরদিন সকালে নাস্তা করে বেলা দশটার মধ্যেই আমরা বেনাপোল পৌঁছে গেলাম। যেয়ে দেখি অবাক কাণ্ড! নূরী আর শাহানা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বউভাতের অনুষ্ঠান করেছে। সমস্ত এজেন্সির মালিক, কর্মচারী বেনাপোল বাজারের গণমান্য ব্যক্তিগণ, ইউনিয়ন পরিষদ স্টাফ, কাস্টমস অফিসার-স্টাফ প্রায় এক হাজারেরও বেশী অতিথির জন্য রান্না বান্নার বিশাল আয়োজন চলছে। ওরা এখানে কারও সাথে পরিচিত নয়, তাই আমার অফিস ম্যানেজার আজিজের সহযোগিতায় এতোবড় বিশাল উদ্যোগ কেবল তাদের ব্যক্তিগত সাহসিকতায় অনুষ্ঠিত করতে পেরেছে। গতকাল রাতে সুরমা ঠাট্টার ছলে বলেছিল, গুণধর বোনের কথা। সত্যি তাদের গুণের প্রশংসা করতে হয়। একদিনের ব্যবধানে এতোবড় আয়োজন করা শক্তিশালী পুরুষকেও হার মানায়। ওদের দু'জনকে মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে

www.pathagar.com

তদারকি করতে দেখে আমি খুব গর্ব অনুভব করছিলাম। বেলা তিনটার মধ্যে অতিথিদের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেল। এখানকার আমার ব্যবসায়িক বন্ধুরা জানতো আমার কোন বোন নেই, অথচ বোনের পরিচয়ে আজ এতোবড় বিশাল উদ্যোগ তাদের মনে নানা প্রশ্ন জেগে রইলো। তবু এই দু'টি কলেজ পড়ুয়া তরুণী অনেক মানুষের প্রশংসা আর আশির্বাদ নিয়ে তাদের অন্তর ভরিয়ে ফেলেছে। সেই সাথে ব্যবসায়িক মহলে আমার মর্যাদাও অনেকগুণ বেড়ে গেছে। সবশেষে আমরা ভাই বোনে বন্ধুদের নিয়ে খেতে বসলাম। সুরমা, নূরীর গালে টোকা দিয়ে বললো– ভয় করছিলি বর জোটাতে পারবো না, তোরা আজকে যা করলি তাতে বর জুটিয়ে দেয়ার পথ পেয়ে গেলাম। কত যুবককে দেখলাম চোখের পলক ফেলছে না। আমি চিনে রেখেছি, সম্মতি দিলে এখনই বাগদান করে ফেলতে পারি।

নূরী চোখ রাঙিয়ে বললো– নিজেরটা আগে শেষ করে তারপর আমাদের দিকে তাকিও।

শান্তা বললো– ওরটা আর বাকী থাকলো কোথায়? যতটুকু জানি দেড় বছর আগেই বাগদান হয়ে গেছে।

আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও মনে হয় কেউ এমন খুশীতে ফেটে পড়তে পারে না, যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে নূরী আমার দিকে চেয়ে বললো– সত্যি ভাইজান?

নীল আকাশে তারার ঝিকিমিকি যেমন মন কাড়ে, তেমনি মনের আকাশে কত কি যে খেলে তার কি হিসাব রাখা যায় বোন! যেখানে নিজের মনের পাতাটা ঠিক মত পড়ে নেয়া যায় না, সেখানে অপরের পাতাটা পড়বো কি করে?

আমি প্রভুর কাছে এই কামনা করি শান্তা আপার কথাটি যেন সত্যি হয়।

নববধু শরীফা এবার বললো– তাই হোক আমাদের সকলের একান্ত কামনা।

আমি বললাম– তোমাদের চাওয়া-পাওয়া মনের আকাশে বিচরণ করুক। ক্ষুদায় বত্রিশনাড়ী হজম হয়ে যাচ্ছে, আর কথা বাড়িও না। এবার খাওয়ার দিকে মন দাও। নূরী আর শাহানার গুণ গানের মধ্যে এক সময় খাওয়ার পাট চুকে গেল। আমন্ত্রিত অতিথিরা নবদম্পতির জন্য কেবল দোয়াই করেনি, সেই সাথে অনেক মূল্যবান উপহার দিয়ে গেছেন। বোনেরা মিলে যেগুলো হালকা সেগুলো ব্যাগ বোঝাই করলো বাকীগুলো আলমারীতে সাজিয়ে রাখলো। মাগরিবের নামাজ পড়ে হৈ হল্লা করতে করতে নবদম্পতিকে নিয়ে আমরা যশোরের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

আমরা পৌছার আগেই শাহনাজ আর তার স্বামী আবদুল হাই বাসায় পৌছে গেছে। দুই দম্পতিকে নিয়ে রাতের প্রথম প্রহরটি বেশ আনন্দ সহকারে কেটে গেল। এখন আর কারও কাঁন্না নেই। মনে নেই কোন বেদনা। সবার মুখে তৃপ্তির হাসি।

সুরমা আর তার বন্ধুরা অনার্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী। পড়ালেখার অত্যন্ত চাপ সত্ত্বেও বোনের বিয়ে এড়াতে পারেনি। বন্ধুদের নিয়ে হৈ হল্লা করে একঘেয়োমিটা কাটিয়ে মনকে সতেজ করে নিয়েছে। হৃদয়ের খোলা জানালা দিয়ে প্রবেশ করবে দখিনা হাওয়া। প্রফুল্লচিত্তে ডুবে থাকতে পারবে জ্ঞান আহরণের রাজ্যে। তারা আজ হলে ফিরে যাবে। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যখন গাড়ীতে উঠতে যাবে সেই মুহূর্তে শান্তা আমার হাত ধরে মুখভরা হাসি নিয়ে বললো– বন্ধু! ভাই সম্বোধনের ইতি ঘটিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রাণের বন্ধু! যাওয়ার বেলায় তোমাকে শেষ কথাটি বলে যাই– শেষ পরীক্ষাটা যেদিন হয়ে যাবে সেদিন আর অপেক্ষা করবো না, হুড়মুড় করে চলে আসবো, দীর্ঘশ্বাস আর বিরহ বেদনার অবসান ঘটিয়ে প্রেমের মজবুত সুতায় বেঁধে ফেলবো দু'জনায়, প্রস্তুত হয়ে থেক।

নূরী আর শাহানা একযোগে মন কাড়া হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললো, শান্তা আপার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

আবদুল হাই হাইস্কুলে শিক্ষকতা করে, তার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। পাঁচদিন থেকে শাহনাজকে সাথে নিয়েই বিদায় নিল। আরও দু'দিন পরে শমশের আর শরীফাকে বেনাপোল তাদের নতুন সংসারে পাঠিয়ে দিলাম এবং বললাম– কয়েক মাস সেখানে থেকে আমার ম্যানেজার আজিজের সহযোগিতায় ব্যবসা পরিচালনা করার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নাও। তোমাদের দিয়েই আমি বাবার ঝিমিয়ে পড়া ব্যবসাটা সচল করবো। মা আর ফুফুকে বললাম, শেষ বয়সে আর দৌড়াদৌড়ি না করে যশোরের এই বাড়ীতেই বাকী জীবন কাটিয়ে দিন। দেখছেন তো, আপনাদের ছেলের এতো বড় বাড়ী নিঝুম পড়ে থাকে। আপনারা বেঁচে থাকতে তা হবে কেন? আপনারা থাকলে -এর মর্যাদা অনেকগুণ বেড়ে যাবে।

মা বললেন– মেয়েরা কেউ কাছে থাকলো না, সোনার প্রতিমা একটা বউ যেখানে মানায়, তাও নেই, আমি কি নিয়ে থাকবো বাবা?

নিঃসঙ্গ জীবন তো আপনার নেই মা! উত্তম বন্ধু যে আপনার পাশেই রয়েছে, তাকে নিয়েই থাকুন।

মা হেসে শরীফের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– আমার দুষ্ট বন্ধু কেবলই আমাকে ফাঁকি দিতে চায়। রীমাকে যেন একেবারে পেয়ে বসেছে। এখনই সে যেন মনে করে ও তার মা।

www.pathagar.com

এটাইতো খোদার দেয়া মোজেযা, নইলে শরীফার জীবনটা যে বিফলে যেত! গোটা পরিবারে এমন করে শান্তির সুবাতাস কি বয়ে আসতো মা?

খোদার হাজারো শুকরিয়া। শরীফের জন্য বাড়তি চিন্তায় কারও সময় ব্যয় করতে হচ্ছে না। তুমি দু'টি বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করতে। শরীফ আর তোমার দুই বিধবা বোনকে নিয়েই ছিল তোমার চিন্তার কারণ। খোদার মেহেরবানীতে দু'টিই শান্তি পূর্ণ সমাধান হয়ে গেল। আমি মনে করি তুমি এখন চিন্তামুক্ত।

এবার নিজের কথাটা একটু ভাব বাবা!

আমার নিজের জন্য ভাবার কিছু নেই মা!

তাহলে দেখে শুনে একটা ভাল মেয়ে বউ করে নিয়ে এসো বাবা!

মায়ের কথা শুনে ফুফু যেন ক্ষেপে গেলেন। গলা বাড়িয়ে বললেন– তুমি বলছো কি নূরীর মা? কোথায় যাবে মেয়ে দেখতে? ঘরের মেয়ে ঘরেই বউ হয়ে থাক তা তুমি চাও না?

তেমন সৌভাগ্য কি আমার হবে আপা?

না হওয়ার কোন কারণই নেই। খোদার কাছে দোয়া কর, তিনি আমাদের সবার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

সেই দোয়া আমি সারাক্ষণ করছি যে আপা!

তবে তোমার মুখে অন্য সুর শুনলাম কেন?

ছেলে কি চায় তাও তো জানতে হবে?

তেমন ছেলে আমাদের নয়, একেবারে পরশ পাথর। তার পরশে যারা সোনা হল, তুমি দেখে নিও, তার মধ্য থেকে উত্তমটিই সে বেছে নেবে।

আমি, নূরী আর শাহানা চুপ চাপ বসে বসে মা আর ফুফুর কথা শুনছিলাম। নূরী এবার বললো– ফুফুর দূরদৃষ্টির কাছে আমরা সবাই হার মানলাম। আমরা সবাই যা চাই ফুফুও তাই চান। কিন্তু আমাদের মনে যেখানে সব সময় একটা আশংকা বিরাজ করছে, ফুফু সেখানে দৃঢ়চেতা।

ফুফু বললেন, কিসের আশংকা কর তোমরা?

একপক্ষ প্রবল জোয়ারে হাবুডুবু খাচ্ছে আর একপক্ষ শীতের নদীর মত স্থির শান্ত, কোন ঢেউ সেখানে নেই।

এটা দেখে নিরাশা জাগবে কেন মনে! এর মধ্যেই তো আশার প্রদীপ জ্বলতে দেখা যায়। কেননা শীতের পরেই তো বসন্তের আগমন। সেদিন শান্ত নদীতে ঢেউ জাগবে। দুই ঢেউ মিলে যাবে পরস্পরে।

www.pathagar.com

ফুফু! তোমার জ্ঞানের কাছে আমরা মূর্খ সাদৃশ্য। আমরা সেই ঢেউ জাগা বসন্তের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকি।

বিকাল তিনটায় নূরী আর শাহানাকে নিয়ে ঢাকা রওনা হয়ে গেলাম। ঢাকায় আমার ব্যবসায়িক ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল, সেগুলো সারতে চার দিন কেটে গেল। সুরাইয়া ভাবী তার ভাইয়ের বিয়েতে যেয়ে এখনও আসেনি, কেবল তার স্বামী ফিরে এসেছে। আমি চেয়েছিলাম নূরীদের আর সময় নষ্ট না করে পরের দিন টাঙ্গাইলের বাড়ী হয়ে কলেজে পাঠাতে। কিন্তু তারা জিদ ধরলো আমাকে তাদের সাথে যেতে হবে। তাই তাড়াহুড়া করে মোটামুটি কাজগুলো সেরে বাকীগুলো ম্যানেজারের উপর দায়িত্ব দিয়ে টাঙ্গাইল যেতে হল। বোনদের কলেজে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে চলছে তার খোঁজ নিতে ব্যস্ত থাকলাম। পূর্বের সাইনবোর্ডটি নামিয়ে 'আল আমিন ট্রেডার্স' নতুন নামে চালু করলাম। ব্যবসাটি পাইকারী মানের বড় মুদি দোকান। বেচাকেনার গতি ঊর্ধ্বমুখী। পাঁচজন কর্মচারী, একজন ম্যানেজার সমস্ত দিন বেচাকেনায় এতো ব্যস্ত থাকতে হয় দুপুরে খাওয়ার জন্য কিছু সময় অবসর ছাড়া আর বিশ্রাম করার সুযোগ পায় না। মাঝখানে ব্যবসাটি প্রায় বন্ধই হয়ে যাচ্ছিল। গতবার আমি যে পদ্ধতিতে চালু করে গেলাম তাতেই এর গতি বেড়ে গেছে। আমার কথা ছিল ব্যবসা যত সচল হবে কর্মচারীদের বেতন ততোবৃদ্ধি পাবে। এবার এসে অগ্রগতি দেখে তাদের বেতন আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিলাম। কর্মচারীরাও খুব খুশী হল। প্রৌঢ় ম্যানেজার সতীশ বাবু বাবার আমল থেকে আছেন। তিনি খুব বিশ্বস্ত। বাবার পর দাদার হাতে এলো, তারপর শাহনাজ আর শরীফার তত্ত্বাবধানে চললো। এখন আমি এলাম, এরপর শেষ মালিক সম্ভবতঃ শমশেরই হতে পারে। এটা আমার নিজের সিদ্ধান্ত। মা যদি অমত না করেন তাহলে বোনেরা যে আপত্তি করবেনা তা আমি জানি। এতো হাত বদলে সতীশ বাবুর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, দত্ত বাবুর পরিবারের মধ্যে থেকে যেই আসুক আমি তার আনুগত্য করে যাব। দত্ত বাবু স্বপরিবারে পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, সে ব্যাপারে তিনি মনক্ষুণ্ন কিনা জানতে চাইলে তিনি বললেন– এটা হল বিশ্বাসগত দিক। তা নিয়ে আমার কোন মন্তব্য নেই।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম– এই চাকুরী থেকে যদি আপনাকে বাদ দেয়া হয়?

বিনা প্রতিবাদে বাড়ী চলে যাব। আমার হাতে গড়া ব্যবসার ক্ষতি আমি সহ্য করতে পারবো না।

তাহলে মাঝখানে ঝিমিয়ে পড়েছিল কেন?

www.pathagar.com

দিলীপ বাবুর নিহত হবার পর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। আশংকা ছিল কেউ যদি এগিয়ে এসে হাল না ধরে তাহলে আমিও হয়তো সন্ত্রাসীদের কবলে পড়ে যেতে পারি। আপনি যেদিন বাবুর মেয়েকে নিয়ে এসে এর মালিক বানিয়ে গেলেন, সেদিনই আমি মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেলাম।

নেপথ্যে মূল মালিক আমিই থাকবো। খুব তাড়াতাড়িই সামনে একজনকে দিয়ে যাচ্ছি, সেই হবে আজীবন পরিচালক। এতে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

কে তিনি?

পরেশ ওরফে শমশের আলী, আমার ভগ্নিপতি।

তিনি বাবুর ভাগিনা না?

হাঁ। তার অধীনে কাজ করতে কোন আপত্তি নেই তো?

না।

আপনি যদি এই ব্যবসাটা আরও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটাতে পারেন তাহলে আমি যেখানেই থাকি না কেন সব রকম সাহায্য সহানুভূতি দিয়ে যাব। সেই সাথে আপনার ও কর্মচারীদের বেতন আরও বৃদ্ধি করে দেব। প্রয়োজন হলে কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়ানো যাবে।

এ শহরে আমাদের এই ব্যবসাকে আরও উর্ধ্বমুখী করার অনেক সুযোগ আছে। আপনার আশ্বাস যখন পেয়ে যাচ্ছি তখন আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাব।

ইতিপূর্বে শহরের অধিকাংশ ব্যবসায়ী এবং জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হয়েছি। অল্প সংখ্যক বাদে বেশীর ভাগ মানুষ আমার এই দত্ত পরিবারের হাল ধরা এবং সবকিছু সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করাতে খুব খুশী। প্রথমে কয়েকজন ব্যবসায়ী আমার অযাচিত হস্তক্ষেপ মনে করে ক্ষুব্ধ ছিল, তারা এখন আর হিংসা করে না। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আমি সুসম্পর্ক গড়ে ফেলেছি। তারা আশ্বাস দিয়েছেন আমার অনুপস্থিতিতে এ পরিবারের দিকে খেয়াল রাখবেন, যেন কোন কিছুতে ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়।

নূরী আর শাহানা শহরের বাসা থেকে কলেজে যাওয়া আসা করে। সেদিন রাতে আমি গ্রামের বাড়ী যাব– একথা বলতেই নূরী ছোট শিশুর মত আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি চলে গেলে আমরা দু'বোনে এই নিস্তব্ধ বাড়ীতে থাকবো কি করে ভাইজান?

আমি তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বললাম– আমার কলেজ পড়ুয়া বোনের মুখ দিয়ে এমন অসহায়ের মত কথা শুনতে পাব তা আশা করিনি।

www.pathagar.com

তোমার অনুপস্থিতির কথায় আমার অন্তরে অসহায়ত্বের সুর সৃষ্টি করে দিচ্ছে যে ভাই!

বেনাপোল থেকে টাঙ্গাইল, এই বিশাল বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র একা আমাকেই পরিচালনা করতে হচ্ছে, এটা যেমনি কষ্টসাধ্য তেমনি মেধা খরচ করতে হয়, এরপরেও তোমাদের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি কি আমি এড়িয়ে যাচ্ছি বোন?

এমন ধারণা মনে স্থান দেয়াও আমাদের জন্য পাপ, ভাইজান।

– এই বাড়ীর প্রতি আল্লাহর রহমত নাজিল হয়েছে, তাই গোটা পরিবারে শান্তির সুবাতাস বয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখ তিনিই তোমাদের হেফাজত করবেন।

আল্লাহর স্মরণে আমরা তো একটুও শিথিলতা দেখাইনা ভাইজান?

আপনার অন্তর ভরা স্বর্গীয় নূর সবটুকুই যেন আমাদের হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছেন, তাই আমরা সর্বদাই আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকি।

তাই আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের অত্যন্ত ভালবাসেন। বুঝতে পার কিছু?

সেই জ্ঞান আমাদের ছিল না। আপনিই যে আধ্যাত্মিক জগতের লেবাস দিয়ে আমাদের মুড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের বন্ধুরা আগে আমাদের কোন মূল্যই দিত না। এখন তারা খুব সম্মান দেখায়। এর সবটুকু পাওনা কেবলমাত্র আপনারই ভাইজান।

ছোটকালে আমার যখন সামান্য বুদ্ধি-জ্ঞান হয়েছে, তখন থেকেই আমি নিজ আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখি। আমার মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী সবাই ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে ধর্মানুষ্ঠান পালন করতে দেখে আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। আল্লাহ তার এই অধম ভক্তকে বার বার কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। মা বাবাকে হারিয়েছি, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেককেই হারিয়েছি, যৌবনের সিঁড়িতে পা দিয়েই উত্তম জীবন সঙ্গীণি পেয়ে সব হারানোর বেদনা ভুলে গিয়েছিলাম। সে সর্বক্ষণ আমার পাশে ছিল পরিচালিকা হিসাবে। আমার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা হাসি মুখে ভাগ করে নিয়ে নিজেকে ধন্য করতো। পরস্পরে কেউ কারও সামান্য আড়ালও সইতে পারতাম না। দুই নদীর একই ঢেউ বয়ে যেত। সে এক অকল্পনীয় জীবন যাত্রা। তিন ভাই দুই বোনের সে ছিল ছোট। এস.এস.সি পাস করে কেবল কলেজের সিঁড়িতে পা দিয়েছে, সে সময় বাবাকে হারায়। তার বাবা আর আমার বাবার কোন এক বিয়ের অনুষ্ঠানে পরস্পর পরিচিত হন। সে থেকেই বন্ধুত্ব। পরবর্তীতে এতোই

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় যার প্রমাণ মেলে দু'পরিবারে সময় অসময়ে যাওয়া-আসা আদান-প্রদানে।

আমার বাবা ব্যবসা করতেন, রোমানার বাবা সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সেই সময় আমি প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। রোমানার তখন জন্মই হয়নি। এরপর আমি প্রাইমারী ছেড়ে যখন হাইস্কুলে গেলাম তখন ওর বাবা যশোর থেকে বরিশালে বদলি হয়ে গেলেন। এরপর আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তবে চিঠি পত্র আদান-প্রদান, টেলিফোনে কথাবার্তা চলতে থাকলো। আমার মা দুনিয়া ছাড়লেন, বাবা আর বিয়ে করলেন না, সবার অনুরোধ তিনি এড়িয়ে গেলেন। কলেজে যখন দ্বিতীয় বর্ষে তখন বাবা আমাকে এতিম করে চিরদিনের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করলেন। বাবার মৃত্যু সংবাদে রোমানার বাবা-মা এলেন। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক আশার বাণী শোনালেন। আমি যেন লেখাপড়া ছেড়ে না দেই। ধৈর্য ধরে খোদার উপর ভরসা করে বিদ্যা শিক্ষায় সময় কাটালে প্রিয়জন হারানোর বেদনা ভুলে থাকতে পারবে। তারা মাঝে মাঝে আমার কাছে চিঠি লিখে উৎসাহ জোগাতেন। ফোনে কথা বলে অভয় দিতেন। তখনও আমি জানতাম না রোমানা বলে কোন মেয়ে তাদের আছে কিনা।

আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষে তখন রোমানার বাবা নিজের জেলা শহর কুমিল্লাতে কর্মরত ছিলেন। একদিন টেলিফোনে তার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। যিনি ফোন করলেন তিনি বার বার বললেন– তোমার চাচীমা অবশ্যই তোমাকে আসতে বলেছেন। বাবার বন্ধু, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাদের সাথে অদ্যাবধি বিদ্যমান, কী করে আমি অনুরোধ এড়াতে পারি! অনেক অনুসন্ধান করে তার গ্রামের বাড়ী যেতে হয়েছিল, আমার দুর্ভাগ্য আমি মৃতদেহ দেখতে পাইনি। আমি সেখানে পৌঁছি রাত এগারটায়। মৃতদেহ কবরস্থ করা হয় রাত আটটায়। তিন ঘণ্টার ব্যবধানে আমি সেই পুণ্যাত্মার মুখ দর্শন থেকে বঞ্চিত হলাম। তাদের গোটা পরিবারে তখন শোকের ছায়া বিস্তার করে আছে। আমি যখন চাচীমার সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন। আমারও দু'চোখ দিয়ে অবিরাম পানি ঝরছিল। সান্ত্বনার কোন ভাষা জোগাতে পারছিলাম না। তাঁর দুই ছেলেকে আমি চিনতাম, শাহবুদ্দীন আর রোকনুদ্দীন, তাছাড়া আর কাউকে চিনি না। ঐ দু'ভাই ছাড়া আর কেউ আমাকে চিনতো না। এক সময় শাহাবুদ্দীন এসে তার মায়ের বেষ্টনী থেকে আমাকে উদ্ধার করে একটি ঘরে নিয়ে সোফা দেখিয়ে বসতে বললো। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে চাচীমা সবার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। সেদিন এক পলক

www.pathagar.com

নত মস্তকে চেয়ারে উপবেশনরতা লজ্জাবতীকে দেখেছিলাম কিন্তু কথা হয়নি। চাচী বললেন, আমার এই মেয়েটি এবার এস.এস.সিতে জি.পি.এ ফাইভ পেয়েছে। ও বড় লাজুক মেয়ে। তুমি কিছু মনে নিও না বাবা! আমি হাসি মুখে বললাম– ওটা তো মেয়েদের ভুষন চাচীমা! তাছাড়া ভাই হয়ে ছোট বোনের প্রতি মনে করার কিছু থাকতে পারে না।

এরপর দীর্ঘ সময় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। আমি মাস্টার্স শেষ করে বাড়ী ফিরে এলাম। বাবার রেখে যাওয়া ব্যবসা পরিচালনা করছিল ম্যানেজার আজিজ। শক্তহাতে তার লাগাম ধরে গতি ফিরিয়ে দিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমার যোগ্যতা, সুনাম ছড়িয়ে পড়লো, সেই সাথে বিয়ের লোভনীয় প্রস্তাব আমার কাছে আসতে লাগলো। আমার কাছে যারা পাত্তা পেত না, তারা ফুফুকে যেয়ে ধরতো। বিধবা ফুফু অনেক আগে থেকেই তার নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বইতে না পেরে বিয়ের জন্যে আমাকে উত্যক্ত করতেন। আমি লেখা পড়া শেষ করার অজুহাত দেখাতাম। এখন আর কোন অজুহাত নেই। কন্যাপক্ষরা ফুফুকে ভুলাতো। তিনি সারাক্ষণ প্যান প্যান করতেন। আমি যতটুকু সম্ভব ফুফুকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম। একদিন রাতে বেনাপোল থেকে বাসায় পৌঁছে বৈঠকখানায় মেয়েলি কথাবার্তা শুনে সেদিকে গেলাম। ভিতরে ঢুকেই দেখলাম– চাচীমা আর সেই লজ্জাবতী ফুফুর সাথে খোশ গল্প করছেন। আমি সালাম জানিয়ে কুশল বিনিময় করলাম।

শাহানা আপার কাঁধে হাত রেখে মুচকি হেসে বললো– ভাই!

ভাবীর নাম লজ্জাবতী নাকি?

আমি হাসতে হাসতে বললাম– দূর পাগলী! তার নাম লজ্জাবতী হবে কেন?

তুমি যে বললে?

প্রথম যেদিন দেখেছিলাম সেদিন লজ্জাবতীর মত মাথা নুইয়ে থাকতে দেখেছিলাম কিনা তাই–। কথা শেষ করতেই দু'বোনে হেসে উঠলো। আমিও ওদের হাসিতে যোগ দিলাম। হাসি না থামিয়েই নূরী বললো– কনে এলো বরের বাড়ী বর দেখতে। তারপর কি হল ভাইয়া?

প্রথম দেখা সেই লজ্জাবতীর লাজলজ্জা ওড়নার আঁচলে বেঁধে রেখে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মন কেড়ে নেয়া হাসি ছড়িয়ে আমাকে সালাম দিয়ে কুশল জানতে চাইলো।

তুমি কি বললে ভাইজান?

www.pathagar.com

কি আর বলবো, আমিই তখন লজ্জায় মাথা হেট করে ভাল আছি বলে দৌড়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম। চুপি চুপি আড়াল থেকে শুনলাম, ফুফু বলছেন– মানাবে ভাল তাই না আপা?

বোনেরা হেসে লুটিয়ে পড়লো সোফার উপর। তাদের হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে তাদের পেটে যেন খিল ধরে গেল। হাফাতে হাফাতে নূরী বললো– লজ্জাবতী এবার এক লাফে তোমার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে গেল ভাই?

সে আর তখন লজ্জাবতী রইলো কই! উল্কা পিণ্ডের মত চতুর্দিক আলোকিত করে আমার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল যে!

এতো সহজে?

আমি বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে আবার বৈঠকখানায় যেয়ে এক পাশে বসে পড়লাম। চাচীমা বললো– তোমরা ভাই বোনে এক জায়গায় বসে কথা বলার সুযোগ পাওনি। আজকে যখন সেই সুযোগ পেয়ে গেলে তখন পরস্পর আলোচনা করে নিজেরা পরিচিত হয়ে নাও। আমরা যেটা ঘটাতে চাচ্ছি সেটা বাস্তবায়ন হতে পারে উভয়ের সম্মতিতে। দেখ, তোমরা একে অপরের নিকটে আসতে পার কিনা। চাচীমা কথা শেষ করে ফুফুর হাত ধরে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

এমন উত্তম মা কয়জনের ভাগ্যে হয় ভাইজান?

তুমি তো উত্তম দেখলে কিন্তু আমি তো সেই সময় মনে করলাম কেমন অবিবেচক মা! তার সুন্দরী তরুণী মেয়েকে একটা চৌকশ যুবকের সামনে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেলেন! ছাত্র জীবনে কত মেয়ে বন্ধুদের সাথে মিশতে হয়েছে কিন্তু আমি কোনদিন মাথা তুলে কারও সাথে কথা বলতে পারিনি। বন্ধু মহলে আমার পরিচিতি ছিল ভীরু কাপুরুষ। আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে কত উপহাস করতো, আমি অম্লান বদনে তা সয়ে যেতাম। কোনদিন রুখে দাঁড়াবার মত মনোবল আমি জোগাতে পারিনি। সেদিন সেই মুহূর্তে আমি মনে করলাম আমাকে যেন গভীর সাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে যার কোন ঠাঁই নেই। শীতের দিন তবু আমি যেন ঘেমে নেয়ে গেলাম।

আমার কথা শুনে দু'বোনে জড়াজড়ি করে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। মুখে ওড়না দিয়ে হাসি চেপে রেখে নূরী বললো– আর সেই সুন্দরী বুঝি তোমার ঘামে ভেজা শরীর মুছে দিচ্ছিল?

তা দিলেও স্বস্তি পেতাম। আমার সঙ্কুচিত ভাব দেখে তরুণীটি হেসে ফেললো। সেই হাসির ঝিলিক মনে হলো বিদ্যুৎ গতিতে আমার হৃদয়ের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে বয়ে গেল।

www.pathagar.com

তোমার হৃদয় কি সেই সময় আসমান জমিন ব্যাপি প্রশস্ত ছিল?

তাহলে তো সেই মুহূর্তে আমি একটা আশ্রয় পেতাম।

তাজ্জব ব্যাপার! তোমার নিজের ঘরে বসে তুমি নিরাশ্রয় ছিলে?

সেই অনুভূতি কি তখন আমার ছিল! ঐ যে বললাম সাগরের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছি।

তোমাকে উদ্ধার করলো কে?

তরুণী বললো– অনর্থক দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাচ্ছেন কেন। বসে পড়ুন, আমিও আপনার জন্য কষ্ট পাচ্ছি যে!

তরুণীর কথায় আমার চমক ভাঙ্গলো। কি যে আক্কেলে মরদ আমি! বাবার বন্ধুর মেয়ে। যদিও তার সাথে ভালো পরিচয় নেই, তবু সে তো আমার অতিথি! আমি ধপাস করে সোফার উপর বসে পড়লাম। বললাম ওহ্! তুমি যে দাঁড়িয়ে আছ তা তো আমি খেয়াল করিনি! তরুণী এবার তার মোমের মত মসৃণ ডান হাতখানি দিয়ে ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরলো। ভাবলাম সে আমাকে বাঁচিয়েছে। নইলে ঐ চাঁদ মুখ দিয়ে যদি খিল খিল হাসি একবার ছড়িয়ে পড়তো তাহলে আমি নির্ঘাত অচৈতন্য হয়ে পড়ে যেতাম।

ধন্যবাদ সেই তরুণীকে, কেননা সে না বাঁচালে আজ আমরা ভাই কোথায় পেতাম! এরপরে কি হল?

তরুণীও আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো– আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি আপনাকে?

– বসন্তের কোকিলের কুহুতানে প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরে যেমনি প্রেম সুধা বর্ষায় তেমনি কণ্ঠটি আমার হৃদয় গলিয়ে দিয়ে গেল। আমি মুখ তুলে বললাম– তুমি ছাত্রী হতে পার কিন্তু আমি শিক্ষক নই যে তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব?

– অন্য কোন পরিচয়ে কি প্রশ্নোত্তর চলতে পারে না?

– তাহলে পরিচয়টা কী, বলে ফেল। সেই মূল ধরেই আমরা আলাপ করতে পারি।

– আমার মা ও আপনার ফুফু যেটা ভেবেছে সেটা কি আমরা ভাবতে পারি না?

– আমি তো সবজান্তা নই যে অপরের মনের কথা জেনে ফেলবো!

– এই ধরুন আমরা একে অপরকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করি– কেমন হয়?

– জানাটা বাহ্যিক ব্যাপার, বুঝাটা অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। দু'টোকে এক করে দেখা কোন প্রকারে সম্ভব নয়।

– অসম্ভবও নয়। আমরা যদি পরস্পরের প্রতি হৃদয় উজাড় করে দিই– তাহলে?

www.pathagar.com

– বলাটা যেমন সহজ দেয়াটা তেমন কঠিন। বিশেষ সম্পর্কের ক্ষেত্র ছাড়া হৃদয়ের অর্গল খুলে দেয়া যায় না।

– সেই বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আশায় মা আর ফুফু আমাদের পরস্পরের আলোচনা করার সুযোগ দিয়ে গেলেন।

– তোমার বক্তব্য কি?

– আমি এসেছি আপনার কাছে নিজেকে সোপর্দ করতে, যদি ঠাঁই পাই সেটা আমার সৌভাগ্য। তবে আমি বেহায়া, লজ্জাহীনার মত কথা বলছি না। ইসলামের আলোকে জীবন গড়তে হলে পরস্পরকে আগেই জেনে নেয়ার অধিকার দেয়া আছে। আমাদের পরস্পরের মাঝে না দেখা প্রাচীর দিয়ে আড়াল করা আছে, তাই দরজা খোলা রেখেই বলতে হয়েছে। কেবল মাত্র আপনার একটুখানি ইঙ্গিত সেই প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে খোলা দরজা বন্ধ করতে পারি।

তরুণীর পটলচেরা চোখের চাহনী তার মুখের বাঁশির সুরের মত কথা আমাকে এমন এক জগতে নিয়ে ফেললো, নয়নাভিরাম স্বর্গীয় এক আলোকপুরীর মাঝখানে স্বর্গ সিংহাসনে আমরা যেন দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি। খোলা চোখেও আমি যেন তা দেখতে পেলাম। নিরাবতায় কেটে গেল অনেক সময়। এক সময় তরুণী মুচকি হেসে বললো– আমি আপনার উত্তর পেয়ে গেছি। এবার ওদেরকে জানিয়ে দিয়েই আমরা মুক্তি পেতে পারি।

কাদের?

মা আর ফুফুকে।

– আমার দ্বারা কোনদিনই সম্ভব হবে না, গুরুজনদের সামনে মাথা তুলে বলবো– আমি বিয়ে করবো।

– কোন কথা আপনাকে বলতে হবে না। আপনার লাজ নম্র নিরবতায় তারা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

– আমি শিশুকাল থেকেই একই ভাবধারায় নিজেকে গড়ে এসেছি।

– এমন বিত্ত বৈভবের মধ্যে ডুবে থেকে আপনার মত কোন যুবক সুন্দরী নারীর পাশে বসে নিজেকে এমন দুর্বলরূপে উপস্থাপন করবে, তা ভাবাই যায় না।

– তুমি না ভাবতে পার, কিন্তু আমি ভাবছি অন্যরূপ। কয়েক বছর আগে স্বল্প সময়ের দেখা সেই লজ্জাবতীকে আজ এতো মুখরা দেখছি তা কি ভাবা যায়?

– এটা বিস্ময়ের কিছু নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের কারণে মেয়েদের স্থায়ী রূপ কেউ

www.pathagar.com

দেখতে পায় না। সময়ের পাকে তাদের বিচিত্র রূপ নানারঙে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বিধির বিধানের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

– আমি প্রথমে মনে করেছিলাম একটা তরুণী যুবতীর যেটা একান্ত কাম্য সেটা আমার মধ্যে দেখতে পেয়েই তুমি প্রেমে মজে গেছো। তোমার এই বিজ্ঞোচিত কথায় আমার সেই ভুল ভেঙ্গে গেছে। আমাকে যেমন দেখছো আমি এমনই, তুমি কি পারবে আমার সত্তায় কম্পন লাগিয়ে জড়তা দূর করে অনুভূতি সৃষ্টি করতে?

– আমি শত ভাগ আশাবাদী।

– ফেল করলে দুষবে কাকে?

– খোদার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে, অকৃতকার্যের স্থান সেখানে নাই, অতএব দোষক্রটির প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এরপর আমরা একে অপরের মুখের দিকে চেয়ে হাসি বিনিময় করে উঠে দাঁড়ালাম।

[redacted]আঠার

তোমার কথাশুনে আমার শরীরে যে রোমাঞ্চ জেগে গেছে ভাই! এক বৈঠকেই এমন সাড়া জাগানো প্রেমের উপখ্যান আমার জীবনে এই প্রথম শুনলাম। কী সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা! অনুরোধ উপরোধ নয়, এক ফোটা চোখের পানি ঝরানো নয়, কেবল মুখের হাসি মিষ্ট কথায় তোমার হৃদয় গলিয়ে জোয়ার বইয়ে দিল! আর সেই জোয়ারে তোমাকে নিয়েই কল্পনার নৌকায় পাল তুলে যাত্রা শুরু করলো ভাইজান!

হ্যাঁ। সপ্তাহ না যেতেই আমাদের হ্যানিমুন করাও হয়ে গেল।

মধু চন্দ্রিমা কোথায় যাপন করলে ভাইজান?

কক্সবাজার।

পরিকল্পনা কার ছিল?

সেই মহিয়সী মহিলা, যিনি প্রথম দিনই বাড়ীর নির্জন কক্ষে তার মেয়েকে আমার পরিচিত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেদিন আমি প্রথমেই সম্মানিত মহিলার প্রতি ব্রীতশ্রদ্ধ হয়েছিলাম। পরবর্তীতে তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে।

www.pathagar.com

শত সহস্র ছালাম জানাই সেই পুণ্যবতী মহিলাকে। আপার বিয়েতে তাকে আমি দেখেছিলাম মূর্তিমান করুণাময়ী হিসাবে। যে ক'দিন তিনি ছিলেন সেই ক'দিনে স্নেহ সুধা বর্ষণ করে আমাদের হৃদয় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা সবাই তাকে খালাম্মা বলে সম্বোধন করতাম। সুরমা আপাকে তিনি অত্যধিক ভালবাসতেন। কেন জানি না তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেবলই মুখচুম্বন করতেন আর বলতেন– মা মণি! তুমি সুরমা নও আমার রোমানা। তুমি আমাকে মা বলে ডেক, তাহলে আমি খুব শান্তি পাব।

নূরী, বোন আমার! সত্যি কি তিনি এমন কথা বলেছিলেন?

মিথ্যা বলছি না।

তোমার সুরমা আপা কি করতো?

দুই হাতে খালাম্মার গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মত বুকের সাথে মিশে থাকতো আর মা বলে ডাকতো।

এমন একটা শিহরণ জাগানো বিষয় আমাকে তোমরা তো বলনি । আজ যদি আমার জীবনের কিছু সময়ের স্মৃতি তোমাদের সামনে তুলে না ধরতাম তাহলে মনে দাগ কেটে যাওয়া এমন ঘটনার কথা জানতেই পারতাম না।

আজ জানতে পেরে তুমি খুশি হয়েছো ভাইজান?

অবশ্যই। সেই সম্মানিত মহিলার নাড়ীছেড়া ধনের অন্তর্ধান তার বুকে যে ব্যথা জাগিয়েছে সেটা হয়তো তিনি ভুলে থাকতে পারবেন। এটা আমার বড় সান্ত্বনা যে বোন!

এটা আমাদের সবার প্রতি আল্লাহর দয়া! তোমাদের আকস্মিক পরিচয় তাতেই প্রেম, এরপরেই বিয়েতে সমাপ্তি। সেই রোমাঞ্চ জাগা দিনগুলোর কথা তুমি ভুলতে পারনি বলেই তো অশান্ত মনকে শান্তির পরশ বুলাতে ছুটে গিয়েছিলে কক্সবাজার আর তাতেই এলো আমাদের গোটা পরিবারের মুক্তি। তোমার গভীর বেদনা কি দূর হয়নি ভাইয়া?

লাখো কোটি শুকরিয়া সেই আল্লাহর দরবারে যিনি একটি প্রাণের বিনিময়ে অনেকগুলো প্রাণের অভিভাবক বানিয়ে দিলেন অলৌকিকভাবে। আর আমার মনে কোন বেদনা নাই যে বোন!

শাহানা বললো– আচ্ছা ভাইজান! সুরমা আপার প্রতি তোমার যে দুর্বলতা ছিল সেটা কি অবস্থায় আছে?

আমার কাছে সে একটা রহস্যময়ী নারী। তারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তোমরা সত্য পথ পেয়েছ অথচ তার ব্যাপারটা অজ্ঞতাই থেকে গেল।

www.pathagar.com

এটা আমার অপরাধ ভাইজান! আমি তোমাকে জানাতে ভুলে গিয়েছি। বড় আপার বিয়ের আগের রাতে তোমার জিজ্ঞাসার জওয়াব খুঁজতে কথা প্রসঙ্গে আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম সে আমাদের দলভুক্ত হয়েছে কিনা। সে বলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের ইমামের কাছে বন্ধুদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সত্য ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম– নাম পরিবর্তন করেছ কিনা। প্রথমে সে আমার কাছে এড়িয়ে গেছে। পরে বলেছে– নাম অবশ্য একটা নিয়েছি তবে সেটা যদি কোনদিন প্রকাশ করার সুযোগ আসে তবে জানতে পারবে, না হলে অজ্ঞাতেই থেকে যাবে।

সুযোগটা কি?

এ প্রশ্ন আমিও তাকে করেছিলাম, সে বলেছে সময়ই তোদের উত্তর যুগিয়ে দেবে। আমি মনে করি এটা তার বাড়াবাড়ি, তাই না ভাইজান?

স্পর্শকাতর বিষয়গুলো অনেকেই প্রকাশ না করে চেপে যেতে চায়। সেও হয়তো তাই চেয়েছে, এতে দোষের কিছু তো আমি দেখছি না। তার সুযোগের অপেক্ষায় থাকা কৌতুহলের পীড়ন সহ্য করা– এও একটা দারুণ অনুভূতি।

পরদিন সকালে নূরী আর শাহানা কলেজে চলে গেল, আমি গ্রামের বাড়ীর পথে রওনা দিলাম। কলীম চৌধুরী আমাকে পেয়ে খুব খুশী হলেন। তার পরিবারের সবাই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল। আমি যেন চৌধুরী পরিবারেরই একজন সদস্য। চৌধুরী গিন্নী যাকে আমি চাচীমা বলে সম্বোধন করি ইতিপূর্বে তিনি আমার সামনে আসতে সঙ্কোচবোধ করতেন। দীর্ঘদিন পর বিদেশ থেকে ছেলে বাড়ী এলে মা যেমন খুশীতে আটখানা হয়ে কুশল বিনিময় করেন, আজ তিনি তেমন করে হাসতে হাসতে আমার সামনে এসে কেমন আছি, বাড়ীর আর সবাই কেমন আছে, এতোদিনে মেয়ের কথা মনে পড়লো বাবা? এমন নানান প্রশ্ন করেই চললেন। আমি কেবল ভাল আছি আর সবাই ভাল আছে, এছাড়া আর কোন কথা বলার সুযোগই পাচ্ছিলাম না। তিনি বললেন, তুমি একটা পরশ পাথর। যে রত্নগুলো তৈরী করেছো তারা কয়েক ঘণ্টায় আমাদের মন কেড়ে নিয়ে গেছে। আহ্, আমার যদি অবিবাহিত ছেলে থাকতো তাহলে একটাকে বউ বানিয়ে নিয়ে আসতাম। দেওর পো আছে, তারা বয়সে ছোট, বেমানান হয়ে যাচ্ছে, নইলে তাও হতো কিনা দেখতাম। আবার এমনও যদি হত, আমার একটা বিবাহ যোগ্যা মেয়ে থাকলে না হয় তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে আপন করে নিতে পারতাম।

চাচীমা যেন এক নিঃশ্বাসে এতোগুলো কথা বলে গেলেন। শেষের কথাটিতে আমি

www.pathagar.com

খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম। বিকেলে চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ডেকে বৈঠক করলাম। বাবার নামে একটা মাদ্রাসা করবো। আমার প্রস্তাবে সবাই অত্যন্ত খুশী হলেন। সেখানে বসেই চৌধুরী সাহেবকে সভাপতি করে এগার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে ফেললাম। বললাম– অর্থ যোগান আমিই দেব, আপনাদের আর সব দায়িত্ব পালন করতে হবে। সবাই স্বর্তস্ফূর্তভাবে সম্মতি জানিয়ে গেলেন। পরদিনই বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে বিল্ডিং-এর কাজ শুরু হয়ে গেল। আমি প্রতিদিন সকাল আটটায় শহর থেকে গ্রামে চলে যাই, আবার রাত দশটার মধ্যে ফিরে আসি। দশ বারো দিন পার হয়ে গেল। খুব দ্রুত কাজ এগিয়ে চলেছে। বিল্ডিং-এর কাজ শেষ হলেই ছাত্র ছাত্রী ভর্তি নেয়া হবে। কয়েকজন শিক্ষকও বাছাই করা হয়েছে। দাখিল পর্যন্ত চালু করবো। আমি আশাবাদী বছর দু'য়েকের মধ্যেই এম.পিও ভুক্ত করতে পারবো। সেদিন গ্রাম থেকে শহরের বাসায় এসে একখানা চিঠি পেলাম। ঢাকা থেকে সুরমা লিখেছে। গত দু'সপ্তাহে অনেকবার চেষ্টা করেছি মোবাইলে তার সাথে কথা বলতে কিন্তু কোন যোগাযোগই করতে পারিনি। কেন যে সে মোবাইল বন্ধ রেখেছে জানি না। তবে আমি ধরে নিয়েছিলাম– সামনে পরীক্ষা, পড়াশোনার চাপের মধ্যে কেউ যেন বিরক্ত না করতে পারে– তাই এ ব্যবস্থা নিয়েছে। মাঝে মাঝে নূরী আর শাহানা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছে, সুরমা আপার এ কেমন বাড়াবাড়ি! পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে বলে ভাই বোনের সাথেও কথা বলতে মানা! আজ তার স্বহস্ত লিখিত পত্র পেয়ে আমরা অবাক হলাম বটে। আমার নামে চিঠি তাই ওরা খুলে পড়েনি। আমি রঙিন খামের মধ্য থেকে চিঠি বের করে পড়তে শুরু করলাম।

প্রিয় ভাইজান!

গত দু'সপ্তাহ ধরে প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব আমাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। তুমি ভাই পরশ পাথর, আমরা তোমার সোনার টুকরো বোন। আমাদের আছে গুরুজন মা দুই ফুফু। আমার উপরি আছে চরিত্রবান জ্ঞানী গুণী বন্ধু। আমার তো কোন অভাব নেই ভাই! তবে কেন এই মানসিক দ্বন্দ্ব! সৈকত হোটেল থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় আমি অবিবেচকের মত তোমার প্রতি জুলুম করেছি, পীড়া দিয়েছি মনে। আমি স্বেচ্ছায় কেন যন্ত্রণার যাতাকল ডেকে এনে নিজেকে পেষণ করছি আর তোমাকে পিষতে চাচ্ছি! ঢাকার বাসায় তুমি একদিন বলেছিলে। একটা অদৃশ্য হাত তোমাকে ঘিরে রেখেছে– তাই শুনে আমি খুব কেঁদেছিলাম। সেদিন ভেবেছিলাম তুমি ইচ্ছা করেই আমাকে কাঁদাচ্ছো। আজ আমি দিব্য জ্ঞান লাভ

www.pathagar.com

করেছি। সেই অদৃশ্য হাতটি যদি নিয়তির হয় তাহলে তা ফেরাবার সাধ্য তো কারও নাই ভাই! আর যদি আমারই মত কেউ হয় তাহলে আমি কেন সেখানে প্রতিপক্ষ হয়ে বাধ সাধতে যাব! আমি জানি আমাকে নিয়ে তোমার ভাবনা। তুমি আর ভেব না, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম ভাইজান! আজ আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেখানে নেই কোন শঙ্কা। হৃদয়ে নেই কোন না পাওয়ার বেদনা। এবার তুমি নিশ্চিন্তে তোমার জীবন সঙ্গিনী বেছে নিতে পার। প্রয়োজন হলে আমাকে ডেক, আমি নিজের হাতে তাকে মনের মত করে সাজিয়ে তোমার পাশে বসিয়ে দিয়ে আসবো। ধন্য মনে করবো নিজেকে। অমূল্য সময় অনেক ব্যয় করে ফেলেছি তাতে বিফল হইনি। তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমিও পেয়েছি স্বাধীনতার স্বাদ। তোমার দোয়া আমার একান্ত কাম্য। আমি জানি তোমার দোয়া এ্যাটম বোমার মত কাজ করে, তাই জীবনাবধি তোমার দোয়া দাবী রেখেই শেষ করছি।

তোমার স্নেহ আশির্বাদ প্রার্থী
সুরমা।

চিঠি পড়া শেষ করতে অজান্তেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। সেই শব্দে সামনে পড়ার মধ্যে ডুবে থাকা দুই বোন চমকে উঠলো যেন। শাহানা বললো– কি হল ভাইজান! কোন খারাপ সংবাদ নেইতো চিঠিতে?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে চিঠিখানা তার হাতে দিলাম।

দু'দিন পরে ঢাকা যেতে চেয়েছিলাম, সুরমার চিঠি পেয়ে আর গেলাম না। মানসিক দিক থেকে আমি সাংঘাতিক পীড়া অনুভব করছিলাম। ইতিপূর্বে সুরমার আহ্বানে প্রকাশ্যে সাড়া না দিলেও তার প্রতি যে আমার গভীর দুর্বলতা ছিল তা আগে এমন করে অনুভব করতে পারিনি। সে কি অভিমান করে লিখেছে না সত্যিই দূরে সরে গেছে! কাগজের পাতায় তার কালির আঁচড়টি যেন আমার অন্তরটি ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। আমি তাকে কাছে টেনে আনিনি, সে নিজেই এগিয়ে এসে আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল। তার হৃদয়ে আমার আসনটি মজবুত করে রাখার জন্য কত বাহানা সে সামনে নিয়ে এল, আমি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেও বার বার এড়িয়ে গেছে। তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে ধৈর্যের সীমানা অতিক্রম করে কি সে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাবার ছলে কৌশলে তীর ছুঁড়ে দিল! হৃদয়ের রাণীকে হারিয়ে আমি যে যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম সেটা কি মিথ্যে দিয়ে ঢেকে অভিনয় করছিল! সে যে কি যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছে তা বুঝার জন্য আমার ঘুমন্ত কষ্টকে উসকে দিয়েছে! আমি চেয়েছিলাম বড় বিধবা বোন দুটোকে উপযুক্ত

www.pathagar.com

পাত্রের হাতে সমর্পণ করে বাবার নামে একটা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করবো। তিনি কবরে শুয়ে শুয়ে তার উত্তম ফল পাবেন। মহান আল্লাহ এমন একটা বৈপ্লবিক ক্রিয়া আমায় দিয়ে সম্পন্ন করলেন, সেই বাস্তবতার দিকে সে একটু খেয়ালও করলো না! সব কাজ সমাধা করে তার সাথে জুটি বাঁধার সূক্ষ্ম অনুভূতি কি আমার ছিল না! সে এতো অধৈর্য হয়ে পড়লো কেন! সে যদি নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য সরে যেয়ে থাকে তা যাক।

আমি উত্তেজনা ভুলতে কাজের মধ্যে ডুবে থাকি। ছোট বোন দু'টিকে একটুও বুঝতে দেই না আমার অন্তর বেদনার কথা। তারা বুদ্ধিমান। সব কিছুই তারা বুঝে। আমি তাদের বলেছি, প্রিয় বোনেরা! আমাকে নিয়ে ভাবার অনেক সময় পাবে কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি না নিয়ে সময়ের অপব্যবহার করলে আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না। প্রায় তিন মাস একাধিক্রমে শহর আর গ্রামে ছোটাছুটি করে মাদ্রাসাটা চালু করতে পারলাম। এই সময়ে এখান থেকেই ঢাকা, যশোর, বেনাপোলের সাথে সব সময় যোগাযোগ রেখে এসেছি। ব্যবসার কোন ত্রুটি হতে দিইনি। এখানকার কাজ শেষ হল। ইতিমধ্যে নূরী আর শাহানার পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল। তারা এবার ঢাকার বাসায় যাওয়ার জন্য জিদ ধরলো। ওদের গ্রামের বাড়ী থেকে ঘুরিয়ে নিলে এলাম। ক'দিন পরেই আমরা ঢাকা চলে গেলাম।

সুরাইয়াকে আর ভাবী বলা ঠিক হবে না– কেননা সে শাহনাজের ননদ। সেই সূত্রে তাকে আপা বলতে হয়। অনেক আগেই ঢাকা চলে এসেছে। শাহনাজের গুণাগুণ তার মুখ দিয়ে যেন খৈ ফুটার মত ফুটতে লাগলো। সে বললো– যেমন ভাই তেমনি বোন। কাজে কর্মে আচারে ব্যবহারে, প্রতিটি মানুষের অন্তর জয় করার মত দক্ষতা কেবল আপনাদের মাঝে। আমার মা বাবা আত্মীয় স্বজন তার প্রতি অত্যন্ত খুশী। আপনার সাহচর্যে যে আসবে সেই-ই সোনা হয়ে যাবে। আমি ছিলাম বোকা বোকা ধরনের মেয়ে। কোন্ ভাগ্য গুণে এই আলীশান ভবনে আসতে পেরেছি জানি না। আপনার মহানুভবতায় আমরা এখানে পরম শান্তিতে বসবাস করছি। আরও অতিরিক্ত পেয়েছি আপনার গভীর জ্ঞানের কিছু অংশ। যে জ্ঞান আমাকে শাহনাজ ভাবীকে চিনতে সাহায্য করেছে। তাই আমাদের চাওয়া পাওয়ার অনেক উপরের লক্ষ্মীকে পেয়েছি আমাদের মরচে ধরা পরিবারটার উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে। এসব রত্নগুলো যে পরিবারে যাবে, কেবল গোটা পরিবারটা আলোকিত হবে না, তার রৌশনিতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে যাবে। নূরী আর শাহানাকে ইঙ্গিত করেই আপা শেষ কথাটি বললো।

নূরী বললো– দোয়া করুন আপা, আমরা যেন ভাইয়ের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

www.pathagar.com

আপা বললো– ঢাকের কাছে টুমটুমের কোন শব্দই ফুটে বের হয় না। আলমগীর ভাই প্রভাত সূর্য। তার আলোকরশ্মি একবার যার অন্তরে প্রতিফলিত হয়েছে তার আর অপরের দোয়ার প্রয়োজন হয় না। এরপর সুরমা আপাকে যদি রোমানা ভাবীর প্রতিচ্ছবি হিসাবে পাওয়া যেত তাহলে কি উত্তমই না হত! আমাদের মস্ত বড় আশা নিরাশার কালো ছায়ায় ঢেকে যাচ্ছে যেন!

আপনি এমনভাবে হতাশ হয়ে গেলেন কেন আপা?

দু'মাস আগে তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। কয়েকজন বন্ধু সাথে করে এখানে এসে খুব হৈ চৈ করে কাটালো। নিজের ঘর সংসারে মেয়েরা যেমন ইমেজ নিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি করেই সে থাকতো। আমি তার ঘর– কন্যা দেখে হেসে বলতাম যেটুকু বাকী আছে সেটুকু সেরে ফেললে কি সুন্দরই না হত! আমার কথার উত্তরে সে বলতো– একদিন আমিও তাই মনে করতাম। একতরফা ভালবাসা সীমাহীন যাতনা দেয়। যন্ত্রণা আর বাড়াতে চাই না, এখানেই ইতি টানলাম।

যাওয়ার আগে সে বললো– আপা! সুরমার সাথে আপনার এই হয়তো শেষ দেখা। চাকুরী নিয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি। নিয়তি কোনদিন যদি আমাদের এক জায়গায় এনে দেয় তাহলে অন্য পরিচয়েই দেখতে পাবেন। কি চাকুরী, কোথায় কর্মস্থল– জানতে চাইলাম। সে কৌশলে তা এড়িয়ে গেল। উচ্ছল তরুণীর দল যে কয়দিন এই বাড়ীতে ছিল, সেই ক'দিন এর ভারসাম্য বজায় ছিল। তারা যেদিন চলে গেল সেদিন আমি শুনতে পেলাম– এই বাড়ীর অন্তরে লুকিয়ে থাকা অন্তহীন চাপা কাঁন্নার আওয়াজ। শেষ বেলায় আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম– তুমি এ বাড়ীতে পা দিলেই বাড়ীটি হেসে উঠে, চলে গেলে গুমরে কাঁদতে থাকে। তুমি যেও না আপা!

তা হয় না আপা! এ যে কর্তব্যের ডাক! যেতেই তো হবে।

আমি তার মোবাইল নাম্বার চাইলাম। সে বললো– হাসতে হাসতে এই বাড়ী থেকে নেমে যাচ্ছি– এটাই আমার জীবনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। নাম্বার দিয়ে আবার চোখের পানি ফেলার সুড়ঙ্গ পথ রাখতে চাইনে। সে বন্ধুদের নিয়ে চলে গেল।

শাহানা বললো– আলোর রাজ্য থেকে পেচকের মত অন্ধকারে ডুব মারার কোন অর্থতো আমি খুঁজে পাচ্ছি না আপা! সে তো দুর্বল নয়, পৃথিবীর এই মনোরম আলোয় তার শরীর ঝলসাবে না। পেচক যে অজুহাতে লুকিয়ে থাকে তেমন কোন

www.pathagar.com

বাহানা করার মত উপকরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তার দাবীর যৌক্তিকতা ছিল। কেন সে তাতে অটল থাকলো না।

আমরা সব বোনেরা তার দিকে সাফাই গাইতাম। সে অবশ্যই জিততে পারতো। আমি জানি আলমগীর ভাই তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেনি। তার মনে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবশ্য ছিল। সুরমা কি আলোর রাজ্যে অন্ধ ভাবাদর্শ নিয়ে আজও আছে, না সেখানে আলোর মশাল জ্বেলে অন্ধকার দূর করে দিয়েছে! এই অজানা বিষয়টিই মনে হয় তার বিবেক বাধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে সাড়া না দিতে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যেদিন বুঝতে পারলাম সেই দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের ইমামের কাছ থেকে তার হৃদয়ে আলোর মশা জ্বেলে নেয়ার সুসংবাদটি তাকে শুনিয়ে দিয়ে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে দিলাম। আমি জানি ভাইজান গোড়া থেকেই তার প্রতি আকৃষ্ট ছিল। এরপর থেকে পরিপূর্ণভাবে সেইদিকে ঝুকে গেল– সে কেন তাকে অভ্যর্থনা না জানিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল আপা?

নূরী বললো– আলমগীর ভাইয়ের প্রতি তার দুর্বলতা আছে একথা আমরা যেমন জানি তেমনি তার বন্ধুরাও জানে। বড় আপার বিয়েতে এসে তার বন্ধুরা মনে হয় বুঝে গেছে ভালবাসা একতরফা। এমনও তো হতে পারে সেই লজ্জা ঢাকতে আপা কৃত্রিম কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে!

শাহানা বললো– তোর ধারণা যদি ঠিক হতো, তাহলে সে বন্ধুদের নিয়ে এখানে হৈ চৈ করতে আসবে কেন, তাদের কাছ থেকেই তো নিজেকে গোপন করে রাখবে।

মনের অর্গল খুলে হেসে খেলে বন্ধুদের হয়তো এটাই বোঝাতে চেয়েছে, সে স্বাভাবিক আছে! আমরা আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম, তাকে কেন্দ্র করেই আলোর মেলায় ভাসতে পেরেছি। আমরা যে ধারণাই করি না কেন সে আলাদা কোন পথ তৈরী করবে। তার জীবন যৌবন আলমগীর ভাইয়ের সত্তার সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত পৃথক করে ভাববার কোন অবকাশই নেই।

তুমি তার লিখিত চিঠিখানি নিশ্চয় মনযোগ দিয়ে পড়েছ?

পড়েছি।

তারপরেও কি ভেবে এমন দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছো নূরী?

শোন শাহানা, নারী হয়ে নারীর হৃদয়ের পাতা পড়তে না পারলে জন্মই যে বৃথা! ভেবে দেখ তোমার প্রথম জীবনের কথা! যৌবন এলো না, বসন্তের কোকিল ডাকলো না অথচ বাধ্য হয়েই হিংস্র পশুর হাতে বিধ্বস্ত হতে নিজেকে সপে দিতে

www.pathagar.com

হয়েছে। আজকের এই দিনের কোন কল্পনা তুমি করেছো? দেখেছো কোন স্বপ্ন এমন সোনালী দিনের?

না।

এমন মায়াময় স্নেহসিক্ত হাতের পরশ ফেলে আসা দিনগুলোর সব তিক্ততা কি ভুলিয়ে দেয়নি?

দিয়েছে।

একই মায়ের গর্ভে জন্ম নিইনি– এমন ধারণাও কি মনের ভিতর উঁকি দিতে পারে?

পারে না।

এমন অসম্ভব যিনি সম্ভব করে দিতে পানের সেই কুশলী শিল্পীর প্রতি আস্থা হারিয়ে নিরাশ হওয়া পাপ। এই সত্য বাক্যটি তুমি জান?

জানি।

আমরা পূর্বে যে জীবনে ছিলাম সেখানে প্রেম ভালবাসায় বাড়াবাড়ি ছিল। অশ্লীলতার দরজাও খোলা ছিল, ঢলাঢলি জড়াজড়ির ক্ষেত্র প্রসারিত ছিল। তরুণী যুবতীদের দেবদাসীর পরিচয়ে ধর্মশালায় স্থান দিয়ে কামনা বাসনার লীলাক্ষেত্রে অবাধে নামানো যেত, নাচ গান বাদ্য বাজনায় যৌন সুড়সুড়ি সৃষ্টি করে উন্মাদনা বাড়িয়ে দিত, মনের আগুন নিভাতে অভিসারে যেতে বাধ্য হত। আজ আমরা যে জীবন শুরু করেছি সেখানে জীবন তো দূরের কথা তার ছায়া দেখেও কি সহ্য করতে পারবো? এমন শালীন পবিত্র জীবন নারীর মর্যাদা কি বহু গুণে বাড়িয়ে দেয় না! তাই বলে কি প্রেম ভালবাসা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ!

আল্লাহ প্রেমময়। অতএব যার মধ্যে প্রেম ভালবাসা নেই সে পশুর সমান। আল্লাহকে না দেখেই যদি নিজের প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি তাহলে সেই ভালবাসায় আমাকে তার সাক্ষাৎ করাবে। আমি পেয়ে যাব আল্লাহকে ভালবাসার মর্যাদা। এটা তো মিথ্যে নয়।

সুরমার চিঠি পড়ে তোমরা কি বুঝেছো তা জানিনে। আমি বুঝেছি, আলমগীর ভাইয়ের প্রতি তার ভালবাসা সীমাহীন, তলাবিহীন গভীরতা। আমি জানি, আলমগীর ভাইও তাকে ভালবাসে কিন্তু সেই ভালবাসায় কোন উত্তেজনা নেই, কোন অস্থিরতা নেই, কোন বেদনা নেই। ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কোন আশংকাও নেই। তার হৃদয়ের মাঝে ভালবাসার বীণা করুণ সুরে অথচ নিঃশব্দে প্রেমের গান সারাক্ষণ গেয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

শুনবে কে? সুরমা আপা। সে প্রথমে সেই গান শুনতে পায়নি, তাই চঞ্চল হয়ে ফিরতো। এই বীণার সুর যেদিন তার বীণার তারে ঝঙ্কার দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে দিল সেদিনই সে চিঠি লিখতে বাধ্য হল। সে নিজেকে গোপন করে নিরালায় বসে বসে সেই সুরের ঝঙ্কারে শুনছে কেবল ভালবাসার গান। সে আগে মুখের ভাষায় ভালবাসা প্রকাশ করতো। এখন হৃদয়ে হৃদয়ে ভালবাসার বিনিময় হচ্ছে, এ যে কি শিহরণ, এ যে কি অনুভূতি, কেবল তারাই বুঝেছে। সেই গোপন অন্তরালে কেবল একে অপরের হয়েই পুলকিত হচ্ছে। মনে হয় সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আমাদের হাতে তাদের মধু রাত যাপনের ফুলশয্যা রচিত হবে।

শাহানা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নূরীকে জড়িয়ে ধরে তার গণ্ডদেশে পর পর দু'টো চুম্বন দিয়ে বললো– প্রাণপ্রিয় বোন আমার! তুমি বয়সে আমার ছোট হলেও প্রখর জ্ঞানের অধিকারী। তোমার যুক্তিপূর্ণ কথায় আমার জ্ঞানের দুয়ার খুলে গেছে। হতাশা কেটে যেয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে মনে। কি পুরস্কার দিলে তুমি খুশী হবে বলতো আপামনি?

তোমার স্নেহপূর্ণ চুম্বনের উপর আর কোন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নেই যে আপা! তুমি যদি আমাকে আরও খুশী করতে চাও তাহলে তোমার বিয়ের দিন মনের মত করে তোমাকে সাজাবার সব দায়িত্ব আমাকে দিও।

দীর্ঘদিন থেকে এক বিছানায় শয়ন করি, একত্রে পড়াশোনা করি, পরস্পরের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করি, একে অপরের কাছে হৃদয়ের সব দুয়ার খুলে প্রকাশ হয়ে আছি, তুমি আমার ছোট বোন, তারপরেও আর এক বড় পরিচয় তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দায়িত্ব তোমাকে দিতে হবে কেন! এ দাবীতে তোমারই রয়েছে অগ্রাধিকার।

[redacted] উনিশ

অফিস বয় এসে জানিয়ে গেল ম্যানেজার মিজানের অফিসে আমার একটা কল এসেছে। আমি নীচে নেমে গেলাম। বেনাপোল থেকে শমশের কল করেছে। তার সাথে কুশল বিনিময় হল, ব্যবসায়িক ব্যাপারে কথাবার্তা হল। শেষে বললো– শরীফার সাথে কথা বলুন।

হ্যালো!

তোমার প্রতি আমার আন্তরিক সালাম আস্‌সালামু আলাইকুম।

www.pathagar.com

কেমন আছ ভাইজান?

খুব ভাল। নূরী আর শাহানার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, শুনলাম তারা তোমার সাথে ঢাকা এসেছে?

আজই আমরা এলাম, ওরা উপরে আছে।

ওদেরকে নিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি বেনাপোল এসো না ভাইজান!

এতো জরুরী?

এমন একটা খুশীর খবর আছে যা এখনও মা, ফুফু, আপা বা অন্য কাউকে জানাইনি। তোমাকেও বলবো না। আমি তোমার সৌভাগ্যবতী বোন। কোন মেয়ের জীবনে এমন খুশীর ঢেউ জেগেছে কিনা জানি না। আমি যা পেয়েছি আর যা পেতে যাচ্ছি তার সবটুকুই পাওনা কেবলমাত্র তোমারই যে ভাইজান! তাই আমি চাই আধারের মাঝে আলোর মশাল হাতে এসে যে বিপ্লব ঘটালে তার প্রত্যক্ষ ফল তুমি নিজ চোখে দেখে শান্তির দরিয়ায় সাঁতার কেটে জনম ধন্য করে নাও ভাইজান!

তোমার এতো আনন্দ, উচ্ছ্বাস প্রকাশ আমাকে পুলকিত করছে যে বোন! একটু আস্তে করে বলা কি যায় না, কিসে তোমার হৃদয়ে আনন্দের বান বইয়েছে?

আগে থেকে যদি বলে দিই তাহলে সব মজা তো ফুরিয়ে গেল।

স্নেহের বোন আমার! ভাইয়ের সাথে দুষ্টুমি!

এতে যে মনে তৃপ্তি এনে দেয় ভাইজান! আর কথা নয়। তোমার পথ চেয়ে বসে থাকলাম। খোদা হাফেজ।

মস্ত ধাঁধায় ফেলে দিল শরীফা বানু। কি এমন চমকপ্রদ বিষয়, যা বিস্ময়বোধ জাগাবে, আনন্দ দেবে মনে! সে যেটা গোপন করে গেল আমি একা একাই সেটা প্রকাশ ঘটাতে যাব না। সব বোন আর মা ফুফুদের নিয়েই যাব। শান্তির অন্বেষায় মানুষ এতোই আত্মভোলা হয়ে যায়, যাকে সে এড়াতে চায়– সেই অশান্তিই সে সৃষ্টি করে ফেলে। শরীফার এতো আবেগ, এতো উচ্ছ্বাস শেষে দু'নয়নে অশ্রুধারা বইয়ে দেবে না তো! উপরে উঠে নূরী আর শাহানাকে সব কথা শুনিয়ে ধাঁধার উত্তর খুঁজতে বললাম। নূরী বললো– যে সুরমাকে দেখে এসেছি দিল খোলা সদাহাস্যময়ী নারী হিসাবে, তাকে আজ মনে হচ্ছে এক রহস্যময়ী প্রতিমা!

শরীফাকে দেখেছি সব কিছুতেই মুরব্বিয়ানা জাহির করতে, আর আজ দেখছি শিশুসুলভ আচরণ। এসব ধাঁধার কোন উত্তর হয় না ভাইজান! চলো না, যেয়েই দেখি কেমন আজব চিজ আমাদের জন্য মজুদ করে রেখেছে!

www.pathagar.com

পরদিন সকাল দশটায় আমরা ঢাকা থেকে মাগুরার পথে বেরিয়ে পড়লাম। শাহনাজদের বাড়ীতে দু'দিন কাটিয়ে তাকে সাথে নিয়ে যশোরের বাড়ীতে যেয়ে উঠলাম। শরীফ আমাকে দেখে রিমার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকের উপর। মুখে তার মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে রয়েছে। তার প্রাণ মাতানো মধুর হাসি আমাকে উতলা করে তুললো। আমি তার দু'গণ্ডে বার কয়েক চুমু দিলাম, সে এবার উচ্চস্বরে হেসে ফেললো। এমন মনকাড়া হাসি পৃথিবীর সব মানুষই তো একদিন হেসেছে! এ হাসি অম্লান। এ হাসির মৃত্যু নেই। প্রতিটি শিশুর মুখেই সে বেঁচে থাকে। পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত এ হাসি ফুরাবে না।

ফুফু আমার মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এতো দেরী করে বাড়ী এলাম কেন, এমনভাবে একা একা আর কতদিন কাটাবে, আমার এতো আশা আবার একটা সোনার প্রতিমা বউ এই বাড়ী আলো করতে আসবে। আমার পোড়া কপাল, সেই সৌভাগ্য কি আমার আছে! একটা কথা বলবো বাবা?

আপনি আমার গুরুজন, একটা কেন, দশটা কথা বলতে চাইলেও বলতে পারেন– এতে আমার অনুমতি চাইলে লজ্জা পাই যে ফুফু!

বলছিলাম কি সুরমা, মামণি দেখতে ঠিক আমাদের বউ এর মত। তাকে আমি পছন্দ করেছি, তার ফুফুরও একই মত। তুমি বল না বাবা! আমরা তাকে বউ করে ঘরে তুলি?

নূরী বললো– আমরা জানি, ভাইজান আপনাদের মতামতের বাইরে কোন দিনই যাবে না। আপনারা চাইলে যে কোন সময় শুভ কাজটি শেষ করতে পারেন!

সুরমা এখন কোথায় আছে?

তাতো জানি না ফুফু!

ওমা সেকি কথা! তোমরা জানো না তবে জানবে কে?

ফুফুর প্রশ্নের জওয়াব আমরা কেউ দিতে পারলাম না। মাথা নীচু করে বসে থাকলাম। তিনি আমাদের নিরাবতায় বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন– তার সাথে তোমাদের কোন মনোমালিন্য হয়েছে?

না ফুফু!

তোমরা আমাদের কাছে আসল সত্যটিও চেপে যাচ্ছ যে মা! তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে বাড়ী এসেছিল। সপ্তাহ খানেক এখানে থাকলো। পূর্ণিমা চাঁদের মত যার মুখে সর্বদা হাসি ফুটে থাকতো, তার মুখ সব সময় যেন কাল ছায়ায় ঢেকে

www.pathagar.com

রাখতো। তার গাম্ভীর্যতা আমাদের পীড়া দিত। আমি তার মাথায়, বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করতাম– তোমার কোন অসুখ বিসুখ করেছে মা? সে শুষ্ক হাসি হেসে বলতো– না ফুফু, আমি ভাল আছি।

তার মা ফুফু আমি তাকে যেতে দিতে চাইনি, তবু সে চলে গেল। কোথায় যেন একটা জট বেঁধে আছে বলে মনে হচ্ছে। সেটা না খুলতে পারলে আমাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা যে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে মা!

নূরী বললো– ফুফু! আমি শতভাগ আশাবাদী সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আমরা জয়ী হব। যদিও সব অন্তরালে থাকুক না কেন?

তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক মা! খোদা আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন– এই দোয়া করি।

শরীফাদের কোন প্রকার আগাম সংকেত না দিয়ে আমরা সবাই বেনাপোলের বাসায় যেয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের সকলকে একত্রে দেখে তারা যত না অবাক হল তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হলাম আমরা। পরনে পাজামা, গায়ে আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ী হাতে তসবীহ নিয়ে বসে বসে আল্লাহর নাম স্মরণে তন্ময় হয়ে আছেন জ্যোতির্ময় এক দিব্যকান্তি পুরুষ। যাকে দেখামাত্র মাথা নত হয়ে আসে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে। দরজার বাইরে থেকে কিছুক্ষণ এই স্বর্গীয় মূর্তির প্রতি চেয়ে থেকে কৌতুল নিরাবণ করতে ঘরে ঢুকে গেলাম। আমার পদশব্দে তিনি চোখ মেলে চেয়ে আমাকে দেখেই তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানালেন। তারপর দু'হাতে আলিঙ্গন করে বললেন– খোদার শোকর, তোমার মত একজন নীতিবান যুবকের কাছ থেকে আলোর পরশ পেয়ে ধন্য হয়েছি। খোদা তোমার প্রতি রহমত নাজিল করুন।

আমার পিছনে পিছনে সবাই এসে ঘরে ঢুকলেন। মা আর ফুফুরা একটা অপরিচিত বৃদ্ধ পুরুষকে দেখে ঘোমটা টেনে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাই দেখে নূরী হাসিতে যেন ফেটে পড়লো। অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে সে বললো– পালাচ্ছো কেন মা! তোমার গুরুদেবের পা ধোয়াবে না?

আমি ধমক দিয়ে বললাম– ছি! এ তোমার কেমন ছেলেমি বোন? গুরুজনদের সম্মান দেখানো আল্লাহর আদেশ রয়েছে– তা কি তুমি জানো না?

জানি ভাইজান! আগে বলতাম ঠাকুরদা এখন বলবো দাদু, ভাই একটু রসিকতা করলাম। এও কি মানা?

www.pathagar.com

তোমার যত রসের ভাড় আছে সব দাদুর সামনে উপুড় করে দাও কিন্তু মাকে জড়িয়ে নয়।

মা ফিরে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চেয়ে রইলেন সৌম্য মূর্তি সাধক পুরুষের দিকে। তিনি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই কি সেই গুরুদেব! যার পা ধুয়ে মাথার চুল দিয়ে মুছে ঘরে তুলতেন! সেই চেহারার সাথে বর্তমানের কোন মিল নেই। আগে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করতাম। তার ভিতরে কোন প্রাণ ছিল না। গেরুয়া বানি পরিহিত জটাধারী গোসাইজীর চেহারায় কোন কমনীয়তা ছিল না। গুরুগম্ভীর মুখে কোন জ্যোতি চমকাতো না। মাথার উপর হাত রেখে যে আশির্বাদ করতো তার কোন কার্যকারিতা ছিল না। কেঁদে কেটে চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েও মন প্রাণ শান্ত করার মত কোন অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারতাম না। পাষাণ দেবতার মূর্তির মত মনুষ্য মূর্তির দেবতার অন্ত রে আলোড়ন সৃষ্টি করা যেত না। আর আজ কি দেখছি! পাষাণও তাহলে গলে যায়! মা অস্ফুট স্বরে কথাগুলো আওড়িয়ে শব্দ করে সালাম জানিয়ে বললেন– বাবা, আপনিই কি সেই গুরুদেব?

সালামের উত্তর দিয়ে বৃদ্ধ বললেন– হ্যাঁ মা, আমিই সেই অধম পাপী সদানন্দ।

আপনার এমন দুনিয়া উল্টানো পরিবর্তন কি করে হল বাবা?

কেন, আমি তোমার কাছে চিঠি মারফত জানিয়েছিলাম সত্যের সন্ধান পেয়ে গেছি!

চিঠি আমি পেয়েছিলাম কিন্তু তখন বিশ্বাস করতে পারিনি।

এখন?

সহস্রভক্তের পদসেবা যিনি পেতেন তিনি এতো আরাম আয়েশ, এতোভক্তি শ্রদ্ধা ছুড়ে ফেলে দিয়ে কোন্ অমৃতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন জানতে পারি কি বাবা?

যখন বুঝেছি ভোগবাদী আত্মার শান্তি নেই, তখনই প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে বেরিয়ে পড়েছি। এতেই আত্মার শান্তি, এতেই আত্মার মুক্তি।

ইতিপূর্বে গুরুদেব হয়ে যাদের সেবা নিয়েছেন তাদেরকে নরকাননে নিক্ষেপ করে আপনি কি একাই বাঁচতে চেয়েছেন?

না, মা! আমি নিজে যেমন বাঁচতে চেয়েছি তেমনি সবাইকে বাঁচাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যাদের সাথে আমি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি তাদের প্রত্যেকের কাছে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দেয়ার ইরাদা রাখি।

পশ্চিমে আমার যে সব ভক্ত ছিল তাদের কাছে সত্যের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি।

www.pathagar.com

এবার পূর্ব দেশে আগমন করেছি দীনের দাওয়াত আমার ভক্তদের কাছে পৌঁছে দিতে। পশ্চিমে দাওয়াত দেয়া অনেক ঝুঁকি ছিল, তবু আমি জীবনের মায়া ত্যাগ করে কাজ চালিয়েছি। অনেকের কাছে নিগৃহীত হয়েছি। অপমান অপদস্থ হয়েছি। জরিমানা দিয়েছি, জেলও খেটেছি, জুলুম সহ্য করেছি– তবু দাওয়াতী কাজ থেকে বিরত হইনি। আমার স্ত্রী আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে আর তার গর্ভের সন্তানদের বাঁচাতে পারলাম না। তারা রঙ তামাশার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলোনা। পরিবারের মধ্যে আমি সবচেয়ে যাকে বেশী ভালবাসতাম, আমার প্রতি যার ছিল গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা কেবল মাত্র সেই স্মৃতিরত্নকে বাঁচাতে পেরেছি। সে আমার কনিষ্ঠ পুত্রের বড় ছেলে। সে তখন বি.এ শেষ বর্ষে পড়ছিল। তার কাছে দাওয়াত পেশ করা মাত্রই কবুল করে নিল। তার পড়াশোনা শেষ হয়ে গেলে তাকে নিয়ে আজমিয়ে যাই। সেখানে আমার পূর্ব পরিচিতা এক বিধবার অষ্টাদশী কন্যা আজমিরী বানুর সাথে বিবাহ দিলাম। বিধবার ছিল একটি হোটেল। সে তার জামাতা আমিনুল ইসলামকে তার দায়িত্বে নিযুক্ত করলো। আওলিয়াকুলে শিরোমণি খাজা মাইনুদ্দী চিশতী (র) এর পুণ্য ভূমিতে একটা মজবুত আসন খোদা তাকে দান করলেন। সেই মহিলা ছিলেন খুব ধার্মিক পর্দানশীলা। আমাকে ছাড়তে চায়নি। প্রায় ছয় মাস সেখানে থেকে আমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। আমি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। ইসলাম প্রচারে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় বছর খানেক পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে দাওয়াতের কাজ সেরে গত সপ্তাহে বাংলাদেশে এসেছি। চেক পোষ্টে পাসপোর্টের ঝামেলা সেরে কাষ্টমস অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই পরেশের সাথে দেখা। সে আমাকের প্রথমে চিনতে পারেনি, আমি চিনেছিলাম। পরিচয় দিতেই সে বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো– সত্যি কি আপনি মায়ের গুরুদেব আমাদের ঠাকুরদা?

হ্যাঁ ভাই! পরেশ তখনই আনন্দে অভিভূত হয়ে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো– দাদু! আমি পরেশ নই, শমশের।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর প্রশংসার অন্ত নেই। কোন্ অলৌকিক চুম্বকের আকর্ষণে তুমি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছো– ভাই?

সে অনেক কথা, এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা বলা সম্ভব নয়। চলুন, বাসায় যাই সেখানে স্বর্গীয় কাননে বসে নাত বউয়ের কাছে সব কিছুই জানতে পারবেন।

বাসায় এসে আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। এ কোন স্বপ্নালোকে আমি এলাম! এমন

www.pathagar.com

অবিশ্বাস্য ঘটনার পরিসমাপ্তি যিনি টানতে পারেন তার শুকরিয়া জানাবার ক্ষমতা আমার নাই। শরীফার কাছে বিস্তারিত বিবরণ শুনে আমি সিজদায় পড়ে গেলাম। তারপর কেবলই আলমগীর ভাইয়ের সঙ্গ কামনা করছিলাম। তাকে পেলাম কিন্তু অসম্পূর্ণ সত্তায়।

নূরী বললো– বুঝতে পারলাম না দাদু?

আজমীরের পুণ্যাত্মার মাজার সংলগ্ন মসজিদে তাহাজ্জুদের নামাজ শেষ করে হাত উঠিয়ে দোয়া করছিলাম। দু'চোখের পানিতে বুকের জামা ভিজে যাচ্ছিল। এক সময় নিদ্রা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করলো। স্বপ্নে দেখলাম চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল স্বর্ণ সিংহাসনে বসে রাজা রাণী প্রেমালাপ করছে।

রাজা রাণীর পরিচয় দিন দাদু?

রাজার আসনে আলমগীর ভাই, তার পাশে নারীকে দেখছি না তাই অবাক হচ্ছি। পবিত্র স্থানে এমন স্পর্শকাতর সময়ে স্বপ্ন দেখেছি যা কোন দিন মিথ্যা হয় না।

রাণীর নামটি বলুন দাদু?

সমুদ্র সৈকতের বালুচরে ধ্যানরত রাজার পাশে অকস্মাৎ এসে যে নারী কাতরকণ্ঠে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল।

উপস্থিত আমরা সকলেই চমকে উঠে দাদুর দিকে চাইলাম। নূরী বললো– আমরা যে হতাশ হয়ে গেছি দাদু?

আলমগীরের হৃদয়ে তখন প্রিয়াহারা কাঁন্নার সুর বাজছিল। সেই ব্যথাভরা হৃদয়ের করুণ সুরের ঢেউ মুছে দিতেই যে বিপদগ্রস্তা নারী সেখানে এলো এর গূঢ় রহস্য উন্মোচন করা কষ্ট সাধ্য। মোবাইলে যে সংবাদটি তাকে ঢাকা থেকে কক্সবাজারে নিয়ে এলো সেটা তার কাছে কোন গুরুত্ব না থাকারই কথা। কেননা সে নারী হয়ে তার এক বয়জ্যোষ্ঠ নারীকে আনতে যাওয়ার তার কোন প্রয়োজন ছিল না। কক্সবাজার থেকে তার বোন একাই চলে আসতে পারতো। এখানে প্রতারণায় ফাঁদ পাতা হয়েছিল আর সেই ফাঁদে তার মত বুদ্ধিমতি নারী পা দেবে তা কল্পনাই করা যায় না। এটা পরম প্রভুর কৌশলী খেলা। এনে ফেলেছিল পরশ পাথরের স্পর্শ পেতে। কেবল সে একাই সোনা হল না, গোটা পরিবারই সোনায় রূপান্তরিত হল। আমি মহাপাপী, আল্লাহ আমার প্রতিও দয়া করলেন। পাপ বিনা শর্তে এমনই মুহূর্তে তোমাদের মাঝে এনে ফেললেন যখন তোমরা আঁধারের মাঝখান থেকে বেরিয়ে আলোর মেলায় পৌঁছে গেছ। যাদের উপলক্ষ্য করে এই মহাবিপ্লব সংগঠিত হয়ে গেল তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহর রহমত নাজিল হয়েছে নিরাশার ছায়া অপসারিত হয়ে গেছে। মিলন তাদের অবশ্যই হতে হবে– এতে কোন সন্দেহ নেই।

সে যে আমাদের উদ্বেগের মধ্যে ফেলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে দাদু?

তার অর্থ আমাদের আকাঙ্খিত সময় ঘনিয়ে এসেছে। বোনের শ্রদ্ধা ভাইয়ের স্নেহ ভালবাসায় তোমরা পরস্পর নিকটে এসেছো। সাড়া জাগানো দিনগুলো তোমাদের দিয়েছে আত্মতৃপ্তি। পুরানো পরিচয় মুছে নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করতে গেলে তার আগে আড়ালে যাওয়ার প্রয়োজন আছে, নইলে মনের মধ্যে একটা দ্বিধা সংকোচ যে রয়ে যায় আপা!

রাতের খাওয়া শেষ করে পরিবারের সবাই বৈঠকখানায় বসে সদানন্দ দাদু ওরফে হোসাইন আহমদের কাছে তার জীবনের অনেক রোমাঞ্চ জাগা ঘটনার বিবরণ শুনছিলাম। তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন– আহ! যদি যৌবন বয়সে তার বোধোদয় হত! আল্লাহ যদি আরও চার যুগ আগে আলমগীরের মত যুবকের সান্নিধ্যে আসতে দিতেন! তাহলে মিথ্যার মুখোশ তখনই খসে যেত। মিথ্যামন্ত্রে কত নারী পুরুষকে বশীভূত করেছি। নরকের ভয় দেখিয়ে সেই নরকের অগ্নিগর্ভেই তাদের ঠেলে দিয়েছি। হে খোদা! তাদের তো কোন দোষ ছিল না। ধর্মগুরু হয়ে তাদের প্রতি খবরদারি করেছি, তারা অন্ধকারে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। হে দয়াময়! তুমি যদি এই পাপীকে ক্ষমা না কর তাহলে আমি যে ধ্বংস হয়ে যাব!

দাদুর দু'চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরতে লাগলো। আমি বললাম– দাদু! খোদা তায়ালা অত্যন্ত দয়ালু। পাহাড় পরিমাণ গুনাহ করে তার বান্দা যদি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায় তাহলে তাকে রহমতের দরিয়ায় অবগাহন করিয়ে নিষ্পাপ করে দেন।

তুমি আমার জন্য দোয়া কর ভাই! তোমার দোয়া বিদ্যুতের মত তড়িৎ গতিতে কাজ দেয়। তোমার সাথে সাক্ষাতের আশায় এখানে সপ্তাহ কেটে গেল। আর আমাকে আটকিয়ে রেখ না ভাই! যতদিন বেঁচে থাকবো ততোদিন খোদা যেন আমাকে শক্তিহীন না করেন। আমি যেন সবটুকু সময় আমার পথভ্রষ্ট শিষ্যদের মাঝে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করে কাটাতে পারি।

আমি বললাম– খোদা আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

আমার পরিকল্পনা ছিল টাঙ্গাইলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা শমশেরকে দেয়া। শহরের বাড়ীতে তারা স্বামী স্ত্রীতে থাকবে আর নিজের মত করে ব্যবসা চালাবে। বোনদের তাদের পৈতৃক সম্পদের প্রয়োজন হবে না। তারা একদিন স্বামীর ঘর করবে। আমার যথেষ্ট আছে, তাদের প্রয়োজন সেখান থেকেই মিটানো

www.pathagar.com

হবে। তারা যেন মনক্ষুণ্ন না হয় তার জন্য আমার নিজস্ব সম্পদের কিছু অংশ তাদের নামে দলীল করে দেব। আমার পরিকল্পনার কথা সেই মজলিসে সবার কাছে পেশ করলাম। বোনেরা সবাই একযোগে বললো– আমরা কিছুই চাই না। তুমি চিরকাল ভাই হয়ে থেক, সেই হবে আমাদের বড় সম্পদ।

মা বললেন– তুমি যেটা ভাল বুঝবে সেটাই করবে। এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে আর কোন কিছুতে জড়িও না। যতদিন বেঁচে আছি ততোদিন নিশ্চিন্তে আল্লাহর বন্দেগী করেই কাটাতে দাও। আমার শেষ জীবনটা গ্রামের বাড়ীতে কাটাবার ব্যবস্থা করে দিলেই আমি খুশী হব বাবা! ফুফুও সেই একই ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।

পরের দিন সকালে সবাইকে নিয়ে যশোরের বাড়ীতে চলে এলাম। গাড়ী থেকে নামতেই রীমা ছুটে এসে খুশীতে আটখানা হয়ে বললো– ভাবীর মা এসেছেন গতরাতে। আমি দ্রুত পায়ে উপরে উঠে গেলাম। তিনি শরীফকে নিয়ে আমার শোবার ঘরে বসে ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে সালাম দিয়ে দাঁড়াতে তিনি উঠে এসে আমার কপালে চুম্বন দিয়ে দোয়া করলেন। আমি তার পায়ের ধুলি নিলাম। কুশল বিনিময় হল। এরপর সবার সাথে পরিচয় পর্ব শেষ করলাম। মরিয়ম বেগম অর্থাৎ আমার শাশুড়ী আমাকে বসবার ইঙ্গিত করে সবাইকে নিয়ে বৈঠকখানায় গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে আমার পাশে বসে পড়লেন। আমার দু'খানি হাত ধরে তিনি কেঁদে ফেললেন। আমারও দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। কাঁন্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন– যা হারিয়ে গেছে হাজার সাধনা করলেও তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না বাবা! আমার পাঁজর ভেঙ্গে গেছে তবু আমি ধৈর্য ধরতে পারছি, কেননা আমার আরও ছেলে মেয়ে রয়েছে। তোমার কথা মনে পড়লে আমার বুক হাহাকার করে উঠে। তখন ধৈর্য আর রাখতে পারিনে। পেছনের কথা ভুলে যেয়ে তুমি আবার নতুন করে জীবন গড়। তোমার মুখে হাসি দেখতে পেলে আমি সব বেদনা ভুলতে পারবো। বল বাবা! তুমি আমার একটি মাত্র অনুরোধ রাখবে?

মায়ের কাঁন্নাঝরা মুখের দিকে চাইতে গিয়ে মুখ তুলতে পারলাম না। হৃদয়ে তখন তুমুল আলোড়ন চলছে। আমি যেন চেতনা হারিয়ে কোন অজানা লোকে একটা অদৃশ্য ছায়ার পেছনে ছুটে চলছি। মায়ের প্রশ্নটি আমার কানের পর্দা ভেদ করতে পারেনি। তিনি আমার হাত ধরে ঝাকি দিয়ে বললেন– আমি একটি মাত্র দাবী নিয়েই তোমার কাছে এসেছি, বল বাবা! তুমি সেটা গ্রহণ করবে কিনা?

আমি মাথা না তুলেই বললাম– আপনি বহুদর্শী জ্ঞানী মানুষ। আপনি যেটা করতে

www.pathagar.com

চান তাতেই মঙ্গল বয়ে আনে। আমি আপনার সন্তান। সন্তানের কাছে মায়ের দাবী থাকতে পারে না। আপনার আদেশই আমি মাথা পেতে নিতে বাধ্য। মা বললেন– তোমরা জীবনাবধি একে অপরকে নিয়ে সুখ দুঃখের সংসার পাততে পারবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে একদিন আমার মেয়েকে এই ঘরে তোমার কাছে দিয়েছিলাম, নিরালয়ে বসে পরস্পরকে বুঝবার চেষ্টা করতে, মনে আছে সেই কথা বাবাজী?

সে কথা তো ভুলে যাবার নয় মা!

তুমি কি চাও না সেই দিনটি আবার তোমার সামনে আসুক?

চাইলেই তো পাওয়া যাবে না মা!

চাওয়া যদি আন্তরিক হয় তাহলে খোদা তায়ালা নিরাশ করেন না। মায়ের কথায় আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। মায়ের তো আর কোন মেয়ে নেই, যাকে তিনি আমার সামনে আনতে পারেন! আমি মাথা নীচু করে নীরবে ধাঁধার উত্তর খুঁজতে লাগলাম। আমার নীরবতায় তিনি সম্মতি মনে করে বললেন– আমার মেয়েকে এখনই তোমার সামনে এনে দিচ্ছি। তাকে দেখে যদি মনে কর তোমার হারানো স্ত্রী ফিরে পেয়েছ তাহলে জীবন সঙ্গিনী করে নিও নইলে প্রত্যাখ্যান করো। তুমি যেটাই সিদ্ধান্ত নেবে তাতেই আমি খুশী হব। মা কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। আমার শোবার ঘর সংলগ্ন একটি ছোট্ট কক্ষ ছিল, সেটার সিটকীনি খুলে দিয়ে মা বললেন যাও বাবা! ঐ ঘরে আমার মেয়ে তোমার অপেক্ষায় বসে আছে, তার সাথে কথা বল। তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি কম্পিত পদক্ষেপে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই কক্ষে প্রবেশ করলাম। একটা সুন্দরী তরুণী চেয়ারে বসে ছিল বিপরীত দিকে মুখ করে। পদশব্দে সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরলো। মুখে তার মনকাড়া হাসি। শত কোটি টাকা ব্যয় করেও যে হাসি পাওয়া যায় না। তার মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে যেন বোবা বনে গেলাম। কিন্তু অন্তরে জেগে উঠলো আনন্দের প্রবল ঢেউ। স্বর্ণের পাহাড় পেলেও মনে হয় এতো উচ্ছ্বসিত হতাম না। আমার মুখ দিয়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে গেল– সুরমা তুমি!

মনে প্রাণে শিহরণ জাগানো হাসি ছড়িয়ে দিয়ে তরুণী বললো আমি সুরমা নই, আমার নাম রোমানা।

আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

জেগে কেউ স্বপ্ন দেখে না, এটা বাস্তব।

www.pathagar.com

আশ্চর্য! নিয়তির অঙ্কন চোখে দেখা যায় না, তাই উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় মন প্রাণ বিপর্যস্ত করে দেয়।

এটা তো চোখে দেখার কিছু নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার বিষয়।

পাঁচ বছর আগে এমনই একটি দিনেই এই ঘরে বসে রোমানার সাথে কিছু সময় আলাপ হয়েছিল, প্রথম অঙ্কেই ভালবাসার সৃষ্টি দ্বিতীয় অঙ্কে বাসর ঘর। বিধাতা সেই সোনালী দিনটি কি আজই আমাদের সামনে এনে দিলেন?

পরস্পর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছি তাও বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?

কি করে এটা ঘটলো সেটাই আমার অন্তরের জিজ্ঞাসা।

পাঁচ বছর পূর্বে যে নাটকীয় ভালবাসার উৎপত্তি এই ঘরে বসে হয়েছিল তা তোমার কাছে শুনেছিলাম। শাহনাজ আপার বিবাহে এসে আমাকে দেখেই মা কেঁদে ফেলেছিলেন। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তুমি আমাকে মা বলে ডাকতো– মামণি! আমি তার বুকে মুখ লুকিয়ে ডেকেছিলাম মা বলে। সেই থেকে তিনি আমার মা, আমি তার মেয়ে।

তুমি অজ্ঞাত বাসে গেলে কেন?

মা নিজেই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন পূর্ব স্মৃতি অম্লান করে রাখবার জন্যে। আমরা দু'জনেই হাসিমুখে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় ঢুকলাম। সেখানে সবাই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখে আনন্দে ফেটে পড়লো যেন। উচ্ছ্বসিত দাদু বললেন– আর দেরী নয়, এখনই আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেই।

– সমাপ্ত –

www.pathagar.com

খেয়া প্রকাশনী
KHEYA PROKASHONI

ISBN 984-300-006-4

www.pathagar.com